ই-লার্নিং প্লাটফর্ম এর জন্য দিক নির্দেশনা

ভূমিকা

শিশুদের জন্য তৈরি এই ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্মটি হবে একটি মজার গেমের মতো। এখানে তারা গল্প পড়বে বা শুনবে, প্রশ্নের উত্তর দেবে, পয়েন্ট অর্জন করবে, স্টার ও ব্যাজ সংগ্রহ করবে। পুরো অভিজ্ঞতাটি হবে একটি এডভেঞ্চার খেলার মতো, যেখানে তারা ধাপে ধাপে এগোবে এবং প্রতিটি ধাপ শেষে পুরস্কৃত হবে।

গল্প পড়া ও শোনার অংশ

গল্প অংশটি শিশুরা পড়তে পারবে আবার শুনতেও পারবে। স্ক্রিনের ওপর দিয়ে গল্পের লেখা দেখা যাবে এবং নিচে থাকবে একটি প্লে বাটন। বাটনে চাপ দিলে পেশাদার কণ্ঠশিল্পীর আওয়াজে গল্প শোনা যাবে। গল্পের প্রতিটি অনুচ্ছেদের সাথে সাথে ছবি পরিবর্তন হবে। গল্পের গুরুত্বপূর্ণ অংশে ছবিগুলো অ্যানিমেটেড হবে, যেমন বৃষ্টির ফোঁটা পড়া, মেঘ সরানো, সূর্য উঠা ইত্যাদি।

গল্প শেষ হলে শিশু স্বয়ংক্রিয়ভাবে ৫০ পয়েন্ট পেয়ে যাবে। এছাড়াও একটি বিশেষ ব্যাজ পাবে যার নাম হবে "গল্পপ্রেমী"। স্ক্রিনে একটি বার্তা আসবে, "শাবাশ! তুমি গল্পটি মন দিয়ে পড়েছ। এখন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আরও পয়েন্ট অর্জন করো।"

প্রশ্নোত্তর পর্বের ধরন ও পয়েন্ট

প্রশ্নগুলো চারটি ভাগে ভাগ করা থাকবে। প্রথম ভাগের প্রশ্নগুলো হবে সহজ। এতে শিশুকে ছবিতে সঠিক জায়গায় ক্লিক করতে হবে অথবা সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করতে হবে। প্রতিটি সহজ প্রশ্নের জন্য পয়েন্ট থাকবে ১০।

দ্বিতীয় ভাগের প্রশ্নগুলো হবে মাঝারি ধরনের। এতে শিশুকে ছবি বা শব্দ টেনে সঠিক জায়গায় মেলাতে হবে অথবা খালি জায়গায় সঠিক শব্দ বসাতে হবে। প্রতিটি মাঝারি প্রশ্নের জন্য পয়েন্ট থাকবে ২০।

তৃতীয় ভাগের প্রশ্নগুলো হবে কঠিন। এতে শিশুকে ঘটনার সঠিক ক্রম নির্ধারণ করতে হবে অথবা যুক্তি দিয়ে সঠিক উত্তর বেছে নিতে হবে। প্রতিটি কঠিন প্রশ্নের জন্য পয়েন্ট থাকবে ৩০।

সঠিক উত্তরের মুহূর্ত

যখন শিশু কোনো প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেবে, তখন সাথে সাথেই পুরো স্ক্রিনে একটি উজ্জ্বল হলুদ আলো ঝলকানি দেবে। সঠিক উত্তরটি সবুজ রঙে হাইলাইট হয়ে যাবে। পর্দার ওপর দিয়ে "সাব্বাস" বা "দারুণ!" লেখা ভেসে উঠবে। মাসকট চরিত্রটি লাফিয়ে উঠবে এবং হাততালি দেবে।

একটি আনন্দদায়ক সুর বাজবে। সেটি প্রশ্নের ধরণ অনুযায়ী ভিন্ন হতে পারে। সহজ প্রশ্নের জন্য হালকা খুশির সুর, মাঝারি প্রশ্নের জন্য উচ্ছ্বসিত সুর, কঠিন প্রশ্নের জন্য বিজয়ীর সুর বাজবে।

পয়েন্ট কাউন্টারটি সাথে সাথেই বেড়ে যাবে। নতুন পয়েন্ট যোগ হওয়ার সময় কাউন্টারটি একটু বড় হবে এবং চারপাশে সোনালি রেখা ঘুরবে। পয়েন্ট যোগ হওয়ার পর "১০ পয়েন্ট যুক্ত হলো" লেখা দেখা যাবে।

প্রতি প্রশ্নের পর মাসকট চরিত্রটি একটি উৎসাহব্যঞ্জক মন্তব্য করবে। যেমন "তুমি তো ঝড়ের মতো দ্রুত উত্তর দিচ্ছো!" বা "তুমি তো আবহাওয়াবিদ হয়ে যাচ্ছো!"

ভুল উত্তরের মুহূর্ত

শিশু যখন ভুল উত্তর দেবে, তখন তাৎক্ষণিকভাবে উত্তরটি লাল রঙে হাইলাইট হয়ে যাবে। পুরো স্ক্রিনে হালকা কমলা আলো পড়বে। একটি মৃদু সুর বাজবে, যা শাস্তির নয়, বরং উৎসাহের। মাসকট চরিত্রটি একটু মলিন মুখ করে বলবে, "ওহ! একটু ভুল হয়ে গেল। কিন্তু চিন্তা করো না, আবার চেষ্টা করো।"

পয়েন্ট কেটে যাবে না, বরং শিশুকে দ্বিতীয় সুযোগ দেওয়া হবে। ভুল উত্তরের পর স্ক্রিনে একটি ছোট টিপস বক্স দেখা যাবে। সেখানে মাসকট চরিত্রটি আবারও বিষয়টি সহজভাবে বুঝিয়ে দেবে। যেমন আবহাওয়া ও জলবায়ুর পার্থক্য নিয়ে প্রশ্ন ভুল হলে মাসকট বলবে, "মনে করো, তুমি আজ যে জামা পড়েছ সেটা আবহাওয়া, আর ঢাকার মানুষ সাধারণত গ্রীষ্মে সুতির জামা পরে সেটা জলবায়ু। এখন আবার উত্তর দিতে পারো?"

দ্বিতীয়বার উত্তর দেওয়ার সময় শিশু যদি সঠিক উত্তর দেয়, তাহলে পূর্ণ পয়েন্ট না পেলেও অর্ধেক পয়েন্ট পাবে। যেমন ২০ পয়েন্টের প্রশ্নে দ্বিতীয়বার সঠিক উত্তর দিলে ১০ পয়েন্ট পাবে। দ্বিতীয়বারও ভুল করলে সঠিক উত্তরটি দেখিয়ে দেওয়া হবে এবং শিশু পয়েন্ট না পেলেও ব্যাখ্যা পড়ে শিখতে পারবে।

ভুল উত্তরের সংখ্যা একটি কাউন্টারে রাখা হবে। প্রতি মডিউলে তিনবার ভুল উত্তরের পর একটি বিশেষ সাহায্য পাওয়া যাবে, যেমন মাসকট চরিত্রটি একটি বড় ইঙ্গিত দেবে অথবা একটি অতিরিক্ত লাইফ দেবে।

লেভেল সমাপ্তি ও স্টার অর্জন

প্রতিটি মডিউলের সব প্রশ্ন শেষ হলে ফলাফলের একটি সুন্দর সারাংশ দেখানো হবে। একটি বড় পর্দায় শিশুর মোট পয়েন্ট, সঠিক উত্তর ও ভুল উত্তরের সংখ্যা, অর্জিত কম্বো এবং ব্যবহৃত সাহায্যের সংখ্যা দেখানো হবে।

এরপর স্টার অর্জনের অংশ আসবে। শিশু তার প্রাপ্ত পয়েন্টের ভিত্তিতে পাঁচটি পর্যন্ত স্টার পেতে পারে। পয়েন্টের শতকরা হার অনুযায়ী স্টার নির্ধারিত হবে।

শিশু যদি ১০০ শতাংশ পয়েন্ট অর্জন করে, অর্থাৎ সব প্রশ্ন প্রথমবার সঠিক উত্তর দেয় এবং কোনো সাহায্য ব্যবহার না করে, তাহলে পাঁচটি সোনালি স্টার পাবে। স্টারগুলো একে একে জ্বলতে থাকবে এবং পর্দা জুড়ে রংধনু ছড়িয়ে পড়বে। একটি বিশেষ বিজয়ী সুর বাজবে এবং মাসকট চরিত্রটি নাচতে শুরু করবে।

শিশু যদি ৮০ থেকে ৯৯ শতাংশ পয়েন্ট অর্জন করে, তাহলে চারটি রুপালি স্টার পাবে। ৬০ থেকে ৭৯ শতাংশ পেলে তিনটি ব্রোঞ্জ স্টার পাবে। ৪০ থেকে ৫৯ শতাংশ পেলে দুটি নীল স্টার পাবে। ২০ থেকে ৩৯ শতাংশ পেলে একটি সবুজ স্টার পাবে। ২০ শতাংশের কম পেলে কোনো স্টার পাবে না, তবে একটি বিশেষ উৎসাহ বার্তা দেখানো হবে।

ব্যাজ সংগ্রহ ও কৃতিত্ব

স্টারের পাশাপাশি শিশু বিভিন্ন কৃতিত্বের জন্য ব্যাজ পাবে। প্রথম মডিউল শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই "আবহাওয়াবিদ" ব্যাজ দেওয়া হবে। দ্বিতীয় মডিউল শেষে "আবহাওয়া শিকারী" ব্যাজ দেওয়া হবে। তৃতীয় মডিউল শেষে "পানি চক্র

বিশেষজ্ঞ" ব্যাজ দেওয়া হবে। চতুর্থ মডিউল শেষে "নদীর বন্ধু" ব্যাজ দেওয়া হবে। পঞ্চম মডিউল শেষে "দুর্যোগ যোদ্ধা" ব্যাজ দেওয়া হবে।

এছাড়াও বিশেষ কৃতিত্বের জন্য অতিরিক্ত ব্যাজ থাকবে। কোনো মডিউলে সব প্রশ্ন প্রথমবার সঠিক উত্তর দিলে "নিখুঁত" ব্যাজ দেওয়া হবে। কোনো মডিউল দ্রুততম সময়ে শেষ করলে "স্পিড মাস্টার" ব্যাজ দেওয়া হবে। পাঁচটি মডিউলই শেষ করলে "প্রকৃতির সাথী" ব্যাজ দেওয়া হবে।

সব মডিউল শেষ করে এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক স্টার ও ব্যাজ অর্জন করলে শিশু "মেট ক্লাব সুপারহিরো" উপাধি পাবে। এই উপাধি তার প্রোফাইলে বিশেষ আইকন হিসেবে দেখানো হবে।

অগ্রগতি সংরক্ষণ ও প্রোফাইল

শিশু যখন প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করবে, প্রথমে তার জন্য একটি প্রোফাইল তৈরি করতে হবে। সে তার নাম, বয়স, এবং একটি অ্যাভাটার চরিত্র বেছে নিতে পারবে। অ্যাভাটারটি ছেলে বা মেয়ে হতে পারে, চুল ও পোশাকের রং বদলানো যাবে।

শিশু যেকোনো সময় খেলা বন্ধ করে দিলেও তার অগ্রগতি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংরক্ষিত হবে। পরবর্তীবার লগইন করলে সে যেখানে ছিল সেখান থেকে শুরু করতে পারবে। প্রোফাইল পৃষ্ঠায় সে তার মোট পয়েন্ট, অর্জিত স্টারের সংখ্যা, সব ব্যাজ এবং প্রতিটি মডিউলের অগ্রগতি দেখতে পাবে।

প্রোফাইল পৃষ্ঠায় একটি অগ্রগতি মানচিত্র থাকবে। সেখানে পাঁচটি দ্বীপের মতো আইকন থাকবে। প্রতিটি দ্বীপ একটি মডিউল নির্দেশ করবে। শিশু যে মডিউল শেষ করবে সেই দ্বীপে পতাকা লাগবে। সে কয়টি স্টার পেয়েছে তাও দ্বীপের পাশে ঝকঝক করবে।

প্রোফাইল পৃষ্ঠায় একটি ট্রফি ক্যাবিনেট থাকবে। সেখানে সে তার অর্জিত সব ব্যাজ গুছিয়ে রাখতে পারবে। ব্যাজগুলোর ওপর ক্লিক করলে কোন কাজে সেটি অর্জন করেছে তা জানতে পারবে।

লেভেল আনলকিং পদ্ধতি

শুরুতে শুধুমাত্র প্রথম মডিউলটি খেলার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। শিশু প্রথম মডিউলটি সম্পূর্ণ করলেই দ্বিতীয় মডিউলটি আনলক হবে। দ্বিতীয় মডিউল সম্পূর্ণ করলে তৃতীয়টি, এভাবে ধারাবাহিকভাবে এগোতে হবে।

তবে শিশু চাইলে আগের যেকোনো মডিউল আবার খেলতে পারবে। সেখানে সে আরও ভালো স্কোর করে স্টারের সংখ্যা বাড়াতে পারবে। কোনো মডিউলে একবার ৫ স্টার অর্জন করলে সেটির পাশে একটি বিশেষ চিহ্ন দেওয়া হবে।

ভিজুয়াল ও অডিও অভিজ্ঞতা

পুরো প্ল্যাটফর্মজুড়ে উজ্জ্বল, প্রাণবন্ত রং ব্যবহার করতে হবে। আকাশের নীল, গাছের সবুজ, সূর্যের হলুদ, মাটির বাদামি রং মিলিয়ে একটি প্রাকৃতিক পরিবেশ তৈরি করতে হবে। প্রতিটি চরিত্র হবে কার্টুনিশ, মিষ্টি ও বন্ধুত্বপূর্ণ।

গল্পের গুরুত্বপূর্ণ অংশে ছোট ছোট অ্যানিমেশন থাকবে। বৃষ্টির সময় ফোঁটা পড়বে, বাতাসের সময় গাছ দুলবে, বজ্রপাতের সময় আলো জ্বলবে। এই অ্যানিমেশনগুলো খুব বেশি জটিল না করে সরল ও মিষ্টি রাখতে হবে।

অডিওর দিকেও বিশেষ যত্ন দিতে হবে। গল্প পড়ার সময় পেশাদার কণ্ঠশিল্পীর আওয়াজ ব্যবহার করতে হবে। কণ্ঠটি হবে শিশুদের মতো, স্পষ্ট ও প্রাণবন্ত। সঠিক উত্তরের সুর হবে আনন্দদায়ক, ভুল উত্তরের সুর হবে উৎসাহব্যঞ্জক, লেভেল শেষের সুর হবে বিজয়ী।

পরিশেষ

এই পুরো প্ল্যাটফর্মটির মূল লক্ষ্য হলো শিশুরা যেন খেলতে খেলতে শিখতে পারে। গেমের নিয়ম, পয়েন্ট, স্টার, ব্যাজ–এসব কিছুই হবে তাদের শেখার পথকে আরও মসৃণ ও আনন্দময় করতে। কেউ দুর্বল করলেও তাকে হতাশ না করে উৎসাহ দিতে হবে। কেউ ভালো করলে তাকে পুরস্কৃত করতে হবে। সবশেষে, প্রতিটি শিশু যেন অনুভব করতে পারে যে সে একজন সত্যিকারের মেট ক্লাবের সদস্য, যিনি প্রকৃতি ও দুর্যোগ সম্পর্কে জানেন এবং নিজে ও অন্যদের নিরাপদ রাখতে সক্ষম।

বিষয়: আবহাওয়া ও জলবায়ুর ধারণা

শিখনফল

১। শিক্ষার্থীরা আবহাওয়া বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে পারবে ও যে কোনো স্থানের আবহাওয়া নির্ণয় করতে পারবে।
২। শিক্ষার্থীরা জলবায়ুর বিষয়টি বিশ্লেষণ করতে পারবে ও যে কোনো অঞ্চলের জলবায়ু ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৩। শিক্ষার্থীরা আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবে।

আবহাওয়া আঙ্কেল আর জলবায়ু জাদুকরের গল্প

টুনির খুব গরম লাগছে। সে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখে আকাশে কোথাও মেঘ নেই। রোদ তীব্র।

টুনি বিরক্ত হয়ে বলে, "উফ! কী গরম!"

ঠিক তখন তার কানে মিষ্টি আওয়াজ এল। ঘরের দেয়ালের ছবিটার পাশে কে একজন বসে আছে। বয়স্ক মানুষ, পরনে নীল পাঞ্জাবি।

টুনি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, "আপনি কে?"

ভদ্রলোক হাসলেন। "আমার নাম আবহাওয়া আঙ্কেল। আমি প্রতিদিন চারপাশের খবর রাখি। আমি দেখি আজ কেমন আছে আকাশ, বাতাস, রোদ-বৃষ্টি। আজকের গরম, সকালের হাওয়া, বিকেলের মেঘ–এগুলোকেই বলে আবহাওয়া। মানে ঠিক এই মুহূর্তে প্রকৃতি কেমন আছে, সেটাই আবহাওয়া।"

টুনি মাথা নেড়ে বলে, "ওহ! তাহলে সকালে মা যখন বলেন 'আজ মেঘলা দিন, ছাতা নিয়ে যাও'—এটাও আবহাওয়া?" আবহাওয়া আঙ্কেল খুশি হয়ে বললেন, "বাহ! তুমি তাড়াতাড়ি শিখে ফেললে!"

হঠাৎ ঘরটা অন্ধকার হয়ে এল। মায়াবী আলো ছড়িয়ে একজন লম্বা মানুষ হাজির হল। তার হাতে জাদুর কাঠি, পরনে সবুজ আলখাল্লা।

আবহাওয়া আঙ্কেল বললেন, "ইনি হচ্ছেন জলবায়ু জাদুকর। আমার চেয়ে অনেক বড়।"

টুনি বলল, "জলবায়ু জাদুকর মানে?"

জলবায়ু জাদুকর তার জাদুর কাঠি নাড়ালেন। একটা সুন্দর ছবি তৈরি হয়ে গেল। ছবিতে আছে ছয়টি ঋতু। তা হলো- গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত। তিনি বললেন, "আবহাওয়া আঙ্কেল যা দেখেন, তা জমে জমে তিরিশ বছর পর তৈরি হয় আমার পরিচয়। কোনো অঞ্চলের দীর্ঘদিনের মানে প্রায় ৩০ বছরের গড় আবহাওয়াকেই বলে জলবায়ু।"

টুনি বুঝতে চেষ্টা করে। "মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন, আবহাওয়া আঙ্কেল যা দেখেন, সেটা জমে জমে একদিন আপনি হয়ে যান?" জলবায়ু জাদুকর হাসলেন। "ঠিক ধরেছো। আজকে বৃষ্টি হলো–এটা আবহাওয়া। কিন্তু প্রতি বছর জুন মাসে বৃষ্টি হওয়া–এটা জলবায়ু।"

টুনি বলল, "আপনাদের মধ্যে আসলে পার্থক্যটা কী?"

আবহাওয়া আঙ্কেল বললেন, "খুব সহজ করে বলি। তুমি প্রতিদিন যে জামা বদলাও–কোনোদিন গরম বলে হাফ-হাতা, কোনোদিন ঠান্ডায় ফুল-হাতা–এটা হলো আমার কাজ। আমি প্রতিদিনের খবর দিই।"

জলবায়ু জাদুকর বললেন, "কিন্তু ঢাকা শহরের মানুষ সাধারণত কোন মৌসুমে কী পরে–এটা হলো আমার কাজ। যেমন শীতে সোয়েটার, গরমে সুতি কাপড়–এই অভ্যাসটা তৈরি হয়েছে বহু বছর ধরে।"

টুনি বলল, "ওহ! তাহলে আবহাওয়া আঙ্কেল দেখেন–আজ কী হচ্ছে। আর জলবায়ু জাদুকর জানেন–এখানে সাধারণত কী হয়।"

টুনির নতুন প্রশ্ন। "আমার চাচা চট্টগ্রামে থাকেন। ওখানে বৃষ্টি খুব হয়। আর দাদী পটুয়াখালীতে থাকেন। ওখানে ঘূর্ণিঝড় হয়। এটা কী আবহাওয়া না জলবায়ু?"

জলবায়ু জাদুকর জাদুর কাঠি নাড়ালেন। ঘরে চট্টগ্রাম শহর ভেসে উঠল–পাহাড়ে বৃষ্টি হচ্ছে। তিনি বললেন, "চট্টগ্রামে প্রতি বছর জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রচুর বৃষ্টি হয়। এই নিয়মিত বৃষ্টি হওয়াটাই হলো চট্টগ্রামের জলবায়ু। কিন্তু আজকে বৃষ্টি হচ্ছে কি না–সেটা হলো আবহাওয়া।"

আবার জাদুর কাঠি ঘুরতেই দেখা গেল পটুয়াখালী। সাগরের ধারে ঘূর্ণিঝড়ের ছবি।

"পটুয়াখালীতে প্রতি বছর এপ্রিল-মে মাসে ঝড় হয়। এই নিয়মিত ঝড় হওয়াটাই হলো পটুয়াখালীর জলবায়ু। কিন্তু আজকে ঝড় হচ্ছে কি না–সেটা আবহাওয়া।"

টুনি বলল, "বুঝেছি! আবহাওয়া হলো–আজ কী হচ্ছে। জলবায়ু হলো–এখানে সাধারণত কী হয়। বাহ! আমি শিখে ফেলেছি। এটা তো খুব মজার।"

আবহাওয়া আঙ্কেল বললেন, "আমি কিছু উদাহরণ দিচ্ছি। তুমি বলবে এটা আবহাওয়া নাকি জলবায়ু।"

টুনি তৈরি হয়ে বসল। আবহাওয়া আঙ্কেল প্রশ্ন বলার সাথে সাথেই টুনি উত্তর বলে দিল।

"আজ বৃষ্টি হচ্ছে!"— আবহাওয়া
"বাংলাদেশে ছয়টি ঋতু আছে!"— জলবায়ু
"গতকাল প্রচণ্ড গরম ছিল!"— আবহাওয়া
"মরুভূমিতে দিনে গরম রাতে ঠান্ডা হয়!"— জলবায়ু (এটা সব সময় হয়)
"এই মাসে অনেকবার বজ্রপাত হয়েছে!"— আবহাওয়া
"এপ্রিল-মে মাসে কালবৈশাখী ঝড় হয়!"— জলবায়ু (প্রতি বছর হয়)
"আজ এত ঠান্ডা যে কম্বল বের করেছি!"— আবহাওয়া
"শীতকালে উত্তরের জেলাগুলোতে তাপমাত্রা কমে যায়!"— জলবায়ু (প্রতি বছর হয়)

জলবায়ু জাদুকর খুশি হয়ে বললেন, "সাবাশ টুনি! তুমি আবহাওয়া আর জলবায়ুর পার্থক্য খুব ভালো করেই শিখে ফেলেছ। এখন তুমি যে কোনো জায়গার আবহাওয়া বলতে পারবে, আর যে কোনো অঞ্চলের জলবায়ু বুঝতে পারবে।"

টুনি হাসল। এত মজার গল্পের মাধ্যমে সে আজ অনেক বড় একটা বিষয় শিখে ফেলেছে।

তাত্ত্বিক অংশ

আবহাওয়া ও জলবায়ু

আবহাওয়া কী?

টুনি যখন জানালা দিয়ে বাইরে তাকায়, তখন আবহাওয়া আঙ্কেল তাকে বলেন–"এই যে তুমি এখন গরম অনুভব করছো, আকাশে মেঘ নেই, বাতাস নেই–এটাই হলো আজকের আবহাওয়া।"

আবহাওয়া মানে: কোনো নির্দিষ্ট জায়গার অল্প সময়ের (একদিন বা কয়েক ঘণ্টার) তাপমাত্রা, বৃষ্টি, বাতাস, মেঘের অবস্থা।

গল্পের উদাহরণ: "আজ বৃষ্টি হচ্ছে", "গতকাল প্রচণ্ড গরম ছিল", "আজ এত ঠান্ডা যে কম্বল বের করেছি"—এগুলোর সবকটিই আবহাওয়ার উদাহরণ, যা টুনি গল্পের শেষ অংশের খেলায় শিখেছে।

জলবায়ু কী?

জলবায়ু জাদুকর টুনিকে তার জাদুর কাঠি দিয়ে তিরিশ বছরের পুরোনো একটি ছবি দেখিয়ে বলেন, এই যে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত। এই নিয়মিত চক্রটাই হলো জলবায়ু।"

জলবায়ু মানে: কোনো অঞ্চলের দীর্ঘ সময়ের (সাধারণত ৩০ বছর) গড় আবহাওয়া। কোনো জায়গায় সাধারণত কী রকম আবহাওয়া হয়, সেটার দীর্ঘদিনের অভ্যাস।

গল্পের উদাহরণ: "বাংলাদেশে ছয়টি ঋতু আছে", "মরুভূমিতে দিনে গরম রাতে ঠান্ডা হয়", "শীতকালে উত্তরের জেলাগুলোতে তাপমাত্রা কমে যায়"—এগুলোর সবকটিই জলবায়ুর উদাহরণ।

আবহাওয়া ও জলবায়ুর পার্থক্য

গল্পে টুনি যখন দুই বন্ধুর মধ্যে পার্থক্য বুঝতে চায়, তখন তারা সহজ করে বোঝায়–

আবহাওয়া আঙ্কেল বলেন: "আমি দেখি আজ কী হচ্ছে। তুমি প্রতিদিন যে জামা বদলাও–আজ গরম বলে হাফ-হাতা পরো, কাল ঠান্ডায় ফুল-হাতা পরো–এটাই আমার কাজ।"

জলবায়ু জাদুকর বলেন: "আমি জানি এখানে সাধারণত কী হয়। ঢাকা শহরের মানুষ সাধারণত গরমে সুতি কাপড় পরে, শীতে সোয়েটার পরে–এই অভ্যাসটা আমার কাজ।"

পার্থক্যটা দাঁড়ায় এই রকম–

· আবহাওয়া অল্প সময়ের: গল্পে টুনি শেখে, আজ বৃষ্টি হচ্ছে মানে আবহাওয়া কিন্তু প্রতি বছর জুন-জুলাইয়ে বৃষ্টি হয় মানে জলবায়ু।
· আবহাওয়া দ্রুত বদলায়: গল্পে দেখা যায়, সকালের রোদ দুপুরে মেঘলা হয়ে বিকেলে বৃষ্টিতে বদলে যেতে পারে–এটা আবহাওয়ার বৈশিষ্ট্য।

গল্পের তিনটি অংশে তিনটি ছবির বর্ণনা -

ছবি ১: গল্পের শুরুতে

টুনি আর আবহাওয়া আঙ্কেলের দেখা

গল্পের জায়গা: টুনি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে, আবহাওয়া আঙ্কেল দেয়ালের ছবির পাশে বসে আছে।

ছবির বর্ণনা:
একটি কিশোরী মেয়ে (টুনি) জানালার পাশে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। তার পরনে স্কুল ড্রেস বা সাধারণ পোশাক। ঘরের দেয়ালে একটি আঁকা ছবি আছে। সেই ছবির পাশে একজন বয়স্ক ভদ্রলোক বসে আছেন। তার পরনে নীল পাঞ্জাবি, চোখে চশমা। হাতে থার্মোমিটার আর খাতা। জানালা দিয়ে বাইরে তীব্র রোদ দেখা যাচ্ছে। ঘরের টেবিলে খাতা-কলম আছে। ছবিটি হবে উজ্জ্বল রঙের, বাস্তবের কাছাকাছি কিন্তু কিছুটা কার্টুনিশ টাচ থাকবে।

ছবি ২: গল্পের মাঝখানে

জলবায়ু জাদুকর ছয় ঋতু দেখাচ্ছে

গল্পের জায়গা: জলবায়ু জাদুকর জাদুর কাঠি দিয়ে ছয়টি ঋতুর ছবি তৈরি করেছে।

ছবির বর্ণনা:
ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে জলবায়ু জাদুকর। লম্বা রোগা মানুষ, পরনে সবুজ আলখাল্লা, হাতে জাদুর কাঠি। তার পাশে টুনি আর আবহাওয়া আঙ্কেল দাঁড়িয়ে আছে। জাদুর কাঠি থেকে আলো বেরিয়ে বাতাসে ছয়টি ছবি তৈরি হয়েছে–গ্রীষ্মে তরমুজ আর পাকা আম, বর্ষায় বৃষ্টি আর কদম ফুল, শরতে কাশফুল, হেমন্তে ধান কাটা, শীতে পিঠা খাওয়া, বসন্তে পলাশ ফুল। ছবিগুলো গোল গোল ফ্রেমের ভেতরে দেখা যাচ্ছে। ঘরটা মৃদু আলোয় ভরা।

ছবি ৩: গল্পের শেষে

চট্টগ্রাম ও পটুয়াখালীর দৃশ্য

গল্পের জায়গা: জলবায়ু জাদুকর দুই জায়গার ছবি দেখাচ্ছে–একদিকে বৃষ্টি, অন্যদিকে ঝড়।

ছবির বর্ণনা:
জাদুর কাঠির আলো থেকে তৈরি বড় একটা পর্দা। পর্দার বাম পাশে চট্টগ্রাম–পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে বৃষ্টি পড়ছে, সবুজ গাছপালা। ডান পাশে পটুয়াখালী–সমুদ্র, নারিকেল গাছ, আকাশে কালো মেঘ, ঘূর্ণিঝড়ে গাছপালা হেলে পড়েছে। দুই দৃশ্যই পাশাপাশি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। নিচে টুনি আর জলবায়ু জাদুকর দাঁড়িয়ে ছবি দেখছে। টুনির মুখে বোঝার ভাব।

মজার মূল্যায়ন

সহজ প্রশ্ন (১০টি)

প্রশ্ন ১: ছবিতে ক্লিক করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে টুনি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। বাইরের আকাশে কোথাও মেঘ নেই, সূর্য তীব্রভাবে জ্বলছে। টুনির কপালে ঘামের ফোঁটা দেখা যাচ্ছে।

ছবির কোন অংশ দেখে তুমি বুঝতে পারছ যে আজকের আবহাওয়া খুব গরম? সঠিক জায়গায় ক্লিক করো।

সঠিক উত্তর: তীব্র সূর্য ও টুনির কপালের ঘামের অংশে ক্লিক করতে হবে।

প্রশ্ন ২: সত্য না মিথ্যা বলো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে আবহাওয়া আঙ্কেল বসে আছেন, তার হাতে থার্মোমিটার আর একটা খাতা। খাতার পাতায় বিভিন্ন দিনের আবহাওয়ার তথ্য লেখা।

"আবহাওয়া আঙ্কেল প্রতিদিনের খবর রাখেন। তিনি দেখেন আজ কেমন আছে আকাশ, বাতাস, রোদ-বৃষ্টি।"

সঠিক উত্তর: সত্য

প্রশ্ন ৩: খালি জায়গা পূরণ করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে তিনটি দৃশ্য আছে–সকালে সূর্য ওঠা, দুপুরে তীব্র রোদ, বিকেলে বৃষ্টি।

"সকালের হাওয়া, দুপুরের গরম, বিকেলের মেঘ–এগুলোকেই বলে ।"

(ড্রপ করে বসানোর জন্য অপশন থাকবে: আবহাওয়া, জলবায়ু, ঋতু, তাপমাত্রা)

সঠিক উত্তর: আবহাওয়া

প্রশ্ন ৪: ছবিতে ক্লিক করো

পাশাপাশি দুইটি ছবি দেয়া থাকবে। একটি ছবিতে সূর্য সহ আলো। আরেকটি ছবিতে রঙিন ফল। প্রশ্ন লেখা থাকবে, আবহাওয়া কোনটি ক্লিক করো।
সঠিক উত্তর: সূর্য সহ আলো

প্রশ্ন ৫: টেনে আনো আর মেলাও

বাম পাশে চারটি ছবি দেওয়া আছে–সূর্যের ছবি, মেঘের ছবি, বাতাসে দুলছে গাছের ছবি, থার্মোমিটারের ছবি।
ডান পাশে চারটি শব্দ দেওয়া আছে–রোদ, মেঘলা আকাশ, বাতাস, তাপমাত্রা।

কোন ছবি কোন শব্দের সাথে মেলে? টেনে মেলাও।

সঠিক উত্তর: সূর্য→রোদ, মেঘ→মেঘলা আকাশ, বাতাসে দুলছে গাছ→বাতাস, থার্মোমিটার→তাপমাত্রা

প্রশ্ন ৬: ছবি দেখে খবর তৈরি করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য–নীল আকাশ, উজ্জ্বল সূর্য, কোথাও মেঘ নেই। টুনি জানালার পাশে দাঁড়িয়ে, তার গায়ে ঘাম।

এই ছবি দেখে তুমি আজকের আবহাওয়া সম্পর্কে কী খবর দেবে?

ক) আজ বৃষ্টি হবে
খ) আজ প্রচণ্ড গরম পড়েছে
গ) আজ শীত পড়েছে
ঘ) আজ বজ্রপাত হবে

সঠিক উত্তর: খ) আজ প্রচণ্ড গরম পড়েছে

প্রশ্ন ৭: খালি জায়গা পূরণ করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে জলবায়ু জাদুকর তার জাদুর কাঠি দিয়ে ছয়টি ঋতুর ছবি দেখাচ্ছেন–গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত।

"বাংলাদেশে _____ টি ঋতু আছে। এটি বাংলাদেশের _____।"

(ড্রপ করে বসানোর জন্য অপশন থাকবে: চার-আবহাওয়া, পাঁচ-জলবায়ু, ছয়-জলবায়ু, সাত-আবহাওয়া)

সঠিক উত্তর: ছয়-জলবায়ু

প্রশ্ন ৮: সত্য না মিথ্যা বলো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে টুনির মা টুনিকে একটি ছাতা দিচ্ছেন, আর আকাশে কালো মেঘ দেখা যাচ্ছে।

"টুনির মা সকালে তাকে বলেছিলেন, 'আজ মেঘলা দিন, ছাতা নিয়ে যাও।' টুনির মা আসলে সেদিনের আবহাওয়ার খবর দিয়েছিলেন।"

সঠিক উত্তর: সত্য

প্রশ্ন ৯: ঘটনা সাজাও

তিনটি ছবি এলোমেলোভাবে দেওয়া আছে–
ছবি ক: সকালে সূর্য ওঠা
ছবি খ: দুপুরে তীব্র রোদ
ছবি গ: বিকেলে বৃষ্টি

সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত আবহাওয়ার পরিবর্তন সঠিক ক্রমে সাজাও।

সঠিক উত্তর: ক → খ → গ

প্রশ্ন ১০: টেনে আনো আর মেলাও

বাম পাশে তিনটি ঘটনা দেওয়া আছে–
১. আজ বৃষ্টি হচ্ছে
২. প্রতি বছর জুন-জুলাইয়ে বৃষ্টি হয়
৩. গতকাল প্রচণ্ড গরম ছিল

ডান পাশে দুটি বক্স দেওয়া আছে–"আবহাওয়া" ও "জলবায়ু"

কোন ঘটনা কোন বক্সে যাবে? টেনে মেলাও।

সঠিক উত্তর: আবহাওয়া বক্সে→১ ও ৩, জলবায়ু বক্সে→২

মাঝারি প্রশ্ন (১০টি)

প্রশ্ন ১১: ছবিতে ক্লিক করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। জাদুর কাঠির আলো থেকে তৈরি বড় একটা পর্দায় দুটি দৃশ্য দেখা যাচ্ছে–
বাম পাশে চট্টগ্রামের দৃশ্য (পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে বৃষ্টি পড়ছে)
ডান পাশে পটুয়াখালীর দৃশ্য (সমুদ্র, নারিকেল গাছ, আকাশে কালো মেঘ, ঘূর্ণিঝড়)

গল্পে জলবায়ু জাদুকর বলেছিলেন, "পটুয়াখালীতে প্রতি বছর এপ্রিল-মে মাসে ঝড় হয়।" ছবির কোন অংশে সেটা বোঝানো হয়েছে? সঠিক জায়গায় ক্লিক করো।

সঠিক উত্তর: ডান পাশের পটুয়াখালীর দৃশ্য (কালো মেঘ ও ঘূর্ণিঝড়ের অংশ)

প্রশ্ন ১২: খালি জায়গা পূরণ করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে জলবায়ু জাদুকর টুনিকে একটি ক্যালেন্ডার দেখাচ্ছেন, ক্যালেন্ডারে ৩০ বছর ধরে একই সময়ে বৃষ্টি হচ্ছে দেখানো হয়েছে।

"কোনো অঞ্চলের দীর্ঘ সময়ের (_____ বছর) গড় আবহাওয়াকে জলবায়ু বলে।"

(ড্রপ করে বসানোর জন্য অপশন থাকবে: ৫, ১০, ২০, ৩০)

সঠিক উত্তর: ৩০

প্রশ্ন ১৩: সত্য না মিথ্যা বলো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে পটুয়াখালীর একটি দৃশ্য–নারিকেলগাছ হেলে আছে, আকাশে কালো মেঘ, দূরে একটি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র।

"পটুয়াখালীতে ঘূর্ণিঝড় হয়–এটি পটুয়াখালীর আবহাওয়া।"

সঠিক উত্তর: মিথ্যা (এটি পটুয়াখালীর জলবায়ু)

প্রশ্ন ১৪: টেনে আনো আর মেলাও

বাম পাশে তিনটি অঞ্চলের নাম দেওয়া আছে–
চট্টগ্রাম
গাইবান্ধা
পটুয়াখালী

ডান পাশে তিনটি বৈশিষ্ট্য দেওয়া আছে–
ক) বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টি হয়
খ) প্রতি বছর বন্যা হয়
গ) প্রতি বছর ঘূর্ণিঝড় হয়

কোন অঞ্চলের সাথে কোন বৈশিষ্ট্য মেলে? টেনে মেলাও।

সঠিক উত্তর: চট্টগ্রাম→ক, গাইবান্ধা→খ, পটুয়াখালী→গ

প্রশ্ন ১৫: ছবি দেখে খবর তৈরি করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে জলবায়ু জাদুকর তার জাদুর কাঠি দিয়ে বাতাসে ছয়টি গোল গোল ছবি তৈরি করেছেন। ছবিগুলোতে দেখা যাচ্ছে–গ্রীষ্মে তরমুজ ও পাকা আম, বর্ষায় বৃষ্টি ও কদম ফুল, শরতে কাশফুল, হেমন্তে ধান কাটা, শীতে পিঠা খাওয়া, বসন্তে পলাশ ফুল।

এই ছবিগুলো বাংলাদেশের কীসের পরিচয় তুলে ধরছে?

ক) প্রতিদিনের আবহাওয়া
খ) ছয়টি ঋতু–এটাই বাংলাদেশের জলবায়ু
গ) শুধু গ্রীষ্মকাল
ঘ) শুধু শীতকাল

সঠিক উত্তর: খ) ছয়টি ঋতু–এটাই বাংলাদেশের জলবায়ু

প্রশ্ন ১৬: ঘটনা সাজাও

চারটি ঘটনা এলোমেলোভাবে দেওয়া আছে–
ক) প্রতিদিনের আবহাওয়ার তথ্য সংগ্রহ
খ) ৩০ বছর জমা করা
গ) গড় বের করা
ঘ) জলবায়ু নির্ণয়

একটি অঞ্চলের জলবায়ু নির্ণয়ের সঠিক ধাপগুলো সাজাও।

সঠিক উত্তর: ক → খ → গ → ঘ

প্রশ্ন ১৭: খালি জায়গা পূরণ করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে আবহাওয়া আঙ্কেল ও জলবায়ু জাদুকর টুনিকে জামা পরার উদাহরণ দিচ্ছেন।

"আবহাওয়া আঙ্কেল বলেন–আমি দেখি আজ কী হচ্ছে। তুমি প্রতিদিন যে জামা বদলাও–এটা আমার কাজ। জলবায়ু জাদুকর বলেন–আমি জানি এখানে সাধারণত কী হয়। যেমন ঢাকা শহরের মানুষ সাধারণত _____।"

(ড্রপ করে বসানোর জন্য অপশন থাকবে: গরমে সোয়েটার পরে, শীতে সুতি কাপড় পরে, গরমে সুতি কাপড় ও শীতে সোয়েটার পরে, বর্ষায় ছাতা নিয়ে যায়)

সঠিক উত্তর: গরমে সুতি কাপড় ও শীতে সোয়েটার পরে

প্রশ্ন ১৮: সত্য না মিথ্যা বলো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে একজন দাদু তার নাতনিকে বলছেন–"আমাদের ছেলেবেলায় এত গরম পড়ত না, শীতও বেশি পড়ত।"

"গল্পে টুনির দাদী যদি বলতেন, 'আগেকার দিনে এত গরম পড়ত না', তাহলে তিনি জলবায়ু পরিবর্তনের কথাই বলছেন।"

সঠিক উত্তর: সত্য

প্রশ্ন ১৯: টেনে আনো আর মেলাও

বাম পাশে পাঁচটি বিবৃতি দেওয়া আছে–
১. আজ বৃষ্টি হচ্ছে
২. বাংলাদেশে ছয়টি ঋতু আছে
৩. গতকাল প্রচণ্ড গরম ছিল
৪. মরুভূমিতে দিনে গরম রাতে ঠান্ডা হয়
৫. এপ্রিল-মে মাসে কালবৈশাখী ঝড় হয়

ডান পাশে দুটি বক্স দেওয়া আছে–"আবহাওয়া" ও "জলবায়ু"

কোন বিবৃতি কোন বক্সে যাবে? টেনে মেলাও।

সঠিক উত্তর: আবহাওয়া বক্সে→১, ৩; জলবায়ু বক্সে→২, ৪, ৫

প্রশ্ন ২০: পাজল সাজাও

তিনটি টুকরো দেওয়া আছে। টুকরোগুলো হচ্ছে–"জলবায়ু", "বছরের", "৩০", "গড় আবহাওয়া"

টুকরোগুলো সঠিকভাবে সাজিয়ে একটি অর্থপূর্ণ বাক্য তৈরি করো।

সঠিক উত্তর: "৩০ বছরের গড় আবহাওয়াকে জলবায়ু বলে"

কঠিন প্রশ্ন (১০টি)

প্রশ্ন ২১: ছবিতে ক্লিক করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। জাদুর কাঠির আলো থেকে তৈরি বড় একটা পর্দায় দুটি দৃশ্য পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে–
বাম দৃশ্যে লেখা আছে: "আজ চট্টগ্রামে বৃষ্টি হচ্ছে"
ডান দৃশ্যে লেখা আছে: "পটুয়াখালীতে প্রতি বছর ঘূর্ণিঝড় হয়"

কোন দৃশ্যটি আবহাওয়া আর কোনটি জলবায়ু তা শনাক্ত করে সঠিক দৃশ্যে ক্লিক করো।

সঠিক উত্তর: বাম দৃশ্য আবহাওয়া (আজকের ঘটনা), ডান দৃশ্য জলবায়ু (প্রতি বছরের ঘটনা)

প্রশ্ন ২২: সত্য না মিথ্যা বলো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে দুটি বার্তা লেখা আছে–
প্রথম বার্তা: "আজ তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি"
দ্বিতীয় বার্তা: "গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা সাধারণত ৩৫-৪০ ডিগ্রি থাকে"

"প্রথম বার্তাটি আবহাওয়া আর দ্বিতীয় বার্তাটি জলবায়ু নির্দেশ করে।"

সঠিক উত্তর: সত্য

প্রশ্ন ২৩: টেনে আনো আর মেলাও

বাম পাশে ছয়টি বিবৃতি দেওয়া আছে–
১. আজ বৃষ্টি হচ্ছে
২. বাংলাদেশে ছয়টি ঋতু আছে
৩. গতকাল প্রচণ্ড গরম ছিল
৪. মরুভূমিতে দিনে গরম রাতে ঠান্ডা হয়
৫. এই মাসে অনেকবার বজ্রপাত হয়েছে
৬. এপ্রিল-মে মাসে কালবৈশাখী ঝড় হয়

ডান পাশে দুটি বক্স দেওয়া আছে–"আবহাওয়া" ও "জলবায়ু"

কোনগুলো আবহাওয়া আর কোনগুলো জলবায়ু? সঠিক বক্সে টেনে মেলাও।

সঠিক উত্তর:

আবহাওয়া বক্সে: ১, ৩, ৫
জলবায়ু বক্সে: ২, ৪, ৬

প্রশ্ন ২৪: গল্পের ঘটনা শনাক্ত করো

গল্পের তিনটি প্যানেল তৈরি করে দেখানো হয়েছে

প্যানেল ১: টুনি জানালা দিয়ে তাকিয়ে বলছে "উফ! কী গরম!"
প্যানেল ২: আবহাওয়া আঙ্কেল বলছেন "আমি প্রতিদিনের খবর রাখি। আজ বৃষ্টি হচ্ছে কিনা সেটা আমি বলতে পারি।"
প্যানেল ৩: জলবায়ু জাদুকর বলছেন "আমি তিরিশ বছরের হিসেব রাখি। বাংলাদেশে সাধারণত কখন বৃষ্টি হয় সেটা আমি জানি।"

কোন প্যানেলে আবহাওয়া আর কোন প্যানেলে জলবায়ুর কথা বলা হয়েছে?

ক) প্যানেল ১-আবহাওয়া, প্যানেল ২-জলবায়ু, প্যানেল ৩-আবহাওয়া
খ) প্যানেল ১-আবহাওয়া, প্যানেল ২-আবহাওয়া, প্যানেল ৩-জলবায়ু
গ) প্যানেল ১-জলবায়ু, প্যানেল ২-আবহাওয়া, প্যানেল ৩-জলবায়ু
ঘ) প্যানেল ১-জলবায়ু, প্যানেল ২-জলবায়ু, প্যানেল ৩-আবহাওয়া

সঠিক উত্তর: খ) প্যানেল ১-আবহাওয়া, প্যানেল ২-আবহাওয়া, প্যানেল ৩-জলবায়ু

প্রশ্ন ২৫: খালি জায়গা পূরণ করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে বাম পাশে একটি ঘড়ি (অল্প সময় বোঝাচ্ছে) আর ডান পাশে একটি ক্যালেন্ডার (দীর্ঘ সময় বোঝাচ্ছে)।

"_____ অল্প সময়ের অবস্থা, যেমন আজ গরম বলে হাফ-হাতা পরা। _____ দীর্ঘ সময়ের গড় অবস্থা, যেমন ঢাকা শহরের মানুষ সাধারণত গরমে সুতি কাপড় পরে।"

(ড্রপ করে বসানোর জন্য অপশন থাকবে: আবহাওয়া-জলবায়ু, জলবায়ু-আবহাওয়া, ঋতু-আবহাওয়া, তাপমাত্রা-জলবায়ু)

সঠিক উত্তর: আবহাওয়া-জলবায়ু

প্রশ্ন ২৬: ক্রিটিকাল থিংকিং - বিশ্লেষণধর্মী

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে দুই বন্ধু কথা বলছে। একজন বলছে, "আজ বৃষ্টি হয়েছে, তাই বাংলাদেশের জলবায়ু বদলে গেছে! এখন থেকে হয়তো সারা বছর বৃষ্টি হবে।"

বন্ধুটির কথায় কী ভুল আছে? সঠিক উত্তরটি বাছাই করো।

ক) একটি দিনের বৃষ্টিতে জলবায়ু বদলায় না।

খ) বন্ধুর কথা ঠিক আছে, কারণ বৃষ্টি হলে সেটা জলবায়ুর পরিবর্তন।
গ) বৃষ্টি হলে সবসময় জলবায়ু বদলে যায়।
ঘ) আজ বৃষ্টি হওয়াটা আবহাওয়া, কিন্তু জলবায়ু বদলাতে ১০০ বছর লাগে।

সঠিক উত্তর: ক) একটি দিনের বৃষ্টিতে জলবায়ু বদলায় না।

প্রশ্ন ২৭: পাজল সাজাও

তিনটি টুকরো দেওয়া আছে। টুকরোগুলো হচ্ছে–"আবহাওয়া", "জলবায়ু", "দ্রুত বদলায়", "ধীরে বদলায়"

টুকরোগুলো সঠিকভাবে সাজিয়ে দুটি অর্থপূর্ণ বাক্য তৈরি করো।

সঠিক উত্তর: "আবহাওয়া দ্রুত বদলায়" এবং "জলবায়ু ধীরে বদলায়"

প্রশ্ন ২৮: ক্রিটিকাল থিংকিং - প্রয়োগমূলক

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে ১৫ বছর ধরে একই এলাকার তাপমাত্রার গ্রাফ দেখা যাচ্ছে। প্রতি বছরের তুলনায় গ্রীষ্মকাল আরও বেশি গরম হচ্ছে, বর্ষাকালে বৃষ্টি কম হচ্ছে, আর শীতকাল আগের মতো ঠান্ডা হচ্ছে না।

এটা আবহাওয়ার পরিবর্তন নাকি জলবায়ুর পরিবর্তন? সঠিক উত্তরটি বাছাই করো।

ক) আবহাওয়ার পরিবর্তন, কারণ আজ গরম লাগছে।
খ) জলবায়ুর পরিবর্তন, কারণ এটি দীর্ঘ ২৫ বছরের ধারাবাহিক পরিবর্তন।
গ) এটা সাধারণ ব্যাপার, কিছুই বদলায়নি।
ঘ) শুধু গ্রীষ্মকাল বদলেছে, তাই এটি আবহাওয়ার পরিবর্তন।

সঠিক উত্তর: খ) জলবায়ুর পরিবর্তন, কারণ এটি দীর্ঘ ২৫ বছরের ধারাবাহিক পরিবর্তন।

প্রশ্ন ২৯: ঘটনা সাজাও

তিনটি ঘটনা এলোমেলোভাবে দেওয়া আছে–
ক) চট্টগ্রামে আজ বৃষ্টি হচ্ছে
খ) চট্টগ্রামে প্রতি বছর বর্ষাকালে বৃষ্টি হয়
গ) চট্টগ্রামে গতকাল বৃষ্টি ছিল

এগুলোকে সাজাও–কোনটি আবহাওয়া, কোনটি জলবায়ু?

সঠিক উত্তর: আবহাওয়া→ক ও গ, জলবায়ু→খ

প্রশ্ন ৩০: ক্রিটিকাল থিংকিং - যুক্তিভিত্তিক

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে একজন কৃষক ধানের ক্ষেতে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন। তিনি জানতে চান, এ বছর কবে বৃষ্টি শুরু হবে, যেন তিনি মাটি তৈরি করে ধানের চারা রোপণ করতে পারেন।

তাকে আবহাওয়ার তথ্য দেবে নাকি জলবায়ুর তথ্য? কেন? সঠিক উত্তরটি বাছাই করো।

ক) জলবায়ুর তথ্য দেব, কারণ জলবায়ু বলে সাধারণত কোন মাসে বৃষ্টি হয়।
খ) আবহাওয়ার তথ্য দেব, কারণ জলবায়ু বলে সাধারণত কখন বৃষ্টি হয়, কিন্তু এ বছর ঠিক কবে শুরু হবে তা জানতে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দরকার।
গ) কোনো তথ্যই দরকার নেই, কৃষক নিজেই বুঝবেন।
ঘ) শুধু গত বছরের হিসাব দেখলেই চলবে।

সঠিক উত্তর: খ) আবহাওয়ার তথ্য দেব, কারণ জলবায়ু বলে সাধারণত কখন বৃষ্টি হয়, কিন্তু এ বছর ঠিক কবে শুরু হবে তা জানতে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দরকার।

বিষয়: আবহাওয়ার অনিশ্চয়তা

শিখনফল

১। শিক্ষার্থীরা আবহাওয়ার অনিশ্চয়তা কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবে এবং কেন আবহাওয়া সব সময় সঠিকভাবে পূর্বাভাস দেওয়া যায় না তা বুঝতে পারবে।

২। শিক্ষার্থীরা আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণগুলো (যেমন বায়ুচাপ, তাপমাত্রা, বাতাসের দিক, আর্দ্রতা) শনাক্ত করতে পারবে এবং এগুলোর প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে।

৩। শিক্ষার্থীরা বাস্তব উদাহরণ দেখে অনুমান করতে পারবে কখন আবহাওয়ার পূর্বাভাস ভুল হতে পারে এবং কীভাবে সতর্ক থাকা উচিত তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

টুনটুনি আর আবহাওয়ার খেলা

টুনটুনি নামের এক ছেলে। তার বয়স নয়। সে চট্টগ্রামের একটি ছোট্ট গ্রামে থাকে। গ্রামের নাম রোদ্দুরপুর। টুনটুনির সবচেয়ে প্রিয় কাজ হলো তার বন্ধু পিয়াস আর মিথিলার সাথে মাঠে ফুটবল খেলা।

একদিন সকালে টুনটুনি ঘুম থেকে উঠে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। আকাশ একদম পরিষ্কার। নীল আকাশে সূর্য মামা হাসছেন। টুনটুনি খুশিতে লাফিয়ে উঠল।

"আজ তো দারুণ ফুটবল খেলা হবে!"

সে দ্রুত তৈরি হয়ে নিল। পিয়াস আর মিথিলাকেও ফোন দিয়ে বলে দিল–দুপুরে মাঠে দেখা।

দুপুর হয়ে এল। টুনটুনি মাঠে গিয়ে দেখে পিয়াস আর মিথিলাও এসে গেছে। খেলা শুরু হয়ে গেল। টুনটুনি গোল দিয়েছে, মিথিলা গোল দিয়েছে, পিয়াস গোল দিয়েছে–খেলা জমে উঠেছে।

হঠাৎ কী হল! কে যেন আকাশের আলো নিভিয়ে দিল! চারদিক অন্ধকার। কালো মেঘ ঢেকে ফেলল পুরো আকাশ। তারপর শুরু হলো বৃষ্টি। প্রথমে হালকা, তারপর মুষলধারে।

টুনটুনি বলল, "ও মাগো! কী হলো? এ তো বৃষ্টি!"

পিয়াস বলল, "দেখ তো, আমাদের কাপড় সব ভিজে গেল!"

মিথিলা বলল, "আমার কাছে ছাতা নেই। কী করব এখন?"

তারা সবাই দৌড়ে কাছে একটি দোকানের নিচে আশ্রয় নিল।

টুনটুনি বিরক্ত হয়ে বলল, "সকালে তো দেখলাম আকাশ পরিষ্কার! এই বৃষ্টি এল কোত্থেকে?"

ঠিক তখন তাদের পাশে একজন বুড়ো ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে। তিনি হাসলেন। বললেন, "এটাই তো আবহাওয়ার দুষ্টু খেলা, বাবা!"

টুনটুনি বলল, "আবহাওয়ার দুষ্টু খেলা? সেটা আবার কী?"

বুড়ো ভদ্রলোক বললেন, "আমার নাম আবহাওয়া মামা। আমি আবহাওয়া নিয়ে গবেষণা করি। চলো, তোমাদের এই দুষ্টু খেলার রহস্য বলি।"

তিনি বললেন, "আবহাওয়া হলো একটা দুষ্টু শিশুর মতো। যেমন তোমার যদি ছোট ভাই বা বোন থাকে, তুমি কি ঠিক করে বলতে পারো যে এক কাজ করার পর সে কী করবে?"

টুনটুনি বলল, "না, ও তো সবসময় অন্যরকম কিছু করে ফেলে!"

আবহাওয়া মামা বললেন, "ঠিক তাই! আবহাওয়াও হঠাৎ করেই বদলে যায়। কখনও রোদ, কখনও মেঘ, কখনও বৃষ্টি। এজন্য একে আমরা সব সময় ঠিক করে বলতে পারি না।"

ঠিক তখনই একটা পায়রা উড়ে এসে দোকানের সামনে বসল। পায়রাটি বলল, "আমিও তো আবহাওয়া বুঝি! আমাকে জিজ্ঞেস করো!"

টুনটুনি অবাক হয়ে বলল, "পায়রাও কথা বলে?"

পায়রাটি বলল, "হ্যাঁ, আমি বাতাসী পায়রা। আমি সারাদিন আকাশে উড়ে বেড়াই। আবহাওয়ার সব খেলা দেখি।"

আবহাওয়া মামা বললেন, "বাতাসী খুব ভালো আবহাওয়া জানে। চলো, ওকে জিজ্ঞেস করি কেন এত দ্রুত আবহাওয়া বদলে গেল।"

বাতাসী বলল, "এটা হলো বাতাসের দুষ্টুমি। ওই দেখো, সেদিকে তাকাও। পাহাড়ের ওপাশ থেকে এক দল বাতাস এসেছিল। তারা বলল, চলো বৃষ্টি নামাই। তারপরই তারা মেঘগুলোকে ঠেলে এদিকে এনে দিল।"

আবহাওয়া মামা বললেন, "ঠিক বলেছ বাতাসী। বাতাসের দিক বদলে গেল বলেই এত দ্রুত বৃষ্টি এল। বাতাস সব সময় এক জায়গায় থাকে না। হঠাৎ করেই তার দিক বদলে যায়।"

টুনটুনি বলল, "তাহলে কি বাতাসই আবহাওয়া বদলায়?"

আবহাওয়া মামা বললেন, "শুধু বাতাস নয়, আরও অনেক কারণ আছে। চলো, আমার বন্ধুদের সাথে দেখা করি। ওরা এই দুষ্টু খেলার খেলোয়াড়।"

তখন হঠাৎ একটা বেলুন ভেসে এল। বেলুনের গায়ে লেখা–বায়ুচাপ ভাইয়া।

বায়ুচাপ ভাইয়া বলল, "আমাকে চেনো? আমি বায়ুচাপ। আমার কাজ হলো বাতাসের চাপ মাপা। যখন আমার চাপ কমে যায়, তখন বৃষ্টি বা ঝড় আসে। কিন্তু কোথায় কমবে, কতটা কমবে–সেটা সব সময় বলা মুশকিল। আমি নিজেই মাঝে মাঝে জানি না!"

টুনটুনি হাসল। "বায়ুচাপ ভাইয়াও জানেন না? তাহলে তো সত্যিই দুষ্টু খেলা!"

তারপর এল এক টুকরো বরফ। সে বলল, "আমি আর্দ্রতা দিদি। আমি বাতাসে কতটুকু পানি আছে সেটা দেখি। যখন আমি বেশি থাকি, তখন গুমোট গরম লাগে। তখন বৃষ্টি আসতে পারে। কিন্তু কখন আসবে–সেটা আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি না।"

সবশেষে এল এক টুকরো মেঘ। সে বলল, "আমি মেঘু মিয়া। আমার কাজ হলো আকাশে ভেসে বেড়ানো। আমরা ছোট ছোট মেঘ জড়ো হয়ে বড় মেঘ হই। তারপর বৃষ্টি ফেলি। কিন্তু কখন আমরা জড়ো হব, সেটা আমাদেরও আগে থেকে জানা থাকে না।"

টুনটুনি বলল, "বাহ! তোমরা সবাই মিলে একটা দল! তোমাদের খেলার নামই আবহাওয়া!"

আবহাওয়া মামা বললেন, "ঠিক বলেছ। বাতাস, বায়ুচাপ, আর্দ্রতা, মেঘ–এরা সবাই মিলে খেলা করে। এজন্য আবহাওয়া সব সময় নিশ্চিত করে বলা যায় না।"

পিয়াস বলল, "তাহলে আবহাওয়ার খবরে যা বলে, সেটা কেন সব সময় ঠিক হয় না?"

আবহাওয়া মামা বললেন, "কারণ এরা যেমন খেলা করে, তেমনই হঠাৎ করেই বদলে যায়। যেমন ধরো–

- টিভিতে বলা ছিল আজ বৃষ্টি হবে না, কিন্তু হঠাৎ বাতাসের দিক বদলে গেল, বায়ুচাপ কমে গেল, তাই বৃষ্টি হয়ে গেল।
- আবার কখনও বলা ছিল বৃষ্টি হবে, কিন্তু মেঘগুলো অন্য জায়গায় চলে গেল, তাই রোদ থেকে গেল।
- এক জায়গায় মুষলধারে বৃষ্টি, আরেক কিলোমিটার দূরে এক ফোঁটাও বৃষ্টি নেই–এটাও এদের খেলা।"

বৃষ্টি থামল। রোদ উঠল।

বাতাসী বলল, "দেখলে? এখন আবার রোদ উঠেছে। আমার এখন উড়তে হবে। দেখা হবে!"

বায়ুচাপ ভাইয়া, আর্দ্রতা দিদি, মেঘু মিয়াও চলে গেল।

আবহাওয়া মামা বললেন, "তোমরা কি জানো, চট্টগ্রামে আবহাওয়া খুব দ্রুত বদলায়? কারণ এখানে পাহাড় আর সমুদ্র একসাথে আছে। সকালে রোদ, দুপুরে মেঘ, বিকেলে বৃষ্টি হতে পারে। পাহাড়ের এক পাশে বৃষ্টি, অন্য পাশে রোদ থাকতে পারে।"

মিথিলা বলল, "আর পটুয়াখালীতে?"

আবহাওয়া মামা বললেন, "সেখানে সমুদ্রের কাছাকাছি বলে ঘূর্ণিঝড়ের সময় আবহাওয়া কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বদলে যায়। সমুদ্র থেকে আসা বাতাসের কারণে ওখানে আবহাওয়া খুব দ্রুত বদলায়।"

টুনটুনি বলল, "তাহলে আমরা কী করব? আবহাওয়া তো সব সময় ঠিক করে বলা যায় না!"

আবহাওয়া মামা বললেন, "তাই বলে ভয় পেয়ে থাকবে না। বরং সব সময় প্রস্তুত থাকবে। ছাতা সঙ্গে রাখবে। আবহাওয়ার খবর শুনবে। আর মনে রাখবে–আবহাওয়া যেমন খেলা করে, আমরাও তেমন সতর্ক থাকব।"

সেদিন সন্ধ্যায় টুনটুনি তার ডায়েরিতে লিখল–

টুনটুনির ডায়েরি: পাতা ২৭

আজ আমার জীবনের সবচেয়ে মজার দিন। আমরা ফুটবল খেলতে গিয়ে হঠাৎ বৃষ্টিতে পড়ে গেলাম। তারপর দেখা হলো আবহাওয়া মামার সাথে। তিনি আমাকে অনেক কিছু শেখালেন।

আবহাওয়া হলো একটা দুষ্টু শিশুর মতো। হঠাৎ করেই বদলে যায়। তার কারণ–বাতাসের দিক বদলায়, বায়ুচাপ কমে-বাড়ে, আর্দ্রতা বদলায়, মেঘ খেলা করে।

আমি জানলাম, চট্টগ্রামে আবহাওয়া খুব দ্রুত বদলায়। পটুয়াখালীতেও। তাই সব সময় প্রস্তুত থাকতে হবে। ছাতা সঙ্গে রাখতে হবে।

আবহাওয়া মামা বলেছেন, "আবহাওয়া যেমন খেলা করে, আমরাও তেমন সতর্ক থাকব।"

কাল থেকে আমি সব সময় ছাতা রাখব। আর আবহাওয়ার খবর শুনব। তাহলে আর বৃষ্টিতে ভিজতে হবে না!

ছবির বর্ণনা

ছবি ১: গল্পের শুরুতে–টুনটুনি ও বন্ধুদের ফুটবল খেলা

ছবিতে দেখা যাচ্ছে, একটি মাঠে টুনটুনি, পিয়াস ও মিথিলা ফুটবল খেলছে। তাদের পরনে খেলার পোশাক। আকাশ পরিষ্কার, নীল, সূর্য উজ্জ্বল। মাঠের চারপাশে সবুজ গাছ। দূরে একটি ছোট দোকান দেখা যাচ্ছে। ছবিটি প্রাণবন্ত, আনন্দময়।

ছবি ২: গল্পের মাঝখানে–বৃষ্টি শুরু, আবহাওয়া মামা ও বন্ধুদের আগমন

ছবিতে দেখা যাচ্ছে, আকাশ হঠাৎ কালো মেঘে ঢেকে গেছে। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। টুনটুনি, পিয়াস ও মিথিলা দোকানের নিচে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের কাপড় ভিজে গেছে। পাশে আবহাওয়া মামা দাঁড়িয়ে, তার মাথায় টুপি, হাতে থার্মোমিটার। আশপাশে বাতাসী পায়রা উড়ছে, বায়ুচাপ ভাইয়া বেলুনের মতো ভাসছে, আর্দ্রতা দিদি বরফের টুকরোর মতো, মেঘু মিয়া ছোট মেঘের মতো–সবাই টুনটুনিকে ঘিরে ধরেছে।

ছবি ৩: গল্পের শেষে–আবহাওয়ার খেলোয়াড়দের পরিচয়

ছবিতে দেখা যাচ্ছে, বৃষ্টি থেমে গেছে, রোদ উঠেছে। টুনটুনি ও তার বন্ধুরা এখন শুকনো জায়গায় বসে। তাদের চারপাশে আবহাওয়ার খেলোয়াড়রা দাঁড়িয়ে–বাতাসী পায়রা ডানায় বাতাস নিয়ে, বায়ুচাপ ভাইয়া বেলুনের গায়ে চাপমাপক যন্ত্র নিয়ে, আর্দ্রতা দিদি বরফের টুকরোয় পানির ফোঁটা নিয়ে, মেঘু মিয়া ছোট মেঘ নিয়ে। প্রত্যেকের নিচে তাদের নাম লেখা। আবহাওয়া মামা সবাইকে দেখিয়ে টুনটুনিকে কিছু বুঝিয়ে বলছেন।

তাত্ত্বিক অংশ

আবহাওয়ার অনিশ্চয়তা কী?

গল্পে আবহাওয়া মামা বলেছেন–আবহাওয়া একটা দুষ্টু শিশুর মতো। হঠাৎ করেই বদলে যায়। এই বদলে যাওয়ার নামই আবহাওয়ার অনিশ্চয়তা। আমরা সব সময় ঠিক করে বলতে পারি না যে দুপুরে কী হবে, বিকেলে কী হবে।

আবহাওয়া কেন হঠাৎ বদলায়?

গল্পে টুনটুনি আবহাওয়ার খেলোয়াড়দের সাথে দেখা করেছে। তারাই আবহাওয়া বদলায়–

১. বাতাসের দিক বদলানো: বাতাস সব সময় এক জায়গায় থাকে না। হঠাৎ করে তার দিক বদলে যায়। তখন মেঘ অন্য জায়গায় চলে যায়, বৃষ্টি আসে।

২. বায়ুচাপ কমে যাওয়া: বায়ুচাপ মানে বাতাসের চাপ। যখন এই চাপ কমে যায়, তখন বৃষ্টি বা ঝড় আসে। কিন্তু কোথায় কমবে, কতটা কমবে–সেটা সব সময় বলা কঠিন।

৩. আর্দ্রতা: বাতাসে পানির পরিমাণকে বলে আর্দ্রতা। আর্দ্রতা বেশি থাকলে গুমোট গরম লাগে। তখন বৃষ্টি আসতে পারে। কিন্তু কখন আসবে–নিশ্চিত করে বলা যায় না।

৪. মেঘের আচরণ: ছোট ছোট মেঘ জড়ো হয়ে বড় মেঘ হয়। তারপর বৃষ্টি ফেলে। কিন্তু কখন জড়ো হবে, সেটা মেঘেরাও আগে থেকে জানে না।

স্থানভেদে আবহাওয়ার পার্থক্য

গল্পে আবহাওয়া মামা দুটি জায়গার উদাহরণ দিয়েছেন–

· চট্টগ্রাম: পাহাড় আর সমুদ্র একসাথে থাকায় এখানে আবহাওয়া খুব দ্রুত বদলায়। সকালে রোদ, দুপুরে মেঘ, বিকেলে বৃষ্টি হতে পারে। পাহাড়ের এক পাশে বৃষ্টি, অন্য পাশে রোদ থাকতে পারে।
· পটুয়াখালী: সমুদ্রের কাছাকাছি বলে ঘূর্ণিঝড়ের সময় আবহাওয়া কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বদলে যায়।

আমরা কী করতে পারি?

গল্পের শেষে টুনটুনি যা শিখেছে–

· আবহাওয়ার খবর নিয়মিত শুনতে হবে
· সব সময় প্রস্তুত থাকতে হবে
· ছাতা সঙ্গে রাখতে হবে
· হঠাৎ আবহাওয়া বদলালেও ভয় না পেয়ে সতর্ক থাকতে হবে

আবহাওয়া যেমন খেলা করে, আমরাও তেমন সতর্ক থাকব–এই হলো আসল কথা।

ই-লার্নিং প্রশ্ন

সহজ প্রশ্ন (১০টি)

প্রশ্ন ১: ছবিতে ক্লিক করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে–সকালে আকাশ পরিষ্কার, টুনটুনি মাঠে খেলছে। ঠিক পাশেই আরেকটি ছবি–আকাশ কালো মেঘে ঢাকা, বৃষ্টি পড়ছে, টুনটুনি দোকানের নিচে আশ্রয় নিয়েছে।

ছবির কোন অংশ দেখে তুমি বুঝতে পারছ যে আবহাওয়া হঠাৎ বদলে গেছে? সঠিক জায়গায় ক্লিক করো।

সঠিক উত্তর: কালো মেঘ ও বৃষ্টির ছবিতে ক্লিক করতে হবে।

প্রশ্ন ২: সত্য না মিথ্যা বলো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে টুনটুনি বলছে, "আবহাওয়া সব সময় ঠিক করে বলা যায়, কারণ এটা কখনো বদলায় না।"

টুনটুনির কথা কি সঠিক?

সঠিক উত্তর: মিথ্যা

প্রশ্ন ৩: খালি জায়গা পূরণ করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে বাতাসী পায়রা উড়ছে। তার ডানায় বাতাস।

"বাতাস সব সময় এক জায়গায় থাকে না। হঠাৎ করে তার _____ বদলে যায়।"

(ড্রপ করে বসানোর জন্য অপশন থাকবে: রং, দিক, ওজন, নাম)

সঠিক উত্তর: দিক

প্রশ্ন ৪: ছবিতে ক্লিক করো

দুইটি ছবি দেওয়া আছে। প্রথম ছবিতে বায়ুচাপ ভাইয়া হাসছে, তার বেলুন ফুলে আছে। দ্বিতীয় ছবিতে বায়ুচাপ ভাইয়ার বেলুন কুঁচকে গেছে, সে চিন্তিত দেখাচ্ছে।

কোন ছবিটি দেখে তুমি বুঝতে পারছ যে বায়ুচাপ কমে গেছে? সঠিক ছবিতে ক্লিক করো।

সঠিক উত্তর: দ্বিতীয় ছবি (বেলুন কুঁচকে যাওয়া)

প্রশ্ন ৫: টেনে আনো আর মেলাও

বাম পাশে তিনটি কারণের নাম দেওয়া আছে–
১. বাতাসের দিক বদলানো
২. বায়ুচাপ কমে যাওয়া
৩. মেঘ জড়ো হওয়া

ডান পাশে তিনটি ফলাফল দেওয়া আছে–
ক) বৃষ্টি আসতে পারে
খ) বৃষ্টি বা ঝড় আসতে পারে
গ) বৃষ্টি হতে পারে

কোন কারণের সঙ্গে কোন ফলাফল মেলে? টেনে মেলাও।

সঠিক উত্তর: ১→গ, ২→খ, ৩→ক (যেকোনো মিল ঠিক)

প্রশ্ন ৬: ছবি দেখে খবর তৈরি করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে–চট্টগ্রামের পাহাড়। পাহাড়ের এক পাশে বৃষ্টি পড়ছে, অন্য পাশে রোদ।

ছবিতে কী বোঝানো হয়েছে?

ক) আবহাওয়া সব জায়গায় এক রকম থাকে
খ) একই এলাকায় দুই রকম আবহাওয়া থাকতে পারে
গ) চট্টগ্রামে কখনো বৃষ্টি হয় না
ঘ) পাহাড় থাকলে আবহাওয়া বদলায় না

সঠিক উত্তর: খ) একই এলাকায় দুই রকম আবহাওয়া থাকতে পারে

প্রশ্ন ৭: খালি জায়গা পূরণ করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে আর্দ্রতা দিদি বলছে, "আমি বাতাসে কতটুকু _____ আছে সেটা দেখি।"

(ড্রপ করে বসানোর জন্য অপশন থাকবে: বাতাস, পানি, মেঘ, সূর্য)

সঠিক উত্তর: পানি

প্রশ্ন ৮: সত্য না মিথ্যা বলো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে টুনটুনি বলছে, "আবহাওয়ার খবরে যা বলে, সেটা সব সময় ঠিক হয়। কারণ আবহাওয়া অফিস সব জানে।"

টুনটুনির কথা কি সঠিক?

সঠিক উত্তর: মিথ্যা

প্রশ্ন ৯: ঘটনা সাজাও

তিনটি ছবি এলোমেলোভাবে দেওয়া আছে–
ছবি ক: আকাশ পরিষ্কার, টুনটুনি মাঠে খেলছে
ছবি খ: বৃষ্টি শুরু হয়েছে, টুনটুনি দোকানের নিচে আশ্রয় নিয়েছে
ছবি গ: আকাশ কালো মেঘে ঢাকা

ঘটনাগুলোর সঠিক ক্রম সাজাও।

সঠিক উত্তর: ক → গ → খ

প্রশ্ন ১০: টেনে আনো আর মেলাও

বাম পাশে তিনটি জায়গার নাম দেওয়া আছে–
১. চট্টগ্রাম
২. পটুয়াখালী
৩. রোদ্দুরপুর (টুনটুনির গ্রাম)

ডান পাশে তিনটি বৈশিষ্ট্য দেওয়া আছে–
ক) সমুদ্রের কাছে, ঘূর্ণিঝড়ের সময় আবহাওয়া দ্রুত বদলায়
খ) পাহাড় আর সমুদ্র একসাথে, আবহাওয়া খুব দ্রুত বদলায়
গ) একটি ছোট গ্রাম

কোন জায়গার সঙ্গে কোন বৈশিষ্ট্য মেলে? টেনে মেলাও।

সঠিক উত্তর: ১→খ, ২→ক, ৩→গ

মাঝারি প্রশ্ন (১০টি)

প্রশ্ন ১১: ছবিতে ক্লিক করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে–আবহাওয়া মামা দাঁড়িয়ে। তার চারপাশে বাতাসী, বায়ুচাপ ভাইয়া, আর্দ্রতা দিদি, মেঘু মিয়া–সবাই।

ছবির কোন অংশ দেখে তুমি বুঝতে পারছ যে এরা সবাই মিলে আবহাওয়া তৈরি করে? সঠিক জায়গায় ক্লিক করো।

সঠিক উত্তর: পুরো ছবিতেই সবাই আছে। যে কারও ওপর ক্লিক করলেই হবে।

প্রশ্ন ১২: খালি জায়গা পূরণ করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে টুনটুনি ও তার বন্ধুরা দোকানের নিচে দাঁড়িয়ে। বৃষ্টি পড়ছে। টুনটুনি বলছে, "সকালে তো দেখলাম আকাশ পরিষ্কার! এই বৃষ্টি এল কোত্থেকে?"

"এটাই তো আবহাওয়ার _____ খেলা!"

(ড্রপ করে বসানোর জন্য অপশন থাকবে: নিয়মিত, দুষ্টু, সুন্দর, সহজ)

সঠিক উত্তর: দুষ্টু

প্রশ্ন ১৩: সত্য না মিথ্যা বলো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে বায়ুচাপ ভাইয়া বলছে, "আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি ঠিক কখন বৃষ্টি হবে।"

বায়ুচাপ ভাইয়ার কথা কি সঠিক?

সঠিক উত্তর: মিথ্যা

প্রশ্ন ১৪: টেনে আনো আর মেলাও

বাম পাশে তিনটি কারণের নাম দেওয়া আছে–
১. বাতাসের দিক বদলে যাওয়া
২. বায়ুচাপ কমে যাওয়া
৩. মেঘ অন্য জায়গায় চলে যাওয়া

ডান পাশে তিনটি ফলাফল দেওয়া আছে–
ক) বলা ছিল বৃষ্টি হবে কিন্তু হলো না
খ) বলা ছিল বৃষ্টি হবে না কিন্তু হলো
গ) বলা ছিল হালকা বৃষ্টি কিন্তু হলো ভারী

কোন কারণের সঙ্গে কোন ফলাফল মেলে? টেনে মেলাও।

সঠিক উত্তর: ১→খ, ২→গ, ৩→ক

প্রশ্ন ১৫: ছবি দেখে খবর তৈরি করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে–টিভির পর্দায় আবহাওয়ার খবর আসছে। ঘোষক বলছেন, "আজ সারাদিন রোদ থাকবে।" কিন্তু জানালা দিয়ে বাইরে দেখা যাচ্ছে মুষলধারে বৃষ্টি।

ছবিতে কী বোঝানো হয়েছে?

ক) আবহাওয়ার খবর সব সময় ঠিক হয়
খ) আবহাওয়ার পূর্বাভাস মাঝে মাঝে ভুল হতে পারে
গ) টিভির খবর কখনো শোনা উচিত নয়
ঘ) বৃষ্টি হলে টিভি বন্ধ করে দিতে হয়

সঠিক উত্তর: খ) আবহাওয়ার পূর্বাভাস মাঝে মাঝে ভুল হতে পারে

প্রশ্ন ১৬: ঘটনা সাজাও

চারটি ঘটনা এলোমেলোভাবে দেওয়া আছে–
ক) টুনটুনি ঘুম থেকে উঠে আকাশ পরিষ্কার দেখে
খ) টুনটুনি মাঠে খেলতে যায়
গ) হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হয়
ঘ) টুনটুনি দোকানের নিচে আশ্রয় নেয়

ঘটনাগুলোর সঠিক ক্রম সাজাও।

সঠিক উত্তর: ক → খ → গ → ঘ

প্রশ্ন ১৭: খালি জায়গা পূরণ করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে–এক জায়গায় মুষলধারে বৃষ্টি, আরেক কিলোমিটার দূরে এক ফোঁটাও বৃষ্টি নেই।

"এক জায়গায় বৃষ্টি, আরেক জায়গায় রোদ–এটা মেঘের _____।"

(ড্রপ করে বসানোর জন্য অপশন থাকবে: খেলা, কাজ, দায়িত্ব, নিয়ম)

সঠিক উত্তর: খেলা

প্রশ্ন ১৮: সত্য না মিথ্যা বলো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে–টুনটুনি তার ব্যাগে ছাতা রাখছে।

"আবহাওয়া অনিশ্চিত বলে সব সময় ছাতা সঙ্গে রাখা ভালো।"

সঠিক উত্তর: সত্য

প্রশ্ন ১৯: টেনে আনো আর মেলাও

বাম পাশে পাঁচটি বিবৃতি দেওয়া আছে–
১. বাতাসের দিক বদলে গেলে আবহাওয়া বদলায়
২. বায়ুচাপ কমে গেলে বৃষ্টি বা ঝড় আসে
৩. আর্দ্রতা বেশি থাকলে গুমোট গরম লাগে
৪. মেঘ জড়ো হলে বৃষ্টি হতে পারে
৫. একই শহরের দুই জায়গায় আলাদা আবহাওয়া থাকতে পারে

ডান পাশে দুটি বক্স দেওয়া আছে–"আবহাওয়ার কারণ" ও "আবহাওয়ার বৈশিষ্ট্য"

কোন বিবৃতি কোন বক্সে যাবে? টেনে মেলাও।

সঠিক উত্তর:
আবহাওয়ার কারণ বক্সে→১, ২, ৩, ৪
আবহাওয়ার বৈশিষ্ট্য বক্সে→৫

প্রশ্ন ২০: পাজল সাজাও

তিনটি টুকরো দেওয়া আছে। টুকরোগুলো হচ্ছে–"আবহাওয়া", "দুষ্টু", "শিশুর মতো", "হঠাৎ বদলায়"

টুকরোগুলো সঠিকভাবে সাজিয়ে একটি অর্থপূর্ণ বাক্য তৈরি করো।

সঠিক উত্তর: "আবহাওয়া দুষ্টু শিশুর মতো হঠাৎ বদলায়।"

কঠিন প্রশ্ন (১০টি)

প্রশ্ন ২১: ছবিতে ক্লিক করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে–পটুয়াখালীর সমুদ্র উপকূল। আকাশে কালো মেঘ। জেলেরা নৌকা বাঁধছে। আবহাওয়ার খবরে বলা হচ্ছে "ঘূর্ণিঝড় আসতে পারে।"

ছবির কোন অংশ দেখে তুমি বুঝতে পারছ যে জেলেরা আগেই সতর্ক হয়ে গেছে? সঠিক জায়গায় ক্লিক করো।

সঠিক উত্তর: জেলেরা নৌকা বাঁধছে–এই অংশে ক্লিক করতে হবে।

প্রশ্ন ২২: সত্য না মিথ্যা বলো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে টুনটুনি বলছে, "আবহাওয়ার কারণগুলো আমরা জানি, তাই আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি ঠিক কখন কী হবে।"

টুনটুনির কথা কি সঠিক?

সঠিক উত্তর: মিথ্যা (কারণ জানলেও সব সময় নিশ্চিত করে বলা যায় না)

প্রশ্ন ২৩: টেনে আনো আর মেলাও

বাম পাশে পাঁচটি বিবৃতি দেওয়া আছে–
১. সকালে টিভিতে বলা ছিল বৃষ্টি হবে না, কিন্তু দুপুরে বৃষ্টি হলো
২. বলা ছিল হালকা বৃষ্টি হবে, কিন্তু সারাদিন রোদ ছিল
৩. এক জায়গায় মুষলধারে বৃষ্টি, আরেক কিলোমিটার দূরে বৃষ্টি নেই
৪. পাহাড়ের এক পাশে বৃষ্টি, অন্য পাশে রোদ
৫. চট্টগ্রামে সকালে রোদ, দুপুরে মেঘ, বিকেলে বৃষ্টি

ডান পাশে তিনটি বক্স দেওয়া আছে–"বাতাসের কারণে", "মেঘের কারণে", "স্থানভেদে"

কোন বিবৃতি কোন বক্সে যাবে? টেনে মেলাও।

সঠিক উত্তর:
বাতাসের কারণে বক্সে→১, ২
মেঘের কারণে বক্সে→৩

স্থানভেদে বক্সে→৪, ৫

প্রশ্ন ২৪: গল্পের ঘটনা শনাক্ত করো

গল্পের তিনটি প্যানেল তৈরি করে দেখানো হয়েছে–

প্যানেল ১: টুনটুনি মাঠে ফুটবল খেলছে, আকাশ পরিষ্কার
প্যানেল ২: হঠাৎ বৃষ্টি শুরু, টুনটুনি দোকানের নিচে আশ্রয় নিয়েছে
প্যানেল ৩: আবহাওয়া মামা ও তার বন্ধুরা টুনটুনিকে ঘিরে ধরেছে, তারা আবহাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করছে

কোন প্যানেলে আবহাওয়ার অনিশ্চয়তা, কোনটিতে কারণ ব্যাখ্যা দেখানো হয়েছে?

ক) প্যানেল ১-অনিশ্চয়তা, প্যানেল ২-কারণ, প্যানেল ৩-ফলাফল
খ) প্যানেল ১-কারণ, প্যানেল ২-অনিশ্চয়তা, প্যানেল ৩-ব্যাখ্যা
গ) প্যানেল ১-শুরু, প্যানেল ২-অনিশ্চয়তা, প্যানেল ৩-কারণ ব্যাখ্যা
ঘ) প্যানেল ১-কারণ, প্যানেল ২-ব্যাখ্যা, প্যানেল ৩-অনিশ্চয়তা

সঠিক উত্তর: গ) প্যানেল ১-শুরু, প্যানেল ২-অনিশ্চয়তা, প্যানেল ৩-কারণ ব্যাখ্যা

প্রশ্ন ২৫: খালি জায়গা পূরণ করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে আবহাওয়া মামা টুনটুনিকে বলছেন, "আবহাওয়ার কারণগুলো আমরা জানি, কিন্তু সব সময় নিশ্চিত করে বলা যায় না। তাই সব সময় _____ থাকতে হবে।"

(ড্রপ করে বসানোর জন্য অপশন থাকবে: ভয়, চিন্তিত, প্রস্তুত, বিরক্ত)

সঠিক উত্তর: প্রস্তুত

প্রশ্ন ২৬: ক্রিটিকাল থিংকিং - বিশ্লেষণধর্মী

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে দুই বন্ধু কথা বলছে। একজন বলছে, "আবহাওয়ার খবরে যে বলে, সেটাই ঠিক। কারণ বিজ্ঞানীরা তো সব জানে। আরেকজন বলছে, "তা ঠিক না। আবহাওয়ার খবর মাঝে মাঝে ভুল হয়।"

কার কথা বেশি যুক্তিযুক্ত? কেন?

ক) প্রথমজনের কথা, কারণ বিজ্ঞানীরা সব জানে
খ) দ্বিতীয়জনের কথা, কারণ আবহাওয়া হঠাৎ বদলাতে পারে
গ) দুজনের কথাই ঠিক
ঘ) দুজনের কথাই ভুল

সঠিক উত্তর: খ) দ্বিতীয়জনের কথা, কারণ আবহাওয়া হঠাৎ বদলাতে পারে

প্রশ্ন ২৭: পাজল সাজাও

চারটি টুকরো দেওয়া আছে। টুকরোগুলো হচ্ছে–"বাতাসের দিক", "বায়ুচাপ", "আর্দ্রতা", "মেঘের আচরণ", "আবহাওয়ার কারণ"

টুকরোগুলো সঠিকভাবে সাজিয়ে একটি অর্থপূর্ণ বাক্য তৈরি করো।

সঠিক উত্তর: "বাতাসের দিক, বায়ুচাপ, আর্দ্রতা, মেঘের আচরণ–এগুলো আবহাওয়ার কারণ।"

প্রশ্ন ২৮: ক্রিটিকাল থিংকিং - প্রয়োগমূলক

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে–একটি এলাকায় আজ বিকেলে বড় একটি খেলা হবে। হাজার হাজার মানুষ আসবে। আবহাওয়ার খবরে বলা হচ্ছে–বিকেলে বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে, কিন্তু নিশ্চিত না।

খেলার আয়োজকদের কী করা উচিত?

ক) খেলা বাতিল করে দেওয়া
খ) কিছুই না করা, যেমন হয় হবে
গ) প্রস্তুতি নেওয়া–ছাতা, কভার, বিকল্প ব্যবস্থা রাখা, কিন্তু খেলা না বাতিল করা
ঘ) শুধু আবহাওয়ার ওপর নির্ভর করা

সঠিক উত্তর: গ) প্রস্তুতি নেওয়া–ছাতা, কভার, বিকল্প ব্যবস্থা রাখা, কিন্তু খেলা না বাতিল করা

প্রশ্ন ২৯: ঘটনা সাজাও

তিনটি ঘটনা এলোমেলোভাবে দেওয়া আছে–
ক) টুনটুনি আবহাওয়ার কারণগুলো জানল
খ) টুনটুনি বুঝল কেন আবহাওয়ার পূর্বাভাস মাঝে মাঝে ভুল হয়
গ) টুনটুনি সব সময় প্রস্তুত থাকার সিদ্ধান্ত নিল

শেখার সঠিক ক্রম সাজাও।

সঠিক উত্তর: ক → খ → গ

প্রশ্ন ৩০: ক্রিটিকাল থিংকিং - যুক্তিভিত্তিক

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে টুনটুনি তার ডায়েরিতে লিখছে–"আবহাওয়া মামা বলেছেন, আবহাওয়া যেমন খেলা করে, আমরাও তেমন সতর্ক থাকব। আজ থেকে আমি সব সময় ছাতা রাখব।"

টুনটুনির সিদ্ধান্ত কেন যুক্তিযুক্ত?

ক) কারণ ছাতা রাখলে বৃষ্টিতে ভিজতে হবে না
খ) কারণ ছাতা রাখলে রোদেও ছাতা ব্যবহার করা যায়
গ) কারণ আবহাওয়া অনিশ্চিত, যে কোনো সময় বৃষ্টি আসতে পারে
ঘ) কারণ টুনটুনি ছাতা পছন্দ করে

সঠিক উত্তর: গ) কারণ আবহাওয়া অনিশ্চিত, যে কোনো সময় বৃষ্টি আসতে পারে

বিষয়: পানি চক্র

শিখনফল

১। শিক্ষার্থীরা পানিচক্রের প্রধান ধাপগুলো (বাষ্পীভবন, ঘনীভবন, বৃষ্টিপাত) চিহ্নিত করতে পারবে।
২। শিক্ষার্থীরা প্রতিটি ধাপের প্রক্রিয়া ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৩। শিক্ষার্থীরা তাদের আশপাশে পানিচক্রের উদাহরণ খুঁজে বের করতে পারবে।

বিন্দু ফোঁটার ভ্রমণকাহিনী

ছোট্ট সারা জানালার ধরে বসে আছে। বাইরে টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। ফোঁটা ফোঁটা পানি জানালার কাঁচ দিয়ে গড়িয়ে নামছে। সারা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। একটা পানির ফোঁটা তার দিকে তাকিয়ে মিটমিট করে হাসল!

সারা চোখ কচলে আবার দেখে। সত্যিই! ফোঁটাটা হাসছে আর বলছে, "ওই যে ছোট্ট মেয়েটি, তুমি কি আমার গল্প শুনবে?"

সারা অবাক হয়ে বলে, "তোমার গল্প? তুমি তো একটা পানি ফোঁটা!"

"আমার নাম বিন্দু," ফোঁটাটা বলল, "আমি কিন্তু শুধু একটা ফোঁটা নই। আমার আছে এক বিশাল ভ্রমণের গল্প। তুমি কি জানো আমি কোথায় ছিলাম গত সপ্তাহে?"

সারা মাথা নেড়ে বলে, "না তো! বলো না!"

বিন্দু বলতে শুরু করল, "গত সপ্তাহে আমি ছিলাম সমুদ্রে। আমার অগুনতি বন্ধুদের সাথে খেলা করছিলাম। হঠাৎ সূর্য মামা এসে বললেন, 'বিন্দু, তুমি কি আকাশ দেখতে চাও? আমার সাথে চলো!'"

"সূর্য মামা কীভাবে তোমাকে নিয়ে গেলেন?" সারা জানতে চাইল।

বিন্দু হেসে বলল, "সূর্য মামা তার উষ্ণ হাত বাড়িয়ে দিলেন। আমি গরম অনুভব করে খুব হালকা হয়ে গেলাম। হালকা হালকা বাষ্প হয়ে উঠতে থাকলাম। ধীরে ধীরে আমি আকাশে ভাসতে লাগলাম। এই প্রক্রিয়াটার নাম বাষ্পীভবন।"

"তারপর কী হল?" সারা আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করল।

"আকাশে উঠে আমি দেখি অনেক অনেক বন্ধু। সবাই আমার মতোই বাষ্প হয়ে উঠে এসেছে। কিন্তু সেখানে অনেক ঠান্ডা! আমরা সবাই ঠান্ডায় কাঁপতে কাঁপতে কাছাকাছি এসে জড়ো হলাম। একসময় আমরা মিলে বিশাল একটা তুলোর মেঘ হয়ে গেলাম। এই প্রক্রিয়াটার নাম ঘনীভবন," বিন্দু জানাল।

সারা বলল, "তাই নাকি? তাহলে মেঘ আসলে অনেক পানির ফোঁটা!"

"ঠিক ধরেছ!" বিন্দু খুশি হয়ে বলল, "কিন্তু আমরা মেঘ হয়ে আকাশে অনেক দিন থাকতে পারি না। একসময় মেঘ ভারী হয়ে যায়। আমাদের ওজন আর বহন করতে পারে না। তখন আমরা আবার নিচে পড়তে শুরু করি। এটাই হলো বৃষ্টিপাত। আর এখন দেখো, আমি জানালা দিয়ে পড়ছি।"

সারা দ্রুত জানালা খুলে হাত বাড়িয়ে দিল। বিন্দু তার হাতে এসে পড়ল।

"এখন আমি তোমার হাতে। কিন্তু শিগগিরই আমি আবার বাষ্প হয়ে উঠব। সূর্য মামা আবার ডাকবেন। তারপর আবার মেঘ হব, আবার বৃষ্টি হব। এভাবেই চলতে থাকে আমার ঘুরে বেড়ানোর গল্প। পানি কখনো শেষ হয় না, শুধু এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যায়। এই ঘোরার নামই পানি চক্র।"

সারা বিন্দুকে হাতের উপর রেখে বলল, "বাহ! তুমি তো দারুণ ভ্রমণপিয়াসু!"

ঠিক তখন মা ডাকলেন, "সারা, খেতে আসো!"

সারা বিন্দুর দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি কি এখন চলে যাবে?"

বিন্দু হাসল, "হয়তো এখনই যাব। কিন্তু আমি আবার ফিরে আসব, বৃষ্টি হয়ে। তুমি শুধু মনে রেখো, পানি কখনো যায় না, শুধু ঘুরে বেড়ায়। আর এই ঘোরার মাঝেই লুকিয়ে আছে প্রকৃতির এক অদ্ভুত রহস্য!"

বিন্দু বলতে বলতেই ধীরে ধীরে শুকিয়ে গেল। সারা জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। আকাশে মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। সে মুচকি হেসে বলল, "থ্যাংক ইউ বিন্দু। এখন থেকে বৃষ্টি দেখলেই তোমার কথা মনে পড়বে!"

সারা দৌড়ে খেতে গেল, আর তার মনে একটা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল– "কাল বিন্দু আবার কোথায় যাবে?"

ছবির বর্ণনা - বিন্দু ফোঁটার ভ্রমণকাহিনী

ছবি ১: গল্পের শুরুতে - সমুদ্র থেকে বাষ্প হয়ে ওঠা

ছবিতে বিশাল নীল সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। সমুদ্রের পানির মাঝখানে একটি পানির ফোঁটার (বিন্দু) মুখ এঁকে দেওয়া হয়েছে, যে হাসছে। উপরে সূর্য মামা হাস্যোজ্জ্বল মুখে হলুদ রশ্মি ছড়াচ্ছেন। সূর্যের রশ্মি এসে বিন্দুকে স্পর্শ করছে এবং বিন্দুটি হালকা সাদা বাষ্প হয়ে আকাশের দিকে উঠছে। বাষ্পের সঙ্গে "বাষ্পীভবন" শব্দটি লেখা। আকাশের দিকে উঠতে থাকা বাষ্পগুলো দেখতে ছোট ছোট সাদা সাদা পটির মতো। নিচের দিকে সমুদ্রের ঢেউ খেলা করছে।

ছবি ২: গল্পের মাঝখানে - মেঘের ভেতর জড়ো হওয়া

ছবির নিচের অংশে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে, আর উপরের অংশে বিশাল একটা সাদা তুলোর মতো মেঘ। মেঘের ভেতরে অসংখ্য পানির ফোঁটা (ছোট ছোট বিন্দু) একসাথে জড়োসড়ো হয়ে আছে। তাদের চোখমুখ ভীতু ভীতু লাগছে, কারণ তাদের ঠান্ডা লাগছে। মেঘের উপরে একটা থার্মোমিটার আঁকা আছে, যার তাপমাত্রা কম দেখাচ্ছে। ছবির এক পাশে "ঘনীভবন" শব্দটি লেখা। মেঘের ভেতর থেকে কিছু ফোঁটা বড় হয়ে ভারী হচ্ছে। মেঘের নিচ থেকে শুরু করে নিচের দিকে ছোট ছোট বৃষ্টির ফোঁটা ঝরছে।

ছবি ৩: গল্পের শেষে - বৃষ্টি হয়ে মাটিতে নামা ও সারার হাত

ছবিতে একটি ঘরের জানালার অংশ দেখা যাচ্ছে। জানালা দিয়ে বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আছে ছোট্ট সারা, তার পরনে লাল জামা। সে জানালার কাঁচ খুলে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। তার হাতের তালুতে একটি পানির ফোঁটা (বিন্দু) পড়েছে। বিন্দুটির মুখে হাসি। সারার মুখে আনন্দ ও বিস্ময়ের ভাব। জানালার কাঁচে আরও কিছু বৃষ্টির ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছে। ছবির নিচের অংশে কিছু ঘাস আর মাটি দেখা যাচ্ছে, যেখানে বৃষ্টির পানি পড়ছে। এক পাশে ছবিতে "বৃষ্টিপাত" শব্দটি লেখা।

তাত্ত্বিক অংশ

পানি চক্র কী?

পানি চক্র হলো পানির এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ঘুরে বেড়ানোর একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় পানি কখনো শেষ হয় না, এটি শুধু তার রূপ বদলায়। গল্পের বিন্দু ফোঁটাটি যেমন সমুদ্র থেকে শুরু করে বাষ্প, মেঘ, বৃষ্টি হয়ে আবার মাটিতে ফিরে এসেছিল, এটাই পানি চক্র।

পানি চক্রের প্রধান তিনটি ধাপ নিচে ব্যাখ্যা করা হলো:

১. বাষ্পীভবন (Evaporation):

· প্রক্রিয়া: সূর্যের তাপে নদী, সমুদ্র, পুকুরের পানি গরম হয়ে হালকা বাষ্পে পরিণত হয়ে আকাশে উঠে যায়। গল্পে সূর্য মামার ডাকে বিন্দু যেমন বাষ্প হয়ে উঠেছিল।
· গুরুত্ব:
 · বাষ্পীভবন না হলে বৃষ্টি হতো না।
 · ভেজা কাপড় রোদে দিলে শুকিয়ে যায়, কারণ পানি বাষ্প হয়ে যায়।
 · আমাদের শরীর থেকে ঘাম বাষ্প হয়ে যাওয়ায় আমরা ঠান্ডা অনুভব করি।

২. ঘনীভবন (Condensation):

· প্রক্রিয়া: আকাশে উঠে বাষ্প ঠান্ডা হয়ে আবার ছোট ছোট পানির ফোঁটায় পরিণত হয়। এই ছোট ছোট ফোঁটাগুলো মিলে মেঘ তৈরি করে। গল্পে বিন্দু আকাশে গিয়ে বন্ধুদের সাথে জড়োসড়ো হয়ে মেঘ তৈরি করেছিল।
· গুরুত্ব:
· ঘনীভবন না হলে মেঘ তৈরি হতো না।
· মেঘ না থাকলে সূর্যের তাপ সরাসরি পৃথিবীতে এসে পড়ত, যা খুব গরম হয়ে যেত।
· ঠান্ডা পানীয়র গ্লাসের গায়ে পানি জমে, কারণ আশেপাশের বাতাসের জলীয়বাষ্প ঠান্ডা গ্লাসের সংস্পর্শে এসে ঘনীভূত হয়।

৩. বৃষ্টিপাত (Precipitation):

· প্রক্রিয়া: মেঘের মধ্যে অনেক ছোট ছোট পানির ফোঁটা জড়ো হয়ে বড় ও ভারী হয়। যখন এদের ওজন খুব বেড়ে যায়, তখন তারা বৃষ্টি, শিশির, বা শিলা আকারে মাটিতে নেমে আসে। গল্পে বিন্দু যখন ভারী হয়ে জানালায় পড়েছিল।
· গুরুত্ব:
· বৃষ্টি না হলে নদী-পুকুর শুকিয়ে যেত।
· গাছপালা, ফসল ফলার জন্য পানি পেত না।
· আমরা খাওয়ার পানি পেতাম না।
· সব প্রাণী বাঁচার জন্য পানির ওপর নির্ভরশীল।

পানি চক্রের উদাহরণ আমাদের চারপাশে:

· সকালের শিশির: রাতে ঠান্ডা হয়ে যাওয়া ঘাসের ওপর বাতাসের জলীয়বাষ্প জমে শিশিরের ফোঁটা তৈরি হয়। এটি ঘনীভবন।
· রোদে ভেজা কাপড় শুকানো: কাপড়ের পানি সূর্যের তাপে বাষ্প হয়ে যায়। এটি বাষ্পীভবন।
· চায়ের কেতলি থেকে বাষ্প ওঠা: গরম পানির কেতলি থেকে সাদা বাষ্প বের হতে দেখা যায়, যা আসলে পানির বাষ্প। এটি বাষ্পীভবন।
· বৃষ্টি: মেঘ থেকে পানি পড়া। এটি বৃষ্টিপাত।
· ঠান্ডা কিছু খাওয়ার গ্লাসের গায়ে পানি জমা: ঠান্ডা গ্লাসের সংস্পর্শে এসে বাতাসের জলীয়বাষ্প তরল পানিতে পরিণত হয়। এটি ঘনীভবন।

প্রশ্ন অংশ

সহজ প্রশ্ন (১০টি)

প্রশ্ন ১: ছবিতে ক্লিক করো
একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে সূর্যের আলো পড়ছে একটি পুকুরের ওপর। পুকুর থেকে সাদা সাদা বাষ্প উঠে আকাশের দিকে যাচ্ছে।
পানি চক্রের কোন ধাপটি এখানে দেখানো হয়েছে? সঠিক জায়গায় ক্লিক করো।
ক) ঘনীভবন
খ) বাষ্পীভবন
গ) বৃষ্টিপাত
ঘ) সংগ্রহ
সঠিক উত্তর: খ) বাষ্পীভবন

প্রশ্ন ২: সত্য না মিথ্যা বলো
একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে একটি বড় সাদা মেঘের ভেতর অসংখ্য পানির ফোঁটা জড়োসড়ো হয়ে আছে।
"মেঘ তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়াটিকে বাষ্পীভবন বলে।"
সঠিক উত্তর: মিথ্যা (সঠিক উত্তর হবে ঘনীভবন)

প্রশ্ন ৩: খালি জায়গা পূরণ করো
একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে একটি লাল জামা পরা মেয়ে (সারা) হাত বাড়িয়ে বৃষ্টির ফোঁটা ধরছে।
"মেঘ থেকে পানি পড়াকে _____ বলে।"
(ড্রপ করে বসানোর জন্য অপশন থাকবে: বাষ্পীভবন, ঘনীভবন, বৃষ্টিপাত, সেচ)
সঠিক উত্তর: বৃষ্টিপাত

প্রশ্ন ৪: ছবিতে ক্লিক করো
পাশাপাশি দুইটি ছবি দেওয়া আছে। প্রথম ছবিতে সূর্যের তাপে একটি ভেজা কাপড় শুকিয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয় ছবিতে ঠান্ডা পানীয়র গ্লাসের গায়ে পানি জমেছে।
কোন ছবিটি বাষ্পীভবনের উদাহরণ? সঠিক ছবিতে ক্লিক করো।
সঠিক উত্তর: প্রথম ছবি (ভেজা কাপড় শুকানো)

প্রশ্ন ৫: টেনে আনো আর মেলাও
বাম পাশে তিনটি ধাপের নাম দেওয়া আছে–বাষ্পীভবন, ঘনীভবন, বৃষ্টিপাত।
ডান পাশে তিনটি ছবি দেওয়া আছে–(ক) সূর্যের তাপে সমুদ্র থেকে বাষ্প ওঠা, (খ) মেঘ থেকে বৃষ্টি পড়া, (গ) মেঘের ভেতর পানির ফোঁটা জড়ো হওয়া।
কোন ধাপের সাথে কোন ছবি মেলে? টেনে মেলাও।
সঠিক উত্তর: বাষ্পীভবন→ক, ঘনীভবন→গ, বৃষ্টিপাত→খ

প্রশ্ন ৬: ছবি দেখে খবর তৈরি করো
একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে সকালবেলা ঘাসের ডগায় ছোট ছোট পানির ফোঁটা (শিশির) দেখা যাচ্ছে।
ছবিটি পানি চক্রের কোন ধাপের উদাহরণ?
ক) বাষ্পীভবন
খ) ঘনীভবন
গ) বৃষ্টিপাত
ঘ) সেচ
সঠিক উত্তর: খ) ঘনীভবন

প্রশ্ন ৭: খালি জায়গা পূরণ করো
একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে একটি কেটলি থেকে সাদা বাষ্প বের হচ্ছে। বাষ্পগুলো উপরের দিকে উঠছে।
"চায়ের কেতলি থেকে _____ ওঠে, যা পানির বাষ্প।"
(ড্রপ করে বসানোর জন্য অপশন থাকবে: ধোঁয়া, বাষ্প, ঠান্ডা, মেঘ)
সঠিক উত্তর: বাষ্প

প্রশ্ন ৮: সত্য না মিথ্যা বলো
একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে একটি ছেলে রোদে ভেজা গামছা মেলে দিয়েছে।
"ভেজা কাপড় রোদে দিলে শুকিয়ে যায়, কারণ কাপড়ের পানি বাষ্প হয়ে যায়।"
সঠিক উত্তর: সত্য

প্রশ্ন ৯: ঘটনা সাজাও
তিনটি ছবি এলোমেলোভাবে দেওয়া আছে–
ছবি ক: সমুদ্র থেকে বাষ্প উঠছে
ছবি খ: মেঘ থেকে বৃষ্টি পড়ছে
ছবি গ: মেঘের ভেতর পানির ফোঁটা জড়ো হচ্ছে
পানি চক্রের সঠিক ক্রম সাজাও।
সঠিক উত্তর: ক → গ → খ

প্রশ্ন ১০: টেনে আনো আর মেলাও
বাম পাশে তিনটি কাজ দেওয়া আছে–
১. সূর্য তাপ দেয়
২. বাষ্প ঠান্ডা হয়
৩. মেঘ ভারী হয়
ডান পাশে তিনটি ধাপ দেওয়া আছে–বাষ্পীভবন, ঘনীভবন, বৃষ্টিপাত
কোন কাজ কোন ধাপের সাথে মেলে? টেনে মেলাও।
সঠিক উত্তর: ১→বাষ্পীভবন, ২→ঘনীভবন, ৩→বৃষ্টিপাত

মাঝারি প্রশ্ন (১০টি)

প্রশ্ন ১১: ছবিতে ক্লিক করো
একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে একটি প্লাস্টিকের বোতলের ভেতর একটি ছোট পৃথিবী বানানো হয়েছে। বোতলের ভেতরে ছোট ছোট পানির ফোঁটা জমেছে, যা গড়িয়ে পড়ছে।
ছবির কোন অংশটি ঘনীভবন দেখাচ্ছে? সঠিক জায়গায় ক্লিক করো।
সঠিক উত্তর: বোতলের গায়ে জমে থাকা পানির ফোঁটাগুলোতে ক্লিক করতে হবে।

প্রশ্ন ১২: খালি জায়গা পূরণ করো
একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে সূর্য, সমুদ্র, মেঘ ও বৃষ্টি দেখানো হয়েছে। প্রতিটি ধাপের পাশে ফাঁকা জায়গা রাখা হয়েছে।
"সূর্যের তাপে সমুদ্রের পানি _____ হয়ে আকাশে ওঠে।"
(ড্রপ করে বসানোর জন্য অপশন থাকবে: কঠিন, তরল, বাষ্প, বরফ)
সঠিক উত্তর: বাষ্প

প্রশ্ন ১৩: সত্য না মিথ্যা বলো
একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে ঠান্ডা কিছু খাওয়ার গ্লাস টেবিলে রাখা আছে। গ্লাসের গায়ে পানি জমেছে।
"ঠান্ডা গ্লাসের গায়ে পানি জমা বাষ্পীভবনের উদাহরণ।"
সঠিক উত্তর: মিথ্যা (এটি ঘনীভবনের উদাহরণ)

প্রশ্ন ১৪: টেনে আনো আর মেলাও
বাম পাশে চারটি উদাহরণ দেওয়া আছে–
১. বৃষ্টি হওয়া
২. সকালে ঘাসে শিশির জমা

৩. ভেজা রাস্তা রোদে শুকানো
৪. চায়ের কাপ থেকে বাষ্প ওঠা
ডান পাশে তিনটি ধাপ দেওয়া আছে–বাষ্পীভবন, ঘনীভবন, বৃষ্টিপাত
কোন উদাহরণ কোন ধাপের সাথে মেলে? টেনে মেলাও।
সঠিক উত্তর: বাষ্পীভবন→৩ ও ৪, ঘনীভবন→২, বৃষ্টিপাত→১

প্রশ্ন ১৫: ছবি দেখে খবর তৈরি করো
একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে বিন্দু ফোঁটা সারার হাতে পড়ে বলছে, "আমি আবার ফিরে আসব, বৃষ্টি হয়ে।"
বিন্দু ফোঁটা কী বোঝাতে চেয়েছে?
ক) পানি একবার শেষ হয়ে যায়
খ) পানি চক্রের মাধ্যমে পানি ঘুরে ঘুরে আবার ফিরে আসে
গ) বিন্দু আর কখনো ফিরবে না
ঘ) বিন্দু সাগরে ফিরে যেতে চায় না
সঠিক উত্তর: খ) পানি চক্রের মাধ্যমে পানি ঘুরে ঘুরে আবার ফিরে আসে

প্রশ্ন ১৬: ঘটনা সাজাও
চারটি ঘটনা এলোমেলোভাবে দেওয়া আছে–
ক) সূর্য তাপ দেয়
খ) বাষ্প ঠান্ডা হয়ে মেঘ হয়
গ) পানি বাষ্প হয়
ঘ) মেঘ থেকে বৃষ্টি পড়ে
পানি চক্রের সঠিক ক্রম সাজাও।
সঠিক উত্তর: ক → গ → খ → ঘ

প্রশ্ন ১৭: খালি জায়গা পূরণ করো
একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে একটি বোতলের ভেতর "মিনি পৃথিবী" বানানো হয়েছে। বোতলের গায়ে লেখা: "পানি কখনো শেষ হয় না, শুধু_____ বদলায়।"
(ড্রপ করে বসানোর জন্য অপশন থাকবে: রঙ, রূপ, জায়গা, নাম)
সঠিক উত্তর: রূপ

প্রশ্ন ১৮: সত্য না মিথ্যা বলো
একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে একটি মরুভূমি দেখা যাচ্ছে, কোথাও পানি নেই।
"মরুভূমিতে পানি চক্র হয় না।"
সঠিক উত্তর: মিথ্যা (পানি চক্র সব জায়গায় হয়, তবে মরুভূমিতে বৃষ্টিপাত কম হয়)

প্রশ্ন ১৯: টেনে আনো আর মেলাও
বাম পাশে তিনটি ধাপের গুরুত্ব দেওয়া আছে–
১. বৃষ্টি তৈরি করে
২. মেঘ তৈরি করে
৩. পানি বাষ্প করে
ডান পাশে তিনটি ধাপ দেওয়া আছে–বাষ্পীভবন, ঘনীভবন, বৃষ্টিপাত
কোন গুরুত্ব কোন ধাপের সাথে মেলে? টেনে মেলাও।
সঠিক উত্তর: ১→বৃষ্টিপাত, ২→ঘনীভবন, ৩→বাষ্পীভবন

প্রশ্ন ২০: পাজল সাজাও

তিনটি টুকরো দেওয়া আছে। টুকরোগুলো হচ্ছে–"পানি চক্র", "ঘুরে বেড়ানোর", "প্রক্রিয়া"
টুকরোগুলো সঠিকভাবে সাজিয়ে একটি অর্থপূর্ণ বাক্য তৈরি করো।
সঠিক উত্তর: "পানি চক্র ঘুরে বেড়ানোর প্রক্রিয়া"

কঠিন প্রশ্ন (১০টি)

প্রশ্ন ২১: ছবিতে ক্লিক করো
একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে পানি চক্রের একটি সম্পূর্ণ চিত্র আঁকা আছে–সমুদ্র, সূর্য, বাষ্প, মেঘ, বৃষ্টি, পাহাড়, নদী।
ছবিতে একসাথে তিনটি ধাপই দেখানো হয়েছে। বাষ্পীভবন কোন অংশে দেখানো হয়েছে, সেখানে ক্লিক করো।
সঠিক উত্তর: সমুদ্র থেকে সূর্যের দিকে উঠে যাওয়া তীরচিহ্ন বা বাষ্পের অংশে ক্লিক করতে হবে।

প্রশ্ন ২২: সত্য না মিথ্যা বলো
একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে একটি বদ্ধ ঘরের ভেতর একটি ভেজা কাপড় রাখা আছে। ঘরে কোনো জানালা নেই, সূর্যের আলো নেই।
"ভেজা কাপড় শুকানোর জন্য বাষ্পীভবন হতে হলে সূর্যের তাপের প্রয়োজন হয়।"
সঠিক উত্তর: সত্য (বাষ্পীভবনের জন্য তাপের প্রয়োজন। বদ্ধ ঘরে তাপ না থাকলে কাপড় শুকাতে অনেক সময় লাগে।)

প্রশ্ন ২৩: টেনে আনো আর মেলাও
বাম পাশে পাঁচটি বিবৃতি দেওয়া আছে–
১. পানি গরম হয়ে বাষ্প হয়
২. বাতাসের জলীয়বাষ্প ঠান্ডা হয়ে ফোঁটায় পরিণত হয়
৩. মেঘ ভারী হয়ে পানি পড়ে
৪. সকালে ঘাসের ওপর শিশির জমে
৫. পুকুরের পানি কমে যায় গরমে
ডান পাশে তিনটি বাক্স দেওয়া আছে–বাষ্পীভবন, ঘনীভবন, বৃষ্টিপাত
কোন বিবৃতি কোন বাক্সে যাবে? টেনে মেলাও।
সঠিক উত্তর: বাষ্পীভবন→১ ও ৫, ঘনীভবন→২ ও ৪, বৃষ্টিপাত→৩

প্রশ্ন ২৪: গল্পের ঘটনা শনাক্ত করো
গল্পের তিনটি প্যানেল তৈরি করে দেখানো হয়েছে–
প্যানেল ১: বিন্দু সমুদ্রে আছে, সূর্য তাপ দিচ্ছে
প্যানেল ২: বিন্দু মেঘের ভেতর বন্ধুদের সাথে জড়োসড়ো হয়ে আছে
প্যানেল ৩: বিন্দু সারার হাতে বৃষ্টি হয়ে পড়েছে
কোন প্যানেলে ঘনীভবন দেখানো হয়েছে?
ক) প্যানেল ১
খ) প্যানেল ২
গ) প্যানেল ৩
ঘ) সবগুলো
সঠিক উত্তর: খ) প্যানেল ২

প্রশ্ন ২৫: খালি জায়গা পূরণ করো
একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে একটি শিশি বা বোতলের ভেতর পানি আছে। শিশিটি রোদে রাখা। শিশির মুখ বন্ধ করে ঢাকনা দেওয়া আছে। শিশির ভেতরের গায়ে পানি জমেছে।
"শিশির ভেতরে পানি জমার ঘটনাটি _____ এর উদাহরণ, আর সেই পানি কিন্তু শিশির নিচের পানিই _____ হয়ে তৈরি হয়েছে।"
(ড্রপ করে বসানোর জন্য অপশন থাকবে: বাষ্পীভবন-ঘনীভবন, ঘনীভবন-বাষ্পীভবন, বৃষ্টিপাত-ঘনীভবন, বাষ্পীভবন-বৃষ্টিপাত)
সঠিক উত্তর: ঘনীভবন-বাষ্পীভবন

প্রশ্ন ২৬: ক্রিটিকাল থিংকিং - বিশ্লেষণধর্মী
একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে দুই বন্ধু কথা বলছে। একজন বলছে, "আজ খুব গরম পড়েছে, তাই বিকেলে বৃষ্টি হয়েছে। আসলে গরমের কারণেই বৃষ্টি হয়।"
বন্ধুটির কথায় কী ভুল আছে?
ক) গরমের কারণে বৃষ্টি হয় না, বৃষ্টি হয় মেঘ ঠান্ডা হয়ে।
খ) বন্ধুর কথা ঠিক আছে।
গ) বৃষ্টির জন্য গরমের কোনো দরকার নেই।
ঘ) বৃষ্টি সবসময় সকালে হয়।
সঠিক উত্তর: ক) গরমের কারণে বৃষ্টি হয় না, বৃষ্টি হয় মেঘ ঠান্ডা হয়ে। (গরমের কারণে বাষ্পীভবন হয়, তারপর ঠান্ডায় ঘনীভবন হয়ে বৃষ্টিপাত।)

প্রশ্ন ২৭: পাজল সাজাও
তিনটি টুকরো দেওয়া আছে। টুকরোগুলো হচ্ছে–"বাষ্পীভবন", "ঘনীভবন", "বৃষ্টিপাত", "না হলে", "হতো না"
এই টুকরোগুলো সঠিকভাবে সাজিয়ে একটি অর্থপূর্ণ বাক্য তৈরি করো।
সঠিক উত্তর: "বাষ্পীভবন না হলে বৃষ্টিপাত হতো না" অথবা "ঘনীভবন না হলে বৃষ্টিপাত হতো না"

প্রশ্ন ২৮: ক্রিটিকাল থিংকিং - প্রয়োগমূলক
একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে একটি গ্রামে খরা হয়েছে। পুকুর শুকিয়ে গেছে, গাছপালা মরে যাচ্ছে। একজন কৃষক আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।
এই গ্রামে পানি চক্রের কোন ধাপটি বন্ধ হয়ে গেছে বলে তুমি মনে করো?
ক) বাষ্পীভবন
খ) ঘনীভবন
গ) বৃষ্টিপাত
ঘ) সবগুলো
সঠিক উত্তর: গ) বৃষ্টিপাত (খরার অর্থ দীর্ঘদিন বৃষ্টি না হওয়া। তবে বৃষ্টি না হলে ধীরে ধীরে অন্য ধাপগুলোও কমে যেতে পারে।)

প্রশ্ন ২৯: ঘটনা সাজাও
তিনটি ঘটনা এলোমেলোভাবে দেওয়া আছে–
ক) বিন্দু মেঘের ভেতর বন্ধুদের সাথে মিলছে
খ) সারা হাত বাড়িয়ে বিন্দুকে ধরছে
গ) বিন্দু সূর্যের তাপে বাষ্প হয়ে উঠছে
ঘটনাগুলো গল্পের সঠিক ক্রমে সাজাও।
সঠিক উত্তর: গ → ক → খ

প্রশ্ন ৩০: ক্রিটিকাল থিংকিং - যুক্তিভিত্তিক

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে একটি ছেলে তার তৈরি 'মিনি পৃথিবী' বোতলটি রোদে রেখেছে। কয়েক ঘণ্টা পর সে দেখল বোতলের ভেতরের মাটি শুকিয়ে গেছে এবং বোতলের গায়ে কোনো ফোঁটা জমেনি।
তার 'মিনি পৃথিবী'তে পানি চক্র কাজ করছে না কেন? সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত কারণ কোনটি?
ক) বোতলে পানি দেওয়া হয়নি
খ) বোতলের মুখ খোলা ছিল, তাই বাষ্প বেরিয়ে গেছে
গ) রোদ ছিল না
ঘ) গাছপালা ছিল না
সঠিক উত্তর: খ) বোতলের মুখ খোলা ছিল, তাই বাষ্প বেরিয়ে গেছে (পানি চক্রের জন্য বদ্ধ পরিবেশ প্রয়োজন, যাতে পানি বেরিয়ে না গিয়ে বারবার ঘুরতে পারে।)

বিষয়: নদী ও পানি প্রবাহ অঞ্চল

শিখনফল

১। শিক্ষার্থীরা নদীর অববাহিকা কীভাবে কাজ করে তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
২। শিক্ষার্থীরা পানি কোথায় প্রবাহিত হয় এবং কীভাবে নদী ব্যবস্থা গঠিত হয় তা বর্ণনা করতে পারবে।
৩। শিক্ষার্থীরা তাদের এলাকার নদী ও পানি প্রবাহের মানচিত্র আঁকার চেষ্টা করতে পারবে।

পাহাড় থেকে সমুদ্র: তিতাস ফোঁটার অভিযান

ছোট্ট সাগর তার দাদুর কোলে বসে আছে। দাদু তাকে নিয়ে গল্প করছেন। সাগরের গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে একটি ছোট নদী। তার নাম 'কুচকুচে খাল'। সাগর প্রতিদিন সাঁঝবেলা দাদুর সাথে খালের পাড়ে বেড়াতে যায়।

"দাদু, এই খালের পানি কোথা থেকে আসে?" সাগর জানতে চাইল।

দাদু হাসলেন। "ওটা তো খুব ছোট গল্প। তুই কি বড় গল্প শুনবি? এক ফোঁটা পানির বিশাল অভিযানের গল্প?"

সাগর লাফ দিয়ে উঠল, "হ্যাঁ হ্যাঁ! বলো দাদু!"

দাদু গল্প শুরু করলেন–

"বহু দূরে, অনেক উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় এক ফোঁটা পানির নাম ছিল তিতাস। পাহাড়ের চূড়ায় বরফ গলা পানির ফোঁটা হিসেবে তার জন্ম। জন্মের পর থেকেই তার মনে একটা প্রশ্ন–আমি কোথায় যাব? আমার গন্তব্য কোথায়?"

"পাহাড়ের ঢাল বেয়ে তিতাস গড়িয়ে পড়তে লাগল। পথে সে দেখল, তার আরও অনেক বন্ধু আছে। সবাই মিলে ছোট ছোট ঝরনা তৈরি করল। এই ঝরনাগুলোকে বলে উপনদী বা শাখা।"

সাগর বলল, "তাহলে তিতাস একা ছিল না?"

"না রে বাবা," দাদু বললেন, "একা কখনো হয় না। তিতাস আর তার বন্ধুরা মিলে একটা ছোট স্রোত তৈরি করল। স্রোতটা এঁকেবেঁকে নিচে নামতে লাগল। পথে পাথর, বালি, মাটি সরিয়ে নিজের পথ তৈরি করে নিল।"

"তারপর?"

"তারপর তারা নেমে এল পাহাড়ের পাদদেশে। সেখানে এসে দেখল, আরও অনেক ছোট ছোট স্রোত এসে তাদের সাথে মিশছে। সবার মিলিত হয়ে একটা বড় স্রোত তৈরি হলো। এটাই হলো নদী।"

সাগর বাধা দিয়ে বলল, "আমাদের কুচকুচে খালের মতো?"

"হ্যাঁ, ঠিক সেই রকম। কিন্তু তিতাস কিন্তু এখানেই থামল না। সে এগিয়ে চলল। পথে অনেক গ্রাম, অনেক শহর দেখল। কখনো নদীটা চওড়া হলো, কখনো সরু হলো। কখনো বাঁক নিল, কখনো সোজা চলে গেল।"

"কেন নদী এঁকেবেঁকে চলে দাদু?"

"বুদ্ধিমানের প্রশ্ন করেছিস। নদী সবসময় সহজ পথ খোঁজে। যেখানে বাধা পায়, সেখানে ঘুরে যায়। আবার যেখানে জমি নরম, সেখানে নিজের পথ চওড়া করে নেয়।"

দাদু আবার গল্প শুরু করলেন–

"তিতাস যত এগোতে লাগল, তার সাথে আরও বেশি বেশি শাখা নদী মিশতে লাগল। একসময় সে এত বড় হলো যে, তার নাম বদলে গেল। এখন সে 'মহানদী'।"

সাগর অবাক হয়ে বলল, "পানির ফোঁটারও নাম বদলায়?"

"হ্যাঁ রে, বড় হলে নাম বদলায়। যেমন তুই ছোট বেলায় ছিলি 'টুনটুনে', এখন তোর নাম 'সাগর'। তেমনই তিতাস বড় হয়ে মহানদী।"

"তারপর কী হলো?"

"তারপর একদিন তিতাস দেখল, দূরে যেন বিশাল কিছু নীল। যতই এগোয়, ততই সেটা বড় হতে থাকে। একসময় সে বুঝতে পারল, এটাই তার শেষ গন্তব্য–সমুদ্র। যে এলাকা জুড়ে তিতাস আর তার বন্ধুরা ঘুরে বেড়াল, সেই পুরো এলাকাটাই হলো এই নদীর অববাহিকা।"

সাগর বলল, "অববাহিকা মানে?"

"অববাহিকা মানে হলো সেই পুরো অঞ্চল, যেখান থেকে পানি গড়িয়ে এসে একই নদীতে পড়ে। যেমন তোর হাতের তালু–আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে পানি গড়িয়ে তালুতে পড়ে, তারপর কবজির দিকে যায়। তোর পুরো হাতের তালুটাই হলো একটা ছোট অববাহিকা।"

সাগর নিজের হাতের দিকে তাকাল। সে কল্পনা করল, তার আঙুলগুলো পাহাড়, তালু হলো নদী অববাহিকা, আর কবজি হলো সমুদ্র।

"আমি বুঝতে পেরেছি দাদু! তাহলে আমাদের কুচকুচে খালেরও একটা অববাহিকা আছে?"

"অবশ্যই আছে। আমাদের এই গ্রাম, পাশের মাঠ, দূরের পাহাড়–যেখান থেকে বৃষ্টির পানি গড়িয়ে এই খালে পড়ে, সেটাই কুচকুচে খালের অববাহিকা।"

সাগর খুশি হয়ে বলল, "দাদু, আমি একটা মানচিত্র আঁকব! যেখানে দেখাবো, তিতাস কোথা থেকে শুরু হয়ে কোথায় গিয়েছে। আর আমাদের কুচকুচে খালটাও আঁকব!"

দাদু আদর করে বললেন, "সাবাশ! তুই তো বড় ম্যাপমেকার হবে। মনে রাখবি, প্রতিটি নদীর নিজস্ব একটা পরিচয় আছে, একটা ইতিহাস আছে। আর সেই ইতিহাস শুরু হয় পাহাড়ের চূড়ায়, শেষ হয় সাগরের জলে।"

সাগর জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। দূরে কুচকুচে খাল বয়ে চলেছে। তার মনে হলো, খালটা যেন তাকে ডাকছে–"আমার গল্প শুনবি? আমারও অনেক কিছু বলার আছে।"

সে মুচকি হাসল। এখন থেকে প্রতিটি নদী, প্রতিটি খাল তার কাছে শুধু পানি নয়, একটা গল্পের নাম।

ছবির বর্ণনা - পাহাড় থেকে সমুদ্র: তিতাস ফোঁটার অভিযান

ছবি ১: গল্পের শুরুতে - পাহাড় থেকে ঝরনা

ছবিতে দেখা যাচ্ছে উঁচু পাহাড়ের চূড়া। পাহাড়ের চূড়ায় বরফ গলছে, আর সেখান থেকে ছোট ছোট পানির ফোঁটা (তিতাস ও তার বন্ধুরা) ঝরনা হয়ে নিচে নামছে। পানির ফোঁটাগুলোর মুখ এঁকে দেওয়া হয়েছে, তারা হাসছে। পাহাড়ের গা বেয়ে ছোট ছোট ধারা তৈরি হয়েছে। নিচের দিকে এই ধারাগুলো মিলে একটু বড় স্রোত তৈরি হচ্ছে। ছবির উপরে লেখা: উপনদী/শাখা নদী। সূর্যের আলো পাহাড়ের চূড়ায় পড়ছে।

ছবি ২: গল্পের মাঝখানে - নদীর যাত্রা

ছবিতে একটি বিস্তীর্ণ এলাকা দেখা যাচ্ছে। উপরের দিকে পাহাড়, মাঝখানে গ্রাম-শহর, নিচের দিকে সমুদ্র। একটি নদী (মহানদী) এঁকেবেঁকে চলেছে পাহাড় থেকে সমুদ্রের দিকে। নদীর দুই পাশে সবুজ মাঠ, ছোট ছোট গ্রাম। নদীতে ছোট ছোট নৌকা ভাসছে। নদীর সঙ্গে অনেকগুলো ছোট ছোট শাখা নদী (উপনদী) মিশতে দেখা যাচ্ছে। প্রতিটি শাখা নদী ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে এসে মূল নদীতে পড়ছে। ছবির মাঝখানে লেখা: অববাহিকা - যে এলাকার পানি এই নদীতে পড়ে। নদীটিকে দেখতে সাপের মতো এঁকেবেঁকে যেতে দেখা যাচ্ছে।

ছবি ৩: গল্পের শেষে - সাগর ও দাদুর কথোপকথন

ছবিতে সাগর তার দাদুর কোলে বসে আছে। তাদের পেছনে কুচকুচে খাল বয়ে চলেছে। সাগর নিজের ডান হাতের তালু সামনে ধরে আছে। তার হাতের আঙুল দিয়ে পানি পড়ার ভান করছে, আর দাদু তাকে বুঝিয়ে বলছেন। দাদুর হাত সাগরের হাতের দিকে ইশারা করছে। ছবির এক পাশে একটি সাদা কাগজ ও রঙ পেন্সিল রাখা, যাতে সাগর মানচিত্র আঁকবে। দাদুর মুখে হাসি, সাগরের চোখে বিস্ময় ও আগ্রহ। তাদের পাশ দিয়ে কুচকুচে খাল বয়ে যাচ্ছে, যেন সেও গল্প শুনছে।

তাত্ত্বিক অংশ

নদী ব্যবস্থা কী?

নদী ব্যবস্থা হলো ছোট ছোট স্রোত, ঝরনা ও শাখা নদী মিলে একটি প্রধান নদী তৈরি করার প্রক্রিয়া। গল্পে তিতাস ফোঁটা যেমন পাহাড়ের চূড়া থেকে শুরু করে পথে অনেক বন্ধুর সাথে মিলে বড় নদী তৈরি করেছিল, ঠিক তেমনি।

নদী ব্যবস্থার প্রধান অংশগুলো হলো:

১. উপনদী বা শাখা নদী: ছোট ছোট স্রোত বা নদী যা পরে গিয়ে প্রধান নদীতে মেশে। গল্পে পাহাড়ের ছোট ছোট ঝরনাগুলো ছিল উপনদী।

২. প্রধান নদী: সবগুলো উপনদী মিলে যে বড় নদী তৈরি হয়। গল্পে তিতাস যখন অনেক বড় হলো, তখন তার নাম হলো 'মহানদী'।

৩. নদীর মোহনা: যেখানে গিয়ে নদী শেষ হয়, সাধারণত সেটা সমুদ্র বা বড় হ্রদ। গল্পে তিতাস শেষ পর্যন্ত সমুদ্রে গিয়ে মিশেছিল।

নদীর অববাহিকা কী?

নদীর অববাহিকা হলো সেই পুরো অঞ্চল বা এলাকা, যেখান থেকে বৃষ্টির পানি বা বরফ গলা পানি গড়িয়ে এসে একটি নির্দিষ্ট নদীতে পড়ে।

গল্পের উদাহরণ: তিতাস ফোঁটা যতদূর ঘুরে বেড়াল, পাহাড়ের চূড়া থেকে শুরু করে গ্রাম-শহর পেরিয়ে সমুদ্র পর্যন্ত–এই পুরো এলাকাটাই ছিল তার নদীর অববাহিকা।

হাতের তালুর উদাহরণ:

- তোমার আঙুলগুলো হলো পাহাড়ি ঝরনা (উপনদী)
- আঙুলের ফাঁক দিয়ে পানি গড়িয়ে তালুতে আসে
- তালু হলো নদীর অববাহিকা
- তালু থেকে পানি গড়িয়ে কবজিতে যায়
- কবজি হলো প্রধান নদী
- যেখানে হাত শেষ হয়ে বাহু শুরু, সেটা হলো সমুদ্র

তোমার পুরো হাতের তালু যতটুকু জায়গা জুড়ে আছে, সেটাই হলো 'অববাহিকা'।

নদীর গতিপথ বা প্রবাহ কেমন হয়?

নদী সবসময় উঁচু থেকে নিচু জায়গার দিকে বয়। সহজ পথ খুঁজে নেয়। তিনটি প্রধান অংশে নদীর প্রবাহকে ভাগ করা যায়:

১. উপরিভাগ (পাহাড়ি অঞ্চল): যেখানে নদী শুরু হয়। এখানে নদী সরু ও খরস্রোতা হয়। পানি খুব দ্রুত বয়। গল্পের শুরুতে তিতাস এখানে ছিল।

২. মধ্যভাগ (সমতল অঞ্চল): পাহাড় থেকে নেমে সমতলে এলে নদী চওড়া হয় ও ধীরগতি হয়। এখানে নদী এঁকেবেঁকে চলে। এটাকে বলে নদীর বাঁক। গল্পে তিতাস গ্রাম-শহর পেরোচ্ছিল।

৩. নিম্নভাগ (সমুদ্র উপকূল): সমুদ্রের কাছে এসে নদী খুব চওড়া হয় ও খুব ধীরে বয়। শেষ পর্যন্ত সমুদ্রে মিশে যায়।

আমাদের চারপাশে নদী ব্যবস্থার উদাহরণ:

· বৃষ্টির পর রাস্তায় ছোট ছোট স্রোত বয়, সেগুলো মিলে বড় স্রোত হয়–এটা একটা ছোট নদী ব্যবস্থা।
· ধানের জমিতে সেচের পানি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যায়–এটাও ছোট পরিসরে নদী ব্যবস্থার মতো।
· গ্রামের পুকুরের পানি যখন ডোবা দিয়ে অন্য জায়গায় যায়–এটাও পানির প্রবাহ।

নদীর অববাহিকা কেন গুরুত্বপূর্ণ?

১. এই এলাকার সব পানি একই নদীতে পড়ে, তাই নদীতে সারা বছর পানি থাকে।
২. এই এলাকার মাটি উর্বর হয়, কারণ বন্যা এসে পলি ফেলে যায়।
৩. এই এলাকার মানুষ কৃষি, মাছ ধরা, নৌকা চলাচলের জন্য নদীর ওপর নির্ভরশীল।
৪. বৃষ্টির পানি কোথায় যাবে, সেটা বোঝা যায় অববাহিকা দেখে।

প্রশ্ন অংশ

সহজ প্রশ্ন (১০টি)

প্রশ্ন ১: ছবিতে ক্লিক করো
একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে উঁচু পাহাড়ের চূড়া থেকে ছোট ছোট ঝরনা নিচে নামছে। ঝরনাগুলো মিলে একটা ছোট স্রোত তৈরি হচ্ছে।
ছবির কোন অংশটি দেখে তুমি বুঝতে পারছ যে এটা নদীর শুরু? সঠিক জায়গায় ক্লিক করো।
সঠিক উত্তর: পাহাড়ের চূড়া থেকে নামা ঝরনাগুলোতে ক্লিক করতে হবে।

প্রশ্ন ২: সত্য না মিথ্যা বলো
একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে একটি বড় নদী সোজাসুজি সমুদ্রের দিকে চলে গেছে।
"নদী সবসময় সোজা পথে বয়।"

সঠিক উত্তর: মিথ্যা (নদী এঁকেবেঁকে চলে)

প্রশ্ন ৩: খালি জায়গা পূরণ করো
একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে একটি ছেলে তার হাতের তালু সামনে ধরে আছে। তার আঙুল দিয়ে পানি পড়ছে, আর পানি তালু হয়ে কবজির দিকে যাচ্ছে।
"আমার হাতের _____ হলো নদীর অববাহিকা, আর _____ হলো প্রধান নদী।"
(ড্রপ করে বসানোর জন্য অপশন থাকবে: আঙুল-তালু, তালু-কবজি, কবজি-আঙুল, হাত-সমুদ্র)
সঠিক উত্তর: তালু-কবজি

প্রশ্ন ৪: ছবিতে ক্লিক করো
পাশাপাশি দুইটি ছবি দেওয়া আছে। প্রথম ছবিতে পাহাড়ি অঞ্চল। দ্বিতীয় ছবিতে সমুদ্র উপকূল।
কোন ছবিটি নদীর শেষ গন্তব্য দেখাচ্ছে? সঠিক ছবিতে ক্লিক করো।
সঠিক উত্তর: দ্বিতীয় ছবি (সমুদ্র উপকূল)

প্রশ্ন ৫: টেনে আনো আর মেলাও
বাম পাশে তিনটি অংশের নাম দেওয়া আছে–উপনদী, প্রধান নদী, সমুদ্র।
ডান পাশে তিনটি ছবি দেওয়া আছে–(ক) ছোট স্রোত বড় নদীতে মিশছে, (খ) বড় নদী শেষ হচ্ছে বিশাল জলরাশিতে, (গ) বড় নদী বয়ে চলেছে।
কোন নামের সাথে কোন ছবি মেলে? টেনে মেলাও।
সঠিক উত্তর: উপনদী→ক, প্রধান নদী→গ, সমুদ্র→খ

প্রশ্ন ৬: ছবি দেখে খবর তৈরি করো
একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে সাগর তার হাতের তালু দেখিয়ে দাদুকে বলছে, "দাদু, আমার হাতের তালুটা কি নদীর অববাহিকার মতো?"
সাগর কেন এমন প্রশ্ন করছে?
ক) কারণ তার হাতে পানি পড়ছে
খ) কারণ দাদু তাকে হাতের তালুর উদাহরণ দিয়ে অববাহিকা বুঝিয়েছেন
গ) কারণ সে হাত ধুতে চায়
ঘ) কারণ সে নতুন জিনিস শিখতে চায় না
সঠিক উত্তর: খ) কারণ দাদু তাকে হাতের তালুর উদাহরণ দিয়ে অববাহিকা বুঝিয়েছেন

প্রশ্ন ৭: খালি জায়গা পূরণ করো
একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে একটি নদী এঁকেবেঁকে গ্রামের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে।
"নদী সবসময় উঁচু থেকে _____ জায়গার দিকে বয়।"
(ড্রপ করে বসানোর জন্য অপশন থাকবে: সমান, নিচু, উঁচু, পাশের)
সঠিক উত্তর: নিচু

প্রশ্ন ৮: সত্য না মিথ্যা বলো
একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে একটি ছোট স্রোত এসে বড় নদীতে মিশছে।
"ছোট স্রোত বা নদী যখন বড় নদীতে মেশে, তখন তাকে উপনদী বলে।"
সঠিক উত্তর: সত্য

প্রশ্ন ৯: ঘটনা সাজাও
তিনটি ছবি এলোমেলোভাবে দেওয়া আছে–
ছবি ক: পাহাড় থেকে ছোট ছোট ঝরনা নামছে

ছবি খ: নদী সমুদ্রে মিশছে
ছবি গ: ছোট ছোট ঝরনা মিলে বড় নদী হয়েছে
নদীর সঠিক যাত্রা ক্রম সাজাও।
সঠিক উত্তর: ক → গ → খ

প্রশ্ন ১০: টেনে আনো আর মেলাও
বাম পাশে তিনটি ঘটনা দেওয়া আছে–
১. পাহাড়ি ঝরনা
২. নদী এঁকেবেঁকে চলা
৩. নদী সমুদ্রে মেশা
ডান পাশে তিনটি অংশ দেওয়া আছে–উপরিভাগ, মধ্যভাগ, নিম্নভাগ
কোন ঘটনা কোন অংশের সাথে মেলে? টেনে মেলাও।
সঠিক উত্তর: ১→উপরিভাগ, ২→মধ্যভাগ, ৩→নিম্নভাগ

মাঝারি প্রশ্ন (১০টি)

প্রশ্ন ১১: ছবিতে ক্লিক করো
একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে একটি নদী ও তার চারপাশের এলাকা দেখা যাচ্ছে। নদীর চারপাশ থেকে অসংখ্য ছোট ছোট তীরচিহ্ন এসে নদীতে পড়ছে।
ছবির কোন অংশটি দেখে তুমি বুঝতে পারছ যে এটা নদীর অববাহিকা? সঠিক জায়গায় ক্লিক করো।
সঠিক উত্তর: ছোট ছোট তীরচিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত পুরো এলাকাটাই অববাহিকা। যে কোনো জায়গায় ক্লিক করলেই হবে।

প্রশ্ন ১২: খালি জায়গা পূরণ করো
একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে একটি নদী দেখা যাচ্ছে। নদীর নাম লেখা আছে 'পদ্মা'। আরও কিছু ছোট নদী এসে পদ্মায় মিশছে।
"যে বড় নদীতে অন্যান্য ছোট নদী মেশে, তাকে _____ নদী বলে। যে ছোট নদী মেশে, তাকে _____ নদী বলে।"
(ড্রপ করে বসানোর জন্য অপশন থাকবে: প্রধান-উপনদী, উপনদী-প্রধান, ছোট-বড়, পাহাড়ি-সমতল)
সঠিক উত্তর: প্রধান-উপনদী

প্রশ্ন ১৩: সত্য না মিথ্যা বলো
একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে একটি নদী পাহাড় থেকে শুরু হয়ে সমুদ্রে গিয়ে শেষ হয়েছে। নদীর দুই পাশে অনেক গ্রাম ও মাঠ।
"নদী যত এলাকা দিয়ে বয়, সেই পুরো এলাকার মানুষ, গাছপালা, প্রাণী সবাই নদীর ওপর নির্ভরশীল।"
সঠিক উত্তর: সত্য

প্রশ্ন ১৪: টেনে আনো আর মেলাও
বাম পাশে চারটি বিবৃতি দেওয়া আছে–
১. পাহাড়ের চূড়ায় বরফ গলা পানি
২. ছোট ছোট ঝরনা মিলে বড় স্রোত

৩. নদী এঁকেবেঁকে গ্রামের পাশ দিয়ে যাচ্ছে
৪. নদী শেষ হচ্ছে বিশাল জলরাশিতে
ডান পাশে চারটি পর্যায় দেওয়া আছে–শুরু, মিলন, প্রবাহ, শেষ
কোন বিবৃতি কোন পর্যায়ের সাথে মেলে? টেনে মেলাও।
সঠিক উত্তর: ১→শুরু, ২→মিলন, ৩→প্রবাহ, ৪→শেষ

প্রশ্ন ১৫: ছবি দেখে খবর তৈরি করো
একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে সাগর একটি সাদা কাগজে নীল রঙ দিয়ে নদী আঁকছে। নদীর দুই পাশে সবুজ রঙ দিয়ে মাঠ আর গ্রাম আঁকছে। লাল রঙ দিয়ে একটি বাড়ি চিহ্নিত করছে।
সাগর কী তৈরি করছে?
ক) একটি ছবি
খ) নিজ এলাকার নদীর মানচিত্র
গ) দাদুর প্রতিকৃতি
ঘ) একটি নৌকা
সঠিক উত্তর: খ) নিজ এলাকার নদীর মানচিত্র

প্রশ্ন ১৬: ঘটনা সাজাও
চারটি ঘটনা এলোমেলোভাবে দেওয়া আছে–
ক) ছোট ছোট ঝরনা মিলে বড় স্রোত হলো
খ) পাহাড়ের চূড়ায় বরফ গলল
গ) নদী শেষ হলো সমুদ্রে
ঘ) বড় স্রোতের সাথে আরও অনেক স্রোত মিশল
তিতাস ফোঁটার যাত্রার সঠিক ক্রম সাজাও।
সঠিক উত্তর: খ → ক → ঘ → গ

প্রশ্ন ১৭: খালি জায়গা পূরণ করো
একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে একটি নদীকে সাপের মতো এঁকেবেঁকে যেতে দেখা যাচ্ছে। ছবির নিচে লেখা: "নদীর এই বাঁকগুলো _____ অঞ্চলে বেশি দেখা যায়।"
(ড্রপ করে বসানোর জন্য অপশন থাকবে: পাহাড়ি, সমতল, মরু, উপকূলীয়)
সঠিক উত্তর: সমতল

প্রশ্ন ১৮: সত্য না মিথ্যা বলো
একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে একটি অঞ্চল দেখানো হয়েছে যেখানে বৃষ্টির পানি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে, কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট নদীতে পড়ছে না।
"প্রত্যেক অঞ্চলের পানি কোনো না কোনো নদীতে পড়ে। একে নদীর অববাহিকা বলে।"
সঠিক উত্তর: সত্য (প্রত্যেক অঞ্চলের পানি কোনো না কোনো নদীতে পড়ে।)

প্রশ্ন ১৯: টেনে আনো আর মেলাও
বাম পাশে তিনটি বর্ণনা দেওয়া আছে–
১. যে এলাকা থেকে পানি এসে একটি নদীতে পড়ে
২. ছোট নদী যা বড় নদীতে মেশে
৩. যেখানে গিয়ে নদী শেষ হয়
ডান পাশে তিনটি শব্দ দেওয়া আছে–অববাহিকা, উপনদী, মোহনা
কোন বর্ণনার সাথে কোন শব্দ মেলে? টেনে মেলাও।
সঠিক উত্তর: ১→অববাহিকা, ২→উপনদী, ৩→মোহনা

প্রশ্ন ২০: পাজল সাজাও
তিনটি টুকরো দেওয়া আছে। টুকরোগুলো হচ্ছে–"নদীর", "পুরো এলাকা", "অববাহিকা"
টুকরোগুলো সঠিকভাবে সাজিয়ে একটি অর্থপূর্ণ বাক্য তৈরি করো।
সঠিক উত্তর: "নদীর পুরো এলাকা অববাহিকা" অথবা "অববাহিকা নদীর পুরো এলাকা"

কঠিন প্রশ্ন (১০টি)

প্রশ্ন ২১: ছবিতে ক্লিক করো
একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে একটি নদী ব্যবস্থার সম্পূর্ণ চিত্র আঁকা আছে–পাহাড়, ছোট ছোট ঝরনা, প্রধান নদী, উপনদী, গ্রাম, সমুদ্র।
ছবিতে উপনদীগুলো কোথায় দেখানো হয়েছে? সঠিক জায়গায় ক্লিক করো।
সঠিক উত্তর: প্রধান নদীর সঙ্গে মেশা ছোট ছোট নদীগুলোতে ক্লিক করতে হবে।

প্রশ্ন ২২: সত্য না মিথ্যা বলো
একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে দুটি পাহাড়ি এলাকা দেখানো হয়েছে। প্রথম এলাকায় বৃষ্টি হচ্ছে, কিন্তু পানি দ্রুত বয়ে যাচ্ছে না। দ্বিতীয় এলাকায় বৃষ্টি হচ্ছে, পানি দ্রুত বয়ে যাচ্ছে।
"পাহাড়ি অঞ্চলে নদীর পানি দ্রুত বয়, কারণ ঢাল বেশি থাকে।"
সঠিক উত্তর: সত্য

প্রশ্ন ২৩: টেনে আনো আর মেলাও
বাম পাশে পাঁচটি বিবৃতি দেওয়া আছে–
১. পাহাড়ের চূড়ায় বরফ গলা পানি
২. ছোট ছোট স্রোত মিলে বড় নদী
৩. নদীতে বন্যা এসে পলি ফেলে
৪. নৌকা চলাচল ও মাছ ধরা
৫. নদী শেষে সমুদ্রে মেশা
ডান পাশে তিনটি বাক্স দেওয়া আছে–শুরু অংশ, মধ্য অংশ, শেষ অংশ
কোন বিবৃতি কোন বাক্সে যাবে? টেনে মেলাও।
সঠিক উত্তর: শুরু অংশ→১ ও ২, মধ্য অংশ→৩ ও ৪, শেষ অংশ→৫

প্রশ্ন ২৪: গল্পের ঘটনা শনাক্ত করো
গল্পের তিনটি প্যানেল তৈরি করে দেখানো হয়েছে–
প্যানেল ১: তিতাস পাহাড়ের চূড়া থেকে নামছে
প্যানেল ২: তিতাসের সাথে আরও অনেক ফোঁটা মিলছে
প্যানেল ৩: তিতাস সমুদ্রে পৌঁছেছে
কোন প্যানেলে 'উপনদী' মিলিত হওয়ার ঘটনা দেখানো হয়েছে?
ক) প্যানেল ১
খ) প্যানেল ২
গ) প্যানেল ৩

ঘ) সবগুলো
সঠিক উত্তর: খ) প্যানেল ২

প্রশ্ন ২৫: খালি জায়গা পূরণ করো
একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে একটি নদী দেখা যাচ্ছে। নদীর এক পাশে উঁচু পাহাড়, অন্য পাশে সমতল ভূমি। নদীটি পাহাড়ের কাছাকাছি সরু, তারপর চওড়া হয়েছে।
"নদী যেখানে সরু ও খরস্রোতা, সেটা _____ অঞ্চল। যেখানে চওড়া ও ধীরগতি, সেটা _____ অঞ্চল।"
(ড্রপ করে বসানোর জন্য অপশন থাকবে: পাহাড়ি-সমতল, সমতল-পাহাড়ি, উপকূলীয়-মরু, মরু-পাহাড়ি)
সঠিক উত্তর: পাহাড়ি-সমতল

প্রশ্ন ২৬: ক্রিটিকাল থিংকিং - বিশ্লেষণধর্মী
একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে দুই বন্ধু কথা বলছে। একজন বলছে, "আমাদের গ্রামের পাশের নদীটা শুকিয়ে যাচ্ছে। এর কারণ কী হতে পারে?"
বন্ধুটির প্রশ্নের সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত কারণ কোনটি?
ক) নদী ক্লান্ত হয়ে গেছে
খ) পাহাড়ে বৃষ্টি কম হওয়া বা উপরের দিকে বাঁধ দেওয়া
গ) নদী সমুদ্রে মিশতে চায় না
ঘ) গ্রামের মানুষ বেশি পানি তুলছে
সঠিক উত্তর: খ) পাহাড়ে বৃষ্টি কম হওয়া বা উপরের দিকে বাঁধ দেওয়া (নদীর উৎসস্থলে পানি কমলে নদী শুকিয়ে যায়।)

প্রশ্ন ২৭: পাজল সাজাও
তিনটি টুকরো দেওয়া আছে। টুকরোগুলো হচ্ছে–"অববাহিকার", "পানি", "একই নদীতে", "পড়ে"
এই টুকরোগুলো সঠিকভাবে সাজিয়ে একটি অর্থপূর্ণ বাক্য তৈরি করো।
সঠিক উত্তর: "অববাহিকার পানি একই নদীতে পড়ে"

প্রশ্ন ২৮: ক্রিটিকাল থিংকিং - প্রয়োগমূলক
একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে একটি এলাকার মানচিত্র আঁকা হয়েছে। সেখানে একটি বড় নদী আছে, যার নাম 'ক'। আরও তিনটি ছোট নদী আছে–'খ', 'গ', 'ঘ'। ছোট নদীগুলো এসে 'ক'-তে মিশছে। এলাকার চারপাশে পাহাড়।
এই এলাকার নদী অববাহিকা কোনটি?
ক) শুধু 'ক' নদী
খ) 'খ', 'গ', 'ঘ' নদী
গ) পুরো এলাকা যেখান থেকে পানি এসে 'ক' নদীতে পড়ে
ঘ) শুধু পাহাড়ি এলাকা
সঠিক উত্তর: গ) পুরো এলাকা যেখান থেকে পানি এসে 'ক' নদীতে পড়ে

প্রশ্ন ২৯: ঘটনা সাজাও
তিনটি ঘটনা এলোমেলোভাবে দেওয়া আছে–
ক) তিতাস পাহাড়ি ঝরনা থেকে বের হলো
খ) তিতাস অনেকগুলো উপনদীর সাথে মিশল
গ) তিতাসের নাম বদলে 'মহানদী' হলো
ঘটনাগুলো সঠিক ক্রমে সাজাও।
সঠিক উত্তর: ক → খ → গ

প্রশ্ন ৩০: ক্রিটিকাল থিংকিং - যুক্তিভিত্তিক

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে একটি নদী ও তার অববাহিকা দেখানো হয়েছে। অববাহিকার এক অংশে বড় বড় কারখানা তৈরি করা হয়েছে, যেখান থেকে বর্জ্য নদীতে ফেলা হচ্ছে। অন্যদিকে, অববাহিকার আরেক অংশে প্রচুর বন কেটে ফেলা হয়েছে।
এলাকাটির নদীর ওপর এর কী প্রভাব পড়বে?
ক) নদী আরও বড় হবে
খ) নদীর পানি দ্রুত বয়ে যাবে
গ) নদী দূষিত হবে ও বর্ষায় বন্যার ঝুঁকি বাড়বে
ঘ) নদীতে মাছ বাড়বে
সঠিক উত্তর: গ) নদী দূষিত হবে ও বর্ষায় বন্যার ঝুঁকি বাড়বে (কারখানার বর্জ্যে পানি দূষিত হয়, আর বন কাটলে পানি ধারণ ক্ষমতা কমে বন্যা হয়।)

বন্যা

শিখনফল

১। শিক্ষার্থীরা বন্যার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
২। শিক্ষার্থীরা বন্যার সতর্কতা সংকেত চিহ্নিত করতে পারবে।
৩। শিক্ষার্থীরা বন্যার সময় নিরাপদ থাকার উপায় বর্ণনা করতে পারবে।

ছোট্ট ময়না আর বন্যার দিনগুলি

ছোট্ট ময়নার বয়স আট বছর। তার বাড়ি গাইবান্ধার একটি ছোট গ্রামে। গ্রামের নাম নিমতলা। নিমতলা গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে তিস্তা নদী। তিস্তা নদীটা শান্ত-শিষ্ট। সারাবছর ধীরে ধীরে বয়। কিন্তু বর্ষা এলে তার রূপ বদলে যায়। তখন সে যেন অন্য কেউ হয়ে যায়।

সেদিন ছিল শনিবার। ময়না মেট ক্লাব থেকে ফিরছিল। ক্লাবের দিদি তাদের নতুন একটা গল্প শোনাবে বলেছিল। কিন্তু গল্প শুরু হওয়ার আগেই বৃষ্টি নামল। এমন বৃষ্টি! মনে হলো আকাশ থেকে যেন বালতি করে পানি ঢালছে। ময়না দৌড়ে বাড়ি ফিরল। তার কাপড়-চোপড় একদম ভিজে গেছে। মা তাকে দেখে বললেন, "তাড়াতাড়ি কাপড়চোপড় বদলে নে। নইলে জ্বর আসবে।"

ময়না বলল, "মা, ক্লাবের দিদি বলছিলেন, এ বছর বড় বন্যা হতে পারে। তিনি বললেন, সবার বাড়িতে যেন শুকনো খাবার মজুদ রাখি।" মা হাসলেন। বললেন, "দিদি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু তুই চিন্তা করিস না। সব দেখভাল হয়ে যাবে।"

সেই রাতে টিভিতে খবর দেখাল। ঘোষণা করল, "উজানে ভারী বৃষ্টিপাত হচ্ছে। তিস্তা নদীর পানি বাড়ছে। জারি করা হয়েছে সতর্ক সংকেত। বলা হলো, নদীর পানি বিপদসীমার কাছে আছে। সবাই সতর্ক থাকুন।"

ময়নার বাবা খবর শুনে বললেন, "তা হলে শুরু হয়ে গেল। রহিম মিয়ার কথা ঠিক।" রহিম মিয়া তাদের বাড়ির পাশের বাসিন্দা। বয়স্ক মানুষ। তিনি নাকি নদীর ভাব দেখে বুঝতে পারেন। তিনি আগেই বলেছিলেন এ বছর বড় বন্যা হবে।

পরের দিন সকালে টিভিতে দেখাল, "নদীর পানি বিপদসীমা অতিক্রম করেছে। নিচু এলাকার মানুষ প্রস্তুতি নিন। জিনিসপত্র উঁচু জায়গায় তুলে রাখুন।" ময়নার বাবা তখনই কাজে লেগে গেলেন। তিনি ঘরের ভেতরের সব জিনিসপত্র

উঁচুতে তুলতে শুরু করলেন। খাটের পায়ার নিচে ইট দিলেন। আলমারি দুটোও উঁচু করে রাখলেন। ময়নার মা রান্নাঘরের সব মশলা-তেল-চাল উঁচু তাকে তুলে রাখলেন।

ময়না জিজ্ঞেস করল, "বাবা, আমরা কি এখনই চলে যাব?" বাবা বললেন, "না মা, এখনো সময় আছে। কিন্তু আগে থেকে প্রস্তুতি নেওয়া ভালো। তুই তোর গুরুত্বপূর্ণ জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখ।"

ময়না তার প্রিয় বইগুলো, স্কুলের খাতা, আর জন্মসনদ একটা প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরে রাখল। তার ছোট ভাই টুটুলের জন্যও দুটো জামা রেখে দিল।

সে রাতে ময়নার ঘুম ভেঙে গেল। মনে হলো কে যেন ডাকছে। কেউ আসলে ডাকছে না। জলের টপটপ শব্দ হচ্ছে। ময়না দেখে, তাদের বাড়ির উঠোনে পানি উঠে গেছে! মুরগিগুলো উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। কুকুর ছানাটা ভিজে গেছে।

ময়না চিৎকার করে উঠল, "বাবা! পানি উঠেছে!"

বাবা-মা তখনই জেগে গেলেন। বাইরে তাকিয়ে দেখেন, চারিদিকে পানি। টিভিতে তখন বলছে, "নদীর পানি আরও বাড়ছে। নিচু এলাকার মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যেতে পারেন। গবাদি পশুর ব্যবস্থা করুন।"

ময়নার বাবা দ্রুত গরু-ছাগলগুলোকে উঁচু জায়গায় বেঁধে রাখলেন। ময়না আর টুটুল তাদের জরুরি ব্যাগটা নিয়ে তৈরি রইল। ব্যাগের ভেতরে ছিল শুকনো খাবার, পানির বোতল, টর্চ, ব্যাটারি, আর মোমবাতি।

পাশের বাড়ির রহিম মিয়া এসে বললেন, "ভাই, এইবার মনে হয় সরে যেতে হবে। পানির গতি দেখে আমার মনে হচ্ছে, আর বেশি দেরি নেই।"

ময়নার বাবা তখনই সিদ্ধান্ত নিলেন। বললেন, "ঠিক বলেছেন। আমরা এখনই রওনা দিচ্ছি।"

ময়না, টুটুল, বাবা-মা সবাই মিলে রওনা দিল। পানি হাঁটু পরিমাণ হয়েছে। বাবা টুটুলকে কাঁধে তুলে নিলেন। ময়না মায়ের হাত ধরে চলল। মায়ের অন্য হাতে জরুরি ব্যাগটা।

বের হওয়ার আগে বাবা মেইন সুইচ বন্ধ করে দিলেন। গ্যাস সংযোগও বন্ধ করলেন। মা দরজায় তালা দিয়ে দিলেন। কিন্তু পানির কাছে তালা দিয়ে কী হবে? পানি তো মানে না তালা।

পথে দেখে, সবাই একই দিকে যাচ্ছে। সবার গন্তব্য এক জায়গা- উঁচু জমির ওপরের স্কুল ভবনটি। সেখানে ইতিমধ্যে অনেক মানুষ জড়ো হয়েছে। কেউ গরু-ছাগল এনেছে। কেউ হাঁস-মুরগি এনেছে। কেউ শুধু নিজেদের জীবন নিয়ে ছুটেছে।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক সবাইকে বললেন, "আপনারা ভয় পাবেন না। আমরা সবাই আছি। সরকার আমাদের জন্য খাবার পাঠিয়েছে। চার-পাঁচ দিনের মতো এখানে থাকতে হবে। এরপর পানি নেমে গেলে সবাই বাড়ি ফিরতে পারবেন।"

ময়না অবাক হয়ে দেখল, স্কুলের ভেতরে কত মানুষ! ছোট বড় সবাই। কেউ কাঁদছে, কেউ ভয়ে চুপ করে আছে। আবার কেউ কেউ গল্প করছে। ছেলেমেয়েরা দৌড়াদৌড়ি করছে। তাদের কাছে মনে হচ্ছে এটা একটা পিকনিক!

তিন দিন কেটে গেল। টানা তিন দিন বৃষ্টি হয়েছে। সবার মুখে একটাই কথা- "পানি কবে নামবে?"

চতুর্থ দিন সকালে ময়না দেখে, রোদ উঠেছে। বৃষ্টি থেমে গেছে। স্কুলের মাঠের পানি একটু একটু করে কমছে। টিভিতে বলা হলো, "পানি কমছে। ধীরে ধীরে সবাই বাড়ি ফিরতে পারেন। তবে সাবধান থাকবেন। বাড়িতে ফিরে কী করবেন, তা মেনে চলবেন।"

ময়নার পরিবার বাড়ি ফিরল। ফিরে দেখে কী অবস্থা! তাদের বাড়ির চারপাশে কাদা। ঘরের ভেতরেও কাদা। মুরগির খোয়াড়টা ভেঙে গেছে। কুকুর ছানাটা না ফিরলেও পরে ফিরেছে। খাট-আলমারি সব ভিজে গেছে। দেয়ালে কাদার দাগ।

ময়না মন খারাপ করে ফেলল। তার প্রিয় বইগুলো? ব্যাগটা তো নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বইগুলো যে ভিজে গেছে!

বাবা বললেন, "কেঁদো না ময়না। সব ঠিক হয়ে যাবে। আগে আমরা বাড়িটা পরিষ্কার করি।"

বাড়ি ফিরে সবার প্রথমে বাবা দেখলেন, পড়ে যাওয়া কোনো বিদ্যুতের তার আছে কিনা। তারপর গ্যাসের লাইন চেক করলেন। লিক হচ্ছে কিনা দেখলেন। সব ঠিক আছে বুঝতে পেরে তিনি ঘরের ভেতরে ঢুকলেন।

বাবা বললেন, "ময়না, জানালা-দরজা সব খুলে দে। বাতাস চলাচল করুক।"

ময়না সব জানালা খুলে দিল। তারপর তারা সবাই মিলে কাদা পরিষ্কার করতে লাগল। মা জীবাণুনাশক পানি এনে সব জায়গায় ছিটিয়ে দিলেন।

রান্নাঘরে গিয়ে মা দেখলেন, সব মশলা-চাল-ডাল নষ্ট হয়ে গেছে। পচা গন্ধ বের হচ্ছে। তিনি সব ফেলে দিতে লাগলেন।

ময়না বলল, "মা, আমরা এখন কী খাব?"

মা বললেন, "আমাদের সঙ্গে যে শুকনো খাবার ছিল, তাই খাব। পানি ফুটিয়ে খাব। বাইরের পানি খাওয়া যাবে না। বন্যার পানি খুব নোংরা হয়ে যায়।"

ঠিক তখনই দূর থেকে ডাক শোনা গেল। ময়না তাকিয়ে দেখে, তাদের প্রতিবেশী রাশেদ দাঁড়িয়ে আছে। রাশেদ ময়নার চেয়ে একটু বড়। ক্লাস ফাইভে পড়ে। সে তাদের মেট ক্লাবে একসঙ্গে যায়।

রাশেদ বলল, "ময়না, তোমাদের বাড়ি ঠিক আছে তো? আমাদের বাড়ি ভেঙে গেছে। আমরা স্কুলে আশ্রয় নিয়েছি। তোমাদের কী একটু পানি পাব?"

ময়নার মা তখনই এক বোতল ফুটানো পানি দিলেন। রাশেদকে বসতে বললেন। রাশেদ বলল, "বন্যার পরে অনেক সাবধান হতে হয়। আমাদের মেট ক্লাবের দিদি শিখিয়েছেন। তিনি বলেছেন, বন্যার পানি ফুটিয়ে খেতে হবে। পড়ে যাওয়া বিদ্যুতের তার ছোঁয়া যাবে না। বাড়ি ফিরে ভালো করে পরিষ্কার করতে হবে।"

ময়না বলল, "আমরাও তো তাই করছি!"

রাশেদ হাসল। বলল, "তাই তো! আমরা সবাই মেট ক্লাবের ছাত্র-ছাত্রী। আমরা জানি কী করতে হবে।"

কিছুদিন পর সবকিছু আবার আগের মতো হয়ে গেল। বাড়ি-ঘর পরিষ্কার। মাঠ-ঘাট শুকিয়ে গেছে। স্কুলও খুলে গেছে।

মেট ক্লাবে গিয়ে ময়না সব ঘটনা দিদিকে বলল। দিদি বললেন, "তুমি কিন্তু খুব ভালো করেছ ময়না। তোমার পরিবারও খুব সাবধানে থেকেছে। এখন তুমি কি আরেকটা কাজ করতে পারবে?"

ময়না বলল, "কী কাজ দিদি?"

দিদি বললেন, "তুমি এখন একজন বন্যাবন্ধু। তুমি বন্যা সম্পর্কে যা শিখেছ, তা অন্যকেও শেখাবে। প্রথমে নিজের পরিবারকে শেখাও। তারপর আশেপাশের দুইটা পরিবারকে শেখাও। তাদের বোঝাও, বন্যার আগে, বন্যার সময় আর বন্যার পরে কী করতে হয়।"

ময়না খুব খুশি হল। সে বাড়ি ফিরেই কাজ শুরু করে দিল। প্রথমে তার মা-বাবাকে সব নিয়ম মনে করিয়ে দিল। মা হাসতে হাসতে বললেন, "আচ্ছা আচ্ছা, আমরা আর ভুলব না। তুমি আমাদের বন্যাবন্ধু!"

তারপর ময়না পাশের বাড়ির খালামণির কাছে গেল। খালামণি একা থাকেন। তার কোনো সন্তান নেই। ময়না তাকে বন্যার সময়ের করণীয়গুলো বুঝিয়ে বলল। খালামণি বললেন, "তুই এত ছোট হয়েও এত বুদ্ধি! আমি তোর কথা মতো কাজ করব।"

ময়না আরও দুইটা বাড়িতে গেল। সবাইকে বোঝাল। তাদের বন্যার সময় কী করতে হবে, আর কী করতে হবে না, তা বুঝিয়ে বলল।

সবাইকে শেখানোর পর ময়নার খুব ভালো লাগল। সে বুঝতে পারল, বন্যা ভয়ংকর হলেও আমরা যদি সাবধান থাকি, তাহলে নিজেদের বাঁচাতে পারি। আর শুধু নিজেরা বাঁচলে হবে না, অন্যকেও বাঁচাতে হবে। আর সবচেয়ে বড় কথা, ভয় না পেয়ে ধৈর্য ধরতে হবে।

সন্ধ্যায় ময়না মেট ক্লাবে গেল। দিদির হাতে তার চেকলিস্টটা দিয়ে বলল, "দিদি, আমার কাজ শেষ। আমি তিনটা পরিবারকে শিখিয়েছি।"

দিদি চেকলিস্ট দেখে খুব খুশি হলেন। তিনি ময়নাকে একটা স্টিকার দিলেন। ময়না স্টিকারটা দেখে বুক ফুলিয়ে দিল। তার মনে হলো, সত্যিই সে যেন একজন সৈনিক। একজন সৈনিক, যার অস্ত্র হলো সচেতনতা। আর যার শত্রু হলো বন্যার ভয়।

সেই রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে ময়না জানালার বাইরে তাকাল। আকাশে তারা ঝিকমিক করছে। তিস্তা নদী ধীরে ধীরে বয়ে চলেছে। শান্ত, স্থির। ময়না মনে মনে বলল, "তুমি আজ শান্ত, কিন্তু আমরা তোমাকে চিনি। তোমার রূপ আমরা জানি। তাই আমরা সব সময় তৈরি থাকব। আগে থেকে সাবধান থাকব। আর কাউকে ভয় পেতে দেব না।"

ময়না চোখ বুজল। ঘুমিয়ে পড়ল। তার স্বপ্নে দেখা গেল, সে উঁচু স্কুল ভবনের ছাদে দাঁড়িয়ে আছে। চারপাশে পানি। কিন্তু সে ভয় পাচ্ছে না। কারণ তার হাতে আছে জরুরি ব্যাগটা। আর পাশে আছে তার পরিবার। তার বন্ধুরা। সবাই মিলে তারা গান গাইছে...

ছবির বর্ণনা - বন্যা গল্প

ছবি ১: গল্পের শুরুতে - তিস্তা নদীর দুই রূপ

ছবিটির বাম পাশে শান্ত তিস্তা নদী দেখা যাচ্ছে। নীলচে পানি ধীরে বইছে, পাড়ে সবুজ ঘাস আর কাশবন। একটি নৌকা ভাসছে। ময়না আর টুটুল নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে হাসছে। আকাশ পরিষ্কার।

ছবিটির ডান পাশে একই নদী কিন্তু ভয়ংকর রূপে। আকাশে কালো মেঘ, মুষলধারে বৃষ্টি। নদীর পানি ফুলে তীর ছাপিয়েছে। নৌকা উল্টে গেছে। ময়না আর টুটুল ভয় পেয়ে দৌড়ে বাড়ি যাচ্ছে। তাদের কাপড় ভিজে গেছে।

ছবি ২: গল্পের মাঝখানে - নিরাপদ আশ্রয়ে স্কুল ভবন

একটি দ্বিতল স্কুল ভবন। চারপাশে বাদামি পানি, নিচতলার অর্ধেক ডোবে। কিন্তু স্কুলের ভেতর শুকনো। মাঠে ও বারান্দায় অনেক মানুষ আশ্রয় নিয়েছে।

বাঁ দিকে ময়নার বাবা গরু-ছাগল বেঁধে রেখেছেন। মাঝখানে ময়না, টুটুল ও তাদের মা বসে আছে। মায়ের কাছে জরুরি ব্যাগ। ডান দিকে মহিলারা রান্না করছে। সিঁড়ির কাছে প্রধান শিক্ষক দাঁড়িয়ে। কিছু ছেলেমেয়ে দৌড়াদৌড়ি করছে। উপরের জানালায় একজন টিভি দেখছে।

ছবি ৩: গল্পের শেষে - ময়না বন্যাবন্ধু

ছবির মাঝখানে ময়না দাঁড়িয়ে। তার গলায় "বন্যাবন্ধু" স্টিকার। হাতে দুটি পতাকা। চারপাশে পাঁচটি বাড়ি। কাছের বাড়িতে মা-বাবা দাঁড়িয়ে, মা হাত নেড়েছে। পাশের বাড়িতে খালামণি, হাতে ফুটানো পানির বোতল। আরেকটি বাড়িতে ছোট মেয়ে, হাতে "বন্যার করণীয়" খাতা। উপরের কোণে মেট ক্লাব। দিদি দাঁড়িয়ে, হাতে স্টিকার। দেয়ালে তিনভাগের পোস্টার: "বন্যার আগে-সময়-পরে করণীয়"। নিচে মুরগি আর কুকুর ছানা দৌড়াচ্ছে। দূরে গরু-ছাগল ঘাস খাচ্ছে। আকাশ নীল, সাদা মেঘ, রোদ। এক কোণে রংধনু। সবাই হাসছে।

তাত্ত্বিক অংশ

বন্যা কেন হয়?

বন্যা মূলত হয় অতিরিক্ত বৃষ্টির কারণে। গল্পে আমরা দেখেছি, উজানে ভারী বৃষ্টিপাত হওয়ায় তিস্তা নদীর পানি বেড়ে যায়। এই বেড়ে যাওয়া পানিই পরে বন্যার সৃষ্টি করে।

বন্যার প্রধান কারণগুলো:

১. ভারী বৃষ্টিপাত: যখন অনেক বেশি পরিমাণে বৃষ্টি হয়, তখন নদী-নালার পানি ধরে রাখতে পারে না। গল্পের শুরুতে যেমন আকাশ থেকে বালতি করে পানি ঢালছে বলে মনে হয়েছিল।

২. উজানে বৃষ্টি: আমাদের এলাকায় বৃষ্টি না হলেও, নদীর উজানে (উপরের দিকে) যদি ভারী বৃষ্টি হয়, তাহলে সেই পানি নদী হয়ে আমাদের এলাকায় আসে। গল্পে টিভির খবরে বলা হয়েছিল "উজানে ভারী বৃষ্টিপাত হচ্ছে"।

৩. নদীর পানি বৃদ্ধি: ভারী বৃষ্টির কারণে নদীর পানি বাড়তে থাকে। একসময় তা বিপদসীমা অতিক্রম করে।

৪. নদীর পাড় টপকে যাওয়া: যখন পানি বিপদসীমা অতিক্রম করে, তখন নদীর পাড় টপকে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এটাই বন্যা।

৫. বাঁধ ভেঙে যাওয়া: অনেক সময় নদীর পাড় বা বাঁধ দুর্বল থাকলে সেটা ভেঙে যায় এবং পানি বেরিয়ে আসে।

৬. জলোচ্ছ্বাস: উপকূলীয় অঞ্চলে সমুদ্রের উচ্চ ঢেউ উঠলেও বন্যা হয়। কিন্তু গাইবান্ধার মতো নদীর পাড়ের এলাকায় মূল কারণ হলো ভারী বৃষ্টি ও নদীর পানি বৃদ্ধি।

গল্পের উদাহরণ: ময়নার গ্রামে বন্যা হয়েছিল কারণ তিস্তা নদীর উজানে ভারী বৃষ্টি হয়েছিল। সেই পানি নদী হয়ে এসে গ্রামের পানি বাড়িয়ে দেয়। পরে পানি বিপদসীমা অতিক্রম করলে তা গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

বন্যার সতর্ক সংকেতগুলো কী কী?

বাংলাদেশে বন্যার জন্য বিভিন্ন ধরনের সতর্ক সংকেত আছে। এগুলো সাধারণত টিভি, রেডিও বা মোবাইল ফোনে জানিয়ে দেওয়া হয়।

বন্যার পূর্বাভাসের ধাপগুলো:

১. নদীর পানি বাড়ার খবর:
গল্পে প্রথমে টিভিতে বলা হয়েছিল, "উজানে ভারী বৃষ্টিপাত হচ্ছে। তিস্তা নদীর পানি বাড়ছে।" এটি প্রথম সতর্কতা। এটা শুনলেই বুঝতে হবে বন্যা আসতে পারে।

২. সতর্ক সংকেত জারি:
এরপর বলা হয়, "জারি করা হয়েছে সতর্ক সংকেত। নদীর পানি বিপদসীমার কাছে আছে। সবাই সতর্ক থাকুন।" এই সংকেত মানে এখনই প্রস্তুতি শুরু করতে হবে।

৩. বিপদসীমা অতিক্রম:
পরের দিন সকালে টিভিতে দেখাল, "নদীর পানি বিপদসীমা অতিক্রম করেছে। নিচু এলাকার মানুষ প্রস্তুতি নিন। জিনিসপত্র উঁচু জায়গায় তুলে রাখুন।" এই সংকেত পাওয়ার পর পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে হয়।

৪. সরে যাওয়ার নির্দেশ:
যখন পানি আরও বাড়ে, তখন বলা হয়, "নদীর পানি আরও বাড়ছে। নিচু এলাকার মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যেতে পারেন। গবাদি পশুর ব্যবস্থা করুন।" গল্পে রহিম মিয়া এই সংকেত বোঝাতে পেরেছিলেন।

গল্পের সতর্ক সংকেতগুলো:

- প্রথমে: নদীর পানি বাড়ার খবর
- তারপর: বিপদসীমার কাছে পৌঁছানোর সংকেত
- এরপর: বিপদসীমা অতিক্রমের সংকেত
- শেষে: নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যাওয়ার নির্দেশ

বাস্তব জীবনের সতর্কতা:
বাংলাদেশে বন্যার জন্য সাধারণত ৪টি লেভেল থাকে:

· স্বাভাবিক: পানি বিপদসীমার নিচে
· সতর্ক: পানি বিপদসীমার কাছাকাছি
· বিপদ: পানি বিপদসীমা অতিক্রম করেছে
· মহাবিপদ: পানি অনেক উপরে উঠে গেছে

গল্পে বয়স্ক মানুষ রহিম মিয়া নদীর ভাব দেখে বুঝতে পেরেছিলেন যে বড় বন্যা হবে। প্রকৃতির লক্ষণও অনেক সময় সতর্ক সংকেত হিসেবে কাজ করে।

বন্যার আগে, সময় ও পরে করণীয়

ময়নার গল্প থেকে আমরা তিনটি পর্যায়ে নিরাপদ থাকার উপায় শিখতে পারি:

বন্যার আগে করণীয় (প্রস্তুতি)

১. খবর রাখা: টিভি, রেডিও বা মোবাইলের খবর নিয়মিত শোনা। গল্পে ময়নার বাবা টিভিতে খবর দেখে প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছিলেন।

২. শুকনো খাবার মজুদ করা: চিড়া, মুড়ি, বিস্কুট, গুড়, চিনি ইত্যাদি শুকনো খাবার মজুদ রাখা।

৩. জরুরি ব্যাগ তৈরি করা: গল্পে ময়না তার প্রিয় বই, স্কুলের খাতা, জন্মসনদ আর ছোট ভাইয়ের জামা একটা প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরে রেখেছিল। এই জরুরি ব্যাগে থাকবে:

· শুকনো খাবার
· বিশুদ্ধ পানির বোতল
· টর্চ ও ব্যাটারি
· মোমবাতি ও দিয়াশলাই
· প্রাথমিক চিকিৎসা বক্স
· গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র
· প্রয়োজনীয় কাপড়

৪. জিনিসপত্র উঁচু জায়গায় তোলা: খাটের পায়ার নিচে ইট দেওয়া, আলমারি উঁচু করে রাখা, রান্নাঘরের মশলা-তেল-চাল উঁচু তাকে তোলা।

৫. গবাদি পশুর ব্যবস্থা করা: গরু-ছাগল, মুরগি-হাঁসের জন্য নিরাপদ জায়গা তৈরি করা।

বন্যার সময় করণীয়

১. নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাওয়া: যখন পানি বাড়তে থাকে এবং কর্তৃপক্ষ সরে যেতে বলে, তখন দেরি না করে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে হবে। গল্পে ময়নার পরিবার হাঁটু পানি ভেঙে স্কুল ভবনে চলে গিয়েছিল।

২. বিদ্যুৎ ও গ্যাস বন্ধ করা: বাড়ি ছাড়ার আগে মেইন সুইচ ও গ্যাস সংযোগ বন্ধ করে দিতে হবে। গল্পে ময়নার বাবা তা-ই করেছিলেন।

৩. ছোট বাচ্চাদের নিরাপদে রাখা: ছোট বাচ্চাদের কাঁধে বা উঁচু জায়গায় তুলে নিতে হবে। গল্পে বাবা টুটুলকে কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন।

৪. জরুরি ব্যাগ সঙ্গে নেওয়া: আগে থেকে তৈরি জরুরি ব্যাগ সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।

৫. একসাথে থাকা: পরিবারের সবাই একসাথে থাকবে, কেউ পিছনে পড়ে থাকবে না।

৬. আশ্রয়কেন্দ্রে শান্ত থাকা: গল্পে স্কুলের প্রধান শিক্ষক বলেছিলেন, "ভয় পাবেন না। আমরা সবাই আছি।" আশ্রয়কেন্দ্রে শান্ত থেকে কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মেনে চলতে হবে।

বন্যার পরে করণীয়

১. নিরাপত্তা পরীক্ষা: বাড়ি ফিরে প্রথমে পড়ে যাওয়া কোনো বিদ্যুতের তার আছে কিনা দেখতে হবে। গ্যাস লিক হচ্ছে কিনা পরীক্ষা করতে হবে। গল্পে ময়নার বাবা এগুলো করেছিলেন।

২. বাতাস চলাচল করানো: বাড়ির সব জানালা-দরজা খুলে দিয়ে বাতাস চলাচল করাতে হবে।

৩. পরিষ্কার করা: জমে থাকা কাদা পরিষ্কার করতে হবে। জীবাণুনাশক পানি দিয়ে সব জায়গা পরিষ্কার করতে হবে।

৪. নষ্ট খাবার ফেলে দেওয়া: বন্যার পানিতে ডুবে যাওয়া খাবার খাওয়া যাবে না। নষ্ট খাবার ফেলে দিতে হবে।

৫. পানি ফুটিয়ে খাওয়া: বন্যার পানি দূষিত হয়ে যায়। তাই পানি ফুটিয়ে খেতে হবে। গল্পে ময়নার মা বলেছিলেন, "পানি ফুটিয়ে খাব। বাইরের পানি খাওয়া যাবে না।"

৬. প্রতিবেশীদের সাহায্য করা: যাদের বাড়ি বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাদের সাহায্য করতে হবে। গল্পে রাশেদ তাদের বাড়ি থেকে ফুটানো পানি নিয়েছিল।

৭. সচেতনতা ছড়ানো: বন্যা সম্পর্কে যা শিখেছি, তা অন্যকেও শেখাতে হবে। গল্পের শেষে ময়না বন্যাবন্ধু হয়ে তিনটি পরিবারকে বন্যার করণীয় শিখিয়েছিল।

সহজ প্রশ্ন (১০টি)

প্রশ্ন ১: ছবিতে ক্লিক করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে তিস্তা নদী দেখা যাচ্ছে। ছবির এক পাশে নদী শান্ত অবস্থায় আছে, অন্যপাশে নদীর পানি ফুলে উঠে তীর ছাপিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে।

ছবির কোন অংশ দেখে তুমি বুঝতে পারছ যে বন্যা হচ্ছে? সঠিক জায়গায় ক্লিক করো।

সঠিক উত্তর: নদীর পানি ফুলে উঠে তীর ছাপিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ার অংশে ক্লিক করতে হবে।

প্রশ্ন ২: সত্য না মিথ্যা বলো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে ময়না টিভির পর্দার দিকে তাকিয়ে আছে। টিভিতে লেখা আছে "উজানে ভারী বৃষ্টিপাত হচ্ছে। তিস্তা নদীর পানি বাড়ছে।"

"টিভিতে খবর দেখানোর পর ময়নার বাবা সঙ্গে সঙ্গে ঘরের জিনিসপত্র উঁচু জায়গায় তুলতে শুরু করলেন।"

সঠিক উত্তর: সত্য

প্রশ্ন ৩: খালি জায়গা পূরণ করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে আকাশ থেকে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। ময়না দৌড়ে বাড়ি ফিরছে।

"বন্যার মূল কারণ হলো _____।"

(ড্রপ করে বসানোর জন্য অপশন থাকবে: খরা, ভারী বৃষ্টি, শীত, তুষারপাত)

সঠিক উত্তর: ভারী বৃষ্টি

প্রশ্ন ৪: ছবিতে ক্লিক করো

পাশাপাশি দুইটি ছবি দেয়া থাকবে। একটি ছবিতে নদী শান্ত অবস্থায় আছে। আরেকটি ছবিতে নদীর পানি ফুলে উঠে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে।

বন্যা কোনটি? সঠিক ছবিতে ক্লিক করো।

সঠিক উত্তর: নদীর পানি ফুলে উঠে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ার ছবিতে ক্লিক করতে হবে।

প্রশ্ন ৫: টেনে আনো আর মেলাও

বাম পাশে চারটি ছবি দেওয়া আছে–মুষলধারে বৃষ্টির ছবি, নদীর ছবি, পানি ফুলে ওঠার ছবি, বাড়ি ঘর ডোবার ছবি। ডান পাশে চারটি শব্দ দেওয়া আছে–বৃষ্টি, নদী, পানি বৃদ্ধি, বন্যা।

কোন ছবি কোন শব্দের সাথে মেলে? টেনে মেলাও।

সঠিক উত্তর: মুষলধারে বৃষ্টি→বৃষ্টি, নদী→নদী, পানি ফুলে ওঠা→পানি বৃদ্ধি, বাড়ি ঘর ডোবা→বন্যা

প্রশ্ন ৬: ছবি দেখে খবর তৈরি করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে টিভির পর্দায় একজন ঘোষক বলছেন, "নদীর পানি বিপদসীমা অতিক্রম করেছে। নিচু এলাকার মানুষ প্রস্তুতি নিন।"

এই ছবি দেখে তুমি কী বুঝতে পারছ?

ক) আজ বৃষ্টি হবে না
খ) বন্যা আসছে
গ) শীত পড়বে
ঘ) গরম বাড়বে

সঠিক উত্তর: খ) বন্যা আসছে

প্রশ্ন ৭: খালি জায়গা পূরণ করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে ময়না তার প্রিয় বইগুলো, স্কুলের খাতা, আর জন্মসনদ একটা প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরে রাখছে।

"বন্যার আগে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসপত্র _____ জায়গায় তুলে রাখতে হয়।"

(ড্রপ করে বসানোর জন্য অপশন থাকবে: নিচু, উঁচু, পানি ভরা, ময়লা)

সঠিক উত্তর: উঁচু

প্রশ্ন ৮: সত্য না মিথ্যা বলো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে ময়নার মা রান্নাঘরের সব মশলা-তেল-চাল উঁচু তাকে রাখছেন।

"বন্যার আগে শুকনো খাবার মজুদ রাখা উচিত।"

সঠিক উত্তর: সত্য

প্রশ্ন ৯: ঘটনা সাজাও

তিনটি ছবি এলোমেলোভাবে দেওয়া আছে–
ছবি ক: আকাশে কালো মেঘ ও ভারী বৃষ্টি
ছবি খ: নদীর পানি ফুলে উঠে বাড়িতে পানি ঢুকছে
ছবি গ: টিভিতে সতর্ক সংকেত দেখানো হচ্ছে

বন্যা শুরু হওয়ার সঠিক ক্রম সাজাও।

সঠিক উত্তর: ক → গ → খ

প্রশ্ন ১০: টেনে আনো আর মেলাও

বাম পাশে তিনটি কাজ দেওয়া আছে–
১. ঘরের জিনিসপত্র উঁচুতে তোলা
২. জরুরি ব্যাগ তৈরি করা
৩. নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাওয়া

ডান পাশে দুটি বক্স দেওয়া আছে–"বন্যার আগে" ও "বন্যার সময়"

কোন কাজ কোন বক্সে যাবে? টেনে মেলাও।

সঠিক উত্তর: বন্যার আগে বক্সে→১ ও ২, বন্যার সময় বক্সে→৩

মাঝারি প্রশ্ন (১০টি)

প্রশ্ন ১১: ছবিতে ক্লিক করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে তিস্তা নদীর উজানে ভারী বৃষ্টি পড়ছে। নিচের দিকে নদীর পানি বাড়ছে। ময়নার গ্রাম নিমতলা নদীর পাশে অবস্থিত।

ছবির কোন অংশ দেখে তুমি বুঝতে পারছ যে ময়নার গ্রামে বন্যা হবে? সঠিক জায়গায় ক্লিক করো।

সঠিক উত্তর: উজানে ভারী বৃষ্টি পড়ার অংশে ক্লিক করতে হবে।

প্রশ্ন ১২: খালি জায়গা পূরণ করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে টিভির পর্দায় লেখা আছে "নদীর পানি বিপদসীমা অতিক্রম করেছে। জারি করা হয়েছে _____ সংকেত।"

"বন্যার আগে টিভিতে _____ সংকেত দেখানো হয়।"

(ড্রপ করে বসানোর জন্য অপশন থাকবে: সতর্ক, শীত, গরম, বৃষ্টি)

সঠিক উত্তর: সতর্ক

প্রশ্ন ১৩: সত্য না মিথ্যা বলো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে রহিম মিয়া নদীর দিকে তাকিয়ে আছেন। তিনি বলছেন, "এইবার মনে হয় বড় বন্যা হবে।"

"বয়স্ক মানুষরা নদীর ভাব দেখে অনেক সময় বন্যার আগাম আন্দাজ করতে পারেন।"

সঠিক উত্তর: সত্য

প্রশ্ন ১৪: টেনে আনো আর মেলাও

বাম পাশে তিনটি বন্যার কারণ দেওয়া আছে–
উজানে ভারী বৃষ্টি
নদীর পানি বৃদ্ধি
বাঁধ ভেঙে যাওয়া

ডান পাশে তিনটি ছবি দেওয়া আছে–
পাহাড়ে বৃষ্টির ছবি
নদীতে পানি বাড়ার ছবি
ভাঙা বাঁধের ছবি

কোন কারণের সাথে কোন ছবি মেলে? টেনে মেলাও।

সঠিক উত্তর: উজানে ভারী বৃষ্টি→পাহাড়ে বৃষ্টির ছবি, নদীর পানি বৃদ্ধি→নদীতে পানি বাড়ার ছবি, বাঁধ ভেঙে যাওয়া→ভাঙা বাঁধের ছবি

প্রশ্ন ১৫: ছবি দেখে খবর তৈরি করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে ময়না তার জরুরি ব্যাগটা হাতে নিয়ে তৈরি আছে। ব্যাগের ভেতরে শুকনো খাবার, পানির বোতল, টর্চ, ব্যাটারি আর মোমবাতি দেখা যাচ্ছে।

ময়না কেন এই ব্যাগ তৈরি করেছে?

ক) স্কুলে নেওয়ার জন্য
খ) বাজারে যাওয়ার জন্য
গ) বন্যার সময় নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার জন্য
ঘ) খেলার জন্য

সঠিক উত্তর: গ) বন্যার সময় নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার জন্য

প্রশ্ন ১৬: ঘটনা সাজাও

চারটি ঘটনা এলোমেলোভাবে দেওয়া আছে–
ক) উজানে ভারী বৃষ্টি

খ) নদীর পানি বাড়া
গ) সতর্ক সংকেত জারি
ঘ) নিচু এলাকায় পানি ঢোকা

বন্যা হওয়ার সঠিক ধাপগুলো সাজাও।

সঠিক উত্তর: ক → খ → গ → ঘ

প্রশ্ন ১৭: খালি জায়গা পূরণ করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে ময়নার বাবা বাড়ি থেকে বের হওয়ার আগে মেইন সুইচ বন্ধ করছেন এবং গ্যাস সংযোগ বন্ধ করছেন।

"বন্যার সময় বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার আগে _____ ও _____ বন্ধ করে দিতে হবে।"

(ড্রপ করে বসানোর জন্য অপশন থাকবে: পানি-দরজা, বিদ্যুৎ-গ্যাস, টিভি-ফ্যান, লাইট-খাট)

সঠিক উত্তর: বিদ্যুৎ-গ্যাস

প্রশ্ন ১৮: সত্য না মিথ্যা বলো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে ময়নার পরিবার হাঁটু পানি ভেঙে নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে যাচ্ছে। বাবা টুটুলকে কাঁধে তুলে নিয়েছেন।

"বন্যার সময় ছোট বাচ্চাদের কাঁধে বা উঁচু জায়গায় তুলে নিয়ে যেতে হয়।"

সঠিক উত্তর: সত্য

প্রশ্ন ১৯: টেনে আনো আর মেলাও

বাম পাশে পাঁচটি কাজ দেওয়া আছে–
১. শুকনো খাবার মজুদ করা
২. জিনিসপত্র উঁচু জায়গায় তোলা
৩. টিভিতে সতর্ক সংকেত দেখা
৪. নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাওয়া
৫. বাড়ি ফিরে পরিষ্কার করা

ডান পাশে তিনটি বক্স দেওয়া আছে–"বন্যার আগে", "বন্যার সময়", "বন্যার পরে"

কোন কাজ কোন বক্সে যাবে? টেনে মেলাও।

সঠিক উত্তর: বন্যার আগে বক্সে→১, ২, ৩; বন্যার সময় বক্সে→৪; বন্যার পরে বক্সে→৫

প্রশ্ন ২০: পাজল সাজাও

তিনটি টুকরো দেওয়া আছে। টুকরোগুলো হচ্ছে–"বন্যার", "কারণ", "ভারী বৃষ্টি"

টুকরোগুলো সঠিকভাবে সাজিয়ে একটি অর্থপূর্ণ বাক্য তৈরি করো।

সঠিক উত্তর: "ভারী বৃষ্টি বন্যার কারণ"

কঠিন প্রশ্ন (১০টি)

প্রশ্ন ২১: ছবিতে ক্লিক করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে দুটি দৃশ্য পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে–
বাম দৃশ্যে: ময়নার পরিবার বাড়ি ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে যাচ্ছে। তাদের হাতে জরুরি ব্যাগ।
ডান দৃশ্যে: ময়নার পরিবার বাড়ি ফিরে কাদা পরিষ্কার করছে। মা জীবাণুনাশক পানি ছিটাচ্ছেন।

কোন দৃশ্যটি বন্যার সময়ের আর কোনটি বন্যার পরের তা শনাক্ত করে সঠিক দৃশ্যে ক্লিক করো।

সঠিক উত্তর: বাম দৃশ্য বন্যার সময়, ডান দৃশ্য বন্যার পরে

প্রশ্ন ২২: সত্য না মিথ্যা বলো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে ময়নার বাবা বাড়ি ফিরে পড়ে যাওয়া বিদ্যুতের তার খুঁজছেন এবং গ্যাসের লাইন চেক করছেন।

"বাড়ি ফিরে প্রথমে পড়ে যাওয়া বিদ্যুতের তার ও গ্যাসের লাইন চেক করতে হয়। তারপর ঘরের ভেতরে ঢুকতে হয়।"

সঠিক উত্তর: সত্য

প্রশ্ন ২৩: টেনে আনো আর মেলাও

বাম পাশে ছয়টি বিবৃতি দেওয়া আছে–
১. উজানে ভারী বৃষ্টি হচ্ছে
২. শুকনো খাবার মজুদ করো
৩. পানি হাঁটু পরিমাণ হয়েছে
৪. বাড়ির সব জানালা খুলে দাও

৫. ফুটানো পানি খাও
৬. নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাও

ডান পাশে তিনটি বক্স দেওয়া আছে–"বন্যার কারণ", "বন্যার আগের কাজ", "বন্যার সময়ের কাজ", "বন্যার পরের কাজ"

কোন বিবৃতি কোন বক্সে যাবে? টেনে মেলাও।

সঠিক উত্তর:
বন্যার কারণ বক্সে→১
বন্যার আগের কাজ বক্সে→২
বন্যার সময়ের কাজ বক্সে→৩, ৬
বন্যার পরের কাজ বক্সে→৪, ৫

প্রশ্ন ২৪: গল্পের ঘটনা শনাক্ত করো

গল্পের তিনটি প্যানেল তৈরি করে দেখানো হয়েছে

প্যানেল ১: টিভিতে খবর দেখানো হচ্ছে "উজানে ভারী বৃষ্টিপাত হচ্ছে। তিস্তা নদীর পানি বাড়ছে।"
প্যানেল ২: ময়নার বাবা ঘরের ভেতরের সব জিনিসপত্র উঁচুতে তুলছেন
প্যানেল ৩: ময়নার পরিবার হাঁটু পানি ভেঙে নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে যাচ্ছে

কোন প্যানেলে বন্যার কারণ, কোনটিতে বন্যার আগের কাজ আর কোনটিতে বন্যার সময়ের কাজ দেখানো হয়েছে?

ক) প্যানেল ১-কারণ, প্যানেল ২-আগে, প্যানেল ৩-সময়
খ) প্যানেল ১-আগে, প্যানেল ২-কারণ, প্যানেল ৩-সময়
গ) প্যানেল ১-সময়, প্যানেল ২-আগে, প্যানেল ৩-কারণ
ঘ) প্যানেল ১-কারণ, প্যানেল ২-সময়, প্যানেল ৩-আগে

সঠিক উত্তর: ক) প্যানেল ১-কারণ, প্যানেল ২-আগে, প্যানেল ৩-সময়

প্রশ্ন ২৫: খালি জায়গা পূরণ করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে ময়না রাশেদকে ফুটানো পানি দিচ্ছে। রাশেদ বলছে, "বন্যার পানি ফুটিয়ে খেতে হবে। পড়ে যাওয়া বিদ্যুতের তার ছোঁয়া যাবে না।"

"বন্যার পরে _____ পানি খেতে হবে এবং _____ বিদ্যুতের তার ছোঁয়া যাবে না।"

(ড্রপ করে বসানোর জন্য অপশন থাকবে: ফুটানো-পড়ে যাওয়া, ঠান্ডা-ভাঙা, গরম-ঝুলে থাকা, মিষ্টি-কাটা)

সঠিক উত্তর: ফুটানো-পড়ে যাওয়া

প্রশ্ন ২৬: ক্রিটিকাল থিংকিং - বিশ্লেষণধর্মী

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে দুই বন্ধু কথা বলছে। একজন বলছে, "আজ আমাদের বাড়িতে পানি উঠেছে, তাই আমরা এখন বন্যায় আছি!"

বন্ধুটির কথায় কী ভুল আছে? সঠিক উত্তরটি বাছাই করো।

ক) একদিন পানি উঠলেই বন্যা হয় না
খ) বন্ধুর কথা ঠিক আছে, পানি উঠলেই বন্যা
গ) পানি উঠলে সবসময় বন্যা হয় না
ঘ) একটু পানি উঠলেই বন্যা বলা যায়

সঠিক উত্তর: ক) একদিন পানি উঠলেই বন্যা হয় না (বন্যা মানে বিস্তীর্ণ এলাকা দীর্ঘ সময় প্লাবিত হওয়া)

প্রশ্ন ২৭: পাজল সাজাও

তিনটি টুকরো দেওয়া আছে। টুকরোগুলো হচ্ছে–"বন্যার", "পানি", "ফুটিয়ে", "খেতে হবে"

টুকরোগুলো সঠিকভাবে সাজিয়ে একটি অর্থপূর্ণ বাক্য তৈরি করো।

সঠিক উত্তর: "বন্যার পানি ফুটিয়ে খেতে হবে"

প্রশ্ন ২৮: ক্রিটিকাল থিংকিং - প্রয়োগমূলক

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে ময়নার প্রতিবেশী খালামণি একা থাকেন। তার কোনো সন্তান নেই। ময়না তাকে বন্যার সময়ের করণীয়গুলো বুঝিয়ে বলছে।

ময়না কেন খালামণিকে বন্যার করণীয়গুলো শেখাচ্ছে?

ক) খালামণি ময়নাকে ভালোবাসেন বলে
খ) একা থাকা মানুষদের বন্যার সময় বেশি সাহায্যের দরকার হয়
গ) ময়না বাড়ির কাজ ফাঁকি দিতে চায়
ঘ) খালামণি ময়নাকে মিষ্টি খেতে দেবেন বলে

সঠিক উত্তর: খ) একা থাকা মানুষদের বন্যার সময় বেশি সাহায্যের দরকার হয়

প্রশ্ন ২৯: ঘটনা সাজাও

তিনটি ঘটনা এলোমেলোভাবে দেওয়া আছে–
ক) ময়না তিনটা পরিবারকে বন্যার করণীয় শেখায়

খ) ময়না বন্যাবন্ধু হয়
গ) মেট ক্লাবের দিদি ময়নাকে বন্যাবন্ধু হওয়ার কথা বলেন

এগুলোকে সঠিক ক্রমে সাজাও।

সঠিক উত্তর: গ → ক → খ

প্রশ্ন ৩০: ক্রিটিকাল থিংকিং - যুক্তিভিত্তিক

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে ময়না ঘুমানোর আগে জানালার বাইরে তাকিয়ে আছে। তিস্তা নদী শান্ত। সে মনে মনে বলছে, "তুমি আজ শান্ত, কিন্তু আমরা তোমাকে চিনি। তাই আমরা সব সময় তৈরি থাকব।"

ময়না কেন সব সময় তৈরি থাকতে চায়?

ক) সে নদীকে ভয় পায়
খ) সে জানে যে কোন সময় বন্যা আসতে পারে
গ) সে নদীতে মাছ ধরতে চায়
ঘ) সে নদী দেখতে ভালোবাসে

সঠিক উত্তর: খ) সে জানে যে কোন সময় বন্যা আসতে পারে

বিষয়: স্কুলের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

শিখনফল

১। শিক্ষার্থীরা স্কুলের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিতে ছাত্র প্রতিনিধি হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারবে এবং নিজেদের মতামত দিতে পারবে।
২। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন দুর্যোগে শিক্ষক ও ছাত্রদের দায়িত্ব ও ভূমিকা সম্পর্কে জানবে এবং তা পালন করতে প্রস্তুত থাকবে।
৩। শিক্ষার্থীরা স্কুলে নিয়মিত দুর্যোগ অনুশীলনের আয়োজন করতে সহায়তা করতে পারবে।

রাজু ও বৈশাখীর গল্প

রাজু আর বৈশাখী দুই বন্ধু। তারা একই স্কুলে পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে। রাজু খুব চটপটে আর বৈশাখী খুব মেধাবী। দুজনেরই স্বপ্ন স্কুলের কিছু একটা ভালো কাজ করা।

সেদিন ছিল মঙ্গলবার। দ্বিতীয় পিরিয়ডে ক্লাস চলছে। হঠাৎ স্কুলের মাইকে ঘোষণা এলো–

"সবাইকে জানানো যাচ্ছে, আগামীকাল দুপুর ১২টায় স্কুলে দুর্যোগ অনুশীলন অনুষ্ঠিত হবে। সবাইকে উপস্থিত থাকতে হবে।"

ক্লাসে সবাই কথাটা শুনলেও কেউ খুব একটা গুরুত্ব দিল না। কিন্তু রাজু আর বৈশাখী চোখ চকচক করে উঠল।

বৈশাখী ফিসফিস করে বলল, "রাজু, এইতো আমাদের সুযোগ! আমরা তো মেট ক্লাবের সদস্য। আমরা এই অনুশীলনে সাহায্য করতে পারি না?"

রাজু বলল, "ঠিক বলেছিস। কিন্তু এত বড় আয়োজনে আমরা কীভাবে সাহায্য করব?"

তাদের কথা শুনে পেছনের বেঞ্চ থেকে বড় ভাই রানা এগিয়ে এল। রানা অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে আর সে স্কুলের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য।

রানা বলল, "তোমরা কি জানো, আমাদের স্কুলে একটা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি আছে?"

রাজু অবাক হয়ে বলল, "কমিটি! সেটা আবার কী?"

রানা হাসল। "চলো, আজ বিরতির সময় তোমাদের নিয়ে যাই স্যারদের সঙ্গে দেখা করতে।"

বিরতির সময় রানা রাজু আর বৈশাখীকে নিয়ে গেল প্রধান শিক্ষকের কক্ষের পাশের ছোট ঘরটায়। সেখানে কয়েকজন শিক্ষক আর কয়েকজন ছাত্রছাত্রী বসে আছে। দেওয়ালে টাঙানো একটা বড় চার্ট।

রাজু চার্টটা দেখে বড় বড় করে পড়তে লাগল–

বিদ্যালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

- সভাপতি: প্রধান শিক্ষক
- সহ-সভাপতি: সহকারী প্রধান শিক্ষক
- সদস্য সচিব: একজন সিনিয়র শিক্ষক
- সদস্য: ৫ জন শিক্ষক
- ছাত্র সদস্য: ৬ জন (প্রতি শ্রেণি থেকে একজন)

রাজু বলল, "ওয়াও! ছাত্ররাও এখানে আছে!"

বৈশাখী বলল, "আমরাও কি এই কমিটিতে আসতে পারি?"

রুমের ভেতর থেকে একজন স্যার বেরিয়ে এলেন। তিনি বিজ্ঞানের শিক্ষক আবুল হোসেন স্যার। তিনি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির ইনচার্জ।

স্যার বললেন, "কেন পারবে না? কিন্তু তার আগে জানতে হবে এই কমিটি কী করে। তোমরা কি জানতে চাও?"

দুজনে একসঙ্গে বলল, "জী স্যার!"

স্যার তাদের বসতে বললেন। তারপর বলতে লাগলেন–

"এই কমিটির কাজ অনেকগুলো। প্রথমত, আমরা সিদ্ধান্ত নিই স্কুলে দুর্যোগ এলে কী করতে হবে। দ্বিতীয়ত, আমরা সবাইকে প্রশিক্ষণ দিই। তৃতীয়ত, আমরা নিয়মিত অনুশীলনের আয়োজন করি। চতুর্থত, দুর্যোগের সময় আমরা সবাইকে গাইড করি। আর পঞ্চমত, দুর্যোগের পর আমরা ক্ষয়ক্ষতি দেখি এবং মেরামতের ব্যবস্থা করি।"

বৈশাখী বলল, "স্যার, ছাত্র সদস্যরা কী করে?"

স্যার হাসলেন। "বেশ প্রশ্ন করেছ। ছাত্র সদস্যরা খুব গুরুত্বপূর্ণ। তারা ক্লাসে ক্লাসে গিয়ে সবাইকে সচেতন করে। তারা শিক্ষকদের বিভিন্ন কাজে সাহায্য করে। আর সবচেয়ে বড় কথা, তারা কমিটিতে ছাত্রদের মতামত পৌঁছে দেয়। যেমন ধরো, তোমাদের ক্লাসে কোনো সমস্যা আছে–দরজা খোলে না, জানালা ভাঙা, টেবিল নড়ে–এসব কথা তোমরাই বলতে পারবে কমিটিতে।"

রাজু বলে উঠল, "স্যার, আমাদের ক্লাসের দরজাটা খুব শক্ত করে খোলে। দুর্যোগে বের হতে সমস্যা হবে!"

স্যার লিখে রাখলেন। "খুব ভালো কথা। কালই ঠিক করে দেব।"

ঠিক তখনই মাইকে আবার ঘোষণা এলো–

"আগামীকালের অনুশীলনের জন্য সবাইকে জানানো যাচ্ছে। অনুশীলনের সময় প্রতিটি ক্লাস থেকে দুজন করে ছাত্রছাত্রী হেলপার হিসেবে কাজ করবে। তারা স্যারদের সঙ্গে থাকবে।"

রাজু আর বৈশাখী লাফ দিয়ে উঠল। "স্যার, আমরা হেলপার হতে চাই!"

স্যার বললেন, "ঠিক আছে। কাল সকালে এসে রিপোর্ট করবে। তোমাদের কাজ হবে–

প্রথমত, সাইরেন বাজার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা দেখবে সবাই ঠিকমতো বের হচ্ছে কি না।
দ্বিতীয়ত, কেউ পড়ে গেলে বা আটকে গেলে স্যারকে জানাবে।
তৃতীয়ত, সবাই মাঠে জড়ো হওয়ার পর হিসেব করতে সাহায্য করবে।
চতুর্থত, ক্লাসের ছোট ভাইবোনদের সাহায্য করবে।"

পরের দিন সকাল ১১:৫০। রাজু আর বৈশাখী তৈরি। রাজুর হাতে একটা ঘড়ি, বৈশাখীর হাতে একটা খাতা-কলম।

ঠিক ১২টায় সাইরেন বেজে উঠল। গোটা স্কুল জেগে উঠল। সব ক্লাস থেকে ছাত্রছাত্রীরা বের হচ্ছে।

রাজু দেখল, তাদের ক্লাসের সামনে একটু সমস্যা হচ্ছে। দরজাটা আগের মতোই আটকে আছে। ছেলেমেয়েরা ঠিকঠাক বের হতে পারছে না।

রাজু দ্রুত দৌড়ে গিয়ে স্যারকে বলল। স্যার এসে দরজাটা ঠিক করে দিলেন। সবাই বের হলো।

বৈশাখী তার খাতায় লিখে রাখল–"তৃতীয় শ্রেণির দরজা সমস্যা, সময় লেগেছে বেশি।"

সবাই মাঠে জড়ো হলো। প্রধান শিক্ষক মহোদয় দাঁড়িয়ে আছেন। প্রতিটি ক্লাসের শিক্ষক রোল কল করছেন।

হঠাৎ দেখা গেল, দ্বিতীয় শ্রেণির রিমা নামের একটা ছাত্রী নেই। তার ক্লাসের শিক্ষক বললেন, "ও আজ আসেনি, অসুস্থ।"

কিন্তু বৈশাখী বলল, "স্যার, আমি ওকে দেখেছি। ও আজ স্কুলে এসেছিল। ওর মা ওকে নামিয়ে দিয়ে গেছেন।"

শিক্ষক আবার খোঁজ করলেন। দেখা গেল, রিমা টয়লেটে ছিল। সে বের হতে পারেনি। দ্রুত একজন স্যার গিয়ে তাকে বের করে আনলেন।

প্রধান শিক্ষক বললেন, "দেখলে, ছাত্র সদস্যরা কত গুরুত্বপূর্ণ! বৈশাখী না বললে আমরা জানতেই পারতাম না রিমা নেই।"

অনুশীলন শেষে সবাই মিলে আলোচনা করল। কী ভালো হয়েছে, কী খারাপ হয়েছে।

রাজু বলল, "আমাদের ক্লাসের দরজা ঠিক করতে হবে।"

বৈশাখী বলল, "টয়লেট থেকে বের হওয়ার ব্যবস্থা ভালো না। সেখানে সাইরেন শোনা যায় না।"

স্যাররা সব কথা লিখে রাখলেন।

সেদিন বিকেলে রাজু আর বৈশাখী বাড়ি ফিরছে। রাজু বলল, "আজ খুব ভালো লাগছে। আমরা সত্যিই কিছু করতে পেরেছি।"

বৈশাখী বলল, "আমি এখন সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমি এই কমিটির ছাত্র সদস্য হব। নিয়মিত মিটিংয়ে যাব। আমাদের ক্লাসের সব সমস্যা তুলে ধরব।"

রাজু বলল, "আমিও! আমরা দুজন মিলে স্কুলটাকে আরও নিরাপদ করে তুলব।"

বৈশাখী বলল, "শুধু আমরা না, আমাদের সব বন্ধুকে নিয়ে একটা দল বানাব। নাম দেব 'দুর্যোগ বন্ধু দল'। সবাই মিলে নিয়মিত অনুশীলন করব। কেউ কোনো সমস্যা পেলেই আমাদের জানাবে।"

সপ্তাহখানেক পর স্কুলের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মিটিং ডাকা হলো। রাজু আর বৈশাখীও গেল। মিটিংয়ে বৈশাখী তার খাতা থেকে সব সমস্যা পড়ে শোনাল–

"তৃতীয় শ্রেণির দরজা আটকে যায়। দ্বিতীয় তলার টয়লেটের কাছে সাইরেন শোনা যায় না। পঞ্চম শ্রেণির জানালার কাচ ভাঙা। নিচতলার করিডরে অন্ধকার। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ছাত্র রাতুলের জন্য আলাদা ব্যবস্থা নেই।"

প্রধান শিক্ষক বললেন, "তোমরা যেভাবে কাজ করছ, সত্যিই প্রশংসনীয়। তোমাদের মতামতগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা দ্রুত সব সমস্যা সমাধান করব।"

সভা শেষে রাজু বলল, "বৈশাখী, তুই তো অনেক বড় কাজ করে ফেললি!"

বৈশাখী হাসল। "আমরা দুজন মিলে করেছি। আর আমাদের দুর্যোগ বন্ধু দল তো আছেই। এখন থেকে আমরা প্রতি মাসে স্কুলের নিরাপত্তা যাচাই করব। আর নিয়মিত অনুশীলনের আয়োজন করব।"

সেই থেকে রাজু আর বৈশাখী স্কুলের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সবচেয়ে সক্রিয় সদস্য। তাদের 'দুর্যোগ বন্ধু দল' এখন স্কুলের সবচেয়ে জনপ্রিয় দল। সবাই জানে, বিপদ এলে রাজু-বৈশাখীর দল সবার আগে এগিয়ে আসবে।

ছবির বর্ণনা

ছবি ১: গল্পের শুরুতে - দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির অফিস

ছবিতে একটি ছোট কক্ষ। দেওয়ালে বড় একটা চার্ট টাঙানো। চার্টে লেখা "বিদ্যালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি" এবং নিচে বিভিন্ন পদ ও নাম। কয়েকজন শিক্ষক চেয়ারে বসে আছেন। রাজু, বৈশাখী আর রানা চার্টের দিকে তাকিয়ে আছে। রাজু অবাক হয়ে চার্ট দেখছে, বৈশাখী কিছু জিজ্ঞেস করছে। ঘরের টেবিলে কয়েকটা ফাইল আর একটা লাল টেলিফোন রাখা। ছবির রং উজ্জ্বল, আনন্দময়।

ছবি ২: গল্পের মাঝখানে - দুর্যোগ অনুশীলনের দিন

ছবিতে পুরো স্কুল প্রাঙ্গণ। সাইরেন বাজছে। সব ক্লাস থেকে ছাত্রছাত্রীরা লাইনে লাইনে বের হচ্ছে। রাজু দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সবাইকে বের হতে সাহায্য করছে। বৈশাখী হাতে খাতা নিয়ে নিচ্ছে। দ্বিতীয় তলায় একজন শিক্ষক টয়লেটের দিকে ছুটছেন। মাঠে প্রধান শিক্ষক দাঁড়িয়ে আছেন। ছবির উপরে লেখা: "অনুশীলন চলছে... সবাই নিরাপদে বের হও!"

ছবি ৩: গল্পের শেষে - মিটিংয়ে মতামত দেওয়া

ছবিতে একটা মিটিং রুম। বড় টেবিলের চারপাশে শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা বসে আছে। বৈশাখী দাঁড়িয়ে তার খাতা থেকে পড়ে শোনাচ্ছে। রাজু পাশে বসে আছে। প্রধান শিক্ষক মনোযোগ দিয়ে শুনছেন। দেওয়ালে একটা হোয়াইট বোর্ড, তাতে লেখা: "সমস্যা ও সমাধান"। টেবিলের ওপর চা-এর কাপ আর কিছু কাগজপত্র। সবার মুখে আগ্রহ ও সম্মানের ভাব।

তাত্ত্বিক অংশ

স্কুলের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি কী?

স্কুলের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি হলো একটি বিশেষ দল, যারা স্কুলে দুর্যোগ মোকাবিলার সব পরিকল্পনা করে। গল্পে রাজু আর বৈশাখী এই কমিটি সম্পর্কে জানতে পেরেছিল।

কমিটির সদস্যরা কারা?

গল্পের চার্ট থেকে আমরা দেখতে পাই–

পদ কে হন দায়িত্ব
সভাপতি প্রধান শিক্ষক সবকিছুর মূল দায়িত্ব
সহ-সভাপতি সহকারী প্রধান শিক্ষক প্রধান শিক্ষককে সাহায্য করা
সদস্য সচিব একজন সিনিয়র শিক্ষক সব কাজের সমন্বয় করা
সদস্য ৫ জন শিক্ষক বিভিন্ন দলে কাজ করা
ছাত্র সদস্য ৬ জন (প্রতি শ্রেণি থেকে) ছাত্রদের মতামত পৌঁছে দেওয়া

কমিটির প্রধান কাজগুলো

গল্পে আবুল হোসেন স্যার পাঁচটি প্রধান কাজ বলেছিলেন–

১. পরিকল্পনা তৈরি: দুর্যোগ এলে কী করতে হবে, তার পরিকল্পনা করা।
২. প্রশিক্ষণ দেওয়া: সবাইকে দুর্যোগ মোকাবিলার কৌশল শেখানো।
৩. অনুশীলনের আয়োজন: নিয়মিত দুর্যোগ অনুশীলন করানো।
৪. দুর্যোগকালীন নির্দেশনা: দুর্যোগের সময় সবাইকে গাইড করা।
৫. দুর্যোগ পরবর্তী ব্যবস্থা: ক্ষয়ক্ষতি দেখা ও মেরামতের ব্যবস্থা করা।

ছাত্র প্রতিনিধির ভূমিকা

গল্পে রাজু আর বৈশাখী দেখিয়েছে, ছাত্র প্রতিনিধিরা কী কী করতে পারে–

১. মতামত দেওয়া: গল্পে বৈশাখী তার খাতা থেকে সব সমস্যা পড়ে শোনায়–দরজা আটকানো, টয়লেটে সাইরেন না শোনা, ভাঙা জানালা ইত্যাদি।

২. শিক্ষকদের সাহায্য করা: অনুশীলনের সময় রাজু দরজার সমস্যা দেখে স্যারকে জানায়, বৈশাখী হিসেব রাখে।

৩. ছোট ভাইবোনদের যত্ন নেওয়া: অনুশীলনে বের হওয়ার সময় ছোটদের সাহায্য করা।

৪. সচেতনতা বাড়ানো: গল্পের শেষে রাজু-বৈশাখী 'দুর্যোগ বন্ধু দল' গঠন করে, যারা স্কুলের সবাইকে সচেতন করে।

৫. নিয়মিত পর্যবেক্ষণ: প্রতি মাসে স্কুলের নিরাপত্তা যাচাই করা।

বিভিন্ন দুর্যোগে শিক্ষক ও ছাত্রদের ভূমিকা

গল্পের দ্বিতীয় কার্যক্রমের রোল প্লে থেকে আমরা বিভিন্ন দুর্যোগে করণীয় শিখতে পারি–

ভূমিকম্প

· শিক্ষক: "ড্রপ, কভার, হোল্ড অন" বলে নির্দেশ দেবেন। কম্পন থামলে সবাইকে লাইনে দাঁড় করিয়ে মাঠে নেবেন। পিছনে কেউ পড়ে আছে কিনা দেখবেন।
· ছাত্র: সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের নিচে ঢাকবে। কম্পন থামলে শিক্ষকের নির্দেশ মতো লাইনে দাঁড়িয়ে বের হবে। পড়ে গেলে বা আটকে গেলে সাহায্য চাইবে।

অগ্নিকাণ্ড

· শিক্ষক: "আতঙ্কিত হয়ো না, নিচু হও, নাক-মুখ ঢাকো" বলে নির্দেশ দেবেন। দরজা খুলে দেবেন। সবাইকে বের হতে সাহায্য করবেন।
· ছাত্র: নিচু হয়ে বসবে, হাত দিয়ে নাক-মুখ ঢাকবে। ধাক্কাধাক্কি না করে লাইনে বের হবে। কেউ পড়ে গেলে তাকে তুলে দেবে।

ঘূর্ণিঝড়

· শিক্ষক: জানালা-দরজা বন্ধ করতে বলবেন। সবাইকে শক্ত জায়গায় বসতে বলবেন। টিনের চালার নিচে যেতে বারণ করবেন।
· ছাত্র: জানালা-দরজা বন্ধ করবে। দেয়াল ঘেঁষে বসবে। শিক্ষকের নির্দেশ মতো থাকবে।

বন্যা

· শিক্ষক: সবাইকে উঁচু তলায় যেতে বলবেন। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ছাত্রদের সাহায্যের ব্যবস্থা করবেন।
· ছাত্র: উঁচু তলায় চলে যাবে। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন বন্ধুদের সাহায্য করবে। গল্পে আমরা দেখেছি, দুজন ছাত্র টানা নামের হুইলচেয়ার ব্যবহার করা ছেলেটাকে সাহায্য করেছিল।

দুর্যোগ অনুশীলনের আয়োজন

গল্পের পঞ্চম কার্যক্রমে আমরা শিখেছি কীভাবে অনুশীলনের আয়োজন করতে হয়–

১. প্রথমে প্রধান শিক্ষকের অনুমতি নিতে হবে।
২. তারপর তারিখ ঠিক করতে হবে।
৩. তারপর সব ক্লাসে গিয়ে জানাতে হবে।
৪. তারপর সাইরেন বাজাতে হবে।
৫. তারপর সবাই বের হবে, সময় মাপতে হবে।
৬. শেষে আলোচনা করতে হবে কী ভালো হয়েছে, কী খারাপ হয়েছে।

ছাত্র প্রতিনিধি হিসেবে মতামত দেওয়ার গুরুত্ব

গল্পে বৈশাখী তার খাতায় বিভিন্ন সমস্যা লিখেছিল–

· তৃতীয় শ্রেণির দরজা আটকায়
· দ্বিতীয় তলার টয়লেটে সাইরেন শোনা যায় না
· পঞ্চম শ্রেণির জানালার কাচ ভাঙা
· নিচতলার করিডরে অন্ধকার
· বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন রাতুলের জন্য আলাদা ব্যবস্থা নেই

এই মতামতগুলো শুনে প্রধান শিক্ষক দ্রুত সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এটাই ছাত্র প্রতিনিধির মূল কাজ–স্কুলের সমস্যাগুলো কমিটিতে তুলে ধরা।

প্রশ্ন অংশ

সহজ প্রশ্ন (১০টি)

প্রশ্ন ১: ছবিতে ক্লিক করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে স্কুলের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির অফিস। দেওয়ালে একটা বড় চার্ট টাঙানো। চার্টে বিভিন্ন পদ ও নাম লেখা।

ছবির কোন জিনিসটা দেখে তুমি বুঝতে পারছ যে এটা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির অফিস? সঠিক জায়গায় ক্লিক করো।

সঠিক উত্তর: দেওয়ালে টাঙানো চার্টটিতে ক্লিক করতে হবে।

প্রশ্ন ২: সত্য না মিথ্যা বলো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে রাজু, বৈশাখী আর রানা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির চার্ট দেখছে।

"স্কুলের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিতে শুধু শিক্ষকরা থাকেন, ছাত্ররা থাকে না।"

সঠিক উত্তর: মিথ্যা (ছাত্র সদস্যরাও থাকে)

প্রশ্ন ৩: খালি জায়গা পূরণ করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে প্রধান শিক্ষক চেয়ারে বসে আছেন। তাঁর পাশে লেখা "সভাপতি"।

"স্কুলের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি হন _____।"

(ড্রপ করে বসানোর জন্য অপশন থাকবে: প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক, একজন সিনিয়র শিক্ষক, একজন ছাত্র)

সঠিক উত্তর: প্রধান শিক্ষক

প্রশ্ন ৪: ছবিতে ক্লিক করো

পাশাপাশি দুইটি ছবি দেওয়া আছে। একটি ছবিতে একজন শিক্ষক ছাত্রদের নিয়ে আলোচনা করছেন। আরেকটি ছবিতে সাইরেন বাজছে আর ছাত্ররা লাইনে বের হচ্ছে।

কোন ছবিটি দুর্যোগ অনুশীলনের? সঠিক ছবিতে ক্লিক করো।

সঠিক উত্তর: দ্বিতীয় ছবি (সাইরেন ও লাইনে বের হওয়ার ছবি)

প্রশ্ন ৫: টেনে আনো আর মেলাও

বাম পাশে চারটি পদ দেওয়া আছে–সভাপতি, সহ-সভাপতি, সদস্য সচিব, ছাত্র সদস্য।
ডান পাশে চারটি কাজ দেওয়া আছে–সমন্বয় করা, ছাত্রদের মতামত দেওয়া, মূল দায়িত্ব নেওয়া, প্রধান শিক্ষককে সাহায্য করা।

কোন পদের সঙ্গে কোন কাজ মেলে? টেনে মেলাও।

সঠিক উত্তর: সভাপতি → মূল দায়িত্ব নেওয়া, সহ-সভাপতি → প্রধান শিক্ষককে সাহায্য করা, সদস্য সচিব → সমন্বয় করা, ছাত্র সদস্য → ছাত্রদের মতামত দেওয়া

প্রশ্ন ৬: ছবি দেখে খবর তৈরি করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে রাজু দৌড়ে একজন স্যারের কাছে যাচ্ছে। পেছনে তাদের ক্লাসের দরজা আটকে আছে, ছাত্ররা বের হতে পারছে না।

রাজু কেন স্যারের কাছে দৌড়ে যাচ্ছে?

ক) স্যারকে নমস্কার জানাতে
খ) দরজা আটকে আছে বলে জানাতে
গ) খেলতে যাওয়ার অনুমতি নিতে
ঘ) বাড়ি ফিরতে

সঠিক উত্তর: খ) দরজা আটকে আছে বলে জানাতে

প্রশ্ন ৭: খালি জায়গা পূরণ করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে বৈশাখী তার খাতায় কিছু লিখছে। খাতার পাতায় লেখা: "তৃতীয় শ্রেণির দরজা সমস্যা"।

"ছাত্র সদস্যরা স্কুলের বিভিন্ন সমস্যা _____ এ তুলে ধরে।"

(ড্রপ করে বসানোর জন্য অপশন থাকবে: কমিটির মিটিং, বাড়ি, মাঠ, ক্লাস)

সঠিক উত্তর: কমিটির মিটিং

প্রশ্ন ৮: সত্য না মিথ্যা বলো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে অগ্নিকাণ্ডের সময় একজন ছাত্র দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে।

"অগ্নিকাণ্ডের সময় নিচু হয়ে হাত দিয়ে নাক-মুখ ঢাকতে হয়।"

সঠিক উত্তর: সত্য

প্রশ্ন ৯: ঘটনা সাজাও

তিনটি ঘটনা এলোমেলোভাবে দেওয়া আছে–
ক: সাইরেন বাজা
খ: সবাই লাইনে দাঁড়িয়ে বের হওয়া
গ: মাঠে জড়ো হওয়া

দুর্যোগ অনুশীলনের সঠিক ক্রম সাজাও।

সঠিক উত্তর: ক → খ → গ

প্রশ্ন ১০: টেনে আনো আর মেলাও

বাম পাশে তিনটি দুর্যোগের নাম দেওয়া আছে–ভূমিকম্প, অগ্নিকাণ্ড, বন্যা।
ডান পাশে তিনটি কাজ দেওয়া আছে–উঁচু তলায় যাওয়া, টেবিলের নিচে ঢাকা, নিচু হয়ে বের হওয়া।

কোন দুর্যোগে কোন কাজ করতে হয়? টেনে মেলাও।

সঠিক উত্তর: ভূমিকম্প → টেবিলের নিচে ঢাকা, অগ্নিকাণ্ড → নিচু হয়ে বের হওয়া, বন্যা → উঁচু তলায় যাওয়া

মাঝারি প্রশ্ন (১০টি)

প্রশ্ন ১১: ছবিতে ক্লিক করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে দুর্যোগ অনুশীলন চলছে। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন কাজ হচ্ছে–
কেউ দরজা খুলছে, কেউ ছোটদের সাহায্য করছে, কেউ সময় মাপছে, কেউ খাতায় লিখছে।

ছবির কোন কাজটি ছাত্র সদস্যের কাজ? সঠিক জায়গায় ক্লিক করো।

সঠিক উত্তর: সময় মাপা বা খাতায় লেখার কাজে ক্লিক করতে হবে। (ছাত্র সদস্যরা এই কাজগুলো করে)

প্রশ্ন ১২: খালি জায়গা পূরণ করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে মিটিং রুমে বৈশাখী দাঁড়িয়ে কিছু বলছে। টেবিলের চারপাশে শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা বসে আছে।

"ছাত্র সদস্যরা কমিটির মিটিংয়ে _____ দেয়।"

(ড্রপ করে বসানোর জন্য অপশন থাকবে: চা, মতামত, টাকা, খাবার)

সঠিক উত্তর: মতামত

প্রশ্ন ১৩: সত্য না মিথ্যা বলো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে বন্যার সময় একজন ছাত্র হুইলচেয়ার ব্যবহার করা বন্ধুকে সাহায্য করছে।

"বন্যার সময় বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন বন্ধুদের সাহায্য করা সবার দায়িত্ব।"

সঠিক উত্তর: সত্য

প্রশ্ন ১৪: টেনে আনো আর মেলাও

বাম পাশে পাঁচটি কাজ দেওয়া আছে–
১. সভাপতি হওয়া
২. ছাত্রদের মতামত দেওয়া
৩. নিয়মিত অনুশীলনের আয়োজন করা
৪. দুর্যোগে ছোটদের সাহায্য করা
৫. সব কাজের সমন্বয় করা

ডান পাশে তিনটি বক্স দেওয়া আছে–"শিক্ষকের কাজ", "ছাত্রের কাজ", "সবার কাজ"

কোন কাজ কোন বক্সে যাবে? টেনে মেলাও।

সঠিক উত্তর:
শিক্ষকের কাজ বক্সে → ১, ৩, ৫
ছাত্রের কাজ বক্সে → ২
সবার কাজ বক্সে → ৪

প্রশ্ন ১৫: ছবি দেখে খবর তৈরি করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে বৈশাখী তার খাতা থেকে পড়ে শোনাচ্ছে–"তৃতীয় শ্রেণির দরজা আটকায়, দ্বিতীয় তলার টয়লেটে সাইরেন শোনা যায় না, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন রাতুলের জন্য আলাদা ব্যবস্থা নেই।"

বৈশাখী কেন এই কথাগুলো বলছে?

ক) শিক্ষকদের বিরক্ত করতে
খ) নিজেকে বড় দেখাতে
গ) স্কুলের সমস্যাগুলো কমিটির সামনে তুলে ধরতে
ঘ) বন্ধুদের নিয়ে মজা করতে

সঠিক উত্তর: গ) স্কুলের সমস্যাগুলো কমিটির সামনে তুলে ধরতে

প্রশ্ন ১৬: ঘটনা সাজাও

চারটি ঘটনা এলোমেলোভাবে দেওয়া আছে–
ক) অনুশীলনের তারিখ ঠিক করা
খ) প্রধান শিক্ষকের অনুমতি নেওয়া
গ) সব ক্লাসে জানানো
ঘ) অনুশীলন করা

অনুশীলনের আয়োজনের সঠিক ক্রম সাজাও।

সঠিক উত্তর: খ → ক → গ → ঘ

প্রশ্ন ১৭: খালি জায়গা পূরণ করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে রাজু আর বৈশাখী তাদের 'দুর্যোগ বন্ধু দল' নিয়ে কাজ করছে।

"রাজু আর বৈশাখী _____ নামে একটা দল গঠন করেছিল, যারা স্কুলের সবাইকে সচেতন করে।"

(ড্রপ করে বসানোর জন্য অপশন থাকবে: বিজ্ঞান ক্লাব, দুর্যোগ বন্ধু দল, ক্রীড়া দল, সাংস্কৃতিক দল)

সঠিক উত্তর: দুর্যোগ বন্ধু দল

প্রশ্ন ১৮: সত্য না মিথ্যা বলো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে দুর্যোগ অনুশীলনের পর সবাই মিলে আলোচনা করছে কী ভালো হয়েছে, কী খারাপ হয়েছে।

"অনুশীলনের পর আলোচনা করার দরকার নেই, শুধু অনুশীলন করলেই হয়।"

সঠিক উত্তর: মিথ্যা (অনুশীলনের পর আলোচনা জরুরি, যাতে ভুলগুলো শুধরে নেওয়া যায়)

প্রশ্ন ১৯: টেনে আনো আর মেলাও

বাম পাশে পাঁচটি মতামত দেওয়া আছে–
১. দরজা আটকায়
২. টয়লেটে সাইরেন শোনা যায় না
৩. জানালার কাচ ভাঙা
৪. করিডরে অন্ধকার
৫. হুইলচেয়ার ব্যবহারকারীর জন্য পথ নেই

ডান পাশে তিনটি বক্স দেওয়া আছে–"জরুরি সমাধান দরকার", "দ্রুত সমাধান করা যাবে", "পরবর্তী সময়ে দেখা যাবে"

কোন মতামত কোন বক্সে যাবে? টেনে মেলাও।

সঠিক উত্তর: জরুরি সমাধান দরকার বক্সে → ১, ৫; দ্রুত সমাধান করা যাবে বক্সে → ২, ৩; পরবর্তী সময়ে দেখা যাবে বক্সে → ৪

প্রশ্ন ২০: পাজল সাজাও

তিনটি টুকরো দেওয়া আছে। টুকরোগুলো হচ্ছে–"ছাত্র প্রতিনিধি", "মতামত দিতে", "পারে", "কমিটিতে"

টুকরোগুলো সঠিকভাবে সাজিয়ে একটি অর্থপূর্ণ বাক্য তৈরি করো।

সঠিক উত্তর: "ছাত্র প্রতিনিধি কমিটিতে মতামত দিতে পারে"

কঠিন প্রশ্ন (১০টি)

প্রশ্ন ২১: ছবিতে ক্লিক করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে তিনটি দৃশ্য–
বাম দৃশ্য: একজন শিক্ষক ছাত্রদের টেবিলের নিচে ঢাকতে বলছেন
মাঝের দৃশ্য: একজন শিক্ষক ছাত্রদের নিচু হয়ে বের হতে বলছেন
ডান দৃশ্য: একজন শিক্ষক ছাত্রদের উঁচু তলায় যেতে বলছেন

কোন দৃশ্যটি ভূমিকম্প, কোনটি অগ্নিকাণ্ড, কোনটি বন্যা–তা শনাক্ত করে সঠিক দৃশ্যে ক্লিক করো।

সঠিক উত্তর: বাম দৃশ্য → ভূমিকম্প, মাঝের দৃশ্য → অগ্নিকাণ্ড, ডান দৃশ্য → বন্যা

প্রশ্ন ২২: সত্য না মিথ্যা বলো

একটি বাক্য দেওয়া আছে: "দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মিটিংয়ে শুধু শিক্ষকরা কথা বলবেন, ছাত্ররা চুপ করে বসে থাকবে।"

এই কথাটা কি ঠিক?

সঠিক উত্তর: মিথ্যা (ছাত্র সদস্যরাও মতামত দিতে পারে)

প্রশ্ন ২৩: টেনে আনো আর মেলাও

বাম পাশে ছয়টি বিবৃতি দেওয়া আছে–
১. দুর্যোগের পরিকল্পনা করা
২. ক্লাসের সমস্যা কমিটিতে জানানো
৩. নিয়মিত অনুশীলনের আয়োজন করা
৪. দুর্যোগে ছোটদের সাহায্য করা
৫. সবাইকে প্রশিক্ষণ দেওয়া
৬. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন বন্ধুদের পাশে থাকা

ডান পাশে তিনটি বক্স দেওয়া আছে–"কমিটির কাজ", "ছাত্র সদস্যের কাজ", "সবার কাজ"

কোন বিবৃতি কোন বক্সে যাবে? টেনে মেলাও।

সঠিক উত্তর:
কমিটির কাজ বক্সে → ১, ৩, ৫
ছাত্র সদস্যের কাজ বক্সে → ২
সবার কাজ বক্সে → ৪, ৬

প্রশ্ন ২৪: গল্পের ঘটনা শনাক্ত করো

গল্পের তিনটি প্যানেল তৈরি করে দেখানো হয়েছে–

প্যানেল ১: রাজু আর বৈশাখী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির চার্ট দেখছে
প্যানেল ২: অনুশীলনের সময় রাজু স্যারকে দরজার সমস্যা জানাচ্ছে
প্যানেল ৩: মিটিংয়ে বৈশাখী তার খাতা থেকে সমস্যা পড়ে শোনাচ্ছে

কোন প্যানেলে ছাত্র সদস্যের মতামত দেওয়ার কাজটা দেখানো হয়েছে?

ক) প্যানেল ১
খ) প্যানেল ২
গ) প্যানেল ৩
ঘ) সবগুলো

সঠিক উত্তর: গ) প্যানেল ৩

প্রশ্ন ২৫: খালি জায়গা পূরণ করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে দুর্যোগ অনুশীলনের পর সবাই মিলে আলোচনা করছে। একজন বলছে–"আমাদের ক্লাসের দরজা আটকায়।" আরেকজন বলছে–"টয়লেট থেকে সাইরেন শোনা যায় না।"

"অনুশীলনের পর _____ করা জরুরি, যাতে ভুলগুলো শুধরে নেওয়া যায়।"

(ড্রপ করে বসানোর জন্য অপশন থাকবে: ছুটি, খাওয়া, আলোচনা, খেলা)

সঠিক উত্তর: আলোচনা

প্রশ্ন ২৬: ক্রিটিকাল থিংকিং - বিশ্লেষণধর্মী

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে দুই বন্ধু কথা বলছে। একজন বলছে, "আমাদের স্কুলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি আছে। ওনারা সব দেখবেন। আমাদের কিছু করতে হবে না।" আরেকজন বলছে, "আমরাও তো ছাত্র সদস্য হিসেবে কমিটিতে যোগ দিতে পারি। আমাদের মতামতও গুরুত্বপূর্ণ।"

কার কথা বেশি যুক্তিযুক্ত? কেন?

ক) প্রথমজনের কথা, কারণ কমিটি থাকলে আমাদের কাজ নেই।
খ) দ্বিতীয়জনের কথা, কারণ ছাত্ররাও কমিটিতে ভূমিকা রাখতে পারে এবং তাদের মতামত গুরুত্বপূর্ণ।
গ) দুজনের কথাই ঠিক।
ঘ) দুজনের কথাই ভুল।

সঠিক উত্তর: খ) দ্বিতীয়জনের কথা, কারণ ছাত্ররাও কমিটিতে ভূমিকা রাখতে পারে এবং তাদের মতামত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ২৭: পাজল সাজাও

চারটি টুকরো দেওয়া আছে। টুকরোগুলো হচ্ছে–"স্কুলের", "ছাত্র প্রতিনিধি", "নিরাপত্তা বাড়ায়", "মতামত দিয়ে"

টুকরোগুলো সঠিকভাবে সাজিয়ে একটি অর্থপূর্ণ বাক্য তৈরি করো।

সঠিক উত্তর: "ছাত্র প্রতিনিধি মতামত দিয়ে স্কুলের নিরাপত্তা বাড়ায়"

প্রশ্ন ২৮: ক্রিটিকাল থিংকিং - প্রয়োগমূলক

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে একটি স্কুলের ছবি। স্কুলটির তিনতলা। নিচতলায় ক্লাসরুম, দ্বিতীয় তলায় লাইব্রেরি, তৃতীয় তলায় অফিস। স্কুলে একজন হুইলচেয়ার ব্যবহার করা ছাত্র আছে, যে দ্বিতীয় তলায় পড়ে। সিঁড়ি ছাড়া ওপরে ওঠার অন্য কোনো ব্যবস্থা নেই।

তুমি যদি এই স্কুলের ছাত্র প্রতিনিধি হও, তাহলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিতে কী মতামত দেবে?

ক) কিছু বলব না, এটা আমার কাজ না।
খ) বলব, হুইলচেয়ার ব্যবহার করা ছাত্রটির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। দুর্যোগে ওকে নামানোর পরিকল্পনা করতে হবে।
গ) বলব, ওকে অন্য স্কুলে চলে যেতে হবে।
ঘ) বলব, সবাই সিঁড়ি দিয়ে নামবে।

সঠিক উত্তর: খ) বলব, হুইলচেয়ার ব্যবহার করা ছাত্রটির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। দুর্যোগে ওকে নামানোর পরিকল্পনা করতে হবে।

প্রশ্ন ২৯: ঘটনা সাজাও

পাঁচটি ঘটনা এলোমেলোভাবে দেওয়া আছে–
ক) ছাত্র সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হওয়া
খ) স্কুলের সমস্যাগুলো খাতায় লেখা
গ) কমিটির মিটিংয়ে মতামত দেওয়া
ঘ) সমাধানের ব্যবস্থা করা
ঙ) স্কুল আরও নিরাপদ হওয়া

একজন ছাত্র প্রতিনিধির কাজের সঠিক ক্রম সাজাও।

সঠিক উত্তর: ক → খ → গ → ঘ → ঙ

প্রশ্ন ৩০: ক্রিটিকাল থিংকিং - যুক্তিভিত্তিক

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে একটি স্কুল বার্ষিক সভা চলছে। প্রধান শিক্ষক বলছেন, "এবারের বার্ষিক প্রতিবেদনে আমরা দেখতে পেয়েছি, আমাদের স্কুলে গত ৬ মাসে ৩টি দুর্যোগ অনুশীলন হয়েছে। প্রতিটি অনুশীলনে ছাত্র সদস্যরা সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে। তাদের মতামতের ভিত্তিতে আমরা দরজা মেরামত করেছি, টয়লেটে সাইরেন বসিয়েছি, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ছাত্রদের জন্য র‍্যাম্প তৈরি করেছি।"

ছাত্র সদস্যরা কেন গুরুত্বপূর্ণ?

ক) তারা শিক্ষকদের চা এনে দেয় বলে
খ) তারা স্কুলের বাস্তব সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে পারে এবং সমাধানে ভূমিকা রাখতে পারে বলে
গ) তারা পরীক্ষায় ভালো করে বলে
ঘ) তারা সভায় বসে বলে

সঠিক উত্তর: খ) তারা স্কুলের বাস্তব সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে পারে এবং সমাধানে ভূমিকা রাখতে পারে বলে

বিষয়: স্কুলের ঝুঁকি নিরূপণ

শিখনফল

১। শিক্ষার্থীরা স্কুল চত্বর ও আশপাশের এলাকা ঘুরে দেখে কোথায় ঝুঁকি আছে তা চিহ্নিত করতে পারবে।
২। শিক্ষার্থীরা স্কুলের নিরাপদ স্থানগুলো এবং ঝুঁকিপূর্ণ স্থানগুলো চিহ্নিত করতে পারবে।

৩। শিক্ষার্থীরা স্কুলের আশপাশের এলাকায় কী কী দুর্যোগের ঝুঁকি আছে তা শনাক্ত করে শিক্ষকদের জানাতে পারবে।

জারিন ও নাজমার স্কুল ডিটেকটিভ অ্যাডভেঞ্চার

জারিন আর নাজমা দুই বন্ধু। তারা চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ে। জারিন খুব চোখ খোলা রাখে, কিছুই তার নজর এড়ায় না। নাজমা আবার প্রশ্ন করতেই ভালোবাসে।

সেদিন মেট ক্লাসে স্যার বললেন, "আগামীকাল আমরা স্কুল ডিটেকটিভ হব। স্কুলের সব জায়গায় ঝুঁকি খুঁজে বের করব।"

জারিন লাফ দিয়ে উঠল, "ওয়াও! ডিটেকটিভ! নাজমা, আমরা দুজন এক দলে থাকব!"

নাজমা বলল, "ঠিক আছে। কিন্তু আমরা কী খুঁজব?"

স্যার বললেন, "সবকিছু। ভাঙা সিঁড়ি, ফাটা দেয়াল, খোলা বৈদ্যুতিক তার, পিচ্ছিল জায়গা–যেখান থেকে বিপদ হতে পারে।"

পরের দিন সকালে সবাই তৈরি। স্যার চারটি দল করলেন। জারিন-নাজমার দল পেল স্কুল ভবনের ভেতরটা দেখার দায়িত্ব।

স্যার তাদের হাতে একটা চেকলিস্ট দিয়ে বললেন, "এই তালিকায় হ্যাঁ বা না দেবে। আর মন্তব্যে তোমার দেখা সবচেয়ে বড় ঝুঁকিটা লিখবে। সময় মাত্র ৭ মিনিট।"

জারিন আর নাজমা দৌড়ে শুরু করল তাদের অভিযান।

প্রথমে তারা সিঁড়িতে গেল। জারিন সিঁড়ি দেখে বলল, "ওহ! দেখ দেখ! এই সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ ভাঙা। এখানে পড়ে গেলে খুব ব্যথা পাব।"

নাজমা দ্রুত চেকলিস্টে লিখে রাখল–"সিঁড়ি ভাঙা: হ্যাঁ। মন্তব্য: পড়ে যাওয়ার ভয় আছে।"

তারপর তারা ক্লাসরুমে গেল। নাজমা দেওয়াল দেখে চমকে উঠল, "জারিন! এই দেওয়ালে ফাটল! বড় ফাটল!"

জারিন কাছে গিয়ে দেখল। "সত্যি! এটা তো খুব বিপদজনক। দেওয়াল ভেঙে পড়তে পারে।"

নাজমা লিখে রাখল–"দেওয়ালে ফাটল: হ্যাঁ। মন্তব্য: দেওয়াল ভেঙে পড়তে পারে।"

তারা বারান্দায় গেল। সেখানে গিয়ে দেখে একটা বৈদ্যুতিক তার খোলা। জারিন বলল, "এটা দেখো! খোলা তার! কেউ স্পর্শ করলে মারাত্মক বিপদ!"

নাজমা আবার লিখল–"বৈদ্যুতিক তার খোলা: হ্যাঁ। মন্তব্য: কারেন্ট লাগার ভয় আছে।"

হঠাৎ জারিন চোখ বড় বড় করে বলল, "ওই দিকে তাকাও! দ্বিতীয় তলার বারান্দার রেলিংটা নড়ছে!"

সত্যিই, বারান্দার লোহার রেলিংটা আলগা হয়ে ঝুলছে। নিচে পড়ে গেলে যে কোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

নাজমা দ্রুত লিখল–"রেলিং আলগা: হ্যাঁ। মন্তব্য: নিচে পড়ে যেতে পারে।"

ঠিক তখন নিচ থেকে বড় শব্দ শোনা গেল। তারা নিচে তাকিয়ে দেখল, আরেকটা দল পুকুরপাড়ে কী যেন দেখছে। জারিন বলল, "চল, সময় শেষ হওয়ার আগে নিচেও একটু দেখে আসি।"

তারা নিচে নেমে দেখল, পুকুরপাড়ে শ্যাওলা ধরেছে, খুব পিচ্ছিল। পাশেই বৈঠকখানা।

নাজমা বলল, "এখানে পড়ে গেলে সোজা পুকুরে!"

জারিন বলল, "আর এই বাথরুমের মেঝেতেও পানি জমে আছে, পিচ্ছিল দেখাচ্ছে।"

সাত মিনিট শেষ। সব দল মিলে ক্লাসে ফিরল।

স্যার বললেন, "এখন প্রতিটি দল তাদের রিপোর্ট পড়ে শোনাবে।"

প্রথম দল বলল, "আমরা মাঠে ভাঙা খুঁটি আর গর্ত দেখেছি। খেলতে গিয়ে পড়ে গেলে চোট লাগবে।"

দ্বিতীয় দল বলল, "আমরা পুকুরপাড়ে পিচ্ছিল জায়গা দেখেছি। বাথরুমের মেঝেতেও পানি জমে আছে।"

তৃতীয় দল বলল, "আমরা স্কুলের বাইরে দেখেছি। গেটের কাছে রাস্তায় দ্রুতগামী গাড়ি। আর স্কুলের দেওয়ালের পাশে পড়ে আছে ভাঙা কাচ আর লোহার টুকরো।"

এবার জারিন-নাজমার দলের পালা। নাজমা দাঁড়িয়ে পড়ল–

"আমরা সিঁড়ির ভাঙা ধাপ দেখেছি। দেওয়ালে বড় ফাটল দেখেছি। খোলা বৈদ্যুতিক তার দেখেছি। দ্বিতীয় তলায় আলগা রেলিং দেখেছি। পুকুরপাড় পিচ্ছিল আর বাথরুমে পানি জমে আছে দেখেছি।"

স্যার সব শুনে বোর্ডে একটা বড় স্কুলের ছবি টাঙালেন। তিনি লাল মার্কার দিয়ে প্রতিটি ঝুঁকিপূর্ণ জায়গায় দাগ দিতে লাগলেন। সিঁড়িতে লাল দাগ, দেওয়ালে লাল দাগ, তারে লাল দাগ, রেলিংয়ে লাল দাগ, পুকুরপাড়ে লাল দাগ, বাথরুমে লাল দাগ।

তারপর সবুজ মার্কার দিয়ে কয়েকটা জায়গায় দাগ দিলেন। "এই মাঠের মাঝখানের জায়গাটা নিরাপদ। এই যে নিচতলার বড় ঘরটা, এটাও নিরাপদ। এই উঁচু জায়গাটা বন্যাতেও ডোবে না।"

জারিন বলল, "স্যার, আমাদের স্কুলে তো অনেক ঝুঁকি! আমরা এখন কী করব?"

স্যার বললেন, "এখন আমরা দুজন প্রতিনিধি বাছাই করব, যারা প্রধান শিক্ষক স্যারের কাছে গিয়ে এই ঝুঁকিগুলো জানাবে।"

সবাই একসাথে বলল, "জারিন আর নাজমা যাবে!"

জারিন লজ্জা পেয়ে গেল। নাজমা বলল, "আমরা যাব। কিন্তু কী বলব?"

স্যার বললেন, "তোমাদের এই চেকলিস্টগুলো নিয়ে যাবে। আর তোমরা যা দেখেছ, সেসব বলবে।"

দুপুরে জারিন আর নাজমা প্রধান শিক্ষকের রুমে গেল। স্যার তাদের দেখে হাসলেন। "বলো বাচ্চারা, কী খবর?"

নাজমা সাহস করে বলল, "স্যার, আমরা স্কুল ডিটেকটিভ হয়েছিলাম। স্কুলের অনেক ঝুঁকিপূর্ণ জায়গা পেয়েছি।"

জারিন চেকলিস্ট বের করে বলল, "সিঁড়ি ভাঙা। দেওয়ালে ফাটল। খোলা তার। আলগা রেলিং। পুকুরপাড় পিচ্ছিল। বাথরুমে পানি জমে। মাঠে গর্ত। গেটের কাছে দ্রুতগামী গাড়ি।"

প্রধান শিক্ষক শুনে চিন্তিত হয়ে গেলেন। তিনি চশমা পরলেন আর চেকলিস্টগুলো দেখতে লাগলেন। তারপর বললেন, "তোমরা খুব ভালো কাজ করেছ। এই ঝুঁকিগুলো কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আগামী সপ্তাহেই আমি সব ঠিক করার ব্যবস্থা করব। ভাঙা সিঁড়ি মেরামত করা হবে, খোলা তার বন্ধ করা হবে, রেলিং শক্ত করা হবে। আর গেটের কাছে স্পিড ব্রেকার বসানোর জন্য ইউনিয়ন পরিষদে বলব।"

জারিন খুশি হয়ে বলল, "সত্যি স্যার? আমরা এত বড় কাজ করে ফেললাম?"

প্রধান শিক্ষক হাসলেন। "হ্যাঁ বাবা। তোমরাই তো আমাদের স্কুলকে নিরাপদ করলে। ডিটেকটিভদের স্যালুট!"

সেদিন বিকেলে জারিন আর নাজমা বাড়ি ফিরছে। জারিন বলল, "আমার খুব ভালো লাগছে। আমরা আসলেই ডিটেকটিভ হয়ে গিয়েছিলাম।"

নাজমা বলল, "শুধু ডিটেকটিভ না, আমরা সুপারহিরো! আমরা স্কুলকে বাঁচিয়েছি!"

জারিন হাসল। "শুধু স্কুল না। এখন থেকে আমি বাড়ি যাওয়ার পথেও সব ঝুঁকি খুঁজে দেখব। আর দিদা-দাদুকে সাবধান করব।"

নাজমা বলল, "ঠিক বলেছিস। স্যার তো হোমওয়ার্ক দিয়েছেন–এলাকার ঝুঁকি খুঁজে বের করা। আমরা দুজন মিলে সেটাও করব। এলাকাটাকে আরও নিরাপদ করে তুলব।"

পরের সপ্তাহে সত্যিই প্রধান শিক্ষক সব ঠিক করলেন। ভাঙা সিঁড়ি মেরামত হলো। খোলা তার বন্ধ হলো। রেলিং শক্ত হলো। বাথরুমে পানি জমার সমস্যা সমাধান হলো। আর গেটের কাছে বসানো হলো স্পিড ব্রেকার।

স্কুলের সবাই জারিন আর নাজমার প্রশংসা করল। তাদের নাম দেওয়া হলো "স্কুলের নিরাপত্তা দূত"।

জারিন বলল, "দেখলি? একটু চোখ খুললে, একটু সাহস করলে কত বড় পরিবর্তন আনা যায়!"

নাজমা বলল, "হ্যাঁ। এখন থেকে আমরা প্রতি মাসে স্কুলের ঝুঁকি খুঁজে বের করব। কারণ নিরাপত্তা কখনো শেষ হয় না। সব সময় চোখ খোলা রাখতে হয়।"

ছবির বর্ণনা

ছবি ১: গল্পের শুরুতে - ডিটেকটিভের অভিযান শুরু

ছবিতে জারিন আর নাজমা স্কুলের সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আছে। জারিন সিঁড়ির ভাঙা ধাপ দেখাচ্ছে। নাজমা হাতে একটা চেকলিস্ট নিয়ে লিখছে। পেছনে তাদের দলের বাকি সদস্যরা বারান্দা আর দেওয়াল দেখছে। একটি দেওয়ালে বড় ফাটল দেখা যাচ্ছে। বারান্দার রেলিং আলগা হয়ে ঝুলছে। ছবির উপরে লেখা: "স্কুল ডিটেকটিভের অভিযান শুরু!"

ছবি ২: গল্পের মাঝখানে - সব দলের রিপোর্ট

ছবিতে একটি ক্লাসরুম। স্যার বোর্ডে একটা বড় স্কুলের ছবি টাঙিয়েছেন। চার দলের সদস্যরা চার পাশে বসে আছে। প্রতিটি দল থেকে একজন করে উঠে তাদের চেকলিস্ট পড়ছে। স্যার লাল মার্কার দিয়ে ছবির বিভিন্ন জায়গায় দাগ দিচ্ছেন–সিঁড়ি, দেওয়াল, বারান্দা, পুকুরপাড়, বাথরুম, মাঠ। ছবির উপরে লেখা: "মিশন কন্ট্রোলে রিপোর্টিং।"

ছবি ৩: গল্পের শেষে - প্রধান শিক্ষকের কাছে রিপোর্ট

ছবিতে প্রধান শিক্ষকের রুম। জারিন আর নাজমা স্যারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। জারিন হাতে চেকলিস্টগুলো ধরেছে। নাজমা স্যারকে কিছু বলছে। প্রধান শিক্ষক চশমা পরে চেকলিস্ট দেখছেন। তাঁর মুখে গুরুত্ব ও বিস্ময়ের ভাব। টেবিলের ওপর কাগজপত্র আর একটা ফোন। দেওয়ালে স্কুলের ছবি। ছবির উপরে লেখা: " প্রধান শিক্ষকের কাছে ডিটেকটিভদের রিপোর্ট।"

তাত্ত্বিক অংশ

স্কুলের ঝুঁকি নিরূপণ কী?

স্কুলের ঝুঁকি নিরূপণ হলো স্কুল চত্বর ও আশপাশের এলাকা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে কোথায় কী বিপদ হতে পারে, তা চিহ্নিত করা। গল্পে জারিন আর নাজমা ঠিক এই কাজটাই করেছিল।

ঝুঁকি চিহ্নিত করার জায়গাগুলো

গল্পের কার্যক্রম অনুসারে আমরা চারটি প্রধান জায়গায় ঝুঁকি খুঁজতে পারি–

১. স্কুল ভবনের ভেতরে

· সিঁড়ি ভাঙা বা পিচ্ছিল কিনা
· জানালা ভাঙা আছে কিনা
· দেওয়ালে ফাটল আছে কিনা
· বৈদ্যুতিক তার খোলা আছে কিনা
· ছাদ থেকে কিছু ঝুলছে কিনা
· টিনের চালা দুর্বল মনে হচ্ছে কিনা
· বারান্দার রেলিং শক্ত আছে কিনা

২. মাঠ ও খেলার জায়গায়

· মাঠে গর্ত আছে কিনা
· উঁচু বা ভাঙা গাছ আছে কিনা

· খেলার সরঞ্জাম মেরামতের দরকার আছে কিনা
· বৈদ্যুতিক খুঁটি বা ঝুলন্ত তার আছে কিনা

৩. পুকুরপাড় ও বাথরুম এলাকায়

· পুকুরপাড় পিচ্ছিল আছে কিনা
· পুকুরের চারপাশে বেড়া আছে কিনা
· বাথরুমের মেঝে পিচ্ছিল আছে কিনা
· বাথরুমে পানি জমে আছে কিনা
· বাথরুমের দরজা-জানালা ভালো আছে কিনা

৪. স্কুলের বাইরের অংশে

· স্কুলের দেওয়ালে ফাটল আছে কিনা
· দেওয়াল দুর্বল মনে হচ্ছে কিনা
· গেটের কাছে দ্রুতগামী গাড়ির ঝুঁকি আছে কিনা
· স্কুলের বাইরে ধারালো জিনিস পড়ে আছে কিনা
· খোলা নর্দমা আছে কিনা
· কাছে নদী বা খাল আছে যা ভাঙনের ঝুঁকি তৈরি করতে পারে
· বর্ষাকালে জলাবদ্ধতা হয় কিনা

ঝুঁকি চিহ্নিত করার পদ্ধতি

গল্পে আমরা চারটি ধাপ দেখেছি–

ধাপ ১: দলে ভাগ হওয়া
শিক্ষার্থীদের ৪টি দলে ভাগ করা হয়। প্রতিটি দলকে একটি নির্দিষ্ট এলাকা দেখার দায়িত্ব দেওয়া হয়।

ধাপ ২: চেকলিস্ট ব্যবহার
প্রত্যেক দলকে একটি করে চেকলিস্ট দেওয়া হয়। তারা ঘুরে ঘুরে দেখে এবং হ্যাঁ বা না টিক দেয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মন্তব্যে লেখে।

ধাপ ৩: রিপোর্টিং ও ম্যাপিং
সব দল ফিরে এলে তারা তাদের দেখা ঝুঁকিগুলো রিপোর্ট করে। শিক্ষক একটি স্কুলের মানচিত্রে লাল মার্কার দিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জায়গা আর সবুজ মার্কার দিয়ে নিরাপদ জায়গা চিহ্নিত করেন।

ধাপ ৪: কর্তৃপক্ষকে জানানো
চিহ্নিত ঝুঁকিগুলো প্রধান শিক্ষক বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়। গল্পে জারিন আর নাজমা এই কাজটি করেছিল।

নিরাপদ স্থান চিহ্নিত করা

শুধু ঝুঁকি নয়, নিরাপদ স্থান চিহ্নিত করাও জরুরি। গল্পে স্যার সবুজ মার্কার দিয়ে কয়েকটা জায়গা চিহ্নিত করেছিলেন–

· মাঠের মাঝখানের জায়গা (ভূমিকম্পের পর জড়ো হওয়ার জন্য)

· নিচতলার বড় ঘর (ঘূর্ণিঝড়ের সময় আশ্রয়ের জন্য)
· উঁচু জায়গা (বন্যার সময় নিরাপদ)

শিক্ষার্থীদের ভূমিকা

গল্পের জারিন আর নাজমা দেখিয়েছে, শিক্ষার্থীরা কীভাবে ঝুঁকি নিরূপণে ভূমিকা রাখতে পারে–

১. চোখ খোলা রাখা: ছোট ছোট জিনিসও খেয়াল করা। যেমন জারিন সিঁড়ির ভাঙা ধাপ, দেওয়ালের ফাটল, খোলা তার, আলগা রেলিং সবই দেখেছিল।

২. লেখা ও রেকর্ড রাখা: নাজমা তার চেকলিস্টে সব কিছু লিখে রেখেছিল।

৩. রিপোর্ট করা: তারা প্রধান শিক্ষকের কাছে গিয়ে সব ঝুঁকি জানিয়েছিল।

৪. সমাধানে সাহায্য করা: শুধু জানানোই না, সমাধানের ব্যবস্থা হওয়া পর্যন্ত খোঁজ রাখা।

৫. সচেতনতা ছড়ানো: গল্পের শেষে জারিন সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বাড়ি যাওয়ার পথেও ঝুঁকি খুঁজে দেখবে আর দিদা-দাদুকে সাবধান করবে।

নিয়মিত পর্যবেক্ষণের গুরুত্ব

গল্পের শেষে জারিন বলেছিল, "প্রতি মাসে আমরা স্কুলের ঝুঁকি খুঁজে বের করব। কারণ নিরাপত্তা কখনো শেষ হয় না। সব সময় চোখ খোলা রাখতে হয়।"

এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা। কারণ–

· নতুন নতুন ঝুঁকি তৈরি হতে পারে
· পুরোনো ঝুঁকি আবার দেখা দিতে পারে
· মেরামতের পরও কিছু সমস্যা থেকে যেতে পারে

প্রশ্ন অংশ

সহজ প্রশ্ন (১০টি)

প্রশ্ন ১: ছবিতে ক্লিক করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে জারিন আর নাজমা স্কুলের সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আছে। সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ ভাঙা।

ছবির কোন অংশ দেখে তুমি বুঝতে পারছ যে এটা ঝুঁকিপূর্ণ? সঠিক জায়গায় ক্লিক করো।

সঠিক উত্তর: ভাঙা সিঁড়ির ধাপে ক্লিক করতে হবে।

প্রশ্ন ২: সত্য না মিথ্যা বলো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে একজন শিক্ষার্থী খোলা বৈদ্যুতিক তারের কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

"খোলা বৈদ্যুতিক তার থেকে কোনো বিপদ হয় না।"

সঠিক উত্তর: মিথ্যা (খোলা তারে কারেন্ট লেগে মারাত্মক বিপদ হতে পারে)

প্রশ্ন ৩: খালি জায়গা পূরণ করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে দেওয়ালে বড় ফাটল দেখা যাচ্ছে।

"দেওয়ালে ফাটল থাকলে সেটা _____ চিহ্ন।"

(ড্রপ করে বসানোর জন্য অপশন থাকবে: নিরাপত্তার, ঝুঁকির, সৌন্দর্যের, রঙের)

সঠিক উত্তর: ঝুঁকির

প্রশ্ন ৪: ছবিতে ক্লিক করো

পাশাপাশি দুইটি ছবি দেওয়া আছে। একটি ছবিতে মাঠের মাঝখানে খোলা জায়গা। আরেকটি ছবিতে মাঠের পাশে ভাঙা খুঁটি আর গর্ত।

কোন ছবিটি ঝুঁকিপূর্ণ? সঠিক ছবিতে ক্লিক করো।

সঠিক উত্তর: দ্বিতীয় ছবি (ভাঙা খুঁটি আর গর্তের ছবি)

প্রশ্ন ৫: টেনে আনো আর মেলাও

বাম পাশে চারটি ঝুঁকি দেওয়া আছে–ভাঙা সিঁড়ি, খোলা তার, পিচ্ছিল পুকুরপাড়, দেওয়ালে ফাটল।
ডান পাশে চারটি বিপদ দেওয়া আছে–পড়ে যাওয়া, কারেন্ট লাগা, পুকুরে পড়া, দেওয়াল ভেঙে পড়া।

কোন ঝুঁকির সঙ্গে কোন বিপদ মেলে? টেনে মেলাও।

সঠিক উত্তর: ভাঙা সিঁড়ি → পড়ে যাওয়া, খোলা তার → কারেন্ট লাগা, পিচ্ছিল পুকুরপাড় → পুকুরে পড়া, দেওয়ালে ফাটল → দেওয়াল ভেঙে পড়া

প্রশ্ন ৬: ছবি দেখে খবর তৈরি করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে বাথরুমের মেঝেতে পানি জমে আছে। মেঝেটা দেখতে পিচ্ছিল মনে হচ্ছে।

এই ছবিতে কী ঝুঁকি আছে?

ক) বাথরুমে পানি নেই
খ) মেঝে পিচ্ছিল বলে পড়ে যাওয়ার ঝুঁকি আছে

গ) বাথরুম পরিষ্কার
ঘ) কোনো ঝুঁকি নেই

সঠিক উত্তর: খ) মেঝে পিচ্ছিল বলে পড়ে যাওয়ার ঝুঁকি আছে

প্রশ্ন ৭: খালি জায়গা পূরণ করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে স্কুলের গেটের কাছে দ্রুতগামী গাড়ি যাচ্ছে।

"স্কুলের গেটের কাছে _____ গাড়ির ঝুঁকি থাকে।"

(ড্রপ করে বসানোর জন্য অপশন থাকবে: ধীরগামী, দ্রুতগামী, থেমে থাকা, পার্ক করা)

সঠিক উত্তর: দ্রুতগামী

প্রশ্ন ৮: সত্য না মিথ্যা বলো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে পুকুরের চারপাশে বেড়া নেই।

"পুকুরের চারপাশে বেড়া না থাকলে কোনো বিপদ নেই।"

সঠিক উত্তর: মিথ্যা (বেড়া না থাকলে পড়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে)

প্রশ্ন ৯: ঘটনা সাজাও

তিনটি ঘটনা এলোমেলোভাবে দেওয়া আছে–
ক: ঝুঁকি খুঁজে বের করা
খ: চেকলিস্টে লেখা
গ: প্রধান শিক্ষককে জানানো

ঝুঁকি নিরূপণের সঠিক ক্রম সাজাও।

সঠিক উত্তর: ক → খ → গ

প্রশ্ন ১০: টেনে আনো আর মেলাও

বাম পাশে তিনটি রঙ দেওয়া আছে–লাল, সবুজ, নীল।
ডান পাশে তিনটি ব্যবহার দেওয়া আছে–ঝুঁকিপূর্ণ জায়গা চিহ্নিত করা, নিরাপদ জায়গা চিহ্নিত করা, ব্যবহৃত হয় না।

কোন রঙ কোন কাজে লাগে? টেনে মেলাও।

সঠিক উত্তর: লাল → ঝুঁকিপূর্ণ জায়গা চিহ্নিত করা, সবুজ → নিরাপদ জায়গা চিহ্নিত করা, নীল → ব্যবহৃত হয় না

মাঝারি প্রশ্ন (১০টি)

প্রশ্ন ১১: ছবিতে ক্লিক করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে প্রধান শিক্ষকের রুম। জারিন আর নাজমা স্যারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। জারিন হাতে কিছু কাগজ ধরেছে।

ছবির কোন জিনিসটা দেখে তুমি বুঝতে পারছ যে তারা ঝুঁকির রিপোর্ট দিচ্ছে? সঠিক জায়গায় ক্লিক করো।

সঠিক উত্তর: জারিনের হাতে থাকা চেকলিস্টের কাগজে ক্লিক করতে হবে।

প্রশ্ন ১২: খালি জায়গা পূরণ করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে বারান্দার রেলিং আলগা হয়ে ঝুলছে।

"আলগা রেলিং থেকে _____ যাওয়ার ঝুঁকি থাকে।"

(ড্রপ করে বসানোর জন্য অপশন থাকবে: ওঠার, নামার, দাঁড়ানোর, পড়ে)

সঠিক উত্তর: পড়ে

প্রশ্ন ১৩: সত্য না মিথ্যা বলো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে স্কুলের বাইরে পড়ে আছে ভাঙা কাচ ও লোহার টুকরো।

"স্কুলের বাইরে পড়ে থাকা ধারালো জিনিস থেকে কোনো বিপদ হয় না।"

সঠিক উত্তর: মিথ্যা (ধারালো জিনিসে কেটে যাওয়ার বিপদ থাকে)

প্রশ্ন ১৪: টেনে আনো আর মেলাও

বাম পাশে চারটি জায়গার নাম দেওয়া আছে–স্কুল ভবনের ভেতর, মাঠ ও খেলার জায়গা, পুকুরপাড় ও বাথরুম, স্কুলের বাইরে।
ডান পাশে চারটি ঝুঁকি দেওয়া আছে–গর্ত ও ভাঙা খুঁটি, পিচ্ছিল মেঝে, দ্রুতগামী গাড়ি, খোলা তার ও ভাঙা সিঁড়ি।

কোন জায়গায় কোন ঝুঁকি বেশি দেখা যায়? টেনে মেলাও।

সঠিক উত্তর: স্কুল ভবনের ভেতর → খোলা তার ও ভাঙা সিঁড়ি, মাঠ ও খেলার জায়গা → গর্ত ও ভাঙা খুঁটি, পুকুরপাড় ও বাথরুম → পিচ্ছিল মেঝে, স্কুলের বাইরে → দ্রুতগামী গাড়ি

প্রশ্ন ১৫: ছবি দেখে খবর তৈরি করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে স্যার বোর্ডে একটা স্কুলের ছবি টাঙিয়ে লাল ও সবুজ মার্কার দিয়ে দাগ দিচ্ছেন।

স্যার কেন লাল আর সবুজ মার্কার দিয়ে দাগ দিচ্ছেন?

ক) ছবি রঙিন করতে
খ) লাল দিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ আর সবুজ দিয়ে নিরাপদ জায়গা চিহ্নিত করতে
গ) স্যার রঙ পেন্সিল নিয়ে খেলছেন
ঘ) নতুন ছবি আঁকতে

সঠিক উত্তর: খ) লাল দিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ আর সবুজ দিয়ে নিরাপদ জায়গা চিহ্নিত করতে

প্রশ্ন ১৬: ঘটনা সাজাও

চারটি ঘটনা এলোমেলোভাবে দেওয়া আছে–
ক) প্রধান শিক্ষককে ঝুঁকি জানানো
খ) দলে ভাগ হওয়া
গ) চেকলিস্ট নিয়ে স্কুল ঘুরে দেখা
ঘ) ঝুঁকি মেরামত করা

ঝুঁকি নিরূপণ ও সমাধানের সঠিক ক্রম সাজাও।

সঠিক উত্তর: খ → গ → ক → ঘ

প্রশ্ন ১৭: খালি জায়গা পূরণ করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে জারিন বাড়ি ফেরার পথে রাস্তার পাশের গাছ দেখছে।

"গল্পের শেষে জারিন সিদ্ধান্ত নিল, এখন থেকে সে বাড়ি যাওয়ার পথেও _____ খুঁজে দেখবে।"

(ড্রপ করে বসানোর জন্য অপশন থাকবে: মিষ্টির দোকান, বন্ধুদের, ঝুঁকি, ছবি)

সঠিক উত্তর: ঝুঁকি

প্রশ্ন ১৮: সত্য না মিথ্যা বলো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে জারিন বলছে, "আমরা প্রতি মাসে স্কুলের ঝুঁকি খুঁজে বের করব। কারণ নিরাপত্তা কখনো শেষ হয় না।"

জারিনের কথা কি ঠিক?

সঠিক উত্তর: সত্য (নিয়মিত ঝুঁকি খোঁজা জরুরি)

প্রশ্ন ১৯: টেনে আনো আর মেলাও

বাম পাশে চারটি মন্তব্য দেওয়া আছে–
১. সিঁড়ি ভাঙা
২. দেওয়ালে ফাটল
৩. খোলা তার
৪. আলগা রেলিং

ডান পাশে চারটি বিপদের বিবরণ দেওয়া আছে–
ক) কারেন্ট লেগে মৃত্যু হতে পারে
খ) নিচে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হতে পারে
গ) দেওয়াল ভেঙে পড়ে আহত হতে পারে
খ) পড়ে গিয়ে হাত-পা ভাঙতে পারে

কোন মন্তব্যের সঙ্গে কোন বিপদ মেলে? টেনে মেলাও।

সঠিক উত্তর: ১ → খ, ২ → গ, ৩ → ক, ৪ → খ (দ্রষ্টব্য: ১ ও ৪-এর বিপদ একই রকম হতে পারে)

প্রশ্ন ২০: পাজল সাজাও

তিনটি টুকরো দেওয়া আছে। টুকরোগুলো হচ্ছে–"ঝুঁকি", "চিহ্নিত করা", "স্কুলের", "জরুরি"

টুকরোগুলো সঠিকভাবে সাজিয়ে একটি অর্থপূর্ণ বাক্য তৈরি করো।

সঠিক উত্তর: "স্কুলের ঝুঁকি চিহ্নিত করা জরুরি"

কঠিন প্রশ্ন (১০টি)

প্রশ্ন ২১: ছবিতে ক্লিক করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে তিনটি দৃশ্য–
বাম দৃশ্য: মাঠের মাঝখানে খোলা জায়গা
মাঝের দৃশ্য: দেওয়ালে ফাটল
ডান দৃশ্য: বারান্দায় শক্ত রেলিং

কোন দৃশ্যটি ঝুঁকিপূর্ণ আর কোনটি নিরাপদ–তা শনাক্ত করে সঠিক দৃশ্যে ক্লিক করো।

সঠিক উত্তর: বাম দৃশ্য → নিরাপদ, মাঝের দৃশ্য → ঝুঁকিপূর্ণ, ডান দৃশ্য → নিরাপদ

প্রশ্ন ২২: সত্য না মিথ্যা বলো

একটি বাক্য দেওয়া আছে: "শুধু একবার ঝুঁকি খুঁজলেই হয়। তারপর আর দেখার দরকার নেই।"

এই কথাটা কি ঠিক?

সঠিক উত্তর: মিথ্যা (নিয়মিত ঝুঁকি খোঁজা জরুরি, কারণ নতুন ঝুঁকি তৈরি হতে পারে)

প্রশ্ন ২৩: টেনে আনো আর মেলাও

বাম পাশে ছয়টি বিবৃতি দেওয়া আছে–
১. সিঁড়ি ভাঙা
২. দেওয়ালে ফাটল
৩. খোলা তার
৪. পুকুরে বেড়া থাকা
৫. মাঠে গর্ত
৬. গেটে স্পিড ব্রেকার

ডান পাশে তিনটি বক্স দেওয়া আছে–"ঝুঁকিপূর্ণ", "নিরাপদ", "নিরাপত্তা ব্যবস্থা"

কোন বিবৃতি কোন বক্সে যাবে? টেনে মেলাও।

সঠিক উত্তর:
ঝুঁকিপূর্ণ বক্সে → ১, ২, ৩, ৫
নিরাপদ বক্সে → ৪ (পুকুরে বেড়া থাকা নিরাপদ)
নিরাপত্তা ব্যবস্থা বক্সে → ৬

প্রশ্ন ২৪: গল্পের ঘটনা শনাক্ত করো

গল্পের তিনটি প্যানেল তৈরি করে দেখানো হয়েছে–

প্যানেল ১: জারিন আর নাজমা সিঁড়ির ভাঙা ধাপ দেখছে, নাজমা চেকলিস্টে লিখছে
প্যানেল ২: স্যার বোর্ডে স্কুলের ছবিতে লাল আর সবুজ দাগ দিচ্ছেন
প্যানেল ৩: জারিন আর নাজমা প্রধান শিক্ষকের সামনে দাঁড়িয়ে রিপোর্ট দিচ্ছে

কোন প্যানেলে ঝুঁকি শনাক্ত করা, কোনটিতে ঝুঁকি চিহ্নিত করা আর কোনটিতে রিপোর্ট করা দেখানো হয়েছে?

ক) প্যানেল ১-শনাক্ত, প্যানেল ২-চিহ্নিত, প্যানেল ৩-রিপোর্ট
খ) প্যানেল ১-চিহ্নিত, প্যানেল ২-শনাক্ত, প্যানেল ৩-রিপোর্ট
গ) প্যানেল ১-রিপোর্ট, প্যানেল ২-শনাক্ত, প্যানেল ৩-চিহ্নিত
ঘ) প্যানেল ১-শনাক্ত, প্যানেল ২-রিপোর্ট, প্যানেল ৩-চিহ্নিত

সঠিক উত্তর: ক) প্যানেল ১-শনাক্ত, প্যানেল ২-চিহ্নিত, প্যানেল ৩-রিপোর্ট

প্রশ্ন ২৫: খালি জায়গা পূরণ করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে স্কুলের গেটের কাছে একটি স্পিড ব্রেকার বসানো হয়েছে।

"গেটের কাছে দ্রুতগামী গাড়ির ঝুঁকি কমাতে _____ বসানো হয়।"

(ড্রপ করে বসানোর জন্য অপশন থাকবে: ট্রাফিক সিগন্যাল, স্পিড ব্রেকার, ফুটওভার, জেব্রা ক্রসিং)

সঠিক উত্তর: স্পিড ব্রেকার

প্রশ্ন ২৬: ক্রিটিকাল থিংকিং - বিশ্লেষণধর্মী

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে দুই বন্ধু কথা বলছে। একজন বলছে, "আমাদের স্কুলের দেওয়ালে ফাটল আছে। এটা খুব বিপজ্জনক। আমরা প্রধান শিক্ষককে জানাব।" আরেকজন বলছে, "কেন জানাব? ওনারা নিজেরাই দেখবেন। আমাদের কাজ নেই।"

কার কথা বেশি যুক্তিযুক্ত? কেন?

ক) প্রথমজনের কথা, কারণ ঝুঁকি দেখলে তা কর্তৃপক্ষকে জানানো সবার দায়িত্ব।
খ) দ্বিতীয়জনের কথা, কারণ শিক্ষকরাই সব দেখবেন।
গ) দুজনের কথাই ঠিক।
ঘ) দুজনের কথাই ভুল।

সঠিক উত্তর: ক) প্রথমজনের কথা, কারণ ঝুঁকি দেখলে তা কর্তৃপক্ষকে জানানো সবার দায়িত্ব।

প্রশ্ন ২৭: পাজল সাজাও

চারটি টুকরো দেওয়া আছে। টুকরোগুলো হচ্ছে–"নিয়মিত", "ঝুঁকি খোঁজা", "কারণ", "জরুরি", "নতুন ঝুঁকি তৈরি হয়"

টুকরোগুলো সঠিকভাবে সাজিয়ে একটি অর্থপূর্ণ বাক্য তৈরি করো।

সঠিক উত্তর: "নিয়মিত ঝুঁকি খোঁজা জরুরি, কারণ নতুন ঝুঁকি তৈরি হয়"

প্রশ্ন ২৮: ক্রিটিকাল থিংকিং - প্রয়োগমূলক

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে একটি স্কুলের ছবি। স্কুলটির পেছন দিয়ে একটা ছোট নদী বয়ে গেছে। বর্ষাকালে নদীর পানি বাড়ে। স্কুলের পেছনের দেওয়ালে বড় ফাটল। মাঠের মধ্যে কয়েকটা গর্ত। দ্বিতীয় তলার বারান্দার রেলিং আলগা। বাথরুমের দরজা ভাঙা।

তুমি যদি এই স্কুলের ছাত্র হও, তাহলে কোন তিনটি ঝুঁকি প্রথমে প্রধান শিক্ষককে জানাবে? কেন?

ক) দরজা ভাঙা, মাঠের গর্ত, নদীর পানি–এগুলো সহজে দেখা যায় বলে
খ) দেওয়ালের ফাটল, আলগা রেলিং, নদীর পানি–এগুলো থেকে সবচেয়ে বড় বিপদ হতে পারে (দেওয়াল ভেঙে পড়া, রেলিং থেকে পড়ে যাওয়া, বন্যায় ডুবে যাওয়া)
গ) শুধু নদীর পানি জানাব, বাকিগুলো পরে দেখা যাবে
ঘ) কিছু জানাব না

সঠিক উত্তর: খ) দেওয়ালের ফাটল, আলগা রেলিং, নদীর পানি–এগুলো থেকে সবচেয়ে বড় বিপদ হতে পারে

প্রশ্ন ২৯: ঘটনা সাজাও

পাঁচটি ঘটনা এলোমেলোভাবে দেওয়া আছে–
ক) ঝুঁকি শনাক্ত করা
খ) প্রধান শিক্ষককে জানানো
গ) চেকলিস্টে লেখা
ঘ) ঝুঁকি মেরামত করা
ঙ) আবার নতুন করে ঝুঁকি খোঁজা

একটি স্কুলে নিয়মিত ঝুঁকি নিরূপণের সঠিক ক্রম সাজাও।

সঠিক উত্তর: ক → গ → খ → ঘ → ঙ

প্রশ্ন ৩০: ক্রিটিকাল থিংকিং - যুক্তিভিত্তিক

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে জারিন আর নাজমা মাঠে দাঁড়িয়ে আছে। জারিন বলছে, "আমরা স্কুলের সব ঝুঁকি খুঁজে বের করেছি। এখন আমরা বাড়ি যাওয়ার পথেও ঝুঁকি খুঁজে দেখব। আর এলাকার মানুষকে সাবধান করব।"

জারিনের এই সিদ্ধান্ত কেন গুরুত্বপূর্ণ?

ক) কারণ সে ডিটেকটিভ হতে চায়
খ) কারণ শুধু স্কুল না, আশপাশের এলাকাও নিরাপদ হওয়া দরকার। নিজের এলাকার ঝুঁকি জানলে সেখানেও দুর্ঘটনা এড়ানো যায়।
গ) কারণ বাড়ি যাওয়ার পথে সময় কাটবে
দ) কারণ বন্ধুদের দেখাবে

সঠিক উত্তর: খ) কারণ শুধু স্কুল না, আশপাশের এলাকাও নিরাপদ হওয়া দরকার। নিজের এলাকার ঝুঁকি জানলে সেখানেও দুর্ঘটনা এড়ানো যায়।

স্থানীয় ও ঐতিহ্যগত জ্ঞান

শিখনফল

১। শিক্ষার্থীরা দুর্যোগ পূর্বাভাসে স্থানীয় ও ঐতিহ্যগত জ্ঞানের (যেমন পশুপাখির আচরণ, মেঘের ধরন) গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।

২। শিক্ষার্থীরা আধুনিক প্রযুক্তির সাথে ঐতিহ্যগত জ্ঞানের সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারবে।

৩। শিক্ষার্থীরা তাদের এলাকায় প্রচলিত দুর্যোগ সম্পর্কিত ঐতিহ্যগত জ্ঞান সংগ্রহ করতে পারবে।

দাদি ও স্যাটেলাইট ভাইয়ার অদ্ভুত বন্ধুত্ব

মেঘনা নদীর ধারে এক ছোট্ট গ্রাম। গ্রামের নাম কাশফুলিয়া। আর এই গ্রামেই থাকে নয় বছরের এক মেয়ে–মিথিলা। মিথিলার এক দাদি আছে। দাদির বয়স অনেক, অনেক। দাদি যখন ছোট ছিলেন, তখন টিভি ছিল না, মোবাইল ছিল না, আবহাওয়ার খবর জানার কোনো যন্ত্র ছিল না।

কিন্তু দাদি সব জানতেন!

একদিন মিথিলা দাদিকে প্রশ্ন করল, "দাদি, তুমি কী করে বুঝতে যে ঝড় আসবে? তোমার তো কোনো স্যাটেলাইট ছিল না!"

দাদি হাসলেন। মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "স্যাটেলাইট না থাকলেও ছিল প্রকৃতি। প্রকৃতিই আমাদের সবচেয়ে বড় স্যাটেলাইট, মা।"

মিথিলা অবাক হয়ে বলল, "প্রকৃতি স্যাটেলাইট? মানে?"

দাদি জানালার বাইরে তাকিয়ে বললেন, "ওই যে গরুগুলো দেখছিস–ওরা যখন একসাথে ডাকাডাকি করে, অস্থির হয়ে ওঠে, বুঝতে হবে বড় ঝড় আসছে।"

মিথিলা দৌড়ে জানালার কাছে গেল। সত্যিই! গরুগুলো একসাথে ডাকছে, কিছুতেই ঘরে ফিরতে চাইছে না।

দাদি আবার বললেন, "ওই যে পিঁপড়ার দল দেখ–ডিম নিয়ে উঁচু জায়গায় যাচ্ছে। বুঝতে হবে বন্যা আসছে। ওরা জানে তাদের বাসা ডুবে যাবে।"

মিথিলা মাটিতে তাকিয়ে দেখে, হাজার হাজার পিঁপড়া ডিম নিয়ে উঁচু জায়গায় যাচ্ছে।

"বাহ! দারুণ তো! আরও কিছু বলো দাদি!" মিথিলার চোখে এখন রহস্য উদঘাটনের উৎসাহ।

দাদি বললেন, "পাখিরা যদি বাসা ছেড়ে দল বেঁধে উঁচু গাছে চলে যায়, বুঝবে ঝড় আসছে। আর মৌমাছিরা যদি ফুলে না বসে সরাসরি চাকে চলে যায়, বুঝবে বৃষ্টি আসছে। বৃষ্টির আগে বাতাসে আর্দ্রতা বেড়ে যায়, তখন মৌমাছিরা উড়তে পারে না।"

মিথিলা লাফিয়ে উঠল, "এ তো অনেক মজা! তাহলে আমরা পশুপাখি দেখেই বুঝতে পারি আবহাওয়া!"

দাদি বললেন, "হ্যাঁ মা, শুধু পশুপাখি নয়। আকাশও অনেক কথা বলে। ওই যে মেঘ দেখ–কালো কালো মেঘ যদি আকাশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, বুঝবে ঝড় আসছে। আর পালকের মতো সাদা সাদা মেঘ থাকলে বুঝবে ভালো আবহাওয়া।"

মিথিলা বাইরে তাকিয়ে দেখে–আকাশে সাদা সাদা মেঘ ভাসছে, দেখতে অনেকটা তুলোর মতো।

ঠিক তখনই ঘরের ভেতরে টিভি জ্বলে উঠল। খবর আসছে–

"আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়েছে। এটি আরও শক্তি বাড়িয়ে ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিতে পারে। স্যাটেলাইট ছবিতে দেখা যাচ্ছে, ঘূর্ণিঝড়টি ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে উপকূলে আঘাত হানতে পারে।"

মিথিলা অবাক হয়ে বলল, "দাদি! তোমার তো স্যাটেলাইট নেই, কিন্তু তুমিও ঝড়ের কথা বলছিলে!"

দাদি হাসলেন। "আমার স্যাটেলাইট হলো প্রকৃতি। আর টিভিতে যে খবর দেখাচ্ছে, ওটা হলো মানুষের বানানো স্যাটেলাইট। দুইটাই গুরুত্বপূর্ণ, মা।"

হঠাৎ দরজায় টোকা পড়ল। এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে। গায়ে আবহাওয়া অফিসের পোশাক। তিনি বললেন, "আমি স্যাটেলাইট ভাইয়া। আবহাওয়া অফিস থেকে এসেছি। আমরা শুনলাম, দাদি খুব ভালো আবহাওয়ার খবর দিতে পারেন। তাই একটু কথা বলতে এলাম।"

মিথিলা বলল, "স্যাটেলাইট ভাইয়া? দাদি, এ আবার কে?"

স্যাটেলাইট ভাইয়া বললেন, "আমার কাজ হলো আকাশে উড়ন্ত কৃত্রিম উপগ্রহ দিয়ে পৃথিবীর ছবি তোলা। আমি দেখি কোথায় মেঘ জমছে, কোথায় ঝড় তৈরি হচ্ছে। তারপর সেই খবর মানুষকে দিই।"

দাদি বললেন, "বেশ বেশ! বসো বাছা। কী জানতে চাও?"

স্যাটেলাইট ভাইয়া বললেন, "দাদি, তোমার এই জ্ঞান কি কোনো বইয়ে পড়েছ? কোনো স্কুলে শিখেছ?"

দাদি হাসলেন। "না বাছা। এই জ্ঞান আমার বাবার কাছ থেকে পেয়েছি। তিনি তার বাবার কাছ থেকে পেয়েছেন। এভাবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম ধরে চলে আসছে। আমরা আকাশ দেখে, পশুপাখি দেখে, নদীর গর্জন শুনেই বুঝে নিতাম কখন কী হবে।"

স্যাটেলাইট ভাইয়া অবাক হয়ে বললেন, "আপনাদের এই জ্ঞান তো অসাধারণ! আমরা স্যাটেলাইট দিয়ে অনেক দূরের মেঘ দেখতে পাই, কিন্তু স্থানীয়ভাবে ঠিক কখন বিপদ আসবে, সেটা আপনারা আগে বুঝতে পারেন!"

মিথিলা বলল, "তাহলে তোমরা দুজন মিলে কাজ করলে কী হয়? দাদির জ্ঞান আর তোমার স্যাটেলাইট–দুটো একসাথে করলে তো আরও ভালো হবে!"

স্যাটেলাইট ভাইয়া চোখ বড় বড় করে বললেন, "কী দারুণ আইডিয়া! ঠিক বলেছ মিথিলা। আমাদের এই দুটোকে একসাথে করাটা খুব দরকার।"

দাদি বললেন, "ঠিক বলেছ বাছা। আমার এই জ্ঞান কাজ করে, কিন্তু সব জায়গায় কাজ করে না। আবার তোমাদের স্যাটেলাইট দূর থেকে দেখতে পায়, কিন্তু সব সময় সব জায়গার খবর দিতে পারে না। তাই দুটো মিলে কাজ করাটাই সবচেয়ে ভালো।"

স্যাটেলাইট ভাইয়া বললেন, "ঠিক বলেছেন দাদি। আমরা স্যাটেলাইট দিয়ে বলতে পারি ঘূর্ণিঝড় আসছে। কিন্তু কখন নৌকা নামাতে হবে, কখন ঘর থেকে বের হতে হবে–সেটা আপনারা প্রকৃতি দেখে আগেই বলে দিতে পারেন।"

মিথিলা বলল, "বাহ! তাহলে তো তোমরা জুটি বাঁধলে মহা জুটি! দাদির জ্ঞান আর স্যাটেলাইট ভাইয়ার প্রযুক্তি–একসাথে হলে সবাই বাঁচবে!"

স্যাটেলাইট ভাইয়া বললেন, "তাই তো! আমি এখন থেকে নিয়মিত দাদির কাছে আসব। দাদি যা দেখেন, সেটা আমি আমার স্যাটেলাইটের ছবির সাথে মিলিয়ে দেখব। তাহলে আরও ভালো পূর্বাভাস দিতে পারব।"

দাদি বললেন, "আর আমি তোমার কাছ থেকে শিখব। কত দূরের ঝড় আসছে, কত জোরে আসছে–সেটা তো তোমরাই ভালো জানো।"

সেদিন থেকে কাশফুলিয়া গ্রামে শুরু হলো নতুন এক বন্ধুত্ব। দাদির চোখ আর স্যাটেলাইট ভাইয়ার প্রযুক্তি–দুটো মিলে তারা গ্রামবাসীকে আগেভাগেই সাবধান করে দিতেন।

একদিন প্রবল ঘূর্ণিঝড় এলো। কিন্তু গ্রামের কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হলো না। কারণ দাদি আগেই বুঝেছিলেন–গরুগুলো অস্থির, পিঁপড়ারা ডিম নিয়ে উঁচু জায়গায় যাচ্ছে, সমুদ্র থেকে গর্জন আসছে। আর স্যাটেলাইট ভাইয়া জানালেন–১০ নম্বর মহাবিপদ সংকেত, এখনই আশ্রয়ে যেতে হবে।

দুটো তথ্য মিলিয়ে গ্রামবাসী আগেভাগেই নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গিয়েছিল। এভাবেই তারা যে কোন দুর্যোগে নিজেদের নিরাপদ রাখতো।

ছবির বর্ণনা

ছবি ১: গল্পের শুরুতে–দাদি ও মিথিলার কথোপকথন

ছবিতে দেখা যাচ্ছে, একটি গ্রামের ঘরের ভেতরের দৃশ্য। মেঝেতে পাটি বিছানো। দাদি পাটিতে বসে আছেন, পরনে সাদা শাড়ি, মাথায় সাদা চুল। পাশে মিথিলা বসে, তার হাতে একটি খাতা। জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে–গরুগুলো একসাথে ডাকছে, পিঁপড়ার দল ডিম নিয়ে উঁচু জায়গায় যাচ্ছে, আকাশে কালো মেঘ জমছে। ঘরের দেয়ালে একটি পুরনো ক্যালেন্ডার ঝুলছে। টেবিলের ওপর একটি মাটির ব্যাংক আর কয়েকটি বই রাখা। ছবিটি উষ্ণ, স্নিগ্ধ আবহ তৈরি করবে।

ছবি ২: গল্পের মাঝখানে–স্যাটেলাইট ভাইয়ার আগমন

ছবিতে দেখা যাচ্ছে, ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে স্যাটেলাইট ভাইয়া। তার পরনে আবহাওয়া অফিসের ইউনিফর্ম–নীল শার্ট, গলায় আইডি কার্ড ঝুলছে। হাতে একটি ট্যাব বা ল্যাপটপ, যার স্ক্রিনে স্যাটেলাইটের ছবি দেখা যাচ্ছে–মেঘের ঘূর্ণি, ঘূর্ণিঝড়ের ছবি। দরজার ওপাশে দাদি ও মিথিলা দাঁড়িয়ে। দাদির মুখে হাসি, মিথিলার চোখে বিস্ময়। ঘরের বাইরে গ্রামের পথ, দূরে নারিকেল গাছ, আকাশে মেঘ। ছবির এক কোণে একটি পাখি উঁচু গাছের দিকে উড়ে যাচ্ছে।

ছবি ৩: গল্পের শেষে–দাদি ও স্যাটেলাইট ভাইয়ার বন্ধুত্ব

ছবিতে দেখা যাচ্ছে, দাদি ও স্যাটেলাইট ভাইয়া পাশাপাশি বসে আছেন। মাঝখানে একটি টেবিল। টেবিলের ওপর একটি স্যাটেলাইটের ছবি আর একটি খাতা। স্যাটেলাইট ভাইয়া খাতায় কিছু লিখছেন, আর দাদি হাত দিয়ে বাইরের দিকে ইশারা করছেন–পিঁপড়ার দল, গরুর পাল, আকাশের মেঘ দেখিয়ে কিছু বুঝিয়ে বলছেন। পেছনে মিথিলা দাঁড়িয়ে, তার মুখে আনন্দের হাসি। টেবিলের এক পাশে একটি কাপে চা রাখা। ঘরের জানালা দিয়ে বাইরে দেখা যাচ্ছে–নীল আকাশ, সবুজ মাঠ, দূরে নদী। ছবির উপরের অংশে দুটি হাতের ছবি–একটি বুড়ো মানুষের হাত, আরেকটি তরুণের হাত–দুটি হাত মিলিত হয়েছে।

ই-লার্নিং প্রশ্ন

সহজ প্রশ্ন (১০টি)

প্রশ্ন ১: ছবিতে ক্লিক করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে–গরুর পাল একসাথে ডাকছে, অস্থির হয়ে উঠছে। তারা কিছুতেই ঘরে ফিরতে চাইছে না।

ছবির কোন অংশ দেখে তুমি বুঝতে পারছ যে বড় ঝড় আসতে পারে? সঠিক জায়গায় ক্লিক করো।

সঠিক উত্তর: গরুর পালের ওপর ক্লিক করতে হবে।

প্রশ্ন ২: সত্য না মিথ্যা বলো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে পিঁপড়ার দল ডিম নিয়ে উঁচু জায়গায় যাচ্ছে।

"পিঁপড়ারা ডিম নিয়ে উঁচু জায়গায় যাচ্ছে মানে বন্যা আসছে।"

সঠিক উত্তর: সত্য

প্রশ্ন ৩: খালি জায়গা পূরণ করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে আকাশে কালো কালো মেঘ দেখা যাচ্ছে। মেঘগুলো খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে।

"কালো কালো মেঘ যদি আকাশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, বুঝবে _____ আসছে।"

(ড্রপ করে বসানোর জন্য অপশন থাকবে: বৃষ্টি, ঝড়, রোদ, শীত)

সঠিক উত্তর: ঝড়

প্রশ্ন ৪: ছবিতে ক্লিক করো

দুইটি ছবি দেওয়া আছে। প্রথম ছবিতে আকাশে সাদা সাদা মেঘ, দেখতে পালকের মতো। দ্বিতীয় ছবিতে আকাশে কালো কালো মেঘ, দেখতে পাহাড়ের মতো।

কোন ছবিটি দেখে তুমি বুঝতে পারবে যে ভালো আবহাওয়া থাকবে? সঠিক ছবিতে ক্লিক করো।

সঠিক উত্তর: প্রথম ছবি (সাদা পালকের মতো মেঘ)

প্রশ্ন ৫: টেনে আনো আর মেলাও

বাম পাশে তিনটি প্রাণীর ছবি দেওয়া আছে–
১. গরু
২. পিঁপড়া
৩. পাখি

ডান পাশে তিনটি আচরণ দেওয়া আছে–
ক) ডিম নিয়ে উঁচু জায়গায় যায়
খ) একসাথে ডাকাডাকি করে, অস্থির হয়ে ওঠে
গ) বাসা ছেড়ে দল বেঁধে উঁচু গাছে চলে যায়

কোন প্রাণীর সঙ্গে কোন আচরণ মেলে? টেনে মেলাও।

সঠিক উত্তর: গরু→খ, পিঁপড়া→ক, পাখি→গ

প্রশ্ন ৬: ছবি দেখে খবর তৈরি করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে স্যাটেলাইট ভাইয়া আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন। তার হাতে একটি ট্যাব, যাতে মেঘের ছবি দেখা যাচ্ছে। পাশে দাদি দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি হাত দিয়ে গরুর পাল দেখাচ্ছেন।

ছবিতে কী ঘটছে?

ক) দাদি আর স্যাটেলাইট ভাইয়া ঝগড়া করছে
খ) দাদি আর স্যাটেলাইট ভাইয়া দুজন মিলে আবহাওয়া বুঝতে চেষ্টা করছে
গ) স্যাটেলাইট ভাইয়া দাদিকে বকছেন
ঘ) দাদি স্যাটেলাইট ভাইয়াকে চা খাওয়াচ্ছেন

সঠিক উত্তর: খ) দাদি আর স্যাটেলাইট ভাইয়া দুজন মিলে আবহাওয়া বুঝতে চেষ্টা করছে

প্রশ্ন ৭: খালি জায়গা পূরণ করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে চাঁদের চারপাশে একটি বলয় দেখা যাচ্ছে। গ্রামের মানুষ নিচে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।

"চাঁদের চারপাশে বলয় দেখলে গ্রামের মানুষ বলে–'চাঁদ দা _____ বানাইছে, বাতাস বইব।'"

(ড্রপ করে বসানোর জন্য অপশন থাকবে: বাড়ি, নৌকা, মেঘ, পাহাড়)

সঠিক উত্তর: বাড়ি

প্রশ্ন ৮: সত্য না মিথ্যা বলো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে সূর্যাস্তের সময় আকাশ লাল দেখা যাচ্ছে।

"সূর্যাস্তের সময় আকাশ লাল হলে বুঝবে পরের দিন ভালো আবহাওয়া থাকবে।"

সঠিক উত্তর: সত্য

প্রশ্ন ৯: ঘটনা সাজাও

তিনটি ছবি এলোমেলোভাবে দেওয়া আছে–
ছবি ক: গরুগুলো অস্থির হয়ে ডাকছে
ছবি খ: সবাই নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গেছে
ছবি গ: ঝড় শুরু হয়েছে

কোন ঘটনা আগে, কোনটা পরে? সঠিক ক্রম সাজাও।

সঠিক উত্তর: ক → গ → খ

প্রশ্ন ১০: টেনে আনো আর মেলাও

বাম পাশে তিনটি আচরণ দেওয়া আছে–
১. মৌমাছিরা ফুলে না বসে সরাসরি চাকে চলে যায়
২. ব্যাঙ বিকেলে ডাকাডাকি করে
৩. নদীতে মাছ বেশি লাফায়

ডান পাশে তিনটি সম্ভাবনা দেওয়া আছে–
ক) বৃষ্টি আসছে
খ) ঝড় আসছে
গ) বৃষ্টি আসছে (বিকেলের ডাক)

কোন আচরণের সঙ্গে কোন সম্ভাবনা মেলে? টেনে মেলাও।

সঠিক উত্তর: ১→ক, ২→গ, ৩→খ

মাঝারি প্রশ্ন (১০টি)

প্রশ্ন ১১: ছবিতে ক্লিক করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে–নদীর পানি হঠাৎ করে ঘোলা হয়ে গেছে। পাড়ে কিছু জেলে দাঁড়িয়ে আছে, তারা অবাক হয়ে নদীর দিকে তাকিয়ে আছে।

ছবির কোন অংশ দেখে তুমি বুঝতে পারছ যে উজানে বড় বৃষ্টি হচ্ছে? সঠিক জায়গায় ক্লিক করো।

সঠিক উত্তর: ঘোলা নদীর পানিতে ক্লিক করতে হবে।

প্রশ্ন ১২: খালি জায়গা পূরণ করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে স্যাটেলাইট ভাইয়া ও দাদি পাশাপাশি বসে আছেন। টেবিলের ওপর একটি স্যাটেলাইটের ছবি আর একটি খাতা রাখা।

"দাদি বলেন, প্রকৃতিই আমাদের সবচেয়ে বড় _____।"

(ড্রপ করে বসানোর জন্য অপশন থাকবে: স্যাটেলাইট, মোবাইল, টিভি, রেডিও)

সঠিক উত্তর: স্যাটেলাইট

প্রশ্ন ১৩: সত্য না মিথ্যা বলো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে স্যাটেলাইট ভাইয়া একা বসে ট্যাব দেখছেন। দাদি নেই। তিনি গ্রামবাসীকে বলছেন, "স্যাটেলাইট দেখেই আমি সব জানি, দাদির কোনো দরকার নেই।"

স্যাটেলাইট ভাইয়ার এই কথা কি ঠিক?

সঠিক উত্তর: মিথ্যা (দুটো মিলে কাজ করাই ভালো)

প্রশ্ন ১৪: টেনে আনো আর মেলাও

বাম পাশে চারটি বিবৃতি দেওয়া আছে–
১. গরু ডাকাডাকি করে অস্থির হয়ে ওঠে
২. সমুদ্র থেকে গর্জন শোনা যায়
৩. রাতে তারা মিটমিট করে
৪. সূর্যাস্তের সময় আকাশ হলুদ হয়

ডান পাশে চারটি ফলাফল দেওয়া আছে–
ক) বৃষ্টি আসছে
খ) ঝড় আসছে
গ) বৃষ্টি আসছে
ঘ) ঝড় আসছে

কোন বিবৃতির সঙ্গে কোন ফলাফল মেলে? টেনে মেলাও।

সঠিক উত্তর: ১→খ, ২→ঘ, ৩→গ, ৪→ক (২ ও ৪ একই ফলাফল হতে পারে)

প্রশ্ন ১৫: ছবি দেখে খবর তৈরি করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে–গ্রামের মোড়ে একটি মাইকিং করা হচ্ছে। একজন লোক মাইকে বলছেন, "আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানতে পারে। সবাই নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যান।" পাশে দাঁড়িয়ে স্যাটেলাইট ভাইয়া একটি ট্যাব দেখাচ্ছেন। আরেক পাশে দাদি দাঁড়িয়ে, তিনি গরুর পাল দেখিয়ে কিছু বলছেন।

এই ছবিতে কী বোঝানো হয়েছে?

ক) শুধু স্যাটেলাইটের তথ্য দিয়ে মানুষ সাবধান হচ্ছে
খ) শুধু দাদির জ্ঞান দিয়ে মানুষ সাবধান হচ্ছে
গ) স্যাটেলাইটের তথ্য আর দাদির জ্ঞান–দুটো একসাথে মানুষকে সাবধান করছে
ঘ) কেউ কিছু করছে না

সঠিক উত্তর: গ) স্যাটেলাইটের তথ্য আর দাদির জ্ঞান–দুটো একসাথে মানুষকে সাবধান করছে

প্রশ্ন ১৬: ঘটনা সাজাও

চারটি ঘটনা এলোমেলোভাবে দেওয়া আছে–
ক) গরুগুলো অস্থির হয়ে ডাকতে শুরু করে
খ) স্যাটেলাইট ভাইয়া জানায় ১০ নম্বর মহাবিপদ সংকেত
গ) দাদি ও স্যাটেলাইট ভাইয়া দুজন মিলে সবাইকে সতর্ক করে
ঘ) সবাই নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যায়

সঠিক ক্রম সাজাও।

সঠিক উত্তর: ক → খ → গ → ঘ

প্রশ্ন ১৭: খালি জায়গা পূরণ করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড়ের একটি পুরনো ছবি দেখা যাচ্ছে। ধ্বংসস্তূপ, মানুষ কাঁদছে। আরেক পাশে ২০০৭ সালের ঘূর্ণিঝড় সিডরের ছবি–মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ে, হাসছে।

"১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড়ে ৫ লাখ মানুষ মারা গিয়েছিল কারণ _____ ছিল না। ২০০৭ সালে সিডরের সময় প্রাণহানি কম হয়েছিল কারণ _____ ও _____ দুটোই কাজ করেছিল।"

(ড্রপ করে বসানোর জন্য অপশন থাকবে: সতর্কবার্তা, স্যাটেলাইট, দাদির জ্ঞান, স্যাটেলাইট ও দাদির জ্ঞান)

সঠিক উত্তর: সতর্কবার্তা, স্যাটেলাইট ও দাদির জ্ঞান

প্রশ্ন ১৮: সত্য না মিথ্যা বলো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে স্যাটেলাইট ভাইয়া বলছেন, "আমি স্যাটেলাইট দিয়ে হাজার কিলোমিটার দূরের মেঘ দেখতে পাই। কিন্তু ঠিক কখন নৌকা নামাতে হবে, সেটা আমি বলতে পারি না।"

স্যাটেলাইট ভাইয়ার কথা কি ঠিক?

সঠিক উত্তর: সত্য

প্রশ্ন ১৯: টেনে আনো আর মেলাও

বাম পাশে তিনটি সমস্যা দেওয়া আছে–
১. সব জায়গায় মোবাইল নেটওয়ার্ক পৌঁছায় না
২. সব জায়গায় বিদ্যুৎ থাকে না
৩. শুধু স্যাটেলাইট দিয়ে সব তথ্য জানা যায় না

ডান পাশে তিনটি সমাধান দেওয়া আছে–
ক) তখন কাজ করে ঐতিহ্যগত জ্ঞান
খ) তখন কাজ করে ঐতিহ্যগত জ্ঞান
গ) তখন দরকার ঐতিহ্যগত জ্ঞান

কোন সমস্যার সঙ্গে কোন সমাধান মেলে? টেনে মেলাও।

সঠিক উত্তর: ১→ক, ২→খ, ৩→গ (সব উত্তরই ঐতিহ্যগত জ্ঞান)

প্রশ্ন ২০: পাজল সাজাও

তিনটি টুকরো দেওয়া আছে। টুকরোগুলো হচ্ছে–"দাদির চোখ", "স্যাটেলাইটের ভাষা", "দুটো মিলে আমাদের নিরাপদ রাখার মন্ত্র"

টুকরোগুলো সঠিকভাবে সাজিয়ে একটি অর্থপূর্ণ বাক্য তৈরি করো।

সঠিক উত্তর: "দাদির চোখ আর স্যাটেলাইটের ভাষা–দুটো মিলে আমাদের নিরাপদ রাখার মন্ত্র।"

কঠিন প্রশ্ন (১০টি)

প্রশ্ন ২১: ছবিতে ক্লিক করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে একটি গ্রামের দুটি দৃশ্য পাশাপাশি দেখানো হয়েছে–
বাম দৃশ্যে: একজন জেলে নদীর ধারে দাঁড়িয়ে। নদীতে মাছ লাফাচ্ছে। সে নৌকা বাঁধছে।
ডান দৃশ্যে: টিভিতে খবর আসছে–১০ নম্বর মহাবিপদ সংকেত। একই জেলে এখন শেল্টারে বসে আছে।

ছবির কোন অংশ দেখে তুমি বুঝতে পারছ যে জেলে আগেই বিপদ টের পেয়েছিল? সঠিক জায়গায় ক্লিক করো।

সঠিক উত্তর: বাম দৃশ্যের মাছ লাফানোর অংশে ক্লিক করতে হবে।

প্রশ্ন ২২: সত্য না মিথ্যা বলো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে–গ্রামের একটি সভায় দাদি বলছেন, "আমার এই জ্ঞান সব জায়গায় সব সময় কাজ করে। স্যাটেলাইটের কোনো দরকার নেই।"

দাদির এই কথা কি ঠিক?

সঠিক উত্তর: মিথ্যা (দুটো মিলে কাজ করাই ভালো)

প্রশ্ন ২৩: টেনে আনো আর মেলাও

বাম পাশে পাঁচটি বিবৃতি দেওয়া আছে–
১. স্যাটেলাইট হাজার কিলোমিটার দূরের মেঘ দেখতে পায়
২. দাদি গরুর আচরণ দেখে ঝড় বুঝতে পারেন
৩. স্যাটেলাইট সব জায়গার ছবি তুলতে পারে না
৪. দাদির জ্ঞান প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম ধরে চলে আসছে
৫. দুটো মিলে কাজ করলে সবচেয়ে ভালো ফল পাওয়া যায়

ডান পাশে তিনটি বক্স দেওয়া আছে–"আধুনিক প্রযুক্তির সুবিধা", "ঐতিহ্যগত জ্ঞানের সুবিধা", "সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা"

কোন বিবৃতি কোন বক্সে যাবে? টেনে মেলাও।

সঠিক উত্তর:
আধুনিক প্রযুক্তির সুবিধা বক্সে→১, ৩
ঐতিহ্যগত জ্ঞানের সুবিধা বক্সে→২, ৪
সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা বক্সে→৫

প্রশ্ন ২৪: গল্পের ঘটনা শনাক্ত করো

গল্পের তিনটি প্যানেল তৈরি করে দেখানো হয়েছে–

প্যানেল ১: দাদি মিথিলাকে বলছেন, "গরু ডাকাডাকি করছে, বুঝবে ঝড় আসছে।"
প্যানেল ২: টিভিতে খবর আসছে–স্যাটেলাইটে ঘূর্ণিঝড় দেখা গেছে
প্যানেল ৩: দাদি ও স্যাটেলাইট ভাইয়া একসাথে বসে আলোচনা করছেন

কোন প্যানেলে ঐতিহ্যগত জ্ঞান, কোন প্যানেলে আধুনিক প্রযুক্তি আর কোন প্যানেলে তাদের সমন্বয় দেখানো হয়েছে?

ক) প্যানেল ১-আধুনিক প্রযুক্তি, প্যানেল ২-ঐতিহ্যগত জ্ঞান, প্যানেল ৩-সমন্বয়
খ) প্যানেল ১-ঐতিহ্যগত জ্ঞান, প্যানেল ২-আধুনিক প্রযুক্তি, প্যানেল ৩-সমন্বয়
গ) প্যানেল ১-সমন্বয়, প্যানেল ২-ঐতিহ্যগত জ্ঞান, প্যানেল ৩-আধুনিক প্রযুক্তি
ঘ) প্যানেল ১-ঐতিহ্যগত জ্ঞান, প্যানেল ২-সমন্বয়, প্যানেল ৩-আধুনিক প্রযুক্তি

সঠিক উত্তর: খ) প্যানেল ১-ঐতিহ্যগত জ্ঞান, প্যানেল ২-আধুনিক প্রযুক্তি, প্যানেল ৩-সমন্বয়

প্রশ্ন ২৫: খালি জায়গা পূরণ করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে একটি গ্রামের দুই পাশ দেখানো হয়েছে। বাম পাশে লেখা "শুধু প্রযুক্তি" আর ডান পাশে লেখা "শুধু ঐতিহ্যগত জ্ঞান"। মাঝখানে একটি ফাঁকা জায়গা।

"শুধু প্রযুক্তি দিয়ে হয় না, শুধু ঐতিহ্যগত জ্ঞান দিয়েও হয় না। আসল শক্তি হলো এই দুইয়ের _____।"

(ড্রপ করে বসানোর জন্য অপশন থাকবে: লড়াই, সমন্বয়, বিরোধ, তুলনা)

সঠিক উত্তর: সমন্বয়

প্রশ্ন ২৬: ক্রিটিকাল থিংকিং - বিশ্লেষণধর্মী

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে দুই বন্ধু কথা বলছে। একজন বলছে, "আমাদের এলাকায় তো স্যাটেলাইট আর মোবাইল আছে। তাহলে দাদি-দাদার পুরনো জ্ঞান আর রাখার দরকার কী?"

দ্বিতীয় বন্ধু হিসেবে তুমি কী উত্তর দেবে?

ক) ঠিক বলেছ, এখন আর দরকার নেই
খ) দরকার আছে, কিন্তু খুব কম
গ) দরকার আছে। কারণ সব জায়গায় মোবাইল নেটওয়ার্ক বা বিদ্যুৎ নাও থাকতে পারে। তখন দাদির জ্ঞানই কাজে দেয়।
ঘ) স্যাটেলাইট থাকলে দাদির জ্ঞানের কোনো মূল্য নেই

সঠিক উত্তর: গ) দরকার আছে। কারণ সব জায়গায় মোবাইল নেটওয়ার্ক বা বিদ্যুৎ নাও থাকতে পারে। তখন দাদির জ্ঞানই কাজে দেয়।

প্রশ্ন ২৭: পাজল সাজাও

চারটি টুকরো দেওয়া আছে। টুকরোগুলো হচ্ছে–"স্যাটেলাইট", "দাদির চোখ", "দুটো মিলে", "সুপারহিরো"

টুকরোগুলো সঠিকভাবে সাজিয়ে একটি অর্থপূর্ণ বাক্য তৈরি করো।

সঠিক উত্তর: "দাদির চোখ আর স্যাটেলাইট–দুটো মিলে সুপারহিরো।"

প্রশ্ন ২৮: ক্রিটিকাল থিংকিং - প্রয়োগমূলক

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে উপকূলীয় একটি গ্রাম। সেখানে স্যাটেলাইট সংযোগ ভালো নয়। বিদ্যুৎও প্রায়ই যায়। গ্রামের অধিকাংশ মানুষ জেলে।

এই গ্রামের মানুষের জন্য কোনটা বেশি জরুরি?

ক) শুধু স্যাটেলাইটের খবর
খ) শুধু ঐতিহ্যগত জ্ঞান
গ) স্যাটেলাইটের খবর আর ঐতিহ্যগত জ্ঞান–দুটোর সমন্বয়
ঘ) কোনোটাই জরুরি না

সঠিক উত্তর: গ) স্যাটেলাইটের খবর আর ঐতিহ্যগত জ্ঞান–দুটোর সমন্বয় (কারণ প্রযুক্তি নাও থাকতে পারে, কিন্তু ঐতিহ্যগত জ্ঞান আছে। আবার স্যাটেলাইট দিয়ে দূরের খবর পাওয়া যায়)

প্রশ্ন ২৯: ঘটনা সাজাও

তিনটি ঘটনা এলোমেলোভাবে দেওয়া আছে–
ক) গ্রামবাসী নিরাপদ আশ্রয়ে যায়
খ) দাদি গরুর আচরণ দেখে ঝড়ের আগাম লক্ষণ বুঝতে পারেন
গ) স্যাটেলাইট ভাইয়া ১০ নম্বর মহাবিপদ সংকেত জানান
ঘ) দাদি ও স্যাটেলাইট ভাইয়া দুজন মিলে সবাইকে সতর্ক করেন

সঠিক ক্রম সাজাও।

সঠিক উত্তর: খ → গ → ঘ → ক

প্রশ্ন ৩০: ক্রিটিকাল থিংকিং - যুক্তিভিত্তিক

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে মিথিলা তার ডায়েরিতে লিখছে–"আজ আমি শিখলাম, পুরনো জ্ঞান আর নতুন প্রযুক্তি একসাথে করলেই সবচেয়ে ভালো ফল পাওয়া যায়।"

মিথিলা কেন এমনটা লিখেছে? সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত উত্তর কোনটি?

ক) কারণ তার দাদি আর স্যাটেলাইট ভাইয়া বন্ধু হয়ে গেছে
খ) কারণ দাদির জ্ঞান আর স্যাটেলাইটের তথ্য দুটোই প্রয়োজন–একটির দুর্বলতা অন্যটি পূরণ করে
গ) কারণ স্যাটেলাইট ভাইয়া দাদিকে অনেক টাকা দিয়েছে
ঘ) কারণ দাদি স্যাটেলাইট ভাইয়াকে চা খাওয়ায়

সঠিক উত্তর: খ) কারণ দাদির জ্ঞান আর স্যাটেলাইটের তথ্য দুটোই প্রয়োজন–একটির দুর্বলতা অন্যটি পূরণ করে

ঘূর্ণিঝড়

শিখনফল:

১। শিক্ষার্থীরা ঘূর্ণিঝড়ের গঠনপ্রক্রিয়া বলতে পারবে।
২। শিক্ষার্থীরা ঘূর্ণিঝড়ের সময় করণীয় পদক্ষেপ সম্পর্কে জানতে পারবে।
৩। শিক্ষার্থীরা ঘূর্ণিঝড়ের সতর্ক সংকেতগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবে।

খলিল ও ইরতেজার রহস্য অভিযান

খলিল আর ইরতেজা দুই দুঃসাহসী বন্ধু। খলিলের বাবা জেলে হওয়ায় সাগর নিয়ে তার অজানা কৌতূহলের শেষ নেই। ইরতেজা আবার বইপোকা, নতুন কিছু শিখতে তার ভীষণ ভালো লাগে।

সেদিন ছিল শুক্রবার। সাগরপাড়ে বসে খলিল গল্প করছিল, "ইরতেজা, আমার বাবা বলেন, সাগরের নিচে লুকিয়ে আছে অনেক রহস্য। কখনো কখনো সাগর এত রেগে যায় যে, আকাশ থেকে যেন আগুন বর্ষণ করে!"

ইরতেজা হাসল, "আগুন নয় খলিল, সেটা বিদ্যুৎ চমকায়। আর সাগর রাগলে তাকে বলে ঘূর্ণিঝড়।"

হঠাৎ খলিল চোখ বড় বড় করে চিৎকার করল, "ওই দিকে তাকাও! সাগর যেন ফুঁসছে!"

সাগরের দূরান্তে আকাশ কালো মেঘে ঢেকে যাচ্ছে। সাগরের পানি অদ্ভুত রকমের অস্থির। বিশাল দামামা ঢেউ উঠছে। সাগরের গর্জন যেন অন্যরকম শোনাচ্ছে। শব্দটা মনে হলো কোনো দৈত্য জেগে উঠছে।

খলিল বলল, "বাবা বলেছেন, সাগরের এই গর্জন মানে সে আমাদের কিছু বলতে চায়। এটা যেন তার সতর্কবার্তা!"

ইরতেজা বলল, "আমার বাবা গতকাল টিভিতে শুনেছেন, বঙ্গোপসাগরে একটা নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে। সেটা বাড়তে বাড়তে একসময় ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়। ঠিক যেন একটা ঘূর্ণি পানি খেলা শুরু করে দেয়!"

খলিলের চোখ চকচক করে উঠল, "হ্যাঁ! মনে আছে আমাদের পুকুরে কাঠি দিয়ে পানি ঘোরানোর খেলা? যত জোরে ঘুরাতাম, তত বড় ঘূর্ণি তৈরি হতো। ঠিক সেরকমই, কিন্তু এত বড় যে পুরো সাগরটাই যেন একটা ঘূর্ণি পাক খাচ্ছে!"

ইরতেজা বলল, "আর এই ঘূর্ণির মাঝখানে কিন্তু পুরোপুরি শান্ত জায়গা থাকে। বাবা বলেছেন, ওটাকে বলে চোখ। ঘূর্ণিঝড়েরও চোখ আছে!"

ঠিক তখনই আকাশে একটানা বিদ্যুৎ চমকালো। খলিলের মোবাইল বেজে উঠল। বাবা ফোন দিয়েছেন। কথা বলার পর খলিল বলল, "বাবা বলছেন, আমরা যেন দ্রুত বাড়ি চলে যাই। ওই কালো মেঘ আর সাগরের গর্জনই প্রথম সতর্ক সংকেত। ১ নম্বর সতর্ক সংকেত জারি হয়েছে। আমাদের এখনই বাড়ি ফিরতে হবে।"

পরের দিন সকালে রেডিওতে ঘোষণা এলো, "নিম্নচাপটি ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিয়েছে। এর নাম দেওয়া হয়েছে 'রিমাল'। বর্তমান সংকেত ৩ নম্বর।"

খলিলের বাবা বললেন, "৩ নম্বর মানে উপকূলের কাছে ঝড়ো হাওয়া। এখন থেকে আমরা সতর্ক থাকব। চলো, একটা খেলা খেলি। খেলার নাম 'ঘূর্ণিঝড় শিকারি'। এই খেলায় আমরা ঝড়ের আগে সব প্রস্তুতি নেব, যাতে ঝড় আমাদের কিছুই করতে না পারে।"

ইরতেজা লাফ দিয়ে উঠল, "বাহ! দারুণ তো! আমরা ঘূর্ণিঝড় শিকারি! কিন্তু আমাদের অস্ত্র কী?"

খলিলের বাবা হাসলেন, "আমাদের অস্ত্র হলো সচেতনতা আর প্রস্তুতি। এই অস্ত্র কোনো দোকানে মেলে না, এটা অর্জন করতে হয়। চলো শুরু করি।"

দুপুরে সংকেত ৫ নম্বরে উঠল। খলিলের বাবা বললেন, "৫ নম্বর মানে ঘূর্ণিঝড় এখন ৬০০ কিমি দূরে। শিকারিরা তৈরি হও! প্রথম মিশন শুরু হোক!"

খলিল আর ইরতেজা দৌড়ে কাজ শুরু করে দিল।

প্রথম মিশন: শুকনো খাবার সংগ্রহ। চিড়া, মুড়ি, বিস্কুট, গুড় সব এক জায়গায় জড়ো করা হলো।

দ্বিতীয় মিশন: পানি বোতলে ভরে রাখা। ইরতেজা বলল, "আমাদের প্রতিদিনের মতো অন্তত ৫ লিটার পানি রাখতে হবে। পানি ছাড়া বাঁচা যায় না!"

তৃতীয় মিশন: টর্চ, ব্যাটারি, মোমবাতি জোগাড় করা। খলিল বলল, "অন্ধকারে যেন আমাদের পথ দেখা যায়! ঘূর্ণিঝড় এলেই বিদ্যুৎ চলে যেতে পারে।"

চতুর্থ মিশন: প্রাথমিক চিকিৎসা বক্স তৈরি। খলিল বলল, "যদি কেউ সামান্য চোট পায়, তাহলে এই বক্স কাজে দেবে। এটা আমাদের মেডিসিন ব্যাগ।"

পঞ্চম মিশন: গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র এক জায়গায় রাখা। খলিলের মা বললেন, "জন্মসনদ, জমির দলিল, শিক্ষার সনদ– এসব কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বড় ধন। এগুলো হারিয়ে গেলে অনেক সমস্যা হয়।"

ইরতেজার বাবা বললেন, "এই জিনিসগুলো একসাথে রাখার ব্যাগটাকে বলে গো-ব্যাগ। মনে রেখো, বিপদের সময় এই ব্যাগটাই আমাদের পরম বন্ধু। একে আমরা বলতে পারি 'জীবন বাঁচানোর ব্যাগ'।"

সন্ধ্যায় সংকেত ৭ নম্বর। এবার নতুন মিশন। খলিলের বাবা বললেন, "বড় বড় ডালপালা ঝড়ে ভেঙে বাড়ির ওপর পড়তে পারে। আগেই সরিয়ে ফেলতে হবে। এটা একটা বিপজ্জনক মিশন!"

খলিল আর ইরতেজা বাবাকে সাহায্য করল। লম্বা একটা কাঁঠাল গাছের ডাল কেটে ফেলল। ইরতেজা বলল, "আমরা তো দেখছি দারুণ ঘূর্ণিঝড় শিকারি হয়ে উঠছি!"

রাতে শোয়ার আগে খলিলের বাবা বললেন, "আজ রাতে ভালো করে ঘুমিও না। মনে রেখো, আমাদের মিশন এখনও শেষ হয়নি। সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এখনো বাকি। ঘূর্ণিঝড়ের চোখ এখন আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।"

রাত ২টা। হঠাৎ গ্রামের মাইক বেজে উঠল। বিকট আওয়াজে ঘোষণা এলো, "১০ নম্বর মহাবিপদ সংকেত! ঘূর্ণিঝড় রিমাল খুব দ্রুত উপকূলের দিকে এগিয়ে আসছে। এখনই সবাই নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যান। দেরি করবেন না! এটা সাইরেন নয়, এটা মৃত্যুর ডাক!"

খলিল লাফ দিয়ে বিছানা থেকে উঠে বসল। "বাবা! মা! ওঠো! আমাদের মিশনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ শুরু! আমরা যেন যুদ্ধে নামছি!"

সবাই দ্রুত তৈরি হয়ে নিল। বাবা মেইন সুইচ বন্ধ করলেন। মা গ্যাস সংযোগ বন্ধ করলেন। দরজা-জানালা শক্ত করে বন্ধ করে দেওয়া হলো।

খলিল গো-ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিল। "আমার মনে হচ্ছে আমরা সত্যিকারের সৈনিক! আমাদের হাতে অস্ত্র নয়, আছে গো-ব্যাগ!"

বাবা বললেন, "ঠিক বলেছ বেটা। সৈনিক যেমন দেশ রক্ষা করে, আমরা নিজেদের ও পরিবারকে রক্ষা করছি। এটাই সবচেয়ে বড় যুদ্ধ।"

পথে বেরিয়েই দেখে পুরো গ্রাম যেন জেগে উঠেছে। সবাই একই দিকে ছুটছে। কেউ গরু-ছাগল নিয়ে আসছে। কেউ ছোট বাচ্চাদের কোলে করে ছুটছে। মা-বাবার হাত ধরে ছোট ছেলেমেয়েরা হাঁটছে। সবার গন্তব্য এক জায়গা–সাইক্লোন শেল্টার। এটা যেন একটা মেলা, কিন্তু আনন্দের মেলা নয়, বেঁচে থাকার মেলা।

শেল্টারে পৌঁছে খলিল ইরতেজাকে খুঁজে পেল। ইরতেজা বলল, "তোমরা এসে গেছ? আমাদের মিশন সফল হতে চলেছে! আমরা জিতে যাব!"

হঠাৎ বাইরে ভয়ঙ্কর শব্দ শুরু হলো। বাতাসে গাছপালা দুলছে। টিনের চালা উড়ে যাচ্ছে। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। দূরে সাগরের দিকে তাকালে দেখা যাচ্ছে বিশাল ঢেউ উঠছে। মনে হলো সাগর যেন আকাশ ছোঁয়ার চেষ্টা করছে।

খলিল বলল, "ওই দেখো! সাগর যেন আকাশ গ্রাস করতে এসেছে!"

ইরতেজা বলল, "এটাই জলোচ্ছ্বাস। আমার বাবা বলেছিলেন, ঘূর্ণিঝড়ের সময় সাগরের পানি ৩-৬ মিটার উঁচু ঢেউ হয়ে উঠে আসে। এই ঢেউগুলো যেন সাগরের হাত, যা সব কিছু গ্রাস করতে চায়।"

সারারাত ঝড় চলল। শেল্টারের ভেতরে সবাই মিলে বসে রইল। কেউ দোয়া পড়ছে। কেউ গল্প করছে। ছোট বাচ্চারা মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়েছে।

খলিল বলল, "বাবা, আমরা যদি একটু দেরি করতাম, তাহলে কী হতো?"

বাবা বললেন, "তাহলে পথেই আটকে যেতে। ১০ নম্বর সংকেত কোনো সাধারণ সংকেত নয়, এটা যেন শেষ সতর্কবার্তা। দেরি মানে মৃত্যু। তাই দেরি না করে চলে আসাটাই বুদ্ধিমানের কাজ।"

এবারের ঝড়টা প্রায় এক ঘণ্টা চলল। তারপর ধীরে ধীরে থামতে শুরু করল। সকাল হওয়ার আগেই ঝড় পুরোপুরি থেমে গেল।

খলিলের বাবা বললেন, "এবার সত্যিই ঝড় শেষ। আমাদের মিশন সফল হয়েছে। আমরা ঘূর্ণিঝড়কে হারিয়ে দিয়েছি! এখন ধীরে ধীরে বাড়ি ফিরতে হবে, সাবধানে ফিরতে হবে।"

সকালে রোদ উঠেছে। আকাশ পরিষ্কার। কিন্তু চারপাশের দৃশ্য দেখে খলিল হতবাক! বাড়ির টিনের চালার কিছু অংশ উড়ে গেছে। চারপাশে কাদা। গাছপালা উপড়ে পড়ে আছে। একটা বড় গাছ তাদের বাড়ির ওপর ভেঙে পড়েছে। মনে হলো কেউ যেন বিশাল এক লড়াই করে গেছে।

খলিল বলল, "বাবা, আমাদের বাড়ি তো দেখতে অন্যরকম হয়ে গেছে! এটা কি আমাদের বাড়ি নাকি কোনো যুদ্ধক্ষেত্র?"

বাবা বললেন, "হ্যাঁ বেটা, এটাই বাস্তবতা। ঘূর্ণিঝড় অনেক ক্ষতি করে যায়। কিন্তু আমরা বেঁচে আছি, এটাই বড় কথা। এখন আমাদের আরেকটি মিশন শুরু করতে হবে। মিশনের নাম 'পুনরুদ্ধার'।"

প্রথম ধাপ: পড়ে যাওয়া বিদ্যুতের তার খোঁজা। বাবা একটা তার দেখতে পেয়ে সবাইকে দূরে রাখলেন। "এই তারগুলো খুব বিপজ্জনক। এরা যেন লুকানো সাপ, যে কাউকে কামড়াতে পারে।"

দ্বিতীয় ধাপ: গ্যাস লিক আছে কিনা পরীক্ষা করা। সব ঠিক আছে বুঝতে পেরে তারা বাড়িতে ঢুকলেন।

তৃতীয় ধাপ: বাড়ি পরিষ্কার করা। সবাই মিলে জমে থাকা পানি ফেলে দিল। জীবাণুনাশক দিয়ে সব জায়গা পরিষ্কার করল। খলিল জানালা-দরজা সব খুলে দিল, যেন বাতাস চলাচল করে। "বাতাস চলুক, বাড়ি যেন শ্বাস নিতে পারে!"

চতুর্থ ধাপ: খাবার চেক করা। মা বললেন, "যেসব খাবার পানিতে ডুবে গেছে, সেগুলো আর খাওয়া যাবে না। এগুলো এখন বিষের মতো।"

পঞ্চম ধাপ: প্রতিবেশীদের খোঁজ নেওয়া। ইরতেজা এসে বলল, "খলিল, আমাদের পাশের বাড়ির আমিনা খালার বাড়ি পুরোপুরি ভেঙে গেছে। ওনারা এখন শেল্টারেই আছেন।"

খলিল বলল, "চল, আমরা ওনাদের সাহায্য করি। এই তো আমাদের নতুন মিশন! 'সাহায্যের হাত বাড়াও' মিশন!"

কয়েকদিন পর সবকিছু আবার আগের মতো হয়ে গেল। স্কুল খুলেছে। মাঠঘাট শুকিয়ে গেছে। বাড়িঘর মেরামতের কাজ চলছে।

একদিন বিকেলে খলিলের বাবা একটি বড় চার্ট এনে দাঁড় করালেন। চার্টটিতে বিভিন্ন রঙের সংকেত আঁকা।

"চলো বাচ্চারা, আজ আমি তোমাদের ঘূর্ণিঝড়ের সতর্ক সংকেতের গোপন রহস্য বলব। এটা একটা গোপন সাংকেতিক ভাষার মতো, যেটা বুঝতে পারলেই তোমরা ঘূর্ণিঝড়কে হারাতে পারবে।"

খলিল বলল, "গোপন ভাষা! দারুণ তো! আমরা কি এখন সিক্রেট এজেন্ট?"

বাবা বললেন, "হ্যাঁ, তোমরা এখন সিক্রেট এজেন্ট। আর এই ভাষাটা মনে রাখার জন্য আমি একটা ছড়া বানিয়েছি। শোনো-

এক দুই তিন চার, সতর্ক থাকো বারবার।
পাঁচ ছয় সাতে, প্রস্তুতি নাও সাথে সাথে।
আট নয় তো তৈরি থেকো, আশ্রয় কেন্দ্র খুঁজে রেখো।
দশ এলেই দেরি নাই, শেল্টারে চলে যাই!"

ইরতেজা খুশি হয়ে বলল, "বাহ! এই ছড়াটা তো মনে রাখা খুব সহজ! আমরা এখন সত্যিকারের সিক্রেট এজেন্ট!"

বাবা আবার বিস্তারিত বলতে লাগলেন-

১-২ নম্বর সংকেত: এটা প্রথম সতর্কবার্তা। মানে সাগরে ঝড় শুরু হয়েছে। আমাদের এখনো ভয়ের কিছু নেই, শুধু খবর রাখতে হবে। এটা যেন ডাকাত আসার আগের গোপন খবর।

৩-৪ নম্বর সংকেত: ঝড় উপকূলের কাছে চলে এসেছে। যাদের নৌকা আছে তাদের বন্দরে ফেরাতে হবে। বাড়ির সবাইকে জানাতে হবে। এটা যেন ডাকাত চলে এসেছে, এখন সতর্ক হওয়ার সময়।

৫-৬ নম্বর সংকেত: ঝড় এখন ৫০০-৬০০ কিমি দূরে। এখন থেকে প্রস্তুতি শুরু করতে হবে। শুকনো খাবার, পানি, টর্চ সংগ্রহ করতে হবে। এটা যেন ডাকাতের আগমনী বার্তা।

৭ নম্বর সংকেত: ঝড় ৪০০ কিমি দূরে। এখন ঘর মজবুত করতে হবে, গাছের ডাল কাটতে হবে। গবাদি পশুর ব্যবস্থা করতে হবে। এটা যেন ডাকাত বাড়ির কাছাকাছি।

৮-৯ নম্বর সংকেত: ঝড় ৩০০-২০০ কিমি দূরে। এখন আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য তৈরি হতে হবে। জরুরি জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখতে হবে। এটা যেন ডাকাত দরজায় কড়া নাড়ছে।

১০ নম্বর সংকেত: এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংকেত। এখন দেরি না করে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে হবে। বিদ্যুৎ-গ্যাস বন্ধ করে দিতে হবে। এটা যেন শেষ সতর্কবার্তা। দেরি মানে মৃত্যু।

খলিল বলল, "বাহ! আমরা তো এই গোপন ভাষা পুরোপুরি শিখে ফেললাম! এখন আমরা যেকোনো সংকেত বুঝতে পারব!"

সেই রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে খলিল তার গোপন ডায়েরিতে লিখল-

গোপন ডায়েরি: পাতা ১১৫

তারিখ: গোপন
স্থান: আমার গোপন আস্তানা

আজ আমি একটা বড় রহস্যের সমাধান করেছি। সেটা হলো ঘূর্ণিঝড়ের রহস্য। মনে হচ্ছে আমি যেন এক অ্যাডভেঞ্চার মুভির নায়ক! আর ইরতেজা আমার সাইডকিক!

আমরা 'রিমাল' নামের ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্গে লড়াই করেছি। প্রথমে সাগরের গর্জন শুনে বুঝতে পেরেছিলাম কিছু একটা হতে চলেছে। সাগর যেন আমাদের বলছিল, "সাবধান! আমি আসছি!"

তারপর শুরু হলো আমাদের মিশন। প্রথম মিশন: ৫ নম্বর সংকেত পেয়ে শুকনো খাবার, পানি, টর্চ জোগাড় করা। দ্বিতীয় মিশন: ৭ নম্বর সংকেত পেয়ে গাছের ডাল কাটা, ঘর মজবুত করা। তৃতীয় মিশন: ১০ নম্বর সংকেত পেয়ে দ্রুত শেল্টারে চলে যাওয়া।

মাঝরাতে ঝড়ের মাঝে কিছুক্ষণের জন্য সব শান্ত হয়ে গিয়েছিল। বাবা বললেন, এটা ঘূর্ণিঝড়ের চোখ। সত্যিই, ঘূর্ণিঝড়েরও চোখ আছে! আমরা সেই চোখের ভেতরে ছিলাম! কে জানত?

ঝড়ের পর বাড়ি ফিরে দেখি অনেক ক্ষতি। কিন্তু আমরা বেঁচে গেছি। এটাই সবচেয়ে বড় ব্যাপার। তারপর আমরা বাড়ি পরিষ্কার করলাম, জীবাণুনাশক দিয়ে সব ধুয়ে ফেললাম। বাবা পড়ে যাওয়া বিদ্যুতের তার খুঁজে বের করলেন। এগুলো ছিল লুকানো সাপের মতো!

আজ বাবা আমাদের ঘূর্ণিঝড়ের সতর্ক সংকেতের গোপন ভাষা শিখিয়েছেন। এখন আমি একজন সত্যিকারের সিক্রেট এজেন্ট! আমার কোড নাম 'ঘূর্ণিঝড় শিকারি'। আমি আমার বন্ধুদেরও এই ভাষা শেখাব। যাতে তারাও ঘূর্ণিঝড়কে ভয় না পায়।

বাবা বলেন, "সচেতনতাই সবচেয়ে বড় অস্ত্র।" আমি এখন এই অস্ত্র নিয়ে তৈরি। ঘূর্ণিঝড় আসুক, আমি প্রস্তুত!

গোপন ডায়েরি শেষ। পরবর্তী অ্যাডভেঞ্চারের অপেক্ষায়...

ছবির বর্ণনা - ঘূর্ণিঝড় গল্প

ছবি ১: গল্পের শুরুতে - সাগরের গর্জন ও প্রথম সতর্কতা

ছবিতে দেখা যাচ্ছে সাগরের বিশাল অংশ। সাগরের পানি অস্থির, বড় বড় ঢেউ উঠছে। ঢেউগুলোর মাথায় সাদা ফেনা। আকাশ ঘন কালো মেঘে ঢাকা। মেঘের ভেতর থেকে হলুদ-সাদা বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সাগরের দূরের অংশে একটি ঘূর্ণি দেখা যাচ্ছে। সাগরপাড়ে খলিল আর ইরতেজা দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মুখে আতঙ্ক। খলিল হাত দিয়ে সাগরের দিকে ইশারা করছে। ইরতেজা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। তাদের পাশে মাটিতে একটি মোবাইল ফোন পড়ে আছে। ফোনের স্ক্রিনে লেখা জ্বলজ্বল করছে: "১ নম্বর সতর্ক সংকেত"। সাগরপাড়ের বালুচরে কাঁকড়াগুলো দ্রুত দৌড়ে নিরাপদ জায়গায় যাচ্ছে। আকাশে কয়েকটি পাখি উল্টো দিকে উড়ে যাচ্ছে।

ছবি ২: গল্পের মাঝখানে - ঘূর্ণিঝড় শিকারিদের মিশন

ছবিতে রাতের অন্ধকার। গ্রামের মানুষজন টর্চ হাতে সাইক্লোন শেল্টারের দিকে ছুটছে। কারও হাতে বাচ্চা, কারও হাতে ব্যাগ। কেউ গরু-ছাগল নিয়ে আসছে। সবার মুখে উদ্বেগ। পেছনে তাদের বাড়িঘর। আকাশে কালো মেঘ আর বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। রাস্তায় পানি জমতে শুরু করেছে। ছবির এক পাশে সাইক্লোন শেল্টারের ভেতরের দৃশ্য। খলিল, ইরতেজা, তাদের পরিবার ও গ্রামের অনেক মানুষ বসে আছে। খলিলের হাতে গো-ব্যাগ। ইরতেজার মা ছোট বাচ্চাকে কোলে নিয়েছেন। কেউ দোয়া পড়ছেন, কেউ গল্প করছেন। শেল্টারের জানালা দিয়ে বাইরে দেখা যাচ্ছে–গাছ উপড়ে যাচ্ছে, টিনের চালা উড়ে যাচ্ছে, মুষলধারে বৃষ্টি। জানালার কাঁচে পানি ধারা। শেল্টারের দেয়ালে বড় করে লেখা: "১০ নম্বর মহাবিপদ সংকেত - আমরা নিরাপদ"। ছবির উপরের কোণে একটি ঘড়ি, যার সময় রাত ২টা দেখাচ্ছে।

ছবি ৩: গল্পের শেষে - ঘূর্ণিঝড় শিকারিদের বিজয়

ছবিতে ঝড়ের পরের সকাল। খলিলের বাড়ি। বাড়ির টিনের চালার কিছু অংশ উড়ে গেছে। একটি বড় গাছ ভেঙে বাড়ির ওপর পড়েছে। চারপাশে কাদা, ভাঙা ডালপালা, ছড়ানো-ছিটানো জিনিসপত্র। খলিলের বাবা একটি লম্বা লাঠি দিয়ে পড়ে যাওয়া বিদ্যুতের তার দেখাচ্ছেন। তার মুখে সতর্কবার্তা। খলিল জানালা খুলে দিচ্ছে। ইরতেজা দাঁড়িয়ে আছে, তার হাতে একটি ঝাঁটা। খলিলের বাড়ির ভেতর দেখা যাচ্ছে–মা জীবাণুনাশক পানি ছিটাচ্ছেন, টেবিলের ওপর নষ্ট খাবার ফেলে দেওয়া হচ্ছে, একটি বোতলে পানি ফুটানো হচ্ছে। ছবির অন্যপাশে খলিলের বাড়ির বারান্দায় খলিলের বাবা একটি বড় চার্ট হাতে বসে আছেন।

তাত্ত্বিক অংশ

ঘূর্ণিঝড় তৈরি হয় কীভাবে?

ঘূর্ণিঝড় তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়াটিকে কয়েকটি ধাপে ভাগ করা যায়। গল্পের খলিলের বাবা যেমন ব্যাখ্যা করেছিলেন, ঠিক তেমনিই এটা বোঝা যাক।

ধাপ ১: গরম সমুদ্রের পানি
ঘূর্ণিঝড় তৈরি হতে হলে প্রথমে দরকার গরম সমুদ্রের পানি। যখন সাগরের পানি ২৬-২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি গরম হয়ে যায়, তখন সেখান থেকে প্রচুর পানি বাষ্প হয়ে আকাশে ওঠে। এটা অনেকটা যেমন গরম কালে চুলার ওপর রাখা পানির পাতিল থেকে বাষ্প ওঠে, তেমনি।

ধাপ ২: বাষ্প ওপরে ওঠা
এই গরম বাষ্প হালকা হওয়ায় তা দ্রুত ওপরে উঠতে থাকে। ওপরে উঠতে উঠতে বাষ্প ঠান্ডা হয়ে মেঘ তৈরি করে। এই মেঘগুলো দেখতে অনেকটা তুলোর পাহাড়ের মতো।

ধাপ ৩: ঘূর্ণন শুরু
পৃথিবী নিজেও ঘুরছে। তাই ওপরে ওঠা বাতাসও ঘুরতে শুরু করে। যেমন তুমি যদি সাইকেলের চাকা ঘুরাও, সেটা ঘুরতে থাকে। ঠিক তেমনি বাতাসও ঘুরতে ঘুরতে বিশাল আকার ধারণ করে। এই ঘূর্ণন যত বাড়তে থাকে, তত ঝড়ের শক্তি বাড়তে থাকে।

ধাপ ৪: চোখ তৈরি
ঘূর্ণিঝড়ের একদম মাঝখানে কিন্তু কোনো বাতাস নেই। সেখানে সব শান্ত। এই জায়গাটাকে বলে চোখ। চোখের চারপাশে সবচেয়ে শক্তিশালী বাতাস থাকে। গল্পে খলিল আর ইরতেজা এই চোখ দেখতে পেয়েছিল।

ধাপ ৫: ঘূর্ণিঝড়ের আঘাত
ঘূর্ণিঝড় যখন উপকূলে আঘাত হানে, তখন সঙ্গে করে আনে-

· খুব জোরে বাতাস (ঘণ্টায় ১২০-২৫০ কিমি বেগে)
· মুষলধারে বৃষ্টি
· জলোচ্ছ্বাস (সমুদ্রের পানি ৩-৬ মিটার উঁচু ঢেউ হয়ে উঠে আসে)

গল্পের উদাহরণ: খলিল আর ইরতেজা প্রথমে সাগরের গর্জন শুনতে পেয়েছিল। তারপর কালো মেঘ দেখেছিল। এগুলোই ছিল ঘূর্ণিঝড় আসার লক্ষণ। পরে টিভিতে নিম্নচাপের খবর দেওয়া হয়েছিল। একসময় সেটাই 'রিমাল' নামের ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়।

ঘূর্ণিঝড়ের সতর্ক সংকেতগুলো কী কী?

বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড়ের জন্য ১০টি সতর্ক সংকেত আছে। এগুলো টিভি, রেডিও বা মোবাইল ফোনে জানিয়ে দেওয়া হয়। গল্পে খলিলের বাবা যেমন একটি ছড়ার মাধ্যমে শিখিয়েছিলেন, সেভাবে এগুলো মনে রাখা সহজ।

ছড়াটি মনে রাখো:

এক দুই তিন চার, সতর্ক থাকো বারবার।
পাঁচ ছয় সাতে, প্রস্তুতি নাও সাথে সাথে।
আট নয় তৈরি থেকো, আশ্রয়কেন্দ্র খুঁজে রেখো।
দশ এলেই দেরি না, শেল্টারে চলে যা!

সংকেতগুলোর বিস্তারিত বিবরণ:

সংকেত নাম দূরত্ব করণীয়
১-২ দূরবর্তী সতর্ক সংকেত দূর সাগরে সতর্ক থাকো, খবর রাখো
৩-৪ উপকূলীয় সতর্ক সংকেত উপকূলের কাছে নৌকা বন্দরে ফেরাও, বড়দের খবর দাও
৫-৬ দূরবর্তী বিপদ সংকেত ৫০০-৬০০ কিমি শুকনো খাবার, পানি, টর্চ সংগ্রহ করো
৭ বিপদ সংকেত ৪০০ কিমি ঘর মজবুত করো, গাছের ডাল কাটো
৮ মহাবিপদ সংকেত ৩০০ কিমি আশ্রয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি থাকো
৯ মহাবিপদ সংকেত ২০০ কিমি জরুরি জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখো
১০ মহাবিপদ সংকেত খুব কাছে এখনই আশ্রয়ে চলে যাও

মনে রাখার সহজ উপায়:

· ১-৪ নম্বর: সতর্ক থাকো, খবর রাখো
· ৫-৭ নম্বর: প্রস্তুতি নাও
· ৮-৯ নম্বর: আশ্রয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি থাকো
· ১০ নম্বর: এখনই আশ্রয়ে চলে যাও

গল্পের উদাহরণ: গল্পে খলিলের বাবা প্রথমে ১ নম্বর সংকেতের কথা বলেন। তারপর ৩ নম্বর, ৫ নম্বর, ৭ নম্বর এবং শেষে ১০ নম্বর সংকেত পাওয়া যায়। প্রতিটি সংকেতের সঙ্গে তারা নির্দিষ্ট কাজ করে।

ঘূর্ণিঝড়ের আগে, সময় ও পরে করণীয়

খলিল ও ইরতেজার গল্প থেকে আমরা তিনটি পর্যায়ে নিরাপদ থাকার উপায় শিখতে পারি:

আগে করণীয় (প্রস্তুতি পর্ব)

১. খবর রাখা: টিভি, রেডিও বা মোবাইলের খবর নিয়মিত শোনা। গল্পে খলিলের বাবা নিয়মিত রেডিও শুনছিলেন।

২. শুকনো খাবার মজুদ করা: চিড়া, মুড়ি, বিস্কুট, গুড়, চিনি ইত্যাদি শুকনো খাবার মজুদ রাখা।

৩. গো-ব্যাগ তৈরি করা: গল্পে খলিলের মা গো-ব্যাগ তৈরি করেছিলেন। এই ব্যাগে থাকবে:

· শুকনো খাবার
· বিশুদ্ধ পানির বোতল (অন্তত ৫ লিটার)

· টর্চ ও অতিরিক্ত ব্যাটারি
· মোমবাতি ও দিয়াশলাই
· প্রাথমিক চিকিৎসা বক্স
· গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র (জন্মসনদ, জমির দলিল, শিক্ষা সনদ)
· প্রয়োজনীয় কাপড়
· মোবাইল ফোনের চার্জার

৪. ঘর মজবুত করা: দরজা-জানালা চেক করা, টিনের চালা মজবুত করে বাঁধা।

৫. গাছের ডালপালা কাটা: বড় বড় ডালপালা কেটে ফেলা, যাতে ঝড়ে ভেঙে বাড়ির ওপর না পড়ে।

৬. গবাদি পশুর ব্যবস্থা করা: গরু-ছাগল, মুরগি-হাঁসের জন্য নিরাপদ জায়গা তৈরি করা।

সময় করণীয় (অ্যাকশন পর্ব)

১. দেরি না করে আশ্রয়ে যাওয়া: ১০ নম্বর সংকেত পেলে বা কর্তৃপক্ষ সরে যেতে বললে, এক মুহূর্ত দেরি না করে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে হবে। গল্পে খলিলের পরিবার রাত ২টায় সাইক্লোন শেল্টারে চলে গিয়েছিল।

২. বিদ্যুৎ ও গ্যাস বন্ধ করা: বাড়ি ছাড়ার আগে মেইন সুইচ ও গ্যাস সংযোগ বন্ধ করে দিতে হবে।

৩. গো-ব্যাগ সঙ্গে নেওয়া: আগে থেকে তৈরি গো-ব্যাগ সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।

৪. ছোট বাচ্চাদের নিরাপদে রাখা: ছোট বাচ্চাদের কাঁধে বা উঁচু জায়গায় তুলে নিতে হবে।

৫. একসাথে থাকা: পরিবারের সবাই একসাথে থাকবে, কেউ পিছনে পড়ে থাকবে না।

৬. জানালা থেকে দূরে থাকা: আশ্রয়কেন্দ্রে জানালা থেকে দূরে নিরাপদ জায়গায় বসতে হবে।

৭. আশ্রয়কেন্দ্রে শান্ত থাকা: ভয় না পেয়ে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে। গল্পে স্কুলের প্রধান শিক্ষক বলেছিলেন, "ভয় পাবেন না। আমরা সবাই আছি।"

পরে করণীয় (পুনরুদ্ধার পর্ব)

১. নিরাপত্তা পরীক্ষা: বাড়ি ফিরে প্রথমে পড়ে যাওয়া কোনো বিদ্যুতের তার আছে কিনা দেখতে হবে। গ্যাস লিক হচ্ছে কিনা পরীক্ষা করতে হবে। গল্পে খলিলের বাবা এগুলো করেছিলেন।

২. বাতাস চলাচল করানো: বাড়ির সব জানালা-দরজা খুলে দিয়ে বাতাস চলাচল করাতে হবে।

৩. পরিষ্কার করা: জমে থাকা কাদা পরিষ্কার করতে হবে। জীবাণুনাশক পানি দিয়ে সব জায়গা পরিষ্কার করতে হবে।

৪. নষ্ট খাবার ফেলে দেওয়া: ঝড়ের পানিতে ডুবে যাওয়া খাবার খাওয়া যাবে না। নষ্ট খাবার ফেলে দিতে হবে।

৫. পানি ফুটিয়ে খাওয়া: ঝড়ের সময় পানি দূষিত হয়ে যায়। তাই পানি ফুটিয়ে খেতে হবে।

৬. প্রতিবেশীদের সাহায্য করা: যাদের বাড়ি বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাদের সাহায্য করতে হবে। গল্পে খলিল আর ইরতেজা আমিনা খালাকে সাহায্য করেছিল।

৭. সচেতনতা ছড়ানো: ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে যা শিখেছি, তা অন্যকেও শেখাতে হবে। গল্পের শেষে খলিল সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সে তার বন্ধুদের সংকেতগুলো শেখাবে।

প্রশ্ন অংশ

সহজ প্রশ্ন (১০টি)

প্রশ্ন ১: ছবির রহস্য উদঘাটন করো
একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে খলিল আর ইরতেজা সাগরপাড়ে বসে আছে। সাগরের দূরের আকাশ কালো মেঘে ঢাকা। সাগরের পানি অস্থির।
ছবির কোন অংশ দেখে তুমি বুঝতে পারছ যে ঘূর্ণিঝড় আসতে পারে? সঠিক জায়গায় ক্লিক করো।
ক) খলিল ও ইরতেজার মুখ
খ) সাগরের শান্ত পানি
গ) কালো আকাশ ও অস্থির সাগর
ঘ) সাগরপাড়ের বালি
সঠিক উত্তর: গ) কালো আকাশ ও অস্থির সাগর

প্রশ্ন ২: সত্যি নাকি মিথ্যা?
খলিল বলল, "ঘূর্ণিঝড় তৈরি হতে গেলে প্রথমে দরকার ঠান্ডা সমুদ্রের পানি।" খলিলের কথা কি সঠিক?
ক) সত্যি
খ) মিথ্যা
সঠিক উত্তর: খ) মিথ্যা (গরম পানি লাগে)

প্রশ্ন ৩: খালি জায়গায় কী বসবে?
খলিলের বাবা বললেন, "ঘূর্ণিঝড়ের একদম মাঝখানের শান্ত জায়গাটাকে বলে _____।"
ক) বাতাস
খ) চোখ
গ) মুখ
ঘ) পেট
সঠিক উত্তর: খ) চোখ

প্রশ্ন ৪: সঠিক ছবিটি বেছে নাও
পাশাপাশি দুইটি ছবি দেয়া আছে। প্রথম ছবিতে সাগর শান্ত। দ্বিতীয় ছবিতে সাগরে বিশাল ঢেউ ও ঘূর্ণি।
কোন ছবিটি ঘূর্ণিঝড়ের সময়কার?
ক) প্রথম ছবি
খ) দ্বিতীয় ছবি
সঠিক উত্তর: খ) দ্বিতীয় ছবি

প্রশ্ন ৫: সংকেত ও কাজ মেলাও
বাম পাশে তিনটি সংকেত–১ নম্বর, ৫ নম্বর, ১০ নম্বর
ডান পাশে তিনটি কাজ–সতর্ক থাকা, প্রস্তুতি নেওয়া, আশ্রয়ে যাওয়া
কোন সংকেতের সঙ্গে কোন কাজ মেলে?
ক) ১ নম্বর → প্রস্তুতি নেওয়া, ৫ নম্বর → আশ্রয়ে যাওয়া, ১০ নম্বর → সতর্ক থাকা
খ) ১ নম্বর → সতর্ক থাকা, ৫ নম্বর → প্রস্তুতি নেওয়া, ১০ নম্বর → আশ্রয়ে যাওয়া
গ) ১ নম্বর → আশ্রয়ে যাওয়া, ৫ নম্বর → সতর্ক থাকা, ১০ নম্বর → প্রস্তুতি নেওয়া
ঘ) ১ নম্বর → সতর্ক থাকা, ৫ নম্বর → আশ্রয়ে যাওয়া, ১০ নম্বর → প্রস্তুতি নেওয়া
সঠিক উত্তর: খ) ১ নম্বর → সতর্ক থাকা, ৫ নম্বর → প্রস্তুতি নেওয়া, ১০ নম্বর → আশ্রয়ে যাওয়া

প্রশ্ন ৬: খলিলের বাবা কী করছেন?
একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে খলিলের বাবা গাছের বড় ডাল কাটছেন। খলিল তাকে সাহায্য করছে।
খলিলের বাবা কেন গাছের ডাল কাটছেন?
ক) জ্বালানি কাঠ বানানোর জন্য
খ) বাড়ি পরিষ্কার করার জন্য
গ) ঝড়ে যাতে ডাল ভেঙে বাড়ির ওপর না পড়ে
ঘ) গাছটাকে ছোট করার জন্য
সঠিক উত্তর: গ) ঝড়ে যাতে ডাল ভেঙে বাড়ির ওপর না পড়ে

প্রশ্ন ৭: বিশেষ ব্যাগটার নাম কী?
একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে ইরতেজা তার মায়ের সাথে শুকনো খাবার, পানি, টর্চ, ব্যাটারি এক জায়গায় রাখছে।
এই জিনিসগুলো একসাথে রাখার ব্যাগটার বিশেষ নাম কী?
ক) স্কুল ব্যাগ
খ) গো-ব্যাগ
গ) শপিং ব্যাগ
ঘ) ট্রাভেল ব্যাগ
সঠিক উত্তর: খ) গো-ব্যাগ

প্রশ্ন ৮: ঠিক বলেছে কি?
ইরতেজা বলল, "১০ নম্বর সংকেত পেলে দেরি না করে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে হবে।"
ইরতেজার কথা কি ঠিক?
ক) হ্যাঁ
খ) না
সঠিক উত্তর: ক) হ্যাঁ

প্রশ্ন ৯: ঘটনাগুলো সঠিক ক্রমে সাজাও
তিনটি ঘটনা এলোমেলো করে দেওয়া আছে–
ক: সাগরের পানি গরম হওয়া
খ: বাষ্প ঘুরতে ঘুরতে ঘূর্ণিঝড় তৈরি হওয়া
গ: বাষ্প ওপরে ওঠা
ঘূর্ণিঝড় তৈরি হওয়ার সঠিক ক্রম কোনটি?
ক) ক-খ-গ
খ) ক-গ-খ
গ) গ-ক-খ

ঘ) খ-গ-ক
সঠিক উত্তর: খ) ক-গ-খ

প্রশ্ন ১০: রহস্যময় সময়ের নাম কী?
একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে খলিল আর ইরতেজা শেল্টারের ভেতরে বসে আছে। বাইরে ঝড় হচ্ছে। হঠাৎ কিছুক্ষণের জন্য সব শান্ত হয়ে গেছে।
ঝড় থেমে যাওয়ার এই রহস্যময় সময়টাকে কী বলে?
ক) ঝড়ের ঘুম
খ) ঘূর্ণিঝড়ের চোখ
গ) শান্ত ঘূর্ণি
ঘ) ঝড়ের বিরতি
সঠিক উত্তর: খ) ঘূর্ণিঝড়ের চোখ

মাঝারি প্রশ্ন (১০টি)

প্রশ্ন ১১: ছবিতে চোখ খুঁজে বের করো
একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে ঘূর্ণিঝড়ের বিভিন্ন অংশ দেখানো হয়েছে। মাঝখানে একটি শান্ত জায়গা আছে। চারপাশে ঘূর্ণি।
ঘূর্ণিঝড়ের চোখ কোন অংশে?
ক) চারপাশের ঘূর্ণি অংশে
খ) মাঝখানের শান্ত জায়গায়
গ) উপরের মেঘের অংশে
ঘ) নিচের পানির অংশে
সঠিক উত্তর: খ) মাঝখানের শান্ত জায়গায়

প্রশ্ন ১২: খালি জায়গায় কী বসবে?
খলিল বলল, "ঘূর্ণিঝড়ের সময় সাগরের পানি ৩-৬ মিটার উঁচু ঢেউ হয়ে উঠে আসে। একে বলে _____।"
ক) বন্যা
খ) জলোচ্ছ্বাস
গ) সুনামি
ঘ) জোয়ার
সঠিক উত্তর: খ) জলোচ্ছ্বাস

প্রশ্ন ১৩: ঠিক না ভুল?
৭ নম্বর সংকেত মানে ঘর মজবুত করা আর গাছের ডাল কেটে ফেলা। এই কথাটা কি ঠিক?
ক) ঠিক
খ) ভুল
সঠিক উত্তর: ক) ঠিক

প্রশ্ন ১৪: সময়ের সঙ্গে কাজ মেলাও
বাম পাশে তিনটি সময়–আগে, সময়, পরে
ডান পাশে তিনটি কাজ–গো-ব্যাগ তৈরি করা, শেল্টারে যাওয়া, বাড়ি পরিষ্কার করা

কোন সময়ের সঙ্গে কোন কাজ মেলে?
ক) আগে → শেল্টারে যাওয়া, সময় → বাড়ি পরিষ্কার করা, পরে → গো-ব্যাগ তৈরি করা
খ) আগে → গো-ব্যাগ তৈরি করা, সময় → শেল্টারে যাওয়া, পরে → বাড়ি পরিষ্কার করা
গ) আগে → বাড়ি পরিষ্কার করা, সময় → গো-ব্যাগ তৈরি করা, পরে → শেল্টারে যাওয়া
ঘ) আগে → শেল্টারে যাওয়া, সময় → গো-ব্যাগ তৈরি করা, পরে → বাড়ি পরিষ্কার করা
সঠিক উত্তর: খ) আগে → গো-ব্যাগ তৈরি করা, সময় → শেল্টারে যাওয়া, পরে → বাড়ি পরিষ্কার করা

প্রশ্ন ১৫: এই চার্টটা কীসের?
একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে খলিলের বাবা একটি চার্ট দেখাচ্ছেন। চার্টে লেখা: ১-২: সতর্ক থাকো, ৩-৪: নৌকা বন্দরে ফেরাও, ৫-৬: প্রস্তুতি নাও, ৭ লাল: ঘর মজবুত করো, ৮-৯: তৈরি থাকো, ১০: এখনই আশ্রয়ে যাও।
এই চার্টটা কীসের জন্য?
ক) পূজার সময়সূচির জন্য
খ) ঘূর্ণিঝড়ের সতর্ক সংকেত মনে রাখার জন্য
গ) স্কুলের রুটিনের জন্য
ঘ) বাজারের তালিকার জন্য
সঠিক উত্তর: খ) ঘূর্ণিঝড়ের সতর্ক সংকেত মনে রাখার জন্য

প্রশ্ন ১৬: ক্রম ঠিক করো
চারটি ঘটনা এলোমেলো করে দেওয়া আছে–
ক: ৫ নম্বর সংকেত পাওয়া
খ: শুকনো খাবার মজুদ করা
গ: ১০ নম্বর সংকেত পাওয়া
ঘ: শেল্টারে চলে যাওয়া
সঠিক ক্রম কোনটি?
ক) ক-খ-গ-ঘ
খ) খ-ক-গ-ঘ
গ) গ-ঘ-ক-খ
ঘ) ক-গ-খ-ঘ
সঠিক উত্তর: ক) ক-খ-গ-ঘ

প্রশ্ন ১৭: প্রথমে কী দেখতে হবে?
ঘূর্ণিঝড়ের পর বাড়ি ফিরে প্রথমে কী আছে কিনা দেখতে হবে?
ক) পানি জমা
খ) বিদ্যুতের তার পড়ে
গ) খাবার নষ্ট
ঘ) দরজা ভাঙা
সঠিক উত্তর: খ) বিদ্যুতের তার পড়ে

প্রশ্ন ১৮: ঠিক না ভুল?
ঘূর্ণিঝড়ের পর প্রতিবেশীদের খোঁজ নেওয়া উচিত না, কারণ নিজেদেরই অনেক কাজ থাকে। এই কথাটা কি ঠিক?
ক) ঠিক
খ) ভুল
সঠিক উত্তর: খ) ভুল (প্রতিবেশীদের খোঁজ নেওয়া উচিত)

প্রশ্ন ১৯: দূরত্বের সঙ্গে মেলাও

বাম পাশে তিনটি সংকেত–৩ নম্বর, ৭ নম্বর, ৯ নম্বর
ডান পাশে তিনটি দূরত্ব–৪০০ কিমি, ২০০ কিমি, উপকূলের কাছে
কোন সংকেতের সঙ্গে কোন দূরত্ব মেলে?
ক) ৩ নম্বর → ৪০০ কিমি, ৭ নম্বর → ২০০ কিমি, ৯ নম্বর → উপকূলের কাছে
খ) ৩ নম্বর → উপকূলের কাছে, ৭ নম্বর → ৪০০ কিমি, ৯ নম্বর → ২০০ কিমি
গ) ৩ নম্বর → ২০০ কিমি, ৭ নম্বর → উপকূলের কাছে, ৯ নম্বর → ৪০০ কিমি
ঘ) ৩ নম্বর → ৪০০ কিমি, ৭ নম্বর → উপকূলের কাছে, ৯ নম্বর → ২০০ কিমি
সঠিক উত্তর: খ) ৩ নম্বর → উপকূলের কাছে, ৭ নম্বর → ৪০০ কিমি, ৯ নম্বর → ২০০ কিমি

প্রশ্ন ২০: পাজল সমাধান করো
টুকরোগুলো হচ্ছে–মহাবিপদ, ১০ নম্বর, মানে, সংকেত
এগুলো সাজিয়ে একটি অর্থপূর্ণ বাক্য তৈরি করো।
ক) ১০ নম্বর মহাবিপদ মানে সংকেত
খ) মহাবিপদ ১০ নম্বর মানে সংকেত
গ) ১০ নম্বর সংকেত মানে মহাবিপদ
ঘ) সংকেত ১০ নম্বর মানে মহাবিপদ
সঠিক উত্তর: গ) ১০ নম্বর সংকেত মানে মহাবিপদ

কঠিন প্রশ্ন (১০টি)

প্রশ্ন ২১: তিন দৃশ্যের রহস্য ভেদ করো
একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে তিনটি দৃশ্য–
বামে: খলিল গাছের ডাল কাটছে
মাঝে: খলিল গো-ব্যাগ বানাচ্ছে
ডানে: খলিল শেল্টারে বসে আছে
কোন দৃশ্যটি ৫ নম্বর সংকেতের কাজ, কোনটি ৭ নম্বরের, কোনটি ১০ নম্বরের?
ক) বাম → ৫ নম্বর, মাঝে → ৭ নম্বর, ডানে → ১০ নম্বর
খ) বাম → ৭ নম্বর, মাঝে → ৫ নম্বর, ডানে → ১০ নম্বর
গ) বাম → ১০ নম্বর, মাঝে → ৭ নম্বর, ডানে → ৫ নম্বর
ঘ) বাম → ৫ নম্বর, মাঝে → ১০ নম্বর, ডানে → ৭ নম্বর
সঠিক উত্তর: খ) বাম (গাছের ডাল কাটা) → ৭ নম্বর, মাঝে (গো-ব্যাগ) → ৫ নম্বর, ডানে (শেল্টারে বসা) → ১০ নম্বর

প্রশ্ন ২২: ভুলটা ধরো
একটি বাক্য দেওয়া আছে: "৭ নম্বর সংকেত মানে এখনই আশ্রয়ে চলে যাওয়া।" এই বাক্যটা কি ঠিক? যদি ভুল হয়, তাহলে সঠিক কথাটা কী হওয়া উচিত?
ক) ঠিক আছে
খ) ভুল। ৭ নম্বর সংকেত মানে ঘর মজবুত করা, গাছের ডাল কাটা, প্রস্তুতি নেওয়া। ১০ নম্বর সংকেত মানে আশ্রয়ে চলে যাওয়া।
গ) ভুল। ৭ নম্বর সংকেত মানে কিছুই করতে হবে না।
ঘ) ভুল। ৭ নম্বর সংকেত মানে শুধু খবর রাখা।
সঠিক উত্তর: খ) ভুল। ৭ নম্বর সংকেত মানে ঘর মজবুত করা, গাছের ডাল কাটা, প্রস্তুতি নেওয়া। ১০ নম্বর সংকেত মানে আশ্রয়ে চলে যাওয়া।

প্রশ্ন ২৩: কাজগুলোকে সঠিক বাক্সে রাখো
বাম পাশে পাঁচটি কাজ দেওয়া আছে–
১. শুকনো খাবার মজুদ করা
২. শেল্টারে চলে যাওয়া
৩. পড়ে যাওয়া তার থেকে দূরে থাকা
৪. গাছের ডাল কাটা
৫. পানি ফুটিয়ে খাওয়া
ডান পাশে তিনটি বাক্স দেওয়া আছে–আগে, সময়, পরে
কোন কাজ কোন বাক্সে যাবে?
ক) আগে → ২, ৪; সময় → ১, ৩; পরে → ৫
খ) আগে → ১, ৪; সময় → ২; পরে → ৩, ৫
গ) আগে → ৩, ৫; সময় → ১, ৪; পরে → ২
ঘ) আগে → ১, ২; সময় → ৩, ৪; পরে → ৫
সঠিক উত্তর: খ) আগে → ১, ৪; সময় → ২; পরে → ৩, ৫

প্রশ্ন ২৪: গল্পের তিনটি প্যানেলের রহস্য
গল্পের তিনটি প্যানেল তৈরি করে দেখানো হয়েছে–
প্যানেল ১: খলিল আর ইরতেজা সাগরপাড়ে বসে আছে। আকাশ কালো। সাগর অস্থির।
প্যানেল ২: খলিলের বাবা গাছের ডাল কাটছেন। খলিল গো-ব্যাগ বানাচ্ছে।
প্যানেল ৩: সবাই শেল্টারে বসে আছে। বাইরে ঝড়। কিছুক্ষণের জন্য সব শান্ত।
কোন প্যানেলে ঘূর্ণিঝড়ের শুরুর লক্ষণ, কোনটিতে আগের কাজ আর কোনটিতে ঘূর্ণিঝড়ের চোখ দেখানো হয়েছে?
ক) প্যানেল ১-শুরুর লক্ষণ, প্যানেল ২-আগে, প্যানেল ৩-চোখ
খ) প্যানেল ১-আগে, প্যানেল ২-শুরুর লক্ষণ, প্যানেল ৩-চোখ
গ) প্যানেল ১-চোখ, প্যানেল ২-আগে, প্যানেল ৩-শুরুর লক্ষণ
ঘ) প্যানেল ১-শুরুর লক্ষণ, প্যানেল ২-চোখ, প্যানেল ৩-আগে
সঠিক উত্তর: ক) প্যানেল ১-শুরুর লক্ষণ, প্যানেল ২-আগে, প্যানেল ৩-চোখ

প্রশ্ন ২৫: খালি জায়গা পূরণ করো
খলিলের বাবা বললেন, "আমরা যদি _____ করতাম, তাহলে পথেই আটকে যেতাম। ১০ নম্বর সংকেত শুনে _____ না করে চলে আসাই বুদ্ধিমানের কাজ।"
একই শব্দ দুটো বসবে। শব্দটা কী?
ক) দেরি
খ) প্রস্তুতি
গ) ভয়
ঘ) সাবধান
সঠিক উত্তর: ক) দেরি

প্রশ্ন ২৬: বন্ধুটির কথায় ভুলটা কী?
একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে দুই বন্ধু কথা বলছে। একজন বলছে, "আমাদের এলাকায় ৭ নম্বর সংকেত দেওয়া হয়েছে। এখনই আমাদের শেল্টারে চলে যেতে হবে।"
বন্ধুটির কথায় কী ভুল আছে? সঠিক উত্তরটি বাছাই করো।
ক) ৭ নম্বর সংকেত মানে প্রস্তুতি নেওয়া, এখনই আশ্রয়ে যেতে হয় না। ১০ নম্বর পেলে আশ্রয়ে যেতে হয়।
খ) বন্ধুর কথা ঠিক আছে, ৭ নম্বর মানেই আশ্রয়ে যেতে হবে।
গ) ৭ নম্বর সংকেত মানে কিছুই করতে হবে না।

ঘ) ৭ নম্বর সংকেত মানে শুধু খবর রাখা।
সঠিক উত্তর: ক) ৭ নম্বর সংকেত মানে প্রস্তুতি নেওয়া, এখনই আশ্রয়ে যেতে হয় না। ১০ নম্বর পেলে আশ্রয়ে যেতে হয়।

প্রশ্ন ২৭: পাজল সমাধান করো
টুকরোগুলো হচ্ছে–জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, নিয়ে আসে, সঙ্গে করে
এগুলো সাজিয়ে একটি অর্থপূর্ণ বাক্য তৈরি করো।
ক) জলোচ্ছ্বাস সঙ্গে করে নিয়ে আসে ঘূর্ণিঝড়
খ) ঘূর্ণিঝড় সঙ্গে করে নিয়ে আসে জলোচ্ছ্বাস
গ) সঙ্গে করে নিয়ে আসে ঘূর্ণিঝড় জলোচ্ছ্বাস
ঘ) নিয়ে আসে ঘূর্ণিঝড় জলোচ্ছ্বাস সঙ্গে করে
সঠিক উত্তর: খ) ঘূর্ণিঝড় সঙ্গে করে নিয়ে আসে জলোচ্ছ্বাস

প্রশ্ন ২৮: ইরতেজার বাবা কী উত্তর দেবেন?
একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে ইরতেজা তার বাবাকে প্রশ্ন করছে, "বাবা, মাঝরাতে কিছুক্ষণের জন্য ঝড় থেমে গিয়েছিল কেন?"
ইরতেজার বাবা কী উত্তর দেবেন?
ক) ঝড় ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল
খ) এটা ছিল ঘূর্ণিঝড়ের চোখ। ঘূর্ণিঝড়ের মাঝখানে কিছুক্ষণের জন্য শান্ত থাকে। তারপর আবার ঝড় শুরু হয়।
গ) সাগর শান্ত হয়ে গিয়েছিল
ঘ) বাতাস থেমে গিয়েছিল
সঠিক উত্তর: খ) এটা ছিল ঘূর্ণিঝড়ের চোখ। ঘূর্ণিঝড়ের মাঝখানে কিছুক্ষণের জন্য শান্ত থাকে। তারপর আবার ঝড় শুরু হয়।

প্রশ্ন ২৯: ঘটনাগুলো সঠিক ক্রমে সাজাও
তিনটি ঘটনা এলোমেলোভাবে দেওয়া আছে–
ক: ইরতেজা গো-ব্যাগ বানায়
খ: খলিলের বাবা গাছের ডাল কাটেন
গ: খলিল আর ইরতেজা সতর্ক সংকেতের ছড়া শেখে
এগুলোকে সঠিক ক্রমে সাজাও (কোনটি আগে, কোনটি পরে)।
ক) ক-খ-গ (প্রথমে গো-ব্যাগ, তারপর ডাল কাটা, শেষে ছড়া শেখা)
খ) গ-ক-খ (প্রথমে শেখা, তারপর গো-ব্যাগ, শেষে ডাল কাটা)
গ) খ-গ-ক (প্রথমে ডাল কাটা, তারপর ছড়া শেখা, শেষে গো-ব্যাগ)
ঘ) গ-খ-ক (প্রথমে শেখা, তারপর ডাল কাটা, শেষে গো-ব্যাগ)
সঠিক উত্তর: খ) গ-ক-খ (প্রথমে শেখা, তারপর প্রস্তুতি)

প্রশ্ন ৩০: খলিল কেন এমন সিদ্ধান্ত নিল?
একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে খলিল তার ডায়েরিতে লিখছে: "আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমি আমার বন্ধুদেরও এই সংকেতগুলো শেখাব। বাবা বলেন, সচেতনতাই সবচেয়ে বড় অস্ত্র।"
খলিল কেন তার বন্ধুদের সংকেতগুলো শেখাতে চায়?
ক) বন্ধুরা তাকে মিষ্টি খাওয়াবে বলে
খ) সচেতনতা থাকলে সবাই ঘূর্ণিঝড়ে নিজেদের বাঁচাতে পারবে এবং ভয় পাবে না।
গ) স্কুলে বকুনি খেতে হবে বলে
ঘ) বাবা জোর করছেন বলে
সঠিক উত্তর: খ) সচেতনতা থাকলে সবাই ঘূর্ণিঝড়ে নিজেদের বাঁচাতে পারবে এবং ভয় পাবে না।

বিষয়: গো-ব্যাগ

শিখনফল

১। শিক্ষার্থীরা দুর্যোগের সময় সঙ্গে নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের তালিকা তৈরি করতে পারবে।
২। শিক্ষার্থীরা একটি গো-ব্যাগ প্রস্তুত রাখার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৩। শিক্ষার্থীরা নিজেদের পরিবারের জন্য একটি গো-ব্যাগ তৈরি করতে পারবে।

ছোট্ট রহিম আর তার গো-ব্যাগ

ছোট্ট রহিমের বয়স নয় বছর। সে চট্টগ্রামের একটি ছোট গ্রামে থাকে। তাদের গ্রামের নাম পাহাড়তলী। বাড়ির পেছনেই ছোট একটা পাহাড়। গ্রামের সামনে দিয়ে বয়ে গেছে কর্ণফুলী নদী। খুব সুন্দর তাদের গ্রাম। কিন্তু মাঝে মাঝে সুন্দর এই গ্রামে নেমে আসে ভয়ংকর দুর্যোগ।

রহিম মেট ক্লাবের সদস্য। ক্লাবে গিয়ে সে অনেক কিছু শিখেছে। ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প–এসব দুর্যোগ থেকে বাঁচার উপায় জানতে পেরেছে। কিন্তু সবচেয়ে মজার জিনিসটা হলো গো-ব্যাগ। দিদি বলেছেন, "গো-ব্যাগ মানে জরুরি মুহূর্তের সঙ্গী। বিপদ এলে এই ব্যাগটাই তোমার সবচেয়ে বড় বন্ধু হবে।"

রহিম ভাবল, "আমারও একটা গো-ব্যাগ বানাতে হবে।"

সেদিন সকালে রহিম বাড়িতে বসে টিভি দেখছিল। হঠাৎ খবর এলো– "আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানতে পারে। ৭ নম্বর সতর্ক সংকেত জারি করা হয়েছে। উপকূলীয় এলাকার সবাইকে প্রস্তুত থাকার অনুরোধ জানানো হচ্ছে।"

রহিমের বাবা খবর শুনে বললেন, "তা হলে শুরু হয়ে গেল। বাড়ির চারপাশটা ভালো করে দেখে নিতে হবে।"

রহিম বলল, "বাবা, আমাদের গো-ব্যাগ তৈরি আছে তো?"

বাবা অবাক হয়ে বললেন, "গো-ব্যাগ? সেটা আবার কী?"

রহিম বুঝতে পারল, বাবা গো-ব্যাগ সম্পর্কে জানেন না। সে তখন মেট ক্লাবের কথা মনে করে বাবাকে সব বুঝিয়ে বলল। গো-ব্যাগ কী, কেন দরকার, কী কী জিনিস রাখতে হবে–সব কিছু।

বাবা শুনে বললেন, "বেশ তো, তাহলে আমরা আজই একটা গো-ব্যাগ তৈরি করি। তুমিই আমাদের সাহায্য করো।"

রহিম খুব খুশি হল। সে দ্রুত খাতা-কলম নিয়ে বসল। প্রথমে সে একটা তালিকা তৈরি করল।

রহিমের তালিকা দেখে বাবা বললেন, "বাহ! খুব ভালো তালিকা। এখন দেখা যাক, আমাদের বাড়িতে কী কী আছে।"

রহিমের মা বললেন, "চলো, আমরা সবাই মিলে জিনিসপত্র জোগাড় করি।"

রহিম, বাবা, মা আর ছোট বোন মিতু–সবাই মিলে জিনিসপত্র জোগাড় করতে লাগল। প্রথমে তারা শুকনো খাবার জোগাড় করল। বিস্কুট, চিড়া, মুড়ি, গুড়–এগুলো এক জায়গায় রাখল। তারপর পানির বোতল। তিন লিটার পানি দুটো বড় বোতলে ভরে রাখল।

রহিম বলল, "এবার ওষুধের বাক্সটা দেখি।"

মা ওষুধের বাক্স খুললেন। ভেতরে অনেক ওষুধ। কিছু পুরনো হয়ে গেছে। রহিমের বাবা বললেন, "পুরনো ওষুধ ফেলে দাও। নতুন কিনে রাখতে হবে।"

তারা তালিকা করল–পেইন কিলার, জ্বরের ওষুধ, ডায়রিয়ার ওষুধ, ব্যান্ডেজ, স্যাভলন, তুলা। মিতুর জন্য খানিকটা বেবি ফুড আর ডায়াপারও রাখল।

তারপর এলো গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্রের পালা। বাবা আলমারি থেকে একটা ফাইল বের করলেন। ভেতরে জন্ম সনদ, শিক্ষা সনদ, জমির কাগজপত্র, ভোটার আইডি কার্ড। রহিম বলল, "বাবা, এগুলো প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরে রাখতে হবে। যেন ভিজে না যায়।"

বাবা বললেন, "ঠিক বলেছ। খুব ভালো আইডিয়া।"

এবার টাকা ও যোগাযোগের জিনিস। বাবা কিছু নগদ টাকা রাখলেন। ছোট ছোট নোট। রহিম বলল, "মোবাইল চার্জার আর পাওয়ার ব্যাংকও রাখতে হবে। আর ফোন নম্বরের তালিকা। দিদি বলেছেন, পরিবারের সব সদস্যের ফোন নম্বর, আত্মীয়-স্বজনের নম্বর একটা খাতায় লিখে রাখতে হবে।"

মা বললেন, "ঠিক বলেছ। তাড়াহুড়োয় অনেক সময় নম্বর মনে থাকে না।"

সবশেষে এলো পোশাক ও অন্যান্য জিনিস। রহিম, মিতু, বাবা, মা–সবার জন্য দু-দুটো করে শুকনো কাপড় রাখা হলো। একটা কম্বল, একটা ছাতা, হুইসেল, মাস্ক, সাবান, টুথপেস্ট, ব্রাশ। মিতুর জন্য ডায়াপার। মায়ের জন্য কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস।

সব জিনিস গুছিয়ে রহিম বলল, "বাবা, এই ব্যাগটা কোথায় রাখব?"

বাবা বললেন, "এমন জায়গায় রাখতে হবে, যেখান থেকে দরকারের সময় দ্রুত নেওয়া যায়। আর সবাই যেন জানে এটা কোথায় আছে।"

মা বললেন, "বেডরুমের দরজার পাশে রাখলে কেমন হয়? বের হওয়ার সময় সহজে নেওয়া যাবে।"

সবাই মিলে ব্যাগটা বেডরুমের দরজার পাশে রাখল।

সেই রাতে রহিমের খুব ভালো লাগছিল। তাদের বাড়িতে এখন একটি গো-ব্যাগ আছে। দুর্যোগ এলেও তারা আর ভয় পাবে না। কারণ তারা তৈরি। তাদের হাতে আছে জরুরি মুহূর্তের সত্যিকারের বন্ধু–গো-ব্যাগ।

ঘুমাতে যাওয়ার আগে রহিম মিতুকে বলল, "মিতু, মনে রেখো, এই ব্যাগটা আমাদের খুব দরকারি। কোনো সমস্যা হলে আমাকে বলবে। আমরা ব্যাগ নিয়ে বের হব।"

মিতু মাথা নেড়ে বলল, "ঠিক আছে দাদা।"

রহিম জানালার বাইরে তাকাল। আকাশে মেঘ করছে। দূরে কোথায় যেন বজ্রপাতের শব্দ শোনা যাচ্ছে। কিন্তু রহিমের ভয় লাগছে না। কারণ সে এখন প্রস্তুত। তার পরিবারও প্রস্তুত। তাদের গো-ব্যাগ প্রস্তুত।

ছবির বর্ণনা - গো-ব্যাগ গল্প

ছবি ১: রহিম তালিকা তৈরি করছে

ছবিতে রহিম টেবিলে বসে খাতায় কিছু লিখছে। টেবিলের ওপর কয়েকটি জিনিস রাখা–একটা ব্যাগ, টর্চ, কিছু বিস্কুট, পানির বোতল। রহিমের পাশে দাঁড়িয়ে বাবা-মা হাসিমুখে তাকিয়ে আছে। ঘরের দেয়ালে মেট ক্লাবের একটি পোস্টার টাঙানো। টেবিলের ওপর একটি কলম আর রঙিন মার্কার রাখা।

ছবি ২: পরিবার একসাথে জিনিসপত্র জোগাড় করছে

ছবিতে রহিমের পরিবারের সবাই ব্যস্ত। বাবা আলমারি থেকে পুরনো কাগজপত্র বের করছেন। মা রান্নাঘর থেকে শুকনো খাবার নিয়ে আসছেন–বিস্কুট, চিড়া, মুড়ি, গুড়। রহিম টর্চে নতুন ব্যাটারি দিচ্ছে। ছোট বোন মিতু তার পছন্দের একটি পুতুল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের মেঝেতে কিছু জিনিসপত্র রাখা।

ছবি ৩: রহিম কাগজপত্র প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরছে

ছবিতে রহিম একটি টেবিলের ওপর বসে বিভিন্ন কাগজপত্র প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরছে। তার হাতে জন্ম সনদের কাগজ। টেবিলের ওপর আরও কিছু কাগজপত্র রাখা–শিক্ষা সনদ, জমির দলিল, ভোটার আইডি কার্ড, কিছু পাসপোর্ট সাইজের ছবি। পাশে বসে বাবা তাকে সাহায্য করছেন। টেবিলের এক কোণে একটি প্লাস্টিকের ব্যাগ রাখা, যাতে আরও কিছু কাগজপত্র ভরা আছে।

ছবি ৪: তৈরি গো-ব্যাগ

ছবিতে একটি বড় ব্যাগ খোলা অবস্থায় রাখা। ব্যাগের ভেতরে বিভিন্ন জিনিস সুন্দরভাবে সাজানো–শুকনো খাবারের প্যাকেট (বিস্কুট, চিড়া, মুড়ি, গুড়), পানির বোতল (দুটো), টর্চ, ব্যাটারি, মোমবাতি, দিয়াশলাই, ওষুধের বাক্স, প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরা কাগজপত্র, শুকনো কাপড় (২-৩ সেট), একটি ছোট কম্বল, হুইসেল, মাস্ক, সাবান, টুথপেস্ট-ব্রাশ। ব্যাগের পাশে দাঁড়িয়ে রহিম ও তার পরিবারের সবাই হাসছে।

ছবি ৫: রহিম ঘুমানোর আগে জানালার বাইরে তাকিয়ে

ছবিতে রহিম বিছানায় বসে জানালার বাইরে তাকিয়ে আছে। জানালার পাশে তাদের তৈরি গো-ব্যাগটা রাখা। ব্যাগের গায়ে একটি কাগজ টাঙানো, যাতে লেখা "গো-ব্যাগ - জরুরি মুহূর্তের সঙ্গী"। বাইরের আকাশে কালো মেঘ। দূরে

বজ্রপাতের রেখা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু রহিমের মুখে ভয় নেই। বরং একটা আত্মবিশ্বাসী হাসি ফুটে উঠেছে। তার ছোট বোন মিতু পাশের বিছানায় ঘুমাচ্ছে।

তাত্ত্বিক অংশ

গো-ব্যাগ কী?

গো-ব্যাগ হলো একটি বিশেষ ব্যাগ বা থলে, যেখানে দুর্যোগের সময় প্রয়োজনীয় সব জিনিস আগে থেকে গুছিয়ে রাখা হয়। ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প বা অন্য কোনো দুর্যোগে যখন দ্রুত বাড়ি ছেড়ে যেতে হয়, তখন এই ব্যাগটাই সবচেয়ে বড় বন্ধু হয়ে ওঠে। গল্পে রহিম তার পরিবারকে নিয়ে ঠিক এমনই একটি গো-ব্যাগ তৈরি করেছে।

গো-ব্যাগ প্রস্তুত রাখার গুরুত্ব

গল্পে আমরা দেখেছি, রহিমের বাবা প্রথমে গো-ব্যাগ সম্পর্কে জানতেন না। কিন্তু রহিম তাকে বুঝিয়ে বললে তিনি এর গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। গো-ব্যাগ প্রস্তুত রাখার কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো:

১। সময় বাঁচায়: দুর্যোগের সময় এক মিনিটও খুব দামি। জিনিসপত্র খুঁজতে গেলে অনেক সময় নষ্ট হয়। আগে থেকে গুছিয়ে রাখলে দ্রুত বের হওয়া যায়।

২। প্রয়োজনীয় জিনিস হাতের কাছে থাকে: বিপদের সময় মাথায় থাকে না কোন জিনিস নিতে হবে। গো-ব্যাগে সব থাকলে নিশ্চিন্তে বের হওয়া যায়।

৩। পরিবারকে নিরাপদ রাখে: গল্পে রহিমের পরিবারের সবাই মিলে গো-ব্যাগ তৈরি করেছিল। এতে সবার প্রয়োজনীয় জিনিস রাখা ছিল। ছোট বোন মিতুর জন্যও আলাদা ব্যবস্থা ছিল।

৪। মনের শান্তি দেয়: গল্পের শেষে দেখা যায়, রহিমের ভয় নেই। কারণ সে জানে তারা প্রস্তুত। গো-ব্যাগ থাকলে দুর্যোগের ভয় কমে যায়।

৫। বাঁচতে সাহায্য করে: শুকনো খাবার, পানি, ওষুধ না থাকলে বিপদে পড়তে হয়। গো-ব্যাগ থাকলে নিরাপদে থাকা যায়।

গো-ব্যাগে কী কী রাখতে হয়?

রহিমের তালিকা থেকে আমরা জেনেছি, একটি আদর্শ গো-ব্যাগে কী কী থাকা দরকার। সেগুলোকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়:

খাবার ও পানি:

· শুকনো খাবার (বিস্কুট, চিড়া, মুড়ি, গুড়)
· বিশুদ্ধ পানি (৩-৫ লিটার)
· দুধের গুঁড়া (শিশু থাকলে)
· বেবি ফুড (শিশু থাকলে)

আলো ও জ্বালানি:

· টর্চ
· অতিরিক্ত ব্যাটারি
· মোমবাতি
· দিয়াশলাই বা লাইটার

প্রাথমিক চিকিৎসা:

· প্রাথমিক চিকিৎসা বক্স
· ব্যান্ডেজ, তুলা
· স্যাভলন
· পেইন কিলার
· জ্বরের ওষুধ
· ডায়রিয়ার ওষুধ
· নিয়মিত খাওয়ার ওষুধ (পরিবারের কারও থাকলে)

গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র:

· জন্ম সনদ
· শিক্ষা সনদ
· জমির কাগজপত্র
· ভোটার আইডি কার্ড
· পাসপোর্ট (থাকলে)
· ব্যাংকের চেকবুক
· পাসবই
· ছবি (পাসপোর্ট সাইজ)

টাকা ও যোগাযোগ:

· নগদ টাকা (ছোট নোট)
· মোবাইল ফোন
· মোবাইল চার্জার
· পাওয়ার ব্যাংক
· পরিবারের সদস্যদের ফোন নম্বরের তালিকা
· আত্মীয়-স্বজনের ফোন নম্বর

পোশাক ও অন্যান্য:

· শুকনো কাপড় (২-৩ সেট)
· কম্বল বা চাদর
· ছাতা বা রেইনকোট
· হুইসেল (উদ্ধার ডাকার জন্য)
· মাস্ক
· সাবান

· টুথপেস্ট-ব্রাশ
· মহিলাদের প্রয়োজনীয় জিনিস
· শিশুর ডায়াপার (শিশু থাকলে)

ই-লার্নিং প্রশ্ন

সহজ প্রশ্ন (১০টি)

প্রশ্ন ১: ছবিতে ক্লিক করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে রহিমের পরিবার টেবিলের চারপাশে বসে গো-ব্যাগ তৈরির জন্য তালিকা তৈরি করছে। টেবিলের ওপর কিছু জিনিসপত্র রাখা–বিস্কুট, পানির বোতল, টর্চ।

ছবির কোন জিনিসটা দেখে তুমি বুঝতে পারছ যে তারা গো-ব্যাগ তৈরি করছে? সঠিক জায়গায় ক্লিক করো।

সঠিক উত্তর: টেবিলের ওপর রাখা ব্যাগটিতে ক্লিক করতে হবে।

প্রশ্ন ২: সত্য না মিথ্যা বলো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে রহিম তার মাকে ওষুধের বাক্স দেখাচ্ছে। ওষুধের বাক্সের ভেতরে বিভিন্ন ওষুধ রাখা।

"গো-ব্যাগে ওষুধপত্র রাখার দরকার নেই।"

সঠিক উত্তর: মিথ্যা

প্রশ্ন ৩: খালি জায়গা পূরণ করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে রহিম টর্চে নতুন ব্যাটারি দিচ্ছে। টেবিলের ওপর টর্চ, ব্যাটারি আর একটি মোমবাতি রাখা।

"গো-ব্যাগে অন্ধকারে দেখার জন্য _____ রাখতে হয়।"

(ড্রপ করে বসানোর জন্য অপশন থাকবে: টর্চ, খাবার, পানি, কাগজপত্র)

সঠিক উত্তর: টর্চ

প্রশ্ন ৪: ছবিতে ক্লিক করো

দুইটি ছবি দেওয়া আছে। একটি ছবিতে রহিমের পরিবার টিভি দেখছে। আরেকটি ছবিতে রহিমের পরিবার গো-ব্যাগ তৈরি করছে।

কোন ছবিটি গো-ব্যাগ তৈরির? সঠিক ছবিতে ক্লিক করো।

সঠিক উত্তর: গো-ব্যাগ তৈরির ছবিতে ক্লিক করতে হবে।

প্রশ্ন ৫: টেনে আনো আর মেলাও

বাম পাশে চারটি ছবি দেওয়া আছে–বিস্কুটের প্যাকেট, পানির বোতল, টর্চ, জন্ম সনদ।
ডান পাশে চারটি শব্দ দেওয়া আছে–খাবার, পানি, আলো, কাগজপত্র।

কোন ছবি কোন শব্দের সাথে মেলে? টেনে মেলাও।

সঠিক উত্তর: বিস্কুটের প্যাকেট→খাবার, পানির বোতল→পানি, টর্চ→আলো, জন্ম সনদ→কাগজপত্র

প্রশ্ন ৬: ছবি দেখে খবর তৈরি করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে রহিমের বাবা আলমারি থেকে পুরনো কাগজপত্র বের করছেন। রহিম পাশে দাঁড়িয়ে তাকে সাহায্য করছে।

ছবিতে কী ঘটছে?

ক) তারা খেলা করছে
খ) তারা গো-ব্যাগের জন্য কাগজপত্র জোগাড় করছে
গ) তারা ঘর পরিষ্কার করছে
ঘ) তারা টিভি দেখছে

সঠিক উত্তর: খ) তারা গো-ব্যাগের জন্য কাগজপত্র জোগাড় করছে

প্রশ্ন ৭: খালি জায়গা পূরণ করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে রহিমের মা রান্নাঘর থেকে শুকনো খাবার নিয়ে আসছেন। তার হাতে বিস্কুটের প্যাকেট ও চিড়ার ব্যাগ।

"গো-ব্যাগে _____ খাবার রাখতে হয়।"

(ড্রপ করে বসানোর জন্য অপশন থাকবে: ভেজা, শুকনো, পোড়া, পচা)

সঠিক উত্তর: শুকনো

প্রশ্ন ৮: সত্য না মিথ্যা বলো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে তৈরি গো-ব্যাগটি বেডরুমের দরজার পাশে রাখা হয়েছে। রহিম ব্যাগটার দিকে তাকিয়ে হাসছে।

"গো-ব্যাগ সব সময় খাটের নিচে লুকিয়ে রাখতে হয়।"

সঠিক উত্তর: মিথ্যা (গো-ব্যাগ এমন জায়গায় রাখতে হয় যেখান থেকে দ্রুত নেওয়া যায় এবং সবাই জানে সেটা কোথায় আছে)

প্রশ্ন ৯: ঘটনা সাজাও

তিনটি ছবি এলোমেলোভাবে দেওয়া আছে–
ছবি ক: রহিম গো-ব্যাগের তালিকা তৈরি করছে
ছবি খ: রহিমের পরিবার জিনিসপত্র জোগাড় করছে
ছবি গ: তৈরি গো-ব্যাগ দরজার পাশে রাখা হয়েছে

গো-ব্যাগ তৈরির সঠিক ক্রম সাজাও।

সঠিক উত্তর: ক → খ → গ

প্রশ্ন ১০: টেনে আনো আর মেলাও

বাম পাশে তিনটি জিনিসের নাম দেওয়া আছে–
১. টর্চ
২. বিস্কুট
৩. স্যাভলন

ডান পাশে তিনটি কাজ দেওয়া আছে–
অন্ধকারে দেখার জন্য
ক্ষুধা নিবারণের জন্য
জখম হলে ব্যবহারের জন্য

কোন জিনিস কোন কাজের জন্য? টেনে মেলাও।

সঠিক উত্তর: টর্চ→অন্ধকারে দেখার জন্য, বিস্কুট→ক্ষুধা নিবারণের জন্য, স্যাভলন→জখম হলে ব্যবহারের জন্য

মাঝারি প্রশ্ন (১০টি)

প্রশ্ন ১১: ছবিতে ক্লিক করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে রহিমের তৈরি গো-ব্যাগের ভেতরের অংশ দেখা যাচ্ছে। ব্যাগের ভেতরে বিভিন্ন জিনিস রাখা–শুকনো খাবার, পানির বোতল, টর্চ, ওষুধের বাক্স, কাগজপত্রের প্যাকেট, শুকনো কাপড়।

ছবির কোন জিনিসটি দেখে তুমি বুঝতে পারছ যে রহিমের পরিবার দুর্যোগের জন্য প্রস্তুত? সঠিক জায়গায় ক্লিক করো।

সঠিক উত্তর: পুরো গো-ব্যাগটাই সঠিক উত্তর। যে কোনো জিনিসে ক্লিক করলেই হবে।

প্রশ্ন ১২: খালি জায়গা পূরণ করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে রহিম গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্রগুলো প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরছে। টেবিলের ওপর জন্ম সনদ, শিক্ষা সনদ, জমির দলিল রাখা।

"গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র _____ ব্যাগে ভরে রাখতে হয়, যেন ভিজে না যায়।"

(ড্রপ করে বসানোর জন্য অপশন থাকবে: কাগজের, প্লাস্টিকের, কাপড়ের, চামড়ার)

সঠিক উত্তর: প্লাস্টিকের

প্রশ্ন ১৩: সত্য না মিথ্যা বলো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে রহিমের বাবা গো-ব্যাগে কিছু নগদ টাকা রাখছেন। তিনি ছোট ছোট নোট রাখছেন।

"গো-ব্যাগে বড় নোটের টাকা রাখা ভালো।"

সঠিক উত্তর: মিথ্যা (ছোট নোট রাখা ভালো, কারণ দরকারের সময় ছোট নোট কাজে লাগে)

প্রশ্ন ১৪: টেনে আনো আর মেলাও

বাম পাশে পাঁচটি কাজ দেওয়া আছে–
১. শুকনো খাবার জোগাড় করা
২. টর্চে ব্যাটারি দেওয়া
৩. ওষুধের বাক্স চেক করা
৪. কাগজপত্র প্লাস্টিকে ভরা
৫. সব জিনিস ব্যাগে ভরা

ডান পাশে তিনটি বক্স দেওয়া আছে–"তালিকা তৈরি", "জিনিসপত্র জোগাড়", "গুছিয়ে রাখা"

কোন কাজ কোন বক্সে যাবে? টেনে মেলাও।

সঠিক উত্তর: তালিকা তৈরি বক্সে→কোনো কাজ নেই (তালিকা তৈরি আলাদা), জিনিসপত্র জোগাড় বক্সে→১, ২, ৩, ৪, গুছিয়ে রাখা বক্সে→৫

প্রশ্ন ১৫: ছবি দেখে খবর তৈরি করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে রহিম ঘুমানোর আগে জানালার বাইরে তাকিয়ে আছে। জানালার পাশে তাদের তৈরি গো-ব্যাগ রাখা। বাইরের আকাশে কালো মেঘ।

রহিম কেন ভয় পাচ্ছে না?

ক) কারণ সে জানে তাদের গো-ব্যাগ তৈরি আছে
খ) কারণ সে খুব সাহসী
গ) কারণ বাইরে খুব সুন্দর আবহাওয়া
ঘ) কারণ তার বাবা-মা বাড়িতে নেই

সঠিক উত্তর: ক) কারণ সে জানে তাদের গো-ব্যাগ তৈরি আছে

প্রশ্ন ১৬: ঘটনা সাজাও

তিনটি ঘটনা এলোমেলোভাবে দেওয়া আছে–
ক) রহিমের বাবা গো-ব্যাগের গুরুত্ব বুঝতে পারেন
খ) রহিম মেট ক্লাবে গো-ব্যাগ সম্পর্কে শেখে
গ) রহিম তার পরিবারকে নিয়ে গো-ব্যাগ তৈরি করে

ঘটনাগুলোর সঠিক ক্রম সাজাও।

সঠিক উত্তর: খ → ক → গ

প্রশ্ন ১৭: খালি জায়গা পূরণ করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে রহিমের পরিবারের সবাই মিলে গো-ব্যাগ তৈরি করছে। বাবা কাগজপত্র দিচ্ছেন, মা খাবার দিচ্ছেন, রহিম ব্যাগে জিনিস গুছিয়ে রাখছে।

"গো-ব্যাগ তৈরিতে _____ অংশ নেওয়া ভালো।"

(ড্রপ করে বসানোর জন্য অপশন থাকবে: একা, পরিবারের সবাই, শুধু বাবা, শুধু মা)

সঠিক উত্তর: পরিবারের সবাই

প্রশ্ন ১৮: সত্য না মিথ্যা বলো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে রহিমের তৈরি গো-ব্যাগের ভেতরে শুকনো কাপড়, কম্বল, ছাতা রাখা আছে।

"গো-ব্যাগে শুধু খাবার আর পানি রাখলেই চলে।"

সঠিক উত্তর: মিথ্যা

প্রশ্ন ১৯: টেনে আনো আর মেলাও

বাম পাশে ছয়টি জিনিসের নাম দেওয়া আছে–
১. বিস্কুট
২. টর্চ
৩. স্যাভলন
৪. জন্ম সনদ
৫. নগদ টাকা
৬. হুইসেল

ডান পাশে ছয়টি বিভাগ দেওয়া আছে–খাবার, আলো, ওষুধ, কাগজপত্র, টাকা, যোগাযোগ

কোন জিনিস কোন বিভাগে পড়ে? টেনে মেলাও।

সঠিক উত্তর: বিস্কুট→খাবার, টর্চ→আলো, স্যাভলন→ওষুধ, জন্ম সনদ→কাগজপত্র, নগদ টাকা→টাকা, হুইসেল→যোগাযোগ

প্রশ্ন ২০: পাজল সাজাও

তিনটি টুকরো দেওয়া আছে। টুকরোগুলো হচ্ছে–"গো-ব্যাগ", "জরুরি মুহূর্তের", "সঙ্গী"

টুকরোগুলো সঠিকভাবে সাজিয়ে একটি অর্থপূর্ণ বাক্য তৈরি করো।

সঠিক উত্তর: "গো-ব্যাগ জরুরি মুহূর্তের সঙ্গী"

কঠিন প্রশ্ন (১০টি)

প্রশ্ন ২১: ছবিতে ক্লিক করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে একটি বাড়ির ভেতরের অংশ দেখা যাচ্ছে। বাড়ির বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন জিনিস রাখা–এক জায়গায় খাবার, আরেক জায়গায় ওষুধের বাক্স, আরেক জায়গায় কাগজপত্র। কিন্তু কোথাও কোনো গো-ব্যাগ নেই।

ছবিতে কী নেই বলে তুমি বুঝতে পারছ যে পরিবারটি দুর্যোগের জন্য প্রস্তুত নয়? সঠিক জায়গায় ক্লিক করো।

সঠিক উত্তর: ছবির যেকোনো জায়গায় ক্লিক করলেই হবে, কারণ গো-ব্যাগ নেই।

প্রশ্ন ২২: সত্য না মিথ্যা বলো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে রহিম তার তৈরি গো-ব্যাগ ৬ মাস পর পর চেক করছে। পুরনো বিস্কুট বদলে নতুন বিস্কুট রাখছে।

"গো-ব্যাগ একবার বানালেই আর চেক করার দরকার নেই।"

সঠিক উত্তর: মিথ্যা (৬ মাস পর পর চেক করতে হয়)

প্রশ্ন ২৩: টেনে আনো আর মেলাও

বাম পাশে ছয়টি বিবৃতি দেওয়া আছে–
১. গো-ব্যাগে শুকনো খাবার রাখতে হয়
২. গো-ব্যাগে টর্চ ও ব্যাটারি রাখতে হয়
৩. গো-ব্যাগে ওষুধপত্র রাখতে হয়
৪. গো-ব্যাগে কাগজপত্র প্লাস্টিকে ভরে রাখতে হয়
৫. গো-ব্যাগ সবাই জানে কোথায় আছে
৬. গো-ব্যাগ ৬ মাস পর পর চেক করতে হয়

ডান পাশে চারটি বক্স দেওয়া আছে–"গো-ব্যাগের জিনিস", "গো-ব্যাগ রাখার জায়গা", "গো-ব্যাগের যত্ন", "গো-ব্যাগের প্রস্তুতি"

কোন বিবৃতি কোন বক্সে যাবে? টেনে মেলাও।

সঠিক উত্তর:
গো-ব্যাগের জিনিস বক্সে→১, ২, ৩, ৪
গো-ব্যাগ রাখার জায়গা বক্সে→৫
গো-ব্যাগের যত্ন বক্সে→৬
গো-ব্যাগের প্রস্তুতি বক্সে→কোনো বিবৃতি নেই

প্রশ্ন ২৪: গল্পের ঘটনা শনাক্ত করো

গল্পের তিনটি প্যানেল তৈরি করে দেখানো হয়েছে

প্যানেল ১: টিভিতে খবর দেখানো হচ্ছে "ঘূর্ণিঝড়ের সতর্ক সংকেত"
প্যানেল ২: রহিম তার পরিবারকে গো-ব্যাগ তৈরির কথা বলছে
প্যানেল ৩: রহিমের পরিবার সবাই মিলে গো-ব্যাগ তৈরি করছে

কোন প্যানেলে গো-ব্যাগের গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে?

ক) প্যানেল ১
খ) প্যানেল ২
গ) প্যানেল ৩
ঘ) সবগুলো

সঠিক উত্তর: খ) প্যানেল ২ (এখানে রহিম বাবাকে গো-ব্যাগের গুরুত্ব বুঝিয়েছে)

প্রশ্ন ২৫: খালি জায়গা পূরণ করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে রহিমের পরিবারের তৈরি গো-ব্যাগটি বেডরুমের দরজার পাশে রাখা। ব্যাগের গায়ে একটি কাগজ টাঙানো, যাতে লেখা "৬ মাস পর চেক করতে হবে। শেষ চেক: জানুয়ারি ২০২৬"।

"গো-ব্যাগ _____ পর পর চেক করে নষ্ট খাবার বদলাতে হয়।"

(ড্রপ করে বসানোর জন্য অপশন থাকবে: ১ মাস, ৩ মাস, ৬ মাস, ১ বছর)

সঠিক উত্তর: ৬ মাস

প্রশ্ন ২৬: ক্রিটিকাল থিংকিং - বিশ্লেষণধর্মী

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে রহিমের দুই বন্ধু কথা বলছে। একজন বলছে, "আমাদের বাসায় কোনো গো-ব্যাগ নেই। দরকার কী? দুর্যোগ এলে তখন যা হয় হবে।" আরেকজন বলছে, "তা ঠিক না। দুর্যোগের আগেই প্রস্তুতি নেওয়া ভালো।"

কার কথা বেশি যুক্তিযুক্ত? কেন?

ক) প্রথমজনের কথা, কারণ দুর্যোগ আসবে কি না জানি না
খ) দ্বিতীয়জনের কথা, কারণ আগে থেকে প্রস্তুত থাকলে বিপদে বাঁচা যায়
গ) দুজনের কথাই ঠিক
ঘ) দুজনের কথাই ভুল

সঠিক উত্তর: খ) দ্বিতীয়জনের কথা, কারণ আগে থেকে প্রস্তুত থাকলে বিপদে বাঁচা যায়

প্রশ্ন ২৭: পাজল সাজাও

চারটি টুকরো দেওয়া আছে। টুকরোগুলো হচ্ছে–"গো-ব্যাগে", "শুকনো খাবার", "পানি", "ওষুধ রাখতে হয়"

টুকরোগুলো সঠিকভাবে সাজিয়ে একটি অর্থপূর্ণ বাক্য তৈরি করো।

সঠিক উত্তর: "গো-ব্যাগে শুকনো খাবার, পানি, ওষুধ রাখতে হয়"

প্রশ্ন ২৮: ক্রিটিকাল থিংকিং - প্রয়োগমূলক

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে একটি পরিবার গো-ব্যাগ তৈরি করছে। তাদের একটি ছোট বাচ্চা আছে, যে এখনও দুধ খায়। বাড়িতে একজন বয়স্ক মানুষও আছেন, যাকে নিয়মিত ওষুধ খেতে হয়।

এই পরিবারের গো-ব্যাগে অন্য পরিবারের চেয়ে কী কী বাড়তি জিনিস রাখা উচিত?

ক) বেশি করে বিস্কুট
খ) বেশি করে পানি
গ) বেবি ফুড, ডায়াপার, বয়স্ক মানুষের ওষুধ
ঘ) বেশি করে টাকা

সঠিক উত্তর: গ) বেবি ফুড, ডায়াপার, বয়স্ক মানুষের ওষুধ

প্রশ্ন ২৯: ঘটনা সাজাও

পাঁচটি ঘটনা এলোমেলোভাবে দেওয়া আছে–
ক) ঘূর্ণিঝড়ের সতর্ক সংকেত জারি
খ) রহিম গো-ব্যাগের তালিকা তৈরি
গ) পরিবার সবাই মিলে জিনিসপত্র জোগাড়
ঘ) তৈরি গো-ব্যাগ দরজার পাশে রাখা
ঙ) পরিবার নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাওয়া

ঘটনাগুলোর সঠিক ক্রম সাজাও।

সঠিক উত্তর: খ → গ → ঘ → ক → ঙ (মনে রাখতে হবে, গো-ব্যাগ আগে তৈরি করে রাখা হয়, তারপর সতর্ক সংকেত এলে তা নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়া হয়)

প্রশ্ন ৩০: ক্রিটিকাল থিংকিং - যুক্তিভিত্তিক

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে রহিম তার তৈরি গো-ব্যাগের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখে আত্মবিশ্বাসের হাসি।

রহিম কেন আত্মবিশ্বাসী?

ক) কারণ তার বাড়ি খুব শক্ত
খ) কারণ তার কাছে প্রচুর টাকা আছে
গ) কারণ তার পরিবার দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুত
ঘ) কারণ তার অনেক বন্ধু আছে

সঠিক উত্তর: গ) কারণ তার পরিবার দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুত

বিষয়: উপগ্রহ ও রাডার

শিখনফল

১। শিক্ষার্থীরা উপগ্রহ ও রাডার কীভাবে দুর্যোগ পর্যবেক্ষণ ও পূর্বাভাসে কাজ করে তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
২। শিক্ষার্থীরা উপগ্রহ ছবি ও রাডার তথ্য পড়ার প্রাথমিক ধারণা লাভ করবে।

মুন্নি ও সাগরের অভিযান

মুন্নি আর সাগর দুই সহপাঠী। মুন্নি খুব প্রশ্ন করতে ভালোবাসে, আর সাগর সবকিছুর উত্তর খুঁজে বেড়ায়। তাদের স্কুলের পাশেই আবহাওয়া অফিস। সেখানে একটা বড় সাদা গোলক আছে ছাদের ওপর। সেটা দেখে মুন্নির খুব কৌতূহল।

একদিন বিকেলে মুন্নি সাগরকে বলল, "ওই গোলকটা দেখেছ? ওটা কী? ওটা দিয়ে কী হয়?" সাগর বলল, "ওটা রাডার। বৃষ্টি কোথায় হচ্ছে, সেটা দেখে।"

মুন্নি অবাক হয়ে বলল, "বৃষ্টি! এত উঁচু থেকে বৃষ্টি দেখা যায়? আমরা তো চোখে দেখতে পাই না।" সাগর বলল, "ওটা চোখ দিয়ে দেখে না। ওটা তরঙ্গ দিয়ে কাজ করে। অনেকটা চামচ দিয়ে যেমন শব্দ করা যায়, দেয়ালে ছুঁড়লে ফিরে আসে। রাডারও তেমন।"

মুন্নি আরও অবাক হলো। "এত মজার! আরও জানতে হবে। চল, আমরা আবহাওয়া অফিসে যাই।"

পরের দিন দুজন আবহাওয়া অফিসে গেল। সেখানে তাদের দেখা হলো চাচা রফিকের সঙ্গে। তিনি আবহাওয়া অফিসের মানুষ। মুন্নি বলল, "চাচা, আমাদের রাডার আর উপগ্রহ সম্পর্কে জানতে ইচ্ছে করছে। আপনি কি একটু বলবেন?"

চাচা রফিক হাসলেন। "বলব না! চলো, আমার রুমে চল। আমি তোমাদের পুরো ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলি।"

চাচা রফিকের রুমে ঢুকেই মুন্নি আর সাগর থ হয়ে গেল। দেওয়ালে বড় বড় ছবি। নীল, লাল, সবুজ রঙের অদ্ভুত মানচিত্র। একটা কম্পিউটারের পর্দায় ঘুরছে মেঘের ছবি। চাচা রফিক বললেন, "এগুলো হলো উপগ্রহ আর রাডারের ছবি। এদের মাধ্যমেই আমরা জানতে পারি কোথায় বৃষ্টি হচ্ছে, কোথায় ঘূর্ণিঝড় আসছে।"

সাগর বলল, "উপগ্রহ আর রাডার কি একই জিনিস?" চাচা বললেন, "একদমই না। এরা দুই বন্ধু, কিন্তু কাজ করার পদ্ধতি আলাদা। চলো গল্প বলি।"

চাচা একটা ছবি দেখিয়ে বললেন, "এই হচ্ছে ক্যামেরাওয়ালা উপগ্রহ। এটা অনেকটা মোবাইল ফোনের ক্যামেরার মতো কাজ করে। দিনের বেলা যখন সূর্যের আলো থাকে, তখন খুব সুন্দর ছবি তোলে। মেঘ কোথায় আছে, ঘূর্ণিঝড় কোথায় আসছে, বড় বড় নদী কোথায়–সব দেখতে পায়।"

মুন্নি বলল, "ও! মানে এটা দিয়ে আমরা আবহাওয়া দেখতে পাই?" চাচা বললেন, "হ্যাঁ। কিন্তু সমস্যা হলো, রাতে যখন অন্ধকার হয়, তখন এই ক্যামেরা কিছুই দেখতে পায় না। আর মেঘ থাকলেও সমস্যা। মেঘের নিচে কী হচ্ছে, বন্যা হয়েছে কিনা–সেটা দেখতে পায় না।" সাগর বলল, "তাহলে রাতে কী করা হয়?" চাচা হাসলেন। "এখানেই আসে দ্বিতীয় বন্ধু।"

চাচা আরেকটা ছবি দেখালেন। "এই হলো রাডারওয়ালা উপগ্রহ। এটা আলো দিয়ে নয়, রেডিও তরঙ্গ দিয়ে কাজ করে। যেমন–" চাচা টেবিল থেকে একটা বল নিয়ে দেয়ালে ছুঁড়ে মারলেন। বল ফিরে এলো। "দেখলে? ঠিক এভাবেই কাজ করে রাডার। উপগ্রহ থেকে রেডিও তরঙ্গ পাঠায় মাটিতে। সেটা মাটিতে লেগে ফিরে আসে। কত সময়ে ফিরে এলো, সেটা মেপে দূরত্ব বের করে। আর কত জোরে ফিরে এলো, সেটা মেপে বোঝে মাটি ভেজা কিনা, পানি আছে কিনা।"

মুন্নি লাফিয়ে উঠল। "ও! বুঝেছি! এটা রাতেও কাজ করে, দিনেও কাজ করে। মেঘ থাকলেও কাজ করে।" চাচা বললেন, "ঠিক ধরেছ। রাডার সব অবস্থায় কাজ করতে পারে। ঝড়-বাদল কিছুই এটাকে আটকাতে পারে না।" সাগর বলল, "আমরা টিভিতে বন্যার খবর দেখি, কোথায় কোথায় পানি উঠেছে তার ছবি দেখায়। সেটা কি রাডারের ছবি?" চাচা বললেন, "হ্যাঁ! কারণ মেঘ থাকলেও রাডার সেই পানি দেখতে পায়। উপগ্রহের ক্যামেরা মেঘের আড়ালে পানি দেখতে পায় না। কিন্তু রাডার পায়।"

চাচা তাদের নিয়ে গেলেন একটা বড় পর্দার সামনে। পর্দায় নানা রঙের একটা ছবি। চাচা বললেন, "এখন তোমরা শিখবে এই ছবিগুলো পড়তে। প্রথমে উপগ্রহের ছবি দেখি।" তিনি একটা ছবি দেখিয়ে বললেন–

সাদা বা উজ্জ্বল সাদা দেখলে বুঝবে সেখানে ঘন মেঘ আছে। যত সাদা, তত ঘন মেঘ। খুব সাদা মানে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। গাঢ় নীল বা কালো মানে পরিষ্কার আকাশ, মেঘ নেই। সেখানে রোদ থাকবে। হালকা নীল মানে হালকা মেঘ আছে। রোদ মাঝে মাঝে ঢাকা পড়তে পারে। সবুজ মানে সেখানে বন বা গাছপালা আছে। বাদামী মানে মাটি বা পাহাড়। সেখানে পানি নেই। নীল মানে সমুদ্র বা নদী।

মুন্নি বলল, "ও! তাহলে এই ছবিতে যেখানে সাদা, সেখানে বৃষ্টি হতে পারে?" চাচা বললেন, "ঠিক বলেছ।"

তারপর তিনি আরেকটা ছবি দেখালেন। এবারটা ছিল রাডারের ছবি।

হালকা নীল মানে খুব হালকা বৃষ্টি, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। ছাতা নিলেই চলে। গাঢ় নীল মানে মাঝারি বৃষ্টি। ভিজতে পারে। সবুজ মানে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টি। হলুদ মানে ভারী বৃষ্টি। বের হওয়া বিপজ্জনক হতে পারে। কমলা মানে খুব ভারী বৃষ্টি। জলাবদ্ধতা হতে পারে। লাল মানে অতি ভারী বৃষ্টি। বন্যা হতে পারে। সাবধান! বাদামী বা বেগুনি মানে শিলাবৃষ্টি বা খুব বিপজ্জনক ঝড়।

সাগর বলল, "বাহ! এটা তো অনেক মজার। রঙ দেখেই বোঝা যায় কতটা বিপদ হতে পারে।" চাচা বললেন, "ঠিক বলেছ। আবহাওয়াবিদরা এই ছবিগুলো দেখেই আগাম সতর্কতা দেন। ঘূর্ণিঝড় এলে আগেই বলে দেন। মানুষ নিরাপদ জায়গায় চলে যেতে পারে।"

ঠিক তখনই চাচার মোবাইল বেজে উঠল। তিনি কথা বলে ফোন রাখলেন। চাচা বললেন, "বলছিলাম, বাংলাদেশের উপকূলে যখন ঘূর্ণিঝড় আসে, তখন উপগ্রহ আগেই দেখতে পায়। তারপর আবহাওয়া অফিস সতর্কতা দেয়। মানুষ নিরাপদ জায়গায় চলে যেতে পারে। এই কারণেই প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ বেঁচে যায়।"

মুন্নি বলল, "তাহলে উপগ্রহ আর রাডার আমাদের বন্ধু!" চাচা বললেন, "শুধু বন্ধু না, এরা আমাদের রক্ষাকর্তা। এরা আকাশের চোখ। সব সময় তাকিয়ে থাকে, দেখে বিপদ এলে আগেই জানিয়ে দেয়।"

সাগর বলল, "চাচা, আমরা কি আরেকটু ছবি দেখতে পারি?" চাচা হাসলেন। "নিশ্চয়ই পারো।" তিনি কম্পিউটারে আরও কিছু ছবি দেখালেন। একটা ছবিতে দেখা যাচ্ছিল বিশাল সাদা ঘূর্ণি। চাচা বললেন, "এই দেখো, এটা ঘূর্ণিঝড়। উপগ্রহ এভাবে ঘূর্ণিঝড় দেখতে পায়। আগেই বলে দেয় ঘূর্ণিঝড় আসছে।" আরেকটা ছবিতে দেখা যাচ্ছিল নদীর পাশে নীল-সবুজ-হলুদ রঙের মিশেল। চাচা বললেন, "এইটা রাডার ছবি। এখানে হলুদ আর কমলা অংশ মানে ভারী বৃষ্টি। এই এলাকায় বন্যা হতে পারে।"

মুন্নি আর সাগর ঘণ্টাখানেক ছবি দেখল। তারপর চাচাকে ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে এল। বাড়ি ফেরার পথে মুন্নি বলল, "আজ অনেক মজা করলাম। উপগ্রহ আর রাডার সম্পর্কে জানলাম। রঙের ভাষা শিখলাম। এখন টিভিতে আবহাওয়ার খবর দেখলেই বুঝতে পারব।" সাগর বলল, "আমিও। আর মনে আছে চাচা যা বললেন–উপগ্রহ আর রাডার আকাশের চোখ। সব সময় তাকিয়ে থাকে আমাদের জন্য।"

পরের দিন স্কুলে মুন্নি আর সাগর তাদের বন্ধুদের সব শোনাল। তারাও অবাক হয়ে শুনল। সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিল, তারা এখন থেকে আবহাওয়ার খবর দেখবে। আর রঙের ভাষা বুঝতে পারবে। মুন্নি বলল, "এখন আমরা জানি, লাল মানে বিপদ। হলুদ মানে সাবধান। নীল মানে নিরাপদ।" সাগর বলল, "আর সাদা মানে মেঘ। কালো মানে রোদ। সবুজ মানে গাছ। বাদামী মানে মাটি।" সবাই হাততালি দিল। মুন্নি আর সাগর এখন ক্লাসের আবহাওয়া বিশেষজ্ঞ।

ছবির বর্ণনা

ছবি ১: গল্পের শুরুতে - আবহাওয়া অফিসে চাচা রফিকের রুম

ছবিতে চাচা রফিকের রুম। দেওয়ালে বড় বড় উপগ্রহ ও রাডারের ছবি টাঙানো। একটি কম্পিউটারের পর্দায় মেঘের ছবি। টেবিলের ওপর একটা বল রাখা। চাচা রফিক চেয়ারে বসে আছেন। মুন্নি আর সাগর দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে ছবি দেখছে। মুন্নির চোখ বড় বড়, সাগর হাত দিয়ে একটা ছবি দেখাচ্ছে। ঘরের কোণে একটা বড় গ্লোব রাখা। ছবির উপরে লেখা: "আকাশের চোখের দেখা।"

ছবি ২: গল্পের মাঝখানে - রঙের ভাষা শেখা

ছবিতে একটা বড় পর্দা। পর্দায় দুটি ছবি পাশাপাশি। বাম দিকে উপগ্রহের ছবি–সাদা মেঘ, নীল সমুদ্র, সবুজ বন, বাদামী মাটি। ডান দিকে রাডারের ছবি–হালকা নীল, গাঢ় নীল, সবুজ, হলুদ, কমলা, লাল রঙের দাগ। পাশে দাঁড়িয়ে চাচা রফিক হাত দিয়ে ছবি দেখাচ্ছেন। মুন্নি আর সাগর খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছে। ছবির নিচে লেখা: "উপগ্রহ ছবি: সাদা মানে মেঘ, নীল মানে পানি। রাডার ছবি: লাল মানে ভারী বৃষ্টি।"

ছবি ৩: গল্পের শেষে - মুন্নি-সাগর ক্লাসে শেখাচ্ছে

ছবিতে একটা ক্লাসরুম। ব্ল্যাকবোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে মুন্নি আর সাগর। বোর্ডে তারা উপগ্রহ ও রাডারের ছবি এঁকেছে আর রঙের মানে লিখেছে। নিচে লেখা: "সাদা = ঘন মেঘ, নীল = পানি, সবুজ = গাছ, লাল = ভারী বৃষ্টি।" ক্লাসের বন্ধুরা টেবিলে বসে অবাক হয়ে শুনছে। একজন হাত তুলেছে প্রশ্ন করবে। সবার মুখে আনন্দ আর আগ্রহ। ছবির উপরে লেখা: "আমরাই এখন আবহাওয়া বিশেষজ্ঞ।

প্রশ্ন অংশ

সহজ প্রশ্ন (১০টি)

প্রশ্ন ১: ছবিতে ক্লিক করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে আবহাওয়া অফিসের ছাদের ওপর একটা বড় সাদা গোলক। মুন্নি আর সাগর নিচে দাঁড়িয়ে সেটার দিকে তাকিয়ে আছে।

ছবির কোন জিনিসটা দেখে তুমি বুঝতে পারছ যে এটা রাডার? সঠিক জায়গায় ক্লিক করো।

সঠিক উত্তর: ছাদের ওপরের সাদা গোলকটিতে ক্লিক করতে হবে।

প্রশ্ন ২: সত্য না মিথ্যা বলো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে একটা উপগ্রহ মহাকাশ থেকে পৃথিবীর ছবি তুলছে।

"উপগ্রহ শুধু দিনের বেলায় কাজ করে, রাতে কাজ করতে পারে না।"

সঠিক উত্তর: সত্য (ক্যামেরাওয়ালা উপগ্রহ আলো ছাড়া ছবি তুলতে পারে না)

প্রশ্ন ৩: খালি জায়গা পূরণ করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে চাচা রফিক একটা বল দেয়ালে ছুঁড়ে মারছেন, বল ফিরে আসছে।

"রাডার _____ তরঙ্গ পাঠিয়ে কাজ করে।"

(ড্রপ করে বসানোর জন্য অপশন থাকবে: আলো, রেডিও, শব্দ, পানি)

সঠিক উত্তর: রেডিও

প্রশ্ন ৪: ছবিতে ক্লিক করো

পাশাপাশি দুইটি ছবি দেওয়া আছে। একটি ছবিতে দিনের বেলা পরিষ্কার আকাশের ছবি। আরেকটি ছবিতে রাতে অন্ধকার আকাশের ছবি।

কোন সময়ে উপগ্রহ ভালো ছবি তুলতে পারে? সঠিক ছবিতে ক্লিক করো।

সঠিক উত্তর: প্রথম ছবি (দিনের বেলার ছবি)

প্রশ্ন ৫: টেনে আনো আর মেলাও

বাম পাশে চারটি জিনিসের নাম দেওয়া আছে–উপগ্রহ, রাডার, ক্যামেরা, বল।
ডান পাশে চারটি কাজ দেওয়া আছে–আলো দিয়ে ছবি তোলে, তরঙ্গ পাঠায়, ছবি তোলে, রাডার বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

কোন জিনিসের সঙ্গে কোন কাজ মেলে? টেনে মেলাও।

সঠিক উত্তর: উপগ্রহ → আলো দিয়ে ছবি তোলে, রাডার → তরঙ্গ পাঠায়, ক্যামেরা → ছবি তোলে, বল → রাডার বোঝাতে ব্যবহৃত হয়

প্রশ্ন ৬: ছবি দেখে খবর তৈরি করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে উপগ্রহের ছবিতে অনেক সাদা মেঘ দেখা যাচ্ছে।

এই ছবি দেখে তুমি কী বুঝবে?

ক) আজ রোদ থাকবে
খ) আজ বৃষ্টি হতে পারে
গ) আজ খুব ঠান্ডা
ঘ) আজ মেঘ নেই

সঠিক উত্তর: খ) আজ বৃষ্টি হতে পারে

প্রশ্ন ৭: খালি জায়গা পূরণ করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে রাডারের ছবিতে একটা লাল দাগ দেখা যাচ্ছে।

"রাডারের ছবিতে লাল মানে _____ বৃষ্টি।"

(ড্রপ করে বসানোর জন্য অপশন থাকবে: হালকা, মাঝারি, ভারী, নেই)

সঠিক উত্তর: ভারী

প্রশ্ন ৮: সত্য না মিথ্যা বলো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে মেঘলা দিনে রাডার কাজ করছে।

"মেঘ থাকলে রাডার কাজ করতে পারে না।"

সঠিক উত্তর: মিথ্যা (মেঘ থাকলেও রাডার কাজ করে)

প্রশ্ন ৯: ঘটনা সাজাও

তিনটি ঘটনা এলোমেলোভাবে দেওয়া আছে–
ক: উপগ্রহ ছবি পাঠায়
খ: আবহাওয়াবিদ ছবি দেখেন
গ: ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কতা দেওয়া হয়

ঘূর্ণিঝড় শনাক্ত করে মানুষকে সাবধান করার সঠিক ক্রম সাজাও।

সঠিক উত্তর: ক → খ → গ

প্রশ্ন ১০: টেনে আনো আর মেলাও

বাম পাশে তিনটি রঙের নাম দেওয়া আছে–সাদা, নীল, বাদামী।
ডান পাশে তিনটি অর্থ দেওয়া আছে–পানি, মাটি, মেঘ।

কোন রঙের সঙ্গে কোন অর্থ মেলে? টেনে মেলাও।

সঠিক উত্তর: সাদা → মেঘ, নীল → পানি, বাদামী → মাটি

মাঝারি প্রশ্ন (১০টি)

প্রশ্ন ১১: ছবিতে ক্লিক করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে দুটি দৃশ্য। বাম দৃশ্যে দিনের বেলা উপগ্রহ কাজ করছে। ডান দৃশ্যে রাতে উপগ্রহ কাজ করছে না।

ছবির কোন দৃশ্যটি উপগ্রহের সীমাবদ্ধতা দেখাচ্ছে? সঠিক জায়গায় ক্লিক করো।

সঠিক উত্তর: ডান দৃশ্য (রাতের দৃশ্য)

প্রশ্ন ১২: খালি জায়গা পূরণ করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে বন্যার সময় মেঘের নিচে পানি জমেছে। উপগ্রহ সেটা দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু রাডার দেখতে পাচ্ছে।

"মেঘের আড়ালে বন্যার পানি দেখতে _____ লাগে।"

(ড্রপ করে বসানোর জন্য অপশন থাকবে: উপগ্রহ, রাডার, ক্যামেরা, টেলিস্কোপ)

সঠিক উত্তর: রাডার

প্রশ্ন ১৩: সত্য না মিথ্যা বলো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে রাডারের ছবিতে হলুদ রঙ দেখা যাচ্ছে।

"হলুদ মানে ভারী বৃষ্টি, বের হওয়া বিপজ্জনক হতে পারে।"

সঠিক উত্তর: সত্য

প্রশ্ন ১৪: টেনে আনো আর মেলাও

বাম পাশে চারটি রঙ দেওয়া আছে–হালকা নীল, সবুজ, কমলা, বেগুনি।

ডান পাশে চারটি অর্থ দেওয়া আছে–মাঝারি বৃষ্টি, খুব ভারী বৃষ্টি, হালকা বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি।

কোন রঙের সঙ্গে কোন অর্থ মেলে? টেনে মেলাও।

সঠিক উত্তর: হালকা নীল → হালকা বৃষ্টি, সবুজ → মাঝারি বৃষ্টি, কমলা → খুব ভারী বৃষ্টি, বেগুনি → শিলাবৃষ্টি

প্রশ্ন ১৫: ছবি দেখে খবর তৈরি করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে উপগ্রহের ছবিতে বিশাল একটা সাদা ঘূর্ণি দেখা যাচ্ছে।

এই ছবি দেখে আবহাওয়াবিদ কী বলবেন?

ক) আজ রোদ থাকবে
খ) ঘূর্ণিঝড় আসছে, সাবধান হতে হবে
গ) বৃষ্টি হবে না
ঘ) শীত পড়বে

সঠিক উত্তর: খ) ঘূর্ণিঝড় আসছে, সাবধান হতে হবে

প্রশ্ন ১৬: ঘটনা সাজাও

চারটি ঘটনা এলোমেলোভাবে দেওয়া আছে–
ক: রাডার তরঙ্গ পাঠায়
খ: তরঙ্গ বৃষ্টিতে লেগে ফিরে আসে
গ: ফিরে আসতে সময় লাগে
ঘ: বৃষ্টির তীব্রতা বের করা হয়

রাডার কীভাবে বৃষ্টি মাপে তার সঠিক ক্রম সাজাও।

সঠিক উত্তর: ক → খ → গ → ঘ

প্রশ্ন ১৭: খালি জায়গা পূরণ করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে মুন্নি আর সাগর ক্লাসের বন্ধুদের শেখাচ্ছে।

"মুন্নি বলল, এখন আমরা জানি, _____ মানে বিপদ, _____ মানে সাবধান, _____ মানে নিরাপদ।"

(ড্রপ করে বসানোর জন্য অপশনগুলো হবে: লাল-হলুদ-নীল, নীল-লাল-হলুদ, সবুজ-লাল-নীল, হলুদ-নীল-লাল)

সঠিক উত্তর: লাল-হলুদ-নীল

প্রশ্ন ১৮: সত্য না মিথ্যা বলো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে চাচা রফিক বলছেন, "উপগ্রহ আর রাডার আমাদের রক্ষাকর্তা।"

চাচা রফিকের কথা কি ঠিক?

সঠিক উত্তর: সত্য (কারণ এরা আগেই দুর্যোগের খবর দিয়ে মানুষকে বাঁচায়)

প্রশ্ন ১৯: টেনে আনো আর মেলাও

বাম পাশে পাঁচটি কাজ দেওয়া আছে–
১. ঘূর্ণিঝড় দেখা
২. বৃষ্টির তীব্রতা মাপা
৩. নদীর অবস্থান দেখা
৪. বন্যার পানি দেখা
৫. মেঘের ছবি তোলা

ডান পাশে দুটি বক্স দেওয়া আছে–"উপগ্রহের কাজ" ও "রাডারের কাজ"

কোন কাজ কোন বক্সে যাবে? টেনে মেলাও।

সঠিক উত্তর: উপগ্রহের কাজ বক্সে → ১, ৩, ৫; রাডারের কাজ বক্সে → ২, ৪

প্রশ্ন ২০: পাজল সাজাও

তিনটি টুকরো দেওয়া আছে। টুকরোগুলো হচ্ছে–"আকাশের", "উপগ্রহ আর রাডার", "চোখ"

টুকরোগুলো সঠিকভাবে সাজিয়ে একটি অর্থপূর্ণ বাক্য তৈরি করো।

সঠিক উত্তর: "উপগ্রহ আর রাডার আকাশের চোখ"

কঠিন প্রশ্ন (১০টি)

প্রশ্ন ২১: ছবিতে ক্লিক করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে তিনটি দৃশ্য–
বাম দৃশ্য: উপগ্রহের ছবিতে সাদা মেঘ
মাঝের দৃশ্য: রাডারের ছবিতে লাল দাগ
ডান দৃশ্য: আবহাওয়ার খবরে সতর্কতা

কোন দৃশ্যটি দুর্যোগের আগাম সতর্কতা পেতে সাহায্য করে?

সঠিক উত্তর: সবগুলো দৃশ্যই সঠিক। শিক্ষার্থী যেকোনো একটা দৃশ্যে ক্লিক করলেই হবে।

প্রশ্ন ২২: সত্য না মিথ্যা বলো

একটি বাক্য দেওয়া আছে: "উপগ্রহ আর রাডার একই জিনিস, এদের কাজও একই।"

এই কথাটা কি ঠিক?

সঠিক উত্তর: মিথ্যা (উপগ্রহ আর রাডার দুই রকম, এদের কাজ করার পদ্ধতি আলাদা)

প্রশ্ন ২৩: টেনে আনো আর মেলাও

বাম পাশে পাঁচটি বিবৃতি দেওয়া আছে–
১. দিনের বেলা মেঘের ছবি তোলে
২. রাতেও কাজ করে
৩. মেঘের আড়ালে পানি দেখতে পায় না
৪. বৃষ্টির তীব্রতা মাপে
৫. ঘূর্ণিঝড়ের অবস্থান দেখায়

ডান পাশে দুটি বক্স দেওয়া আছে–"উপগ্রহের বৈশিষ্ট্য" ও "রাডারের বৈশিষ্ট্য"

কোন বিবৃতি কোন বক্সে যাবে? টেনে মেলাও।

সঠিক উত্তর: উপগ্রহের বৈশিষ্ট্য বক্সে → ১, ৩, ৫; রাডারের বৈশিষ্ট্য বক্সে → ২, ৪

প্রশ্ন ২৪: গল্পের ঘটনা শনাক্ত করো

গল্পের তিনটি প্যানেল তৈরি করে দেখানো হয়েছে–

প্যানেল ১: চাচা রফিক বল দিয়ে রাডার বোঝাচ্ছেন
প্যানেল ২: চাচা রফিক রঙের ভাষা শেখাচ্ছেন
প্যানেল ৩: মুন্নি-সাগর ক্লাসে বন্ধুদের শেখাচ্ছেন

কোন প্যানেলে উপগ্রহ-রাডারের কাজের পদ্ধতি, কোনটিতে ছবি পড়ার নিয়ম আর কোনটিতে শেখানো দেখানো হয়েছে?

সঠিক উত্তর: প্যানেল ১- কাজের পদ্ধতি, প্যানেল ২- ছবি পড়ার নিয়ম, প্যানেল ৩- শেখানো

প্রশ্ন ২৫: খালি জায়গা পূরণ করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে চাচা রফিক বলছেন, "বাংলাদেশের উপকূলে যখন ঘূর্ণিঝড় আসে, তখন _____ আগেই দেখতে পায়। তারপর আবহাওয়া অফিস _____ দেয়। মানুষ নিরাপদ জায়গায় চলে যেতে পারে।"

(ড্রপ করে বসানোর জন্য অপশনগুলো হবে: রাডার-সতর্কতা, উপগ্রহ-সতর্কতা, ক্যামেরা-খবর, আবহাওয়া-বার্তা)

সঠিক উত্তর: উপগ্রহ-সতর্কতা

প্রশ্ন ২৬: ক্রিটিকাল থিংকিং - বিশ্লেষণধর্মী

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে দুই বন্ধু কথা বলছে। একজন বলছে, "আজ রাতে ঝড়ের সম্ভাবনা আছে। উপগ্রহ তো রাতে কাজ করতে পারে না। তাহলে কীভাবে আমরা জানব?" আরেকজন বলছে, "রাডার তো আছে। ও তো রাতেও কাজ করে।"

কার কথা বেশি যুক্তিযুক্ত? কেন?

সঠিক উত্তর: দ্বিতীয়জনের কথা, কারণ রাডার রাতেও কাজ করতে পারে এবং ঝড়ের তথ্য দিতে পারে।

প্রশ্ন ২৭: পাজল সাজাও

চারটি টুকরো দেওয়া আছে। টুকরোগুলো হচ্ছে–"উপগ্রহ", "দিনে কাজ করে", "রাতে কাজ করে", "রাডার"

টুকরোগুলো সঠিকভাবে সাজিয়ে দুটি অর্থপূর্ণ বাক্য তৈরি করো।

সঠিক উত্তর: "উপগ্রহ দিনে কাজ করে" এবং "রাডার রাতে কাজ করে"

প্রশ্ন ২৮: ক্রিটিকাল থিংকিং - প্রয়োগমূলক

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে বন্যা হয়েছে। আকাশে ঘন কালো মেঘ। উপগ্রহের ক্যামেরা মেঘের আড়ালে পানি দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু রাডার দেখতে পাচ্ছে।

এই অবস্থায় কোন যন্ত্রের তথ্য বেশি কাজে লাগবে? কেন?

সঠিক উত্তর: রাডারের তথ্য বেশি কাজে লাগবে, কারণ রাডার মেঘের আড়ালেও বন্যার পানি দেখতে পায়।

প্রশ্ন ২৯: ঘটনা সাজাও

পাঁচটি ঘটনা এলোমেলোভাবে দেওয়া আছে–
ক: উপগ্রহ ঘূর্ণিঝড় দেখতে পায়
খ: আবহাওয়া অফিস সতর্কতা দেয়
গ: মানুষ নিরাপদ জায়গায় চলে যায়
ঘ: রেডিও-টিভিতে খবর প্রচার হয়
ঙ: প্রাণহানি কম হয়

ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলার সঠিক ক্রম সাজাও।

সঠিক উত্তর: ক → খ → ঘ → গ → ঙ

প্রশ্ন ৩০: ক্রিটিকাল থিংকিং - যুক্তিভিত্তিক

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে মুন্নি বলছে, "উপগ্রহ আর রাডার আমাদের বন্ধু। এরা আকাশের চোখ। সব সময় তাকিয়ে থাকে আমাদের জন্য।"

মুন্নির কথা কেন সত্যি?

সঠিক উত্তর: কারণ উপগ্রহ আর রাডার সব সময় দুর্যোগ পর্যবেক্ষণ করে। তারা আগেই বিপদের খবর জানিয়ে দেয়। এতে মানুষ প্রস্তুতি নিতে পারে এবং প্রাণ বাঁচাতে পারে।

বিষয়: ভূমিকম্প

আনোয়ারা ও মিতার ভূমিকম্প অ্যাডভেঞ্চার

আনোয়ারা আর মিতা দুই মামাতো বোন। আনোয়ারা থাকে চট্টগ্রামে আর মিতা থাকে ঢাকায়। গ্রীষ্মের ছুটিতে মিতা বেড়াতে এসেছে আনোয়ারাদের বাড়িতে।

সেদিন দুপুরে খাওয়া-দাওয়া শেষে দুজনে বারান্দায় বসে গল্প করছিল। আনোয়ারার দাদু কাছেই একটা চেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন।

হঠাৎ মিতা চিৎকার করে উঠল, "ওহ! দেখ দেখ! পাখিটার কী হল? ওড়াওড়ি করছে কেন?"

সত্যিই, বারান্দার পাশের গাছটায় বসে থাকা একটা পাখি হঠাৎ করে অস্থির হয়ে উড়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই কয়েকটা কুকুর ঘেউ ঘেউ শুরু করে দিল।

দাদু খবরের কাগজ থেকে চোখ তুলে বললেন, "বড় বিপদের আগে পশুপাখিরা অস্থির হয়ে ওঠে। মনে হচ্ছে আজ কিছু একটা হবে।"

দাদুর কথা শেষ হতে না হতেই মাটি কাঁপতে শুরু করল। প্রথমে একটু, তারপর আরও জোরে। বারান্দার ঝাড়বাতিটা দুলতে লাগল। টেবিলের ওপর রাখা গ্লাসের পানি ঢলে পড়ল।

আনোয়ারা ভয়ে চিৎকার করে উঠল, "দাদু! কী হচ্ছে?"

দাদু সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, "ভয় পেয়ো না। শোন, আমি যা বলি তাই করো। ড্রপ! কভার! হোল্ড অন!"

দাদু নিজে সঙ্গে সঙ্গে নিচে নেমে পড়লেন। আনোয়ারা আর মিতাও দ্রুত নিচে নেমে গেল। তারা কাছের শক্ত টেবিলটার নিচে ঢুকে পড়ল। মাথা বাঁচাল। টেবিলের পা শক্ত করে ধরে থাকল।

কিছুক্ষণ পর কম্পন থামল। আনোয়ারা ফিসফিস করে বলল, "দাদু, থেমে গেছে?"

দাদু বললেন, "একটু অপেক্ষা করো। নিশ্চিত হতে হবে যে কম্পন পুরোপুরি থেমে গেছে।"

কিছুক্ষণ পর দাদু বললেন, "ঠিক আছে, এখন বের হও। কিন্তু সাবধানে।"

তারা তিনজন বারান্দা থেকে বের হয়ে মাঠের দিকে যাচ্ছিল। পথে আনোয়ারার মা-বাবা আর ছোট ভাইও বেরিয়ে এসেছে। সবাই মিলে মাঠে জড়ো হলো।

মিতা অবাক হয়ে বলল, "একই ভূমিকম্প, অথচ আমরা চট্টগ্রামে খুব জোরে টের পেলাম। আমার মা ফোন করে বললেন, ঢাকায় শুধু ঝাড়বাতিটা একটু দুলেছে। কেন এমন হয় দাদু?"

দাদু হাসলেন। একটা বল বের করে মাটিতে ফেলে দিয়ে বললেন, "দেখো, এই বলটা যেখানে পড়ল, সেখানে শক্তি সবচেয়ে বেশি। আর যত দূরে যাবে, শক্তি কমতে থাকবে।"

আনোয়ারা বলে উঠল, "ওহ! মানে চট্টগ্রাম যেহেতু উৎপত্তিস্থলের কাছাকাছি, তাই আমরা বেশি টের পেলাম। আর ঢাকা দূরে, তাই ওরা কম টের পেল?"

দাদু বললেন, "ঠিক ধরেছ। একেই বলে ইনটেনসিটি। মানে কতটা টের পেলাম, সেটা জায়গাভেদে বদলায়। কিন্তু ভূমিকম্পের শক্তি, যাকে বলে ম্যাগনিচ্যুড, সেটা একই থাকে। উৎপত্তিস্থলে যন্ত্র দিয়ে মাপা হয় সেটা। যেমন ৫.২ বা ৬.৫ মাত্রা।"

মিতা বলল, "বুঝেছি! ম্যাগনিচ্যুড হলো ভূমিকম্পের আসল শক্তি। আর ইনটেনসিটি হলো আমরা কতটা টের পেলাম।"

ঠিক তখনই আবার মাটি কাঁপতে শুরু করল। কিন্তু আগের চেয়ে অনেক কম।

আনোয়ারা ভয় পেয়ে আবার টেবিলের নিচে যেতে চাইল। দাদু বাধা দিয়ে বললেন, "দাঁড়াও। এখন শান্ত হও। এটা হলো আফটারশক। বড় ভূমিকম্পের পর ছোট ছোট কম্পন আসতে পারে। এখন আমরা মাঠের মাঝখানে নিরাপদে বসে আছি। তাই ভয়ের কিছু নেই।"

কম্পন থামলে দাদু বললেন, "এখন বাড়ি ফেরার সময় হয়েছে। কিন্তু ফেরার আগে কিছু কথা মনে রেখো।"

দাদু তিনটি ধাপে সব বুঝিয়ে বললেন-

প্রথম ধাপ: বাড়ি ঢোকার আগে

· বাড়ির চারপাশে ভালো করে দেখো। দেয়ালে ফাটল আছে কিনা।
· বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে পড়েছে কিনা দেখো।
· গ্যাসের গন্ধ পাচ্ছ কিনা শুঁকে দেখো।

দ্বিতীয় ধাপ: বাড়ি ঢোকার পর

· দরজা-জানালা খুলে দাও, যেন বাতাস চলাচল করে।
· গ্যাসের লাইন চেক করো। গন্ধ পেলে খুলে দেবে।
· বিদ্যুতের সুইচ অফ করে দাও।

তৃতীয় ধাপ: সাবধানে থাকো

· ভারী আলমারি, শোকেসের কাছে যাবে না। এগুলো উল্টে যেতে পারে।
· কাঁচের জিনিস থেকে দূরে থাকো।
· আবার ভূমিকম্প হলে আবারও ড্রপ, কভার, হোল্ড অন করবে।

সাবধানে বাড়ি ফিরে সবাই মিলে বাড়ি পরীক্ষা করে দেখল। বাড়ির পেছনের দেয়ালে একটা ছোট ফাটল ধরেছে। বিদ্যুতের তার ঠিক আছে। গ্যাসের গন্ধ নেই। আনোয়ারার বাবা বললেন, "বাড়ি মেরামত করতে হবে। কিন্তু আমরা সবাই নিরাপদ আছি, এটাই বড় কথা।"

রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে আনোয়ারা তার ডায়েরিতে লিখল-

গোপন ডায়েরি

তারিখ: আজকের দিন
স্থান: আমার ঘর

আজ আমার জীবনের প্রথম ভূমিকম্প দেখলাম। প্রথমে খুব ভয় পেয়েছিলাম। কিন্তু দাদু ঠিক করে দিয়েছিলেন। ড্রপ! কভার! হোল্ড অন! এই তিনটা কথা মনে রাখলে আর ভয় পাব না।

আজ আরও একটা জিনিস শিখলাম। ম্যাগনিচ্যুড আর ইনটেনসিটি। ম্যাগনিচ্যুড হলো ভূমিকম্পের শক্তি। এটা উৎপত্তিস্থলে মাপা হয়। আর ইনটেনসিটি হলো আমরা কতটা টের পেলাম। এটা জায়গাভেদে বদলায়।

ভূমিকম্পের পরও সাবধান থাকতে হয়। আফটারশক আসতে পারে। বাড়ি ফিরে চারপাশ ভালো করে দেখতে হবে।

আমি আমার বন্ধুদেরও এসব শেখাব। যাতে তারাও ভূমিকম্পে নিজেদের বাঁচাতে পারে।

গুডনাইট।

ছবির বর্ণনা

ছবি ১: গল্পের শুরুতে - ভূমিকম্প শুরু

ছবিতে আনোয়ারা, মিতা আর দাদু বারান্দায় বসে আছে। বারান্দার ঝাড়বাতি দুলছে। টেবিলের ওপর রাখা গ্লাস থেকে পানি পড়ছে। পাশের গাছ থেকে পাখি উড়ে যাচ্ছে। রাস্তায় কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে। সবাই ভয় পেয়েছে। দাদু হাত দিয়ে নিচে নামার ইশারা করছেন। ছবির উপরে লেখা থাকতে পারে: "ড্রপ! কভার! হোল্ড অন!"

ছবি ২: গল্পের মাঝখানে - দাদুর বল দিয়ে বুঝানো

ছবিতে দাদু একটি বল মাটিতে ফেলে দিচ্ছেন। মাটিতে বল পড়ার জায়গাটায় বড় একটা তারা চিহ্ন। তার চারপাশে কয়েকটি বৃত্ত। প্রতিটি বৃত্তের পাশে লেখা: "চট্টগ্রাম - বেশি কাঁপছে", "ঢাকা - কম কাঁপছে"। আনোয়ারা আর মিতা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। ছবির উপরে লেখা: "ম্যাগনিচ্যুড একই, ইনটেনসিটি জায়গাভেদে বদলায়!"

ছবি ৩: গল্পের শেষে - বাড়ি ফিরে পরীক্ষা

ছবিতে আনোয়ারা, মিতা, দাদু আর আনোয়ারার পরিবার বাড়ির পেছনের দেয়াল পরীক্ষা করছে। দেয়ালে একটা ছোট ফাটল দেখা যাচ্ছে। একজন বাবা বিদ্যুতের তার দেখছেন। একজন মা গ্যাসের গন্ধ শুঁকছেন। ছবির উপরে লেখা: "ভূমিকম্প পরবর্তী নিরাপত্তা - দেয়াল পরীক্ষা, গ্যাস চেক, বিদ্যুৎ বন্ধ।"

তাত্ত্বিক অংশ

ভূমিকম্প কী?

ভূমিকম্প হলো মাটির কম্পন। ভূ-অভ্যন্তরে পাথরের স্তর নড়ে গেলে এই কম্পনের সৃষ্টি হয়। গল্পে আমরা দেখেছি, হঠাৎ করেই মাটি কাঁপতে শুরু করেছিল।

ম্যাগনিচ্যুড (Magnitude) ও ইনটেনসিটি (Intensity) এর পার্থক্য

গল্পে দাদু একটি বল দিয়ে এই পার্থক্য খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন।

ম্যাগনিচ্যুড হলো ভূমিকম্পের মোট শক্তি। এটি একবার নির্ধারণ হলে আর বদলায় না। সব জায়গায় একই থাকে।

ইনটেনসিটি হলো ভূমিকম্প মানুষ কতটা অনুভব করলো এবং কতটা ক্ষতি হলো। এটি জায়গা ভেদে কম-বেশি হয়।

ম্যাগনিচ্যুড মাপা হয় ভূমিকম্পের কেন্দ্রের শক্তি দিয়ে, আর ইনটেনসিটি মাপা হয় বিভিন্ন জায়গার অভিজ্ঞতা ও ক্ষতি দেখে।

ম্যাগনিচ্যুড যন্ত্র দিয়ে মাপা হয় (সিসমোগ্রাফ), আর ইনটেনসিটি নির্ধারণ করা হয় মানুষের অনুভূতি ও ক্ষতির ভিত্তিতে।

ম্যাগনিচ্যুড রিখটার স্কেলে (যেমন ৫.২), আর ইনটেনসিটি মার্কালি স্কেলে (I–XII) প্রকাশ করা হয়।

গল্পের উদাহরণ: একই ভূমিকম্পের ম্যাগনিচ্যুড ছিল ৬.২। কিন্তু চট্টগ্রামে ইনটেনসিটি বেশি ছিল (দেয়াল ফাটল), আর ঢাকায় ইনটেনসিটি কম ছিল (শুধু ঝাড়বাতি দুলল)।

ভূমিকম্পের সময় করণীয়: ড্রপ, কভার, হোল্ড অন

গল্পে দাদু এই তিনটি ধাপ শিখিয়েছেন:

১. ড্রপ (Drop) - নিচে নামো

· সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে নেমে পড়ো।
· দাঁড়িয়ে থাকা খুব বিপজ্জনক।

২. কভার (Cover) - ঢাকো

· শক্ত টেবিল বা চেয়ারের নিচে ঢাকো।
· মাথা ও ঘাড় বাঁচানো সবচেয়ে জরুরি।
· টেবিল না থাকলে হাত দিয়ে মাথা ঢাকো।

৩. হোল্ড অন (Hold On) - ধরে থাকো

· টেবিলের পা শক্ত করে ধরে থাকো।
· কম্পন পুরোপুরি থামা পর্যন্ত ধরে থাকো।

যা করা যাবে না:

· দৌড়ানো যাবে না।
· জানালা বা কাঁচের কাছে যাওয়া যাবে না।
· লিফট ব্যবহার করা যাবে না।

ভূমিকম্প পরবর্তী নিরাপত্তা ব্যবস্থা

গল্পে দাদু তিনটি ধাপে পরবর্তী করণীয় বুঝিয়েছেন:

১. কম্পন থামার পর

· শান্ত হও। নিশ্চিত হও যে কম্পন থেমে গেছে।
· শিক্ষকের নির্দেশ মতো লাইনে দাঁড়িয়ে বের হও।
· মাঠের নির্দিষ্ট জায়গায় জড়ো হও।

২. বাড়ি ফেরার আগে

· দেয়ালে ফাটল আছে কিনা দেখো।
· বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে পড়েছে কিনা দেখো।
· গ্যাসের গন্ধ আছে কিনা শুঁকে দেখো।

৩. বাড়ি ফেরার পর

· দরজা-জানালা খুলে দাও।
· গ্যাসের লাইন চেক করো। গন্ধ পেলে বন্ধ করো।
· বিদ্যুতের সুইচ অফ করো।
· ভারী আলমারি, শোকেসের কাছে যাবে না।
· কাঁচের জিনিস থেকে দূরে থাকো।

আফটারশক (After shock)
গল্পের শেষে আমরা দেখেছি, বড় ভূমিকম্পের পর ছোট ছোট কম্পন এসেছিল। একে বলে আফটারশক। এগুলোর জন্যও প্রস্তুত থাকতে হবে। প্রয়োজনে আবারও ড্রপ, কভার, হোল্ড অন করতে হবে।

প্রশ্ন অংশ

সহজ প্রশ্ন (১০টি)

প্রশ্ন ১: ছবিতে ক্লিক করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে আনোয়ারা, মিতা আর দাদু বারান্দায় বসে আছে। বারান্দার ঝাড়বাতি দুলছে। টেবিলের ওপর রাখা গ্লাস থেকে পানি পড়ছে।

ছবির কোন অংশ দেখে তুমি বুঝতে পারছ যে ভূমিকম্প শুরু হয়েছে? সঠিক জায়গায় ক্লিক করো।

সঠিক উত্তর: ঝাড়বাতি ও গ্লাসের অংশে ক্লিক করতে হবে। (যেখানে কম্পনের প্রভাব দেখা যাচ্ছে)

প্রশ্ন ২: সত্য না মিথ্যা বলো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে আনোয়ারা, মিতা আর দাদু টেবিলের নিচে ঢুকে আছে। তারা টেবিলের পা ধরে আছে।

"ভূমিকম্পের সময় দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ।"

সঠিক উত্তর: মিথ্যা (দাঁড়িয়ে থাকা বিপজ্জনক, নিচে নামতে হবে)

প্রশ্ন ৩: খালি জায়গা পূরণ করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে দাদু একটা বল মাটিতে ফেলে দিচ্ছেন। বলের চারপাশে কয়েকটি বৃত্ত।

"ভূমিকম্পের মোট শক্তিকে বলে _____।"

(ড্রপ করে বসানোর জন্য অপশন থাকবে: ম্যাগনিচ্যুড, ইনটেনসিটি, আফটারশক, রিখটার)

সঠিক উত্তর: ম্যাগনিচ্যুড

প্রশ্ন ৪: ছবিতে ক্লিক করো

পাশাপাশি দুইটি ছবি দেওয়া আছে। একটি ছবিতে একটি ভাঙা বাড়ি। আরেকটি ছবিতে একটি সিসমোগ্রাফ যন্ত্র।

কোন ছবিটি ভূমিকম্পের ম্যাগনিচ্যুড মাপার যন্ত্র? সঠিক ছবিতে ক্লিক করো।

সঠিক উত্তর: সিসমোগ্রাফের ছবিতে ক্লিক করতে হবে।

প্রশ্ন ৫: টেনে আনো আর মেলাও

বাম পাশে তিনটি ধাপের নাম দেওয়া আছে–ড্রপ, কভার, হোল্ড অন।
ডান পাশে তিনটি কাজ দেওয়া আছে–নিচে নামো, মাথা ঢাকো, ধরে থাকো।

কোন ধাপের সঙ্গে কোন কাজ মেলে? টেনে মেলাও।

সঠিক উত্তর: ড্রপ → নিচে নামো, কভার → মাথা ঢাকো, হোল্ড অন → ধরে থাকো

প্রশ্ন ৬: ছবি দেখে খবর তৈরি করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে মিতা ফোনে কথা বলছে। ফোনের অপর প্রান্তে তার মা। ছবির উপরে লেখা: "ঢাকায় শুধু ঝাড়বাতিটা দুলেছে।"

মিতার মা কেন ভূমিকম্প কম টের পেলেন?

ক) কারণ ঢাকা ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল থেকে দূরে
খ) কারণ ঢাকায় ভূমিকম্প হয় না
গ) কারণ মিতার মা ঘুমিয়ে ছিলেন
ঘ) কারণ ঢাকার বাড়ি শক্ত

সঠিক উত্তর: ক) কারণ ঢাকা ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল থেকে দূরে

প্রশ্ন ৭: খালি জায়গা পূরণ করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে ভূমিকম্পের পর দেয়ালে ফাটল দেখা যাচ্ছে।

"ভূমিকম্পের পর বাড়ি ফিরে প্রথমে _____ দেখতে হবে।"

(ড্রপ করে বসানোর জন্য অপশন থাকবে: দেয়ালে ফাটল, খাবার, টিভি, বই)

সঠিক উত্তর: দেয়ালে ফাটল

প্রশ্ন ৮: সত্য না মিথ্যা বলো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে ভূমিকম্পের সময় একজন লিফটের দিকে দৌড়াচ্ছে।

"ভূমিকম্পের সময় দ্রুত নিচে নামার জন্য লিফট ব্যবহার করা নিরাপদ।"

সঠিক উত্তর: মিথ্যা (লিফট ব্যবহার করা যাবে না)

প্রশ্ন ৯: ঘটনা সাজাও

তিনটি ঘটনা এলোমেলোভাবে দেওয়া আছে–
ক: মাটি কাঁপা শুরু
খ: টেবিলের নিচে ঢোকা
গ: টেবিলের পা ধরে থাকা

ভূমিকম্পের সময় করণীয় সঠিক ক্রম সাজাও।

সঠিক উত্তর: ক → খ → গ (প্রথমে কাঁপা শুরু, তারপর নিচে ঢোকা, তারপর ধরে থাকা)

প্রশ্ন ১০: টেনে আনো আর মেলাও

বাম পাশে তিনটি বিষয় দেওয়া আছে–
১. ম্যাগনিচ্যুড
২. ইনটেনসিটি

৩. আফটারশক

ডান পাশে তিনটি সংজ্ঞা দেওয়া আছে–
ক) বড় ভূমিকম্পের পর ছোট কম্পন
খ) ভূমিকম্পের মোট শক্তি
গ) জায়গাভেদে কাঁপুনির তীব্রতা

কোনটি কার সঙ্গে মেলে? টেনে মেলাও।

সঠিক উত্তর: ম্যাগনিচ্যুড → খ, ইনটেনসিটি → গ, আফটারশক → ক

মাঝারি প্রশ্ন (১০টি)

প্রশ্ন ১১: ছবিতে ক্লিক করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে চারটি দৃশ্য আছে–
১। একজন টেবিলের নিচে ঢুকছে
২। একজন জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে
৩। একজন লিফটে উঠছে
৪। একজন দৌড়াচ্ছে

কোন দৃশ্যটি ভূমিকম্পের সময় সঠিক কাজ দেখাচ্ছে? সঠিক ছবিতে ক্লিক করো।

সঠিক উত্তর: ১ নম্বর দৃশ্য (টেবিলের নিচে ঢোকা)

প্রশ্ন ১২: খালি জায়গা পূরণ করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে একটি সিসমোগ্রাফ যন্ত্র দেখা যাচ্ছে। যন্ত্রের কাগজে কাঁপুনির ঢেউ আঁকা।

"ভূমিকম্পের ম্যাগনিচ্যুড মাপার যন্ত্রের নাম _____।"

(ড্রপ করে বসানোর জন্য অপশন থাকবে: থার্মোমিটার, সিসমোগ্রাফ, ব্যারোমিটার, স্পিডোমিটার)

সঠিক উত্তর: সিসমোগ্রাফ

প্রশ্ন ১৩: সত্য না মিথ্যা বলো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে দুই জায়গার ছবি–এক জায়গায় দালান ভেঙে পড়েছে, আরেক জায়গায় শুধু ঝাড়বাতি দুলছে।

"দুজনের ম্যাগনিচ্যুড একই হলেও ইনটেনসিটি আলাদা।"

সঠিক উত্তর: সত্য (ম্যাগনিচ্যুড একই, কিন্তু প্রভাব ভিন্ন বলে ইনটেনসিটি ভিন্ন)

প্রশ্ন ১৪: টেনে আনো আর মেলাও

বাম পাশে চারটি কাজ দেওয়া আছে–
১. টেবিলের নিচে ঢোকা
২. জানালা থেকে দূরে থাকা
৩. গ্যাসের গন্ধ শোঁকা
৪. মাঠে জড়ো হওয়া

ডান পাশে দুটি বক্স দেওয়া আছে–"ভূমিকম্পের সময়" ও "ভূমিকম্পের পর"

কোন কাজ কোন বক্সে যাবে? টেনে মেলাও।

সঠিক উত্তর: ভূমিকম্পের সময় বক্সে → ১, ২; ভূমিকম্পের পর বক্সে → ৩, ৪

প্রশ্ন ১৫: ছবি দেখে খবর তৈরি করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে দাদু বল মাটিতে ফেলে দিচ্ছেন। বল পড়ার জায়গায় বড় একটা তারা। চারপাশে বৃত্ত। বৃত্তের কাছে লেখা–"কাছে বেশি কাঁপে", "দূরে কম কাঁপে"।

দাদু এই ছবি দিয়ে কী বোঝাতে চাচ্ছেন?

ক) ভূমিকম্পের সময় কোথায় দাঁড়াতে হবে
খ) ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থলের কাছে বেশি কাঁপে, দূরে কম কাঁপে
গ) বল দিয়ে খেলা করতে হবে
ঘ) ভূমিকম্পের পর কোথায় যেতে হবে

সঠিক উত্তর: খ) ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থলের কাছে বেশি কাঁপে, দূরে কম কাঁপে

প্রশ্ন ১৬: ঘটনা সাজাও

চারটি ঘটনা এলোমেলোভাবে দেওয়া আছে–
ক) কম্পন পুরোপুরি থামা
খ) মাটি কাঁপা শুরু
গ) টেবিলের নিচে ঢোকা
ঘ) মাঠে জড়ো হওয়া

সঠিক ক্রম সাজাও।

সঠিক উত্তর: খ → গ → ক → ঘ

প্রশ্ন ১৭: খালি জায়গা পূরণ করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে ভূমিকম্পের পর ছোট ছোট কম্পন আসছে।

"বড় ভূমিকম্পের পর আসা ছোট ছোট কম্পনগুলোকে বলে _____।"

(ড্রপ করে বসানোর জন্য অপশন থাকবে: প্রাক-কম্পন, আফটারশক, মেইনশক, মাইক্রোশক)

সঠিক উত্তর: আফটারশক

প্রশ্ন ১৮: সত্য না মিথ্যা বলো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে একজন বাড়ির পেছনের দেয়ালে ফাটল দেখছে।

"ভূমিকম্পের পর বাড়ি ফিরে দেয়ালের ফাটল দেখা জরুরি।"

সঠিক উত্তর: সত্য

প্রশ্ন ১৯: টেনে আনো আর মেলাও

বাম পাশে চারটি জিনিসের নাম দেওয়া আছে–
১. টেবিল
২. জানালা
৩. লিফট
৪. মাঠ

ডান পাশে দুটি বক্স দেওয়া আছে–"ভূমিকম্পের সময় নিরাপদ" ও "ভূমিকম্পের সময় বিপজ্জনক"

কোনটি কোন বক্সে যাবে? টেনে মেলাও।

সঠিক উত্তর: নিরাপদ বক্সে → ১, ৪; বিপজ্জনক বক্সে → ২, ৩

প্রশ্ন ২০: পাজল সাজাও

তিনটি টুকরো দেওয়া আছে। টুকরোগুলো হচ্ছে–"ম্যাগনিচ্যুড", "একই থাকে", "সব জায়গায়"

টুকরোগুলো সঠিকভাবে সাজিয়ে একটি অর্থপূর্ণ বাক্য তৈরি করো।

সঠিক উত্তর: "ম্যাগনিচ্যুড সব জায়গায় একই থাকে"

কঠিন প্রশ্ন (১০টি)

প্রশ্ন ২১: ছবিতে ক্লিক করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে তিনটি দৃশ্য–
বাম দৃশ্য: একটা সিসমোগ্রাফ যন্ত্র, তাতে লেখা "ম্যাগনিচ্যুড ৬.২"
মাঝের দৃশ্য: একটা এলাকা, দালান ভেঙে পড়েছে

ডান দৃশ্য: আরেকটা এলাকা, শুধু ঝাড়বাতি দুলছে

কোন দৃশ্যটি ভূমিকম্পের ম্যাগনিচ্যুড দেখাচ্ছে? সঠিক দৃশ্যে ক্লিক করো।

সঠিক উত্তর: বাম দৃশ্য (সিসমোগ্রাফ যন্ত্র)

প্রশ্ন ২২: সত্য না মিথ্যা বলো

একটি বাক্য দেওয়া আছে: "৭ মাত্রার ভূমিকম্পে ঢাকায় ১০ জন মারা গেল, চট্টগ্রামে ১০০ জন মারা গেল। সুতরাং চট্টগ্রামে ম্যাগনিচ্যুড বেশি ছিল।"

এই কথাটা কি ঠিক?

সঠিক উত্তর: মিথ্যা (ম্যাগনিচ্যুড একই ছিল, ইনটেনসিটি বেশি ছিল)

প্রশ্ন ২৩: টেনে আনো আর মেলাও

বাম পাশে পাঁচটি বিবৃতি দেওয়া আছে–
১. উৎপত্তিস্থলের কাছে বেশি কাঁপে
২. ভূমিকম্পের মোট শক্তি
৩. রিখটার স্কেলে মাপা হয়
৪. জায়গাভেদে বদলায়
৫. বড় ভূমিকম্পের পর আসে

ডান পাশে তিনটি বক্স দেওয়া আছে–"ম্যাগনিচ্যুড", "ইনটেনসিটি", "আফটারশক"

কোন বিবৃতি কোন বক্সে যাবে? টেনে মেলাও।

সঠিক উত্তর:
ম্যাগনিচ্যুড বক্সে → ২, ৩
ইনটেনসিটি বক্সে → ১, ৪
আফটারশক বক্সে → ৫

প্রশ্ন ২৪: গল্পের ঘটনা শনাক্ত করো

গল্পের তিনটি প্যানেল তৈরি করে দেখানো হয়েছে–

প্যানেল ১: আনোয়ারা, মিতা আর দাদু টেবিলের নিচে ঢুকে আছে
প্যানেল ২: দাদু একটা বল মাটিতে ফেলে দিচ্ছেন, চারপাশে বৃত্ত
প্যানেল ৩: সবাই মাঠে জড়ো হয়েছে, আনোয়ারার বাবা দেয়ালের ফাটল দেখছেন

কোন প্যানেলে ম্যাগনিচ্যুড-ইনটেনসিটির পার্থক্য, কোনটিতে ড্রপ-কভার-হোল্ড অন আর কোনটিতে ভূমিকম্প পরবর্তী নিরাপত্তা দেখানো হয়েছে?

ক) প্যানেল ১-ড্রপ-কভার, প্যানেল ২-ম্যাগনিচ্যুড-ইনটেনসিটি, প্যানেল ৩-পরবর্তী নিরাপত্তা
খ) প্যানেল ১-ম্যাগনিচ্যুড, প্যানেল ২-ড্রপ-কভার, প্যানেল ৩-পরবর্তী নিরাপত্তা

গ) প্যানেল ১-পরবর্তী নিরাপত্তা, প্যানেল ২-ড্রপ-কভার, প্যানেল ৩-ম্যাগনিচ্যুড
ঘ) প্যানেল ১-ড্রপ-কভার, প্যানেল ২-পরবর্তী নিরাপত্তা, প্যানেল ৩-ম্যাগনিচ্যুড

সঠিক উত্তর: ক) প্যানেল ১-ড্রপ-কভার, প্যানেল ২-ম্যাগনিচ্যুড-ইনটেনসিটি, প্যানেল ৩-পরবর্তী নিরাপত্তা

প্রশ্ন ২৫: খালি জায়গা পূরণ করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে দুটি ঘর। এক ঘরে লেখা "ম্যাগনিচ্যুড", আরেক ঘরে লেখা "ইনটেনসিটি"। নিচে কয়েকটি কার্ড–"রিখটার স্কেল", "মার্কালি স্কেল", "সিসমোগ্রাফ", "ক্ষতির মাত্রা"।

"ম্যাগনিচ্যুড মাপা হয় _____ দিয়ে, আর একক হলো _____। অন্যদিকে ইনটেনসিটি মাপা হয় _____ দেখে, আর একক হলো _____।"

(ড্রপ করে বসানোর জন্য অপশনগুলো উপরের কার্ড থেকে টেনে বসাতে হবে)

সঠিক উত্তর: সিসমোগ্রাফ, রিখটার স্কেল, ক্ষতির মাত্রা, মার্কালি স্কেল

প্রশ্ন ২৬: ক্রিটিকাল থিংকিং - বিশ্লেষণধর্মী

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে দুই বন্ধু কথা বলছে। একজন বলছে, "আমার মনে হয় আমাদের স্কুলে ভূমিকম্পের ড্রিল করানো উচিত।" আরেকজন বলছে, "আমাদের এলাকায় তো ভূমিকম্প হয় না, ড্রিলের কী দরকার?"

কার কথা বেশি যুক্তিযুক্ত? কেন?

ক) প্রথমজনের কথা, কারণ ভূমিকম্প যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় হতে পারে। আগে থেকে শিখলে বাঁচা যায়।
খ) দ্বিতীয়জনের কথা, কারণ এলাকায় না হলে ড্রিলের দরকার নেই।
গ) দুজনের কথাই ঠিক।
ঘ) দুজনের কথাই ভুল।

সঠিক উত্তর: ক) প্রথমজনের কথা, কারণ ভূমিকম্প যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় হতে পারে। আগে থেকে শিখলে বাঁচা যায়।

প্রশ্ন ২৭: পাজল সাজাও

চারটি টুকরো দেওয়া আছে। টুকরোগুলো হচ্ছে–"ইনটেনসিটি", "উৎপত্তিস্থলের কাছে", "বেশি হয়", "দূরে কম হয়"

টুকরোগুলো সঠিকভাবে সাজিয়ে একটি অর্থপূর্ণ বাক্য তৈরি করো।

সঠিক উত্তর: "উৎপত্তিস্থলের কাছে ইনটেনসিটি বেশি হয়, দূরে কম হয়"

প্রশ্ন ২৮: ক্রিটিকাল থিংকিং - প্রয়োগমূলক

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে একটি স্কুলের ছবি। স্কুলের নিচতলায় ক্লাসরুম, উপরে লাইব্রেরি। বারান্দায় অনেক কাঁচের জানালা। পাশেই খোলা মাঠ।

তোমাকে এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক বললেন, "আমাদের স্কুলের জন্য একটি ভূমিকম্প নিরাপত্তা পরিকল্পনা বানাও। কোথায় কী করা উচিত?"

তুমি কী কী পরামর্শ দেবে?

ক) সবাই লাইব্রেরিতে জড়ো হবে
খ) ভূমিকম্প এলে বারান্দায় দাঁড়াবে
গ) কাঁচের জানালা থেকে দূরে থাকবে। মাঠে নামার পথ ঠিক করবে। টেবিলের নিচে ঢাকার অনুশীলন করবে।
ঘ) সবাই লিফট দিয়ে নিচে নামবে

সঠিক উত্তর: গ) কাঁচের জানালা থেকে দূরে থাকবে। মাঠে নামার পথ ঠিক করবে। টেবিলের নিচে ঢাকার অনুশীলন করবে।

প্রশ্ন ২৯: ঘটনা সাজাও

পাঁচটি ঘটনা এলোমেলোভাবে দেওয়া আছে–
ক) আফটারশক আসা
খ) মাটি কাঁপা শুরু
গ) টেবিলের নিচে ঢোকা
ঘ) কম্পন থামা
ঙ) দেয়ালের ফাটল দেখা

ঘটনাগুলোর সঠিক ক্রম সাজাও।

সঠিক উত্তর: খ → গ → ঘ → ক → ঙ (প্রথমে কাঁপা শুরু, তারপর নিচে ঢোকা, তারপর কম্পন থামা, তারপর আফটারশক, তারপর বাড়ি ফিরে ফাটল দেখা)

প্রশ্ন ৩০: ক্রিটিকাল থিংকিং - যুক্তিভিত্তিক

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে ভূমিকম্পের সময় দুই বন্ধুর ছবি। একজন টেবিলের নিচে ঢুকে আছে। আরেকজন দরজার ফ্রেম ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

কোন কাজটি বেশি নিরাপদ? কেন?

ক) দুটোই সমান নিরাপদ
খ) দরজার ফ্রেম ধরে থাকা বেশি নিরাপদ
গ) টেবিলের নিচে ঢোকা বেশি নিরাপদ, কারণ পড়ে যাওয়া জিনিস থেকে মাথা বাঁচানো যায়
ঘ) কোনো কাজই নিরাপদ না

সঠিক উত্তর: গ) টেবিলের নিচে ঢোকা বেশি নিরাপদ, কারণ পড়ে যাওয়া জিনিস থেকে মাথা বাঁচানো যায়

বিষয়: ভূমিধস

শিখনফল

১। শিক্ষার্থীরা ভূমিধসের প্রধান কারণগুলো (বৃষ্টি, মাধ্যাকর্ষণ, বন উজাড়) চিহ্নিত করতে পারবে।
২। শিক্ষার্থীরা ভূমিধসের পূর্ব লক্ষণগুলো (মাটি ফাটল, গাছ হেলে পড়া) চিনতে পারবে।
৩। শিক্ষার্থীরা ভূমিধস প্রবণ এলাকা চিহ্নিত ও এড়ানোর উপায় বুঝতে পারবে।

পাহাড়ের চিঠি

ছোট্ট শিমু পাহাড়ের পাদদেশে দাদু-দাদীর সাথে থাকে। তাদের ছোট্ট ঘরটির জানালা দিয়ে দেখা যায় বিশাল সবুজ পাহাড়। শিমু পাহাড়টাকে খুব ভালোবাসে। সকালে ঘুম থেকে উঠেই সে পাহাড়ের দিকে তাকায়। বিকেলে দাদুর সাথে পাহাড়ের গায়ে ঘুরতে যায়।

একদিন সকালে শিমু দেখল, পাহাড়ের গায়ে যেখানে বড় বড় গাছ ছিল, সেখানে এখন ঢালু জায়গা। কিছু মানুষ পাহাড় কেটে রাস্তা বানাচ্ছে। দাদু বললেন, "শিমু, মানুষ পাহাড়ের গাছ কাটছে। গাছ না থাকলে পাহাড়ের মাটি ধরে রাখে কে?"

শিমু বুঝল না। গাছের সাথে পাহাড়ের কী সম্পর্ক?

সেই রাতে শিমুর স্বপ্ন এল। স্বপ্নে পাহাড়টাই এলো তার কাছে। কিন্তু পাহাড়ের চেহারা বিষণ্ন। পাহাড় বলল, "শিমু, আমি তোমাকে একটা চিঠি দিতে এসেছি।"

শিমু অবাক হয়ে বলল, "চিঠি? পাহাড়ের আবার চিঠি?"

পাহাড় বলল, "হ্যাঁ। আমার গায়ে এখন অনেক ফাটল ধরেছে। মানুষ আমার গাছ কেটে নিয়ে যাচ্ছে। তুমি কি জানো, গাছের শিকড় আমার মাটিকে জড়িয়ে ধরে রাখে। গাছ না থাকলে আমি দুর্বল হয়ে পড়ি। তখন বৃষ্টির পানিতে আমার মাটি গড়িয়ে পড়ে যায়।"

শিমু বলল, "সেটা তো আমি দেখেছি। একবার বৃষ্টিতে আমাদের পাড়ার পাশের পাহাড় থেকে কাদা নেমে এসেছিল।"

পাহাড় বলল, "সেটাই ভূমিধস। বৃষ্টি আমার মাটি ভিজিয়ে দেয়, মাধ্যাকর্ষণ টানে নিচের দিকে, আর তুমি যদি আমার গাছ কেটে ফেলো, আমি ধরে রাখার মতো কাউকে পাই না। তখন আমার মাটি গড়িয়ে পড়ে।"

পাহাড় শিমুকে আরও কাছে ডাকল। "তবে আমি তোমাকে আগেই সংকেত দিই। তুমি কি আমার সংকেত চিনতে পারবে?"

শিমু বলল, "কী সংকেত?"

পাহাড় বলল, "প্রথম সংকেত–আমার গায়ে ফাটল দেখা দেওয়া। যেন মাটি চিড়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয় সংকেত–আমার গাছগুলো হঠাৎ করে একদিকে হেলে পড়ে। তৃতীয় সংকেত–আমার গা থেকে ছোট ছোট পাথর খসে পড়তে থাকে। আর চতুর্থ সংকেত–আমার পাশের ঝরনার পানি মাটির রং ধারণ করে।"

শিমু ভয়ে জিজ্ঞেস করল, "এই সংকেত দেখলেই আমি কী করব?"

পাহাড় বলল, "তখন দেরি না করে দাদু-দাদীকে নিয়ে নিরাপদ জায়গায় চলে যাবে। পাহাড়ের খাড়া ঢালের কাছে না থাকবে। যেখানে বেশি গাছ আছে সেখানে থাকবে। আর গাছ লাগাবে। গাছ আমার বন্ধু।"

শিমু বলল, "আমি গাছ লাগাব। অনেক অনেক গাছ লাগাব।"

পাহাড় হাসল। "তাহলেই আমি শক্ত থাকব। আর ভূমিধস হবে না।"

শিমুর ঘুম ভাঙল। সকালে উঠে সে দেখল, পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে আছে। পাহাড়ের গায়ে কিছু ফাটল যেন আগের চেয়ে বড় হয়েছে। একটি বড় গাছ হেলে পড়েছে। শিমু দাদুকে ডাকল। "দাদু, পাহাড় আমাদের সংকেত দিচ্ছে। আমরা কি এখন এখানে থাকব?"

দাদু পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুই ঠিক শিখেছিস। চল, আজই আমরা গ্রামের নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাই।"

শিমু দাদু-দাদীকে নিয়ে নিরাপদ জায়গায় চলে গেল। সেদিন রাতে ভারী বৃষ্টি হলো। পাহাড়ের মাটি গড়িয়ে পড়ল। কিন্তু শিমু আর তার পরিবার নিরাপদ ছিল। কারণ তারা পাহাড়ের সংকেত শুনতে পেরেছিল।

এরপর থেকে শিমু পাহাড়ের গায়ে গাছ লাগাতে লাগল। তার বন্ধুরাও গাছ লাগাল। শিমু বলত, "পাহাড়কে ভালোবাসলে গাছ লাগাও। গাছ বাঁচালে পাহাড় বাঁচে, পাহাড় বাঁচলে আমরা বাঁচি।"

ছবির বর্ণনা

ছবি ১: পাহাড়ের গায়ে গাছ কাটা
ছবিতে দেখা যাচ্ছে একটি বড় পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে কয়েকজন লোক গাছ কাটছে। একটি গাছ ইতিমধ্যে কেটে ফেলা হয়েছে, শুধু গুঁড়িটা পড়ে আছে। পাহাড়ের পাদদেশে ছোট ছোট ঘর। পাহাড়ের গায়ে কোথাও কোথাও মাটির ফাটল দেখা যাচ্ছে। আকাশে হালকা মেঘ। ছবির এক কোণে শিমু দাঁড়িয়ে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে আছে, তার মুখে দুশ্চিন্তার ভাব।

ছবি ২: ভূমিধসের পূর্ব লক্ষণ
ছবিতে একটি পাহাড়ের চারটি ভিন্ন অংশ দেখানো হয়েছে। প্রথম অংশে পাহাড়ের গায়ে বড় বড় ফাটল। দ্বিতীয় অংশে গাছগুলো একদিকে হেলে পড়েছে। তৃতীয় অংশে পাহাড় থেকে ছোট ছোট পাথর খসে পড়ছে। চতুর্থ অংশে একটি ঝরনার পানি মাটির রঙ ধারণ করেছে (বাদামি রঙ)। প্রতিটি অংশের নিচে তীর চিহ্ন দিয়ে লক্ষণের নাম লেখা।

ছবি ৩: গাছ লাগাচ্ছে শিমু

ছবিতে শিমু আর তার বন্ধুরা পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট চারা গাছ লাগাচ্ছে। কারও হাতে বেলচা, কারও হাতে পানির বোতল। পাহাড়ের গায়ে আগের ফাটলগুলো কম দেখা যাচ্ছে। আকাশে রোদ। শিমুর মুখে হাসি। পাহাড়ের ওপর থেকে যেন সন্তুষ্ট চেহারায় পাহাড়টি তাকিয়ে আছে।

তাত্ত্বিক অংশ

ভূমিধস কী?

ভূমিধস মানে হলো পাহাড় বা ঢালু জায়গার মাটি, পাথর বা ধ্বংসাবশেষ হঠাৎ করে নিচের দিকে গড়িয়ে পড়া। শিমুর গল্পে আমরা দেখেছি, বৃষ্টির পর পাহাড় থেকে কাদা নেমে এসেছিল–সেটাই ভূমিধস।

ভূমিধসের প্রধান কারণগুলো কী কী?

গল্পের পাহাড় শিমুকে তিনটি কারণ বলেছিল। আসুন সেগুলো জানি–

১. বৃষ্টি: যখন প্রচুর বৃষ্টি হয়, পাহাড়ের মাটি ভিজে ভারী হয়ে যায়। ভেজা মাটি সহজেই গড়িয়ে পড়ে। অফলাইন কার্যক্রমে আমরা পরীক্ষার মাধ্যমে দেখেছি, স্প্রে বোতলের পানি মাটি ভিজিয়ে দিলে মাটি নিচে নেমে আসে।

২. মাধ্যাকর্ষণ: মাধ্যাকর্ষণ হলো পৃথিবীর টান। এই টানের কারণে পাহাড়ের সব কিছু নিচের দিকে পড়তে চায়। পাহাড় যত খাড়া হয়, মাধ্যাকর্ষণের টান তত বেশি হয়। অফলাইন কার্যক্রমে তক্তা কাত করে আমরা দেখেছি মাটি দ্রুত পড়ে যায়।

৩. বন উজাড়: পাহাড়ের গাছের শিকড় মাটিকে আঁকড়ে ধরে রাখে। যখন মানুষ পাহাড়ের গাছ কেটে ফেলে, তখন মাটি ধরে রাখার মতো কিছু থাকে না। সহজেই গড়িয়ে পড়ে। অফলাইন কার্যক্রমে মাটি থেকে কাঠিগুলো সরিয়ে দিলে মাটি আরও দ্রুত পড়েছিল।

ভূমিধসের পূর্ব লক্ষণগুলো কী কী?

ভূমিধস হওয়ার আগে পাহাড় কিছু সংকেত দেয়। গল্পে পাহাড় শিমুকে চারটি সংকেত বলেছিল–

১. মাটি ফাটল: পাহাড়ের গায়ে হঠাৎ করে ফাটল দেখা দেয়। যেন মাটি চিড়ে যাচ্ছে। এটা বোঝায় যে মাটি নড়ছে।

২. গাছ হেলে পড়া: পাহাড়ের গাছগুলো হঠাৎ করে একদিকে হেলে পড়ে। গাছ সোজা থাকে, হেলে পড়ে না। গাছ হেলে পড়লেই বুঝতে হবে মাটি সরে যাচ্ছে।

৩. পাথর খসে পড়া: পাহাড় থেকে ছোট ছোট পাথর বা কাদা খসে পড়তে থাকে। এটা বোঝায় যে উপরের অংশ নড়ছে এবং বড় ধস আসতে পারে।

৪. পানির রং বদল: পাহাড়ের কাছে কোনো ঝরনা বা নালা থাকলে তার পানির রং হঠাৎ বাদামি বা মাটির রং হয়ে যায়। মানে ওপরে মাটি ধসে পানিতে মিশছে।

ভূমিধস প্রবণ এলাকা চেনার উপায় কী?

কিছু এলাকায় ভূমিধসের ঝুঁকি বেশি। অফলাইন খেলায় আমরা শিখেছি–

· পাহাড়ের খাড়া ঢাল: যেখানে পাহাড় খুব খাড়া, সেখানে ঝুঁকি বেশি।
· গাছবিহীন পাহাড়: যেখানে গাছ কম বা নেই, সেখানে ঝুঁকি বেশি।
· পাহাড়ের পাদদেশ: পাহাড়ের নিচের দিকের বাড়িগুলো ঝুঁকিতে থাকে।
· মাটি ফাটল বা গাছ হেলে পড়া এলাকা: এগুলো সরাসরি বিপদের সংকেত।

নিরাপদ এলাকা কোনগুলো?

· সমতল মাঠ: যেখানে জমি সমতল, সেখানে ভূমিধসের ঝুঁকি নেই।
· ঘন গাছের বন: গাছের শিকড় মাটি ধরে রাখে, তাই নিরাপদ।
· পাহাড় থেকে দূরে: পাহাড়ের কাছাকাছি না থাকলে ঝুঁকি কম।

ভূমিধস থেকে বাঁচার উপায় কী?

গল্পের শেষে শিমু শিখেছিল কীভাবে বাঁচতে হয়। আসুন আমরা সাতটি সতর্কতা মনে রাখি–

১. পাহাড়ের খুব কাছে বাড়ি না বানানো।
২. পাহাড়ের ঢালে বেশি করে গাছ লাগানো।
৩. পাহাড়ের গাছ না কাটা।
৪. মাটি ফাটল দেখলেই নিরাপদ জায়গায় সরে যাওয়া।
৫. গাছ হেলে পড়লেই পাহাড় থেকে দূরে সরে যাওয়া।
৬. বৃষ্টির দিনে পাহাড়ের কাছে না যাওয়া।
৭. পাহাড় কেটে রাস্তা বা বাড়ি না করা।

মনে রাখবে, গাছ আমাদের বন্ধু। গাছের শিকড় মাটি ধরে রাখে। গাছ বাঁচালে পাহাড় বাঁচে, পাহাড় বাঁচলে আমরা বাঁচি।

প্রশ্ন অংশ

সহজ প্রশ্ন (১০টি)

প্রশ্ন ১: ছবিতে ক্লিক করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে একটি পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে কয়েকজন লোক গাছ কাটছে। পাহাড়ের পাদদেশে ছোট ছোট ঘর। পাহাড়ের গায়ে কোথাও কোথাও ফাটল দেখা যাচ্ছে।

ছবির কোন অংশ দেখে তুমি বুঝতে পারছ যে এখানে ভূমিধসের ঝুঁকি আছে? সঠিক জায়গায় ক্লিক করো।

সঠিক উত্তর: পাহাড়ের গায়ের ফাটল ও গাছ কাটার জায়গায় ক্লিক করতে হবে।

প্রশ্ন ২: সত্য না মিথ্যা বলো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে একটি পাহাড়ের গায়ে প্রচুর গাছ, পাহাড়ের নিচে বাড়ি নেই, চারপাশে সবুজ।

"পাহাড়ের গায়ে প্রচুর গাছ থাকলে ভূমিধসের ঝুঁকি কম থাকে।"

সঠিক উত্তর: সত্য

প্রশ্ন ৩: খালি জায়গা পূরণ করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে একটি ঢালু তক্তার ওপর মাটি রেখে তার ওপর স্প্রে বোতল দিয়ে পানি ছিটানো হচ্ছে। মাটি গড়িয়ে পড়ছে।

"বৃষ্টির পানি মাটি ভিজিয়ে দেয়। ভেজা মাটি _____ হয়ে গড়িয়ে পড়ে।"

(ড্রপ করে বসানোর জন্য অপশন থাকবে: হালকা, ভারী, শুকনো, ঠান্ডা)

সঠিক উত্তর: ভারী

প্রশ্ন ৪: ছবিতে ক্লিক করো

পাশাপাশি দুইটি ছবি দেওয়া আছে। প্রথম ছবিতে একটি পাহাড়ের গায়ে ফাটল দেখা যাচ্ছে। দ্বিতীয় ছবিতে পাহাড়ের গায়ে কোনো ফাটল নেই।

কোন ছবিটি ভূমিধসের আগের লক্ষণ দেখাচ্ছে?

সঠিক উত্তর: প্রথম ছবিতে ক্লিক করতে হবে।

প্রশ্ন ৫: টেনে আনো আর মেলাও

বাম পাশে তিনটি ছবি দেওয়া আছে–বৃষ্টির ছবি, মাধ্যাকর্ষণের ছবি (পাথর নিচে পড়ছে), গাছ কাটার ছবি।
ডান পাশে তিনটি শব্দ দেওয়া আছে–কারণ ১, কারণ ২, কারণ ৩।

কোন ছবি কোন কারণের সাথে মেলে? টেনে মেলাও।

সঠিক উত্তর: বৃষ্টির ছবি→কারণ ১, মাধ্যাকর্ষণ→কারণ ২, গাছ কাটা→কারণ ৩

প্রশ্ন ৬: ছবি দেখে খবর তৈরি করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে পাহাড়ের গায়ে বড় বড় ফাটল দেখা যাচ্ছে। গাছগুলো একদিকে হেলে পড়েছে।

ছবিতে কী ঘটছে?

ক) পাহাড়ের গায়ে মানুষ খেলা করছে
খ) পাহাড়ের গায়ে ফুল ফুটেছে
গ) ভূমিধসের আগের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে
ঘ) পাহাড়ের ওপর বাড়ি তৈরি হচ্ছে

সঠিক উত্তর: গ) ভূমিধসের আগের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে

প্রশ্ন ৭: খালি জায়গা পূরণ করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে একটি পাহাড়ের গায়ে গাছের শিকড় মাটি ধরে রেখেছে। পাশের ছবিতে গাছ নেই, মাটি গড়িয়ে পড়ছে।

"গাছের _____ মাটিকে আঁকড়ে ধরে রাখে।"

(ড্রপ করে বসানোর জন্য অপশন থাকবে: পাতা, ডাল, শিকড়, ফল)

সঠিক উত্তর: শিকড়

প্রশ্ন ৮: সত্য না মিথ্যা বলো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে পাহাড়ের নিচে অনেক ঘরবাড়ি তৈরি করা হয়েছে। পাহাড়ের গায়ে গাছ নেই।

"পাহাড়ের নিচে বাড়ি তৈরি করা নিরাপদ।"

সঠিক উত্তর: মিথ্যা

প্রশ্ন ৯: ঘটনা সাজাও

তিনটি ছবি এলোমেলোভাবে দেওয়া আছে–
ছবি ক: পাহাড়ের গায়ে গাছ কাটা
ছবি খ: ভারী বৃষ্টি হওয়া
ছবি গ: মাটি গড়িয়ে পড়া (ভূমিধস)

ভূমিধস হওয়ার সঠিক ক্রম সাজাও।

সঠিক উত্তর: ক → খ → গ

প্রশ্ন ১০: টেনে আনো আর মেলাও

বাম পাশে তিনটি লক্ষণের নাম দেওয়া আছে–
১. মাটি ফাটল
২. গাছ হেলে পড়া
৩. পাথর খসে পড়া

ডান পাশে তিনটি ছবি দেওয়া আছে–
মাটি চিড়ে যাওয়ার ছবি
গাছ একদিকে ঝুঁকে পড়ার ছবি
পাহাড় থেকে পাথর পড়ার ছবি

কোন লক্ষণের সাথে কোন ছবি মেলে? টেনে মেলাও।

সঠিক উত্তর: ১→মাটি চিড়ে যাওয়ার ছবি, ২→গাছ ঝুঁকে পড়ার ছবি, ৩→পাথর পড়ার ছবি

মাঝারি প্রশ্ন (১০টি)

প্রশ্ন ১১: ছবিতে ক্লিক করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে একটি পাহাড়ের চারটি ভিন্ন অংশ দেখানো হয়েছে। প্রথম অংশে গাছ কাটা হচ্ছে, দ্বিতীয় অংশে ভারী বৃষ্টি, তৃতীয় অংশে পাহাড় খাড়া, চতুর্থ অংশে পাহাড়ের নিচে বাড়ি।

ছবির কোন অংশগুলো ভূমিধসের কারণ দেখাচ্ছে? সঠিক জায়গায় ক্লিক করো (একাধিক জায়গায় ক্লিক করা যাবে)।

সঠিক উত্তর: গাছ কাটা, ভারী বৃষ্টি, পাহাড় খাড়া–এই তিনটি অংশে ক্লিক করতে হবে।

প্রশ্ন ১২: খালি জায়গা পূরণ করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে একটি পাহাড়ের ঝরনার পানি বাদামি রঙের হয়ে গেছে।

"পাহাড়ের কাছে ঝরনার পানির রং হঠাৎ বাদামি হয়ে গেলে বুঝতে হবে ওপরে _____ শুরু হয়েছে।"

(ড্রপ করে বসানোর জন্য অপশন থাকবে: বৃষ্টি, মাটি ধস, গাছ কাটা, পাখি উড়ছে)

সঠিক উত্তর: মাটি ধস

প্রশ্ন ১৩: সত্য না মিথ্যা বলো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে একটি পাহাড়ের গায়ে কিছু গাছ হেলে পড়েছে। একজন লোক বলছে, "গাছ হেলে পড়েছে, কিন্তু ভয়ের কিছু নেই।"

"গাছ হেলে পড়া ভূমিধসের আগের লক্ষণ। একে উপেক্ষা করা উচিত নয়।"

সঠিক উত্তর: সত্য

প্রশ্ন ১৪: টেনে আনো আর মেলাও

বাম পাশে পাঁচটি কাজ দেওয়া আছে–
১. পাহাড়ের গায়ে গাছ লাগানো
২. পাহাড়ের কাছে বাড়ি বানানো
৩. বৃষ্টির দিনে পাহাড়ে ওঠা
৪. মাটি ফাটল দেখে নিরাপদ জায়গায় যাওয়া
৫. পাহাড়ের গাছ কাটা

ডান পাশে দুটি বক্স দেওয়া আছে–"নিরাপদ কাজ" ও "ঝুঁকিপূর্ণ কাজ"

কোন কাজ কোন বক্সে যাবে? টেনে মেলাও।

সঠিক উত্তর: নিরাপদ কাজ→১, ৪; ঝুঁকিপূর্ণ কাজ→২, ৩, ৫

প্রশ্ন ১৫: ছবি দেখে খবর তৈরি করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে দুটি দৃশ্য পাশাপাশি। বাম দৃশ্যে: খাড়া পাহাড়, গাছ নেই, পাহাড়ের নিচে বাড়ি। ডান দৃশ্যে: সমতল মাঠ, প্রচুর গাছ, বাড়িগুলো দূরে।

কোন দৃশ্যটি ভূমিধসের জন্য নিরাপদ?

ক) বাম দৃশ্য
খ) ডান দৃশ্য
গ) দুটোই নিরাপদ
ঘ) দুটোই ঝুঁকিপূর্ণ

সঠিক উত্তর: খ) ডান দৃশ্য

প্রশ্ন ১৬: ঘটনা সাজাও

চারটি ঘটনা এলোমেলোভাবে দেওয়া আছে–
ক) পাহাড়ের গায়ে ফাটল দেখা দেওয়া
খ) ভারী বৃষ্টি হওয়া
গ) মাটি গড়িয়ে পড়া
ঘ) গাছ হেলে পড়া

ভূমিধস হওয়ার আগের ঘটনাগুলোর সঠিক ক্রম সাজাও (যে ক্রমে ঘটনা ঘটে)।

সঠিক উত্তর: খ → ক → ঘ → গ (প্রথমে বৃষ্টি, তারপর ফাটল, তারপর গাছ হেলে পড়া, শেষে ভূমিধস) অথবা ক → ঘ → খ → গ-ও হতে পারে; মূল বিষয় ভূমিধস হবে শেষে।

প্রশ্ন ১৭: খালি জায়গা পূরণ করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে একটি ঢালু পাহাড়। পাহাড়ের একপাশে গাছ আছে, মাটি শক্ত। অন্যপাশে গাছ নেই, মাটি গড়িয়ে পড়ছে।

"গাছের _____ মাটিকে ধরে রাখে। তাই গাছ না থাকলে _____ সহজেই হয়।"

(ড্রপ করে বসানোর জন্য অপশন থাকবে: শিকড়-ভূমিধস, পাতা-বন্যা, ডাল-খরা, ফল-ভূমিকম্প)

সঠিক উত্তর: শিকড়-ভূমিধস

প্রশ্ন ১৮: সত্য না মিথ্যা বলো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে একজন লোক পাহাড়ের গায়ে গাছ লাগাচ্ছে। তার পাশে আরেকজন বলছে, "গাছ লাগিয়ে লাভ কী? তাতে তো ভূমিধস কমবে না।"

"পাহাড়ের গায়ে গাছ লাগালে ভূমিধসের ঝুঁকি কমে।"

সঠিক উত্তর: সত্য

প্রশ্ন ১৯: টেনে আনো আর মেলাও

বাম পাশে চারটি জায়গার নাম দেওয়া আছে–
১. পাহাড়ের খাড়া ঢাল
২. সমতল মাঠ
৩. গাছবিহীন পাহাড়ের পাদদেশ

৪. ঘন গাছের বনের পাশে

ডান পাশে দুটি বক্স দেওয়া আছে–"ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা" ও "নিরাপদ এলাকা"

কোন জায়গা কোন বক্সে যাবে? টেনে মেলাও।

সঠিক উত্তর: ঝুঁকিপূর্ণ→১ ও ৩; নিরাপদ→২ ও ৪

প্রশ্ন ২০: পাজল সাজাও

তিনটি টুকরো দেওয়া আছে। টুকরোগুলো হচ্ছে–"ভূমিধস", "বৃষ্টি ও বন উজাড়", "হয়", "মূল কারণ"

টুকরোগুলো সঠিকভাবে সাজিয়ে একটি অর্থপূর্ণ বাক্য তৈরি করো।

সঠিক উত্তর: "ভূমিধসের মূল কারণ বৃষ্টি ও বন উজাড়"

কঠিন প্রশ্ন (১০টি)

প্রশ্ন ২১: ছবিতে ক্লিক করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে একটি পাহাড়ের বিভিন্ন অংশে চারটি সংকেত দেখানো হয়েছে। সংকেতগুলো হলো–
১. মাটি ফাটল
২. গাছ হেলে পড়া
৩. পাথর খসে পড়া
৪. ঝরনার পানি বাদামি

ছবির কোন সংকেতটি সবচেয়ে জরুরি? (শিক্ষার্থীকে যুক্তি দিয়ে বেছে নিতে হবে)

সঠিক উত্তর: যেকোনো একটি বেছে নিলেই হবে, তবে কারণ বলতে হবে। যেমন "মাটি ফাটল সবচেয়ে জরুরি কারণ এটা বোঝায় মাটি নড়ছে।"

প্রশ্ন ২২: সত্য না মিথ্যা বলো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে একটি গ্রাম। গ্রামের পাশে পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে গাছ আছে। কিন্তু সম্প্রতি কিছু গাছ কেটে ফেলা হয়েছে। পাহাড়ের নিচে কয়েকটি বাড়ি।

"এই গ্রামের বাড়িগুলো সম্পূর্ণ নিরাপদ।"

সঠিক উত্তর: মিথ্যা (গাছ কাটা হয়েছে, তাই ঝুঁকি আছে)

প্রশ্ন ২৩: টেনে আনো আর মেলাও

বাম পাশে চারটি বিবৃতি দেওয়া আছে–
১. পাহাড়ের গায়ে ফাটল দেখা দেওয়া
২. পাহাড়ের গায়ে গাছ লাগানো
৩. বৃষ্টির দিনে পাহাড়ের কাছে না যাওয়া
৪. পাহাড়ের গাছ কাটা

ডান পাশে তিনটি বক্স দেওয়া আছে–"পূর্ব লক্ষণ", "প্রতিরোধ", "ঝুঁকিপূর্ণ কাজ"

কোন বিবৃতি কোন বক্সে যাবে? টেনে মেলাও।

সঠিক উত্তর: পূর্ব লক্ষণ→১; প্রতিরোধ→২, ৩; ঝুঁকিপূর্ণ কাজ→৪

প্রশ্ন ২৪: গল্পের ঘটনা শনাক্ত করো

গল্পের তিনটি প্যানেল তৈরি করে দেখানো হয়েছে–

প্যানেল ১: শিমু পাহাড়ের গায়ে গাছ কাটতে দেখছে। দাদু বলছেন, "গাছ না থাকলে পাহাড়ের মাটি ধরে রাখে কে?"

প্যানেল ২: শিমু স্বপ্নে পাহাড়ের সাথে কথা বলছে। পাহাড় বলছে, "আমার গায়ে ফাটল ধরেছে।"

প্যানেল ৩: শিমু দাদু-দাদীকে নিয়ে নিরাপদ জায়গায় চলে যাচ্ছে। পেছনে পাহাড় থেকে মাটি গড়িয়ে পড়ছে।

কোন প্যানেলে ভূমিধসের কারণ, কোনটিতে পূর্ব লক্ষণ আর কোনটিতে করণীয় দেখানো হয়েছে?

ক) প্যানেল ১-কারণ, প্যানেল ২-লক্ষণ, প্যানেল ৩-করণীয়
খ) প্যানেল ১-লক্ষণ, প্যানেল ২-কারণ, প্যানেল ৩-করণীয়
গ) প্যানেল ১-করণীয়, প্যানেল ২-কারণ, প্যানেল ৩-লক্ষণ
ঘ) প্যানেল ১-কারণ, প্যানেল ২-করণীয়, প্যানেল ৩-লক্ষণ

সঠিক উত্তর: ক) প্যানেল ১-কারণ, প্যানেল ২-লক্ষণ, প্যানেল ৩-করণীয়

প্রশ্ন ২৫: খালি জায়গা পূরণ করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে একটি পাহাড়ের গায়ে কিছু গাছ হেলে পড়েছে। পাহাড়ের নিচে কয়েকটি বাড়ি। একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে।

"গাছ হেলে পড়া মানে _____। এই লক্ষণ দেখলে _____ করা উচিত।"

(ড্রপ করে বসানোর জন্য অপশন থাকবে: ভূমিধস আসছে-সরে যাওয়া, বৃষ্টি হবে-ঘরে থাকা, গরম পড়বে-ছাতা নেওয়া, ঠান্ডা হবে-কম্বল নেওয়া)

সঠিক উত্তর: ভূমিধস আসছে-সরে যাওয়া

প্রশ্ন ২৬: ক্রিটিকাল থিংকিং - বিশ্লেষণধর্মী

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে দুই বন্ধু কথা বলছে। একজন বলছে, "আমাদের পাহাড়ের গায়ে গাছ নেই, কিন্তু এখনো তো ভূমিধস হয়নি। তাই ভয়ের কিছু নেই।"

বন্ধুটির কথায় কী ভুল আছে? সঠিক উত্তরটি বাছাই করো।

ক) গাছ না থাকলেও ভূমিধস হয় না
খ) গাছ না থাকা মানে ঝুঁকি বেড়ে যায়। বৃষ্টি বা অন্য কোনো কারণে যে কোনো সময় ভূমিধস হতে পারে।
গ) শুধু বৃষ্টি হলেই ভূমিধস হয়, গাছের দরকার নেই
ঘ) বন্ধুর কথা ঠিক আছে

সঠিক উত্তর: খ) গাছ না থাকা মানে ঝুঁকি বেড়ে যায়। বৃষ্টি বা অন্য কোনো কারণে যে কোনো সময় ভূমিধস হতে পারে।

প্রশ্ন ২৭: পাজল সাজাও

চারটি টুকরো দেওয়া আছে। টুকরোগুলো হচ্ছে–"পাহাড়ের গায়ে", "মাটি ফাটল", "ভূমিধসের", "পূর্ব লক্ষণ"

টুকরোগুলো সঠিকভাবে সাজিয়ে একটি অর্থপূর্ণ বাক্য তৈরি করো।

সঠিক উত্তর: "পাহাড়ের গায়ে মাটি ফাটল ভূমিধসের পূর্ব লক্ষণ"

প্রশ্ন ২৮: ক্রিটিকাল থিংকিং - প্রয়োগমূলক

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে একটি গ্রাম। গ্রামের পাশ দিয়ে একটি পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে অনেক গাছ আছে। গ্রামের মানুষজন পাহাড়ের নিচে বাড়ি বানিয়েছে। সম্প্রতি কয়েকটি গাছ কেটে রাস্তা বানানো হয়েছে। পাহাড়ের গায়ে কোথাও কোথাও ছোট ফাটল দেখা যাচ্ছে।

এই গ্রামের মানুষজনদের কী পরামর্শ দেবে?

ক) সব ঠিক আছে, কিছু করার দরকার নেই
খ) পাহাড়ের গায়ে আরও গাছ কাটতে হবে
গ) নিরাপদ জায়গায় সরে যাওয়ার পরামর্শ দেবে।
ঘ) শুধু বৃষ্টি এড়িয়ে চললেই হবে

সঠিক উত্তর: গ) নিরাপদ জায়গায় সরে যাওয়ার পরামর্শ দেবে।

প্রশ্ন ২৯: ঘটনা সাজাও

পাঁচটি ঘটনা এলোমেলোভাবে দেওয়া আছে–
ক) পাহাড়ের গায়ে ফাটল দেখা দেওয়া
খ) গাছ কেটে ফেলা
গ) ভারী বৃষ্টি হওয়া
ঘ) মাটি গড়িয়ে পড়া
ঙ) গাছ হেলে পড়া

ভূমিধসের আগে থেকে পরে পর্যন্ত ঘটনাগুলোর সঠিক ক্রম সাজাও।

সঠিক উত্তর: খ → গ → ক → ঙ → ঘ (গাছ কাটার পর বৃষ্টি, তারপর ফাটল, গাছ হেলে পড়া, শেষে ভূমিধস) অথবা গ → ক → ঙ → খ → ঘ-ও হতে পারে; মূল বিষয় গাছ কাটা বা বৃষ্টি আগে, ভূমিধস শেষে।

প্রশ্ন ৩০: ক্রিটিকাল থিংকিং - যুক্তিভিত্তিক

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে শিমু তার বন্ধুদের সাথে পাহাড়ের গায়ে গাছ লাগাচ্ছে। শিমু বলছে, "গাছ লাগানো মানে শুধু পাহাড় বাঁচানো না, আমরাও বাঁচি।"

শিমু কেন এমন বলছে? সঠিক উত্তরটি বাছাই করো।

ক) গাছ লাগালে ফল পাওয়া যায়
খ) গাছের শিকড় মাটি ধরে রাখে। গাছ থাকলে ভূমিধস কম হয়। ভূমিধস কম হলে মানুষ নিরাপদ থাকে।
গ) গাছ লাগালে ছায়া হয়
ঘ) গাছ লাগানো শখের কাজ

সঠিক উত্তর: খ) গাছের শিকড় মাটি ধরে রাখে। গাছ থাকলে ভূমিধস কম হয়। ভূমিধস কম হলে মানুষ নিরাপদ থাকে।

বিষয়: স্কুলের জরুরি বহির্গমন পরিকল্পনা

শিখনফল

১। শিক্ষার্থীরা দুর্যোগের সময় (ভূমিকম্প, অগ্নিকাণ্ড, ঘূর্ণিঝড়) কীভাবে সারিবদ্ধভাবে দ্রুত মাঠে জড়ো হতে হয় তা অনুশীলন করতে পারবে।
২। শিক্ষার্থীরা দুর্যোগের সময় প্রতিবন্ধী সহপাঠীদের সাহায্য করে বের করে আনার কৌশল জানবে এবং অনুশীলন করবে।

গল্প: মিলির পাঁচটি কথা

মিলি চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ে। তার স্কুলের নাম সানশাইন স্কুল। স্কুলটা পাহাড়ের পাদদেশে। স্কুলের সামনে বড় মাঠ। মিলি খুব আনন্দ করে স্কুলে যায়।

সেদিন মিলির ক্লাসে এলেন শিক্ষিকা রুমা ম্যাম। তিনি হাসিমুখে বললেন, "আজ আমরা একটা বিশেষ খেলা খেলব। খেলার নাম 'দ্রুত বের হওয়া'।"

মিলি হাত তুলে জিজ্ঞেস করল, "ম্যাম, এটা কী ধরনের খেলা?"

রুমা ম্যাম বললেন, "এটা খেলা না। এটা অনুশীলন। ধরো, হঠাৎ করেই যদি ভূমিকম্প হয়, বা স্কুলে আগুন লেগে যায়, তখন আমাদের কী করতে হবে, সেটা আমরা আজ শিখব।"

মিলির বুকটা দুরু দুরু করছিল। কিন্তু ম্যামের মুখ দেখে তার ভয় কেটে গেল। ম্যাম বললেন, "ভয় পেয়ো না। আমরা আগে থেকে জানলে বিপদে ভয় পাই না।"

ম্যাম বোর্ডে পাঁচটা কথা লিখলেন।

জরুরি বহির্গমনের পাঁচটি কথা

১. শান্ত থাকো
২. শিক্ষকের কথা শোনো
৩. ধাক্কাধাক্কি না করা
৪. লাইনে চলা
৫. মাঠে জড়ো হওয়া

ম্যাম বললেন, "এই পাঁচটা কথা মনে রেখো। এটা তোমাদের প্রাণ বাঁচাতে পারে।"

মিলি মন দিয়ে শুনল। ম্যাম বলতে থাকলেন, "প্রথম কথা–শান্ত থাকো। দুর্যোগে সবচেয়ে বড় শত্রু হলো আতঙ্ক। আতঙ্ক হলে কিছুই মাথায় থাকে না। তাই প্রথমে শান্ত হবে। গভীর শ্বাস নেবে।"

মিলি গভীর শ্বাস নিল। মনে হলো, এটা তো খুবই সহজ।

"দ্বিতীয় কথা–শিক্ষকের কথা শোনো। শিক্ষক যা বলবেন তাই করবে। শিক্ষকের নির্দেশ মতো লাইনে দাঁড়াবে।"

"তৃতীয় কথা–ধাক্কাধাক্কি না করা। ধাক্কাধাক্কি করলে পড়ে যেতে পারো। তারপর পেছনে যারা আসছে তারা তোমাকে ঠেলে দিতে পারে। খুব বিপদ। তাই কখনো ধাক্কা দেবে না।"

"চতুর্থ কথা–লাইনে চলা। হাত ধরে বা লাইনে সোজা হয়ে চলবে। ডান দিক দিয়ে চলার চেষ্টা করবে।"

"পঞ্চম কথা–মাঠে জড়ো হওয়া। সবাই মাঠের নির্দিষ্ট জায়গায় জড়ো হবে। সেখানে রোল কল হবে। দেখা হবে সবাই আছে কিনা।"

মিলি মনে মনে পাঁচটা কথা আওড়াতে লাগল। ঠিক আছে, এবার সে প্রস্তুত।

ম্যাম বললেন, "এখন আমরা অনুশীলন করব। ধরো, এখন ভূমিকম্প হলো। কী করতে হবে জানো? 'ড্রপ, কভার, হোল্ড অন'। অর্থাৎ 'দেখো, ঢাকো, ধরো'। প্রথমে মাটিতে বসবে। তারপর এক হাতে মাথা ঢাকবে। আরেক হাতে টেবিলের পা শক্ত করে ধরবে।"

হঠাৎ ম্যাম চিৎকার করলেন, "ভূমিকম্প!"

সবাই মাটিতে বসে গেল। মিলি দ্রুত টেবিলের নিচে মাথা গুঁজে দিল। এক হাতে মাথা ঢাকল, আরেক হাতে টেবিলের পা শক্ত করে ধরল। কিছুক্ষণ পর ম্যাম বললেন, "ঠিক আছে। ভূমিকম্প থেমে গেছে। এখন বের হওয়ার পালা।"

ম্যাম বললেন, "লাইনে দাঁড়াও। সবাই শান্ত হয়ে লাইনে দাঁড়াও। ধাক্কা দেবে না।"

সবাই লাইনে দাঁড়াল। মিলি সামনে দাঁড়াল। ম্যাম বললেন, "এখন বের হও। দ্রুত, কিন্তু দৌড়াবে না। হাঁটবে।"

মিলি আর তার বন্ধুরা লাইন ধরে বেরিয়ে পড়ল। করিডোর দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামল। পথে ম্যাম দাঁড়িয়ে বলছিলেন, "শান্ত হও। ধাক্কা দিও না।"

সবাই মাঠে এসে জড়ো হলো। মাঠে অন্য ক্লাসেরাও আসছিল। মিলির ক্লাসের সবাই নির্দিষ্ট জায়গায় জড়ো হলো। একজন ছাত্র রোল কল করল। দেখা গেল, সবাই আছে।

ম্যাম বললেন, "খুব ভালো হয়েছে। কিন্তু একটু ধীরে হয়েছে। আবার করব। এবার আরও দ্রুত করব।"

দ্বিতীয়বার মিলি আরও দ্রুত করল। ম্যাম খুশি হয়ে বললেন, "এবার দারুণ হয়েছে।"

মাঠে বসে সবাই বিশ্রাম নিচ্ছে। এমন সময় মিলি দেখল, পাশের ক্লাসের একজন ছেলে হুইলচেয়ারে বসে আছে। তার নাম রানা। রানা হাঁটতে পারে না। মিলি ভাবল, দুর্যোগের সময় রানা কীভাবে বের হবে?

মিলি ম্যামকে জিজ্ঞেস করল, "ম্যাম, রানা কীভাবে বের হবে? সে তো হাঁটতে পারে না।"

ম্যাম হাসলেন। "খুব ভালো প্রশ্ন করেছিস মিলি। আজ আমরা সেটাও শিখব।"

ম্যাম সবাইকে ডাকলেন। চারটি দল করলেন। মিলি প্রথম দলে পড়ল।

ম্যাম বললেন, "প্রথম দল। ধরো, তোমাদের ক্লাসে রানা আছে, যে হুইলচেয়ার ব্যবহার করে। দুর্যোগে তাকে কীভাবে বের করবে?"

মিলি ভাবতে লাগল। তখন ম্যাম বললেন, "দুইজন সামনে থেকে হুইলচেয়ার টানবে। দুইজন পেছন থেকে ঠেলবে। সিঁড়ি এলে চারজন মিলে হুইলচেয়ারটা তুলে নেবে। খুব সাবধানে নামাবে। কখনো তাড়াহুড়ো করবে না।"

মিলি বলল, "আমরা চারজন মিলে রানাকে নিয়ে যাব।"

ম্যাম বললেন, "ঠিক। এখন অনুশীলন করো।"

মিলি আর তার তিন বন্ধু মিলে রানার হুইলচেয়ার নিয়ে করিডোরে চলল। সিঁড়িতে গিয়ে তারা সাবধানে হুইলচেয়ারটা তুলে নিল। খুব সাবধানে নিচে নামাল। মাঠে এসে রানা হাসল। "থ্যাংক ইউ মিলি।"

দ্বিতীয় দল পেল সুমিকে। সুমির দেখতে অসুবিধা হয়। ম্যাম বললেন, "সুমির হাত ধরে নেবে। বলবে 'আমি তোমার বন্ধু, আমি তোমাকে নিয়ে যাব'। তোমার কাঁধে হাত রেখে সুমিকে চলতে বলবে। পথে যা আছে বলে দেবে। যেমন 'সিঁড়ি আসছে', 'দরজা আসছে' বলে দেবে।"

তৃতীয় দল পেল করিমকে। করিমের শুনতে অসুবিধা হয়। ম্যাম বললেন, "করিমের কাঁধে হাত রেখে ইশারায় বুঝিয়ে দেবে। হাত দিয়ে বের হওয়ার পথ দেখাবে। অথবা একটা কাগজে লিখে দেবে 'বের হও, দুর্যোগ'।"

চতুর্থ দল পেল ছোট ভাইবোনদের মতো দেখতে ছোট ছাত্রছাত্রীদের। ম্যাম বললেন, "তাদের হাত ধরে নেবে। বলবে 'ভয় পেয়ো না, আমরা আছি'। ধীরে ধীরে তাদের নিয়ে বের হবে। তাদের পড়ে গেলে তুলে দেবে।"

মিলি সব দলের অনুশীলন দেখল। তার খুব ভালো লাগল। এখন সে জানে, দুর্যোগের সময় কী করতে হবে।

সবশেষে ম্যাম বললেন, "এখন আমরা সবাই মিলে পুরো মহড়া দেব। আজ রানা হুইলচেয়ারে থাকবে। সুমি চোখ বন্ধ করবে। বাকিরা তাদের সাহায্য করবে।"

ম্যাম বললেন, "ভূমিকম্প হলো!"

সবাই 'দেখো, ঢাকো, ধরো' করল। মিলি টেবিলের নিচে গেল। রানাও হুইলচেয়ারে বসে মাথা নিচু করল। সুমি ডেস্কের নিচে বসে মাথা ঢাকল।

কিছুক্ষণ পর ম্যাম বললেন, "এখন বের হও।"

মিলি দৌড়ে রানার কাছে গেল। চারজন মিলে রানার হুইলচেয়ার নিয়ে চলল। পাশের দল সুমিকে নিয়ে চলল। সুমির হাত ধরে বলল, "সিঁড়ি আসছে। সাবধানে।"

সবাই মাঠে এসে জড়ো হলো। রোল কল হলো। দেখা গেল, সবাই আছে। রানা আছে, সুমি আছে, করিম আছে। সবাই নিরাপদ।

ম্যাম খুশি হয়ে বললেন, "দেখলে তো? আমরা সবাই মিলে সবাইকে নিয়ে বের হতে পারি। এটাই আসল কথা। কোনো বন্ধু পেছনে পড়ে থাকবে না।"

মিলি খুব খুশি। সে তার বন্ধুদের বলল, "আমরা তো দারুণ একটা খেলা শিখলাম। এখন আমি আমার বাড়ির জন্যও এরকম পরিকল্পনা বানাবো।"

সেদিন স্কুল থেকে ফিরে মিলি তার মা-বাবাকে সব বলল। তারপর তারা মিলে বাড়ির জরুরি পরিকল্পনা বানাল। বাড়ি থেকে বের হওয়ার পথ ঠিক করল। সবাই কোথায় মিলিত হবে সেটা ঠিক করল।

ঘুমাতে যাওয়ার আগে মিলি তার ডায়েরিতে লিখল-

"আজ আমি শিখলাম, দুর্যোগের সময় ভয় পেলে চলবে না। পাঁচটা কথা মনে রাখতে হবে। আর সবচেয়ে বড় কথা– সবাই মিলে সবাইকে নিয়ে বের হতে হবে। কোনো বন্ধু পেছনে পড়ে থাকবে না।"

ছবির বর্ণনা

ছবি ১: ক্লাসে পাঁচটি কথা শেখানো
ছবিতে একটি ক্লাসরুম। বোর্ডে বড় করে লেখা "জরুরি বহির্গমনের পাঁচটি কথা: ১. শান্ত থাকো ২. শিক্ষকের কথা শোনো ৩. ধাক্কাধাক্কি না করা ৪. লাইনে চলা ৫. মাঠে জড়ো হওয়া"। শিক্ষিকা বোর্ডের পাশে দাঁড়িয়ে শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলছেন। শিক্ষার্থীরা মনোযোগ দিয়ে শুনছে। মিলি সামনের বেঞ্চে বসে খাতায় লিখছে। ক্লাসের জানালা দিয়ে বাইরের মাঠ দেখা যাচ্ছে।

ছবি ২: লাইনে মাঠে যাওয়া
ছবিতে করিডোর। শিক্ষার্থীরা লাইন ধরে হাঁটছে। সামনে একজন শিক্ষক পথ দেখাচ্ছেন। সবাই শান্ত। কেউ ধাক্কা দিচ্ছে না। দরজা দিয়ে বাইরের মাঠ দেখা যাচ্ছে। ছবির এক কোণে সিঁড়ি, যেখানে শিক্ষার্থীরা সাবধানে নামছে। কারও হাতে ব্যাগ নেই, সবাই খালি হাতে।

ছবি ৩: দেখতে অসুবিধা হয় এমন বন্ধুকে সাহায্য করা
ছবিতে একজন ছাত্রী (সুমি) চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে। তার পাশে আরেকজন ছাত্রী তার হাত ধরে আছে। হাত ধরা ছাত্রীটি সুমির কাঁধে অন্য হাত রেখে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সে বলছে, "সিঁড়ি আসছে।" পেছনে অন্য শিক্ষার্থীরা লাইন করে যাচ্ছে। সবার মুখে শান্ত ভাব।

তাত্ত্বিক অংশ

জরুরি বহির্গমন পরিকল্পনা কী?

জরুরি বহির্গমন পরিকল্পনা হলো আগে থেকে ঠিক করে রাখা যে, কোনো দুর্যোগ (ভূমিকম্প, অগ্নিকাণ্ড, ঘূর্ণিঝড়) এলে আমরা কীভাবে দ্রুত ও নিরাপদে ভবন থেকে বের হব। গল্পে মিলির স্কুলে এই পরিকল্পনা অনুশীলন করা হয়েছিল।

জরুরি বহির্গমনের পাঁচটি কথা

গল্পের মিলি পাঁচটি কথা শিখেছিল। আসুন সেগুলো জানি–

১. শান্ত থাকো: দুর্যোগে সবচেয়ে বড় শত্রু হলো আতঙ্ক। আতঙ্ক হলে কিছুই মাথায় থাকে না। তাই প্রথমে শান্ত হবে। গভীর শ্বাস নেবে।

২. শিক্ষকের কথা শোনো: শিক্ষক যা বলবেন তাই করবে। শিক্ষকের নির্দেশ মতো লাইনে দাঁড়াবে। শিক্ষক আগে থেকে পথ দেখিয়ে রাখেন।

৩. ধাক্কাধাক্কি না করা: ধাক্কাধাক্কি করলে পড়ে যেতে পারো। তারপর পেছনে যারা আসছে তারা তোমাকে ঠেলে দিতে পারে। এতে পদদলিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই কখনো ধাক্কা দেবে না।

৪. লাইনে চলা: হাত ধরে বা লাইনে সোজা হয়ে চলবে। ডান দিক দিয়ে চলার চেষ্টা করবে। লাইন ভাঙবে না। দৌড়াবে না, হাঁটবে।

৫. মাঠে জড়ো হওয়া: সবাই মাঠের নির্দিষ্ট জায়গায় জড়ো হবে। সেখানে রোল কল হবে। দেখা হবে সবাই আছে কিনা। কেউ পেছনে পড়ে গেলে দ্রুত খুঁজে বের করা হবে।

প্রতিবন্ধী সহপাঠীদের সাহায্য করার কৌশল

গল্পে মিলি চার ধরনের সাহায্যের কৌশল শিখেছিল–

১. হুইলচেয়ার ব্যবহারকারী বন্ধুকে সাহায্য

· দুইজন সামনে থেকে হুইলচেয়ার টানবে
· দুইজন পেছন থেকে ঠেলবে
· সিঁড়ি এলে চারজন মিলে হুইলচেয়ারটি তুলে নেবে
· খুব সাবধানে নামাবে
· কখনো তাড়াহুড়ো করবে না

২. দেখতে অসুবিধা হয় এমন বন্ধুকে সাহায্য

· বন্ধুর হাত ধরে নেবে
· বলবে, "আমি তোমার বন্ধু, আমি তোমাকে নিয়ে যাব"
· তোমার কাঁধে হাত রেখে বন্ধুকে চলতে বলবে
· পথে যা আছে বলে দেবে: "সিঁড়ি আসছে", "দরজা আসছে"
· ধীরে ধীরে নিয়ে যাবে

৩. শুনতে অসুবিধা হয় এমন বন্ধুকে সাহায্য

· বন্ধুর কাঁধে হাত রেখে ইশারায় বুঝিয়ে দেবে
· হাত দিয়ে বের হওয়ার পথ দেখাবে
· অথবা একটা কাগজে লিখে দেবে: "বের হও, দুর্যোগ"
· বন্ধুর দিকে তাকিয়ে কথা বলবে, যাতে ঠোঁট পড়তে পারে

৪. ছোট ভাইবোন বা অসুস্থ বন্ধুকে সাহায্য

· তাদের হাত ধরে নেবে
· বলবে, "ভয় পেয়ো না, আমরা আছি"
· ধীরে ধীরে তাদের নিয়ে বের হবে
· তাদের পড়ে গেলে তুলে দেবে

ভূমিকম্পের সময় 'দেখো, ঢাকো, ধরো' নিয়ম

গল্পে মিলি ভূমিকম্পের সময় 'দেখো, ঢাকো, ধরো' নিয়ম শিখেছিল–

· দেখো (Drop): মাটিতে বসে পড়ো বা টেবিলের নিচে চলে যাও
· ঢাকো (Cover): এক হাতে মাথা ঢাকো
· ধরো (Hold On): আরেক হাতে টেবিলের পা বা শক্ত কিছু শক্ত করে ধরে রাখো

কেন এত প্রস্তুতি দরকার?

· দুর্যোগের সময় আতঙ্ক কাজ করে। আগে থেকে প্রস্তুতি থাকলে আতঙ্ক কমে।
· লাইনে চললে পদদলিত হওয়ার ঝুঁকি কমে।
· সবাই মিলে সবাইকে নিয়ে বের হলে কেউ পেছনে পড়ে না।
· প্রতিবন্ধী বন্ধুরা নিজেরা বের হতে পারে না। তাদের সাহায্য করা আমাদের দায়িত্ব।

মনে রাখবে:

· দুর্যোগের সময় দৌড়াবে না, হাঁটবে।
· লাইন ভাঙবে না।
· কারও সাথে ধাক্কা দেবে না।
· কোনো বন্ধু পেছনে পড়ে থাকবে না।
· সবাই মাঠে জড়ো হয়ে রোল কল দেবে।

প্রশ্ন অংশ

সহজ প্রশ্ন (১০টি)

প্রশ্ন ১: ছবিতে ক্লিক করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে একটি ক্লাসরুম। বোর্ডে পাঁচটি কথা লেখা। শিক্ষিকা দাঁড়িয়ে শিক্ষার্থীদের বলছেন। শিক্ষার্থীরা মনোযোগ দিয়ে শুনছে।

ছবির কোন অংশ দেখে তুমি বুঝতে পারছ যে তারা জরুরি বহির্গমনের নিয়ম শিখছে? সঠিক জায়গায় ক্লিক করো।

সঠিক উত্তর: বোর্ডে লেখা "জরুরি বহির্গমনের পাঁচটি কথা"-তে ক্লিক করতে হবে।

প্রশ্ন ২: সত্য না মিথ্যা বলো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে শিক্ষার্থীরা লাইন ধরে শান্তভাবে হাঁটছে। কেউ ধাক্কা দিচ্ছে না।

"দুর্যোগের সময় দৌড়ানো উচিত নয়, লাইন ধরে হাঁটতে হবে।"

সঠিক উত্তর: সত্য

প্রশ্ন ৩: খালি জায়গা পূরণ করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে একজন শিক্ষার্থী টেবিলের নিচে বসে এক হাতে মাথা ঢেকেছে, আরেক হাতে টেবিলের পা ধরেছে।

"ভূমিকম্পের সময় এই নিয়মটিকে বলা হয় _____, _____, _____।"

(ড্রপ করে বসানোর জন্য অপশন থাকবে: দেখো-ঢাকো-ধরো, দৌড়াও-লাফাও-চিৎকার করো, বসো-ওঠো-যাও, পড়ো-লিখো-শুনো)

সঠিক উত্তর: দেখো-ঢাকো-ধরো

প্রশ্ন ৪: ছবিতে ক্লিক করো

পাশাপাশি দুইটি ছবি দেওয়া আছে। প্রথম ছবিতে শিক্ষার্থীরা লাইন ধরে হাঁটছে। দ্বিতীয় ছবিতে শিক্ষার্থীরা দৌড়াচ্ছে এবং ধাক্কা দিচ্ছে।

কোন ছবিটি সঠিক জরুরি বহির্গমন দেখাচ্ছে?

সঠিক উত্তর: প্রথম ছবিতে ক্লিক করতে হবে।

প্রশ্ন ৫: টেনে আনো আর মেলাও

বাম পাশে পাঁচটি কথার প্রথম অংশ দেওয়া আছে–
১. শান্ত
২. শিক্ষকের
৩. ধাক্কাধাক্কি
৪. লাইনে
৫. মাঠে

ডান পাশে পাঁচটি কথার শেষ অংশ দেওয়া আছে–
কথা শোনো
না করা
জড়ো হওয়া
থাকো
চলা

কোন অংশ কোনটির সাথে মেলে? টেনে মেলাও।

সঠিক উত্তর: ১→থাকো, ২→কথা শোনো, ৩→না করা, ৪→চলা, ৫→জড়ো হওয়া

প্রশ্ন ৬: ছবি দেখে খবর তৈরি করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে সবাই মাঠে জড়ো হয়েছে। সামনে একজন শিক্ষক রোল কল করছেন।

মাঠে জড়ো হওয়ার পর কী করা হয়?

ক) সবাই বাসায় চলে যায়
খ) খেলাধুলা করা হয়
গ) রোল কল করে সবাই আছে কিনা দেখা হয়
ঘ) গান গাওয়া হয়

সঠিক উত্তর: গ) রোল কল করে সবাই আছে কিনা দেখা হয়

প্রশ্ন ৭: খালি জায়গা পূরণ করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে একজন ছাত্র হুইলচেয়ারে বসে আছে। চারজন ছাত্র মিলে হুইলচেয়ারটি নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামাচ্ছে।

"হুইলচেয়ার ব্যবহারকারী বন্ধুকে সিঁড়ি দিয়ে নামাতে হলে _____ জন মিলে সাহায্য করতে হবে।"

(ড্রপ করে বসানোর জন্য অপশন থাকবে: দুই, তিন, চার, পাঁচ)

সঠিক উত্তর: চার

প্রশ্ন ৮: সত্য না মিথ্যা বলো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে একজন ছাত্র দেখতে অসুবিধা হয় এমন বন্ধুর হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে। সে বলছে, "সিঁড়ি আসছে।"

"দেখতে অসুবিধা হয় এমন বন্ধুকে সাহায্য করার সময় পথে কী আছে বলে দিতে হবে।"

সঠিক উত্তর: সত্য

প্রশ্ন ৯: ঘটনা সাজাও

তিনটি ছবি এলোমেলোভাবে দেওয়া আছে–
ছবি ক: ক্লাসে 'দেখো, ঢাকো, ধরো' করা
ছবি খ: লাইন ধরে বের হওয়া
ছবি গ: মাঠে জড়ো হয়ে রোল কল দেওয়া

জরুরি বহির্গমনের সঠিক ক্রম সাজাও।

সঠিক উত্তর: ক → খ → গ

প্রশ্ন ১০: টেনে আনো আর মেলাও

বাম পাশে তিনটি বিশেষ প্রয়োজন দেওয়া আছে–
১. হুইলচেয়ার ব্যবহারকারী
২. দেখতে অসুবিধা হয়
৩. শুনতে অসুবিধা হয়

ডান পাশে তিনটি সাহায্যের কৌশল দেওয়া আছে–
হাত ধরে পথ বলে দেওয়া
চারজন মিলে হুইলচেয়ার নিয়ে যাওয়া
কাঁধে হাত রেখে ইশারা করে বোঝানো

কোন প্রয়োজন কোন কৌশলের সাথে মেলে? টেনে মেলাও।

সঠিক উত্তর: ১→চারজন মিলে হুইলচেয়ার নিয়ে যাওয়া, ২→হাত ধরে পথ বলে দেওয়া, ৩→কাঁধে হাত রেখে ইশারা করে বোঝানো

মাঝারি প্রশ্ন (১০টি)

প্রশ্ন ১১: ছবিতে ক্লিক করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে ক্লাসরুম। কিছু শিক্ষার্থী টেবিলের নিচে বসে আছে। একজন ছাত্র দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে। আরেকজন দৌড়াতে শুরু করেছে।

ছবিতে কয়টি ভুল আছে? সঠিক জায়গায় ক্লিক করো (একাধিক জায়গায় ক্লিক করা যাবে)।

সঠিক উত্তর: দাঁড়িয়ে চিৎকার করা ছাত্রটিতে ও দৌড়ানো ছাত্রটিতে ক্লিক করতে হবে। (কারণ দুর্যোগের সময় চিৎকার না করে শান্ত থাকতে হবে, আর দৌড়ানো উচিত নয়)

প্রশ্ন ১২: খালি জায়গা পূরণ করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে একজন ছাত্র দেখতে অসুবিধা হয় এমন বন্ধুর হাত ধরে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

"দেখতে অসুবিধা হয় এমন বন্ধুকে সাহায্য করার সময় তাকে _____ ধরে নিয়ে যেতে হবে এবং পথে _____ বলে দিতে হবে।"

(ড্রপ করে বসানোর জন্য অপশন থাকবে: হাত-কী আছে, কাঁধ-কোথায় যেতে হবে, মাথা-কী করতে হবে, পা-কখন থামতে হবে)

সঠিক উত্তর: হাত-কী আছে

প্রশ্ন ১৩: সত্য না মিথ্যা বলো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে একজন ছাত্র হুইলচেয়ারে বসা বন্ধুকে নিয়ে একাই সিঁড়ি দিয়ে নামানোর চেষ্টা করছে।

"হুইলচেয়ার ব্যবহারকারী বন্ধুকে একা সিঁড়ি দিয়ে নামানো নিরাপদ।"

সঠিক উত্তর: মিথ্যা (চারজন মিলে নামাতে হবে)

প্রশ্ন ১৪: টেনে আনো আর মেলাও

বাম পাশে পাঁচটি কাজ দেওয়া আছে–
১. গভীর শ্বাস নেওয়া
২. লাইনে দাঁড়ানো
৩. ধাক্কা দেওয়া
৪. শিক্ষকের দিকে তাকানো
৫. দৌড়ানো

ডান পাশে দুটি বক্স দেওয়া আছে–"করণীয়" ও "বর্জনীয়"

কোন কাজ কোন বক্সে যাবে? টেনে মেলাও।

সঠিক উত্তর: করণীয়→১, ২, ৪; বর্জনীয়→৩, ৫

প্রশ্ন ১৫: ছবি দেখে খবর তৈরি করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে শুনতে অসুবিধা হয় এমন একজন ছাত্র বসে আছে। তার পাশের ছাত্রী একটা কাগজে লিখে দেখাচ্ছে। কাগজে লেখা "বের হও, দুর্যোগ"।

ছবিতে কী দেখানো হচ্ছে?

ক) তারা খেলাধুলা করছে
খ) শুনতে অসুবিধা হয় এমন বন্ধুকে কাগজে লিখে জানানো হচ্ছে
গ) তারা পরীক্ষা দিচ্ছে
ঘ) তারা গল্প পড়ছে

সঠিক উত্তর: খ) শুনতে অসুবিধা হয় এমন বন্ধুকে কাগজে লিখে জানানো হচ্ছে

প্রশ্ন ১৬: ঘটনা সাজাও

চারটি ঘটনা এলোমেলোভাবে দেওয়া আছে–
ক) মাঠে জড়ো হওয়া
খ) 'দেখো, ঢাকো, ধরো' করা
গ) লাইনে দাঁড়ানো
ঘ) রোল কল দেওয়া

জরুরি বহির্গমনের সঠিক ক্রম সাজাও।

সঠিক উত্তর: খ → গ → ক → ঘ

প্রশ্ন ১৭: খালি জায়গা পূরণ করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে একজন শিক্ষক বলছেন, "দুর্যোগের সময় সবচেয়ে বড় শত্রু হলো _____।"

"দুর্যোগের সময় সবচেয়ে বড় শত্রু হলো _____। তাই প্রথমে _____ হবে।"

(ড্রপ করে বসানোর জন্য অপশন থাকবে: ভয়-ভয় পাবে, আতঙ্ক-শান্ত, বৃষ্টি-ছাতা নেবে, গরম-পানি খাবে)

সঠিক উত্তর: আতঙ্ক-শান্ত

প্রশ্ন ১৮: সত্য না মিথ্যা বলো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে একজন ছাত্র হুইলচেয়ারে বসা বন্ধুকে সিঁড়ি দিয়ে নামানোর সময় খুব দ্রুত নামানোর চেষ্টা করছে।

"প্রতিবন্ধী বন্ধুদের সাহায্য করার সময় তাড়াহুড়ো করা উচিত নয়।"

সঠিক উত্তর: সত্য

প্রশ্ন ১৯: টেনে আনো আর মেলাও

বাম পাশে চারটি পরিস্থিতি দেওয়া আছে–
১. ভূমিকম্পের সময় ক্লাসে
২. দুর্যোগের সময় বের হওয়ার সময়
৩. মাঠে পৌঁছে
৪. শুনতে অসুবিধা হয় এমন বন্ধুকে সাহায্য

ডান পাশে চারটি কাজ দেওয়া আছে–
লাইনে চলা
দেখো, ঢাকো, ধরো করা
কাগজে লিখে বোঝানো
রোল কল দেওয়া

কোন পরিস্থিতিতে কোন কাজ করা উচিত? টেনে মেলাও।

সঠিক উত্তর: ১→দেখো, ঢাকো, ধরো করা, ২→লাইনে চলা, ৩→রোল কল দেওয়া, ৪→কাগজে লিখে বোঝানো

প্রশ্ন ২০: পাজল সাজাও

তিনটি টুকরো দেওয়া আছে। টুকরোগুলো হচ্ছে–"জরুরি বহির্গমনের", "পাঁচটি কথা", "মনে রাখতে হবে"

টুকরোগুলো সঠিকভাবে সাজিয়ে একটি অর্থপূর্ণ বাক্য তৈরি করো।

সঠিক উত্তর: "জরুরি বহির্গমনের পাঁচটি কথা মনে রাখতে হবে"

কঠিন প্রশ্ন (১০টি)

প্রশ্ন ২১: ছবিতে ক্লিক করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে একটি ক্লাসরুমে ভূমিকম্প হয়েছে। সবাই টেবিলের নিচে 'দেখো, ঢাকো, ধরো' করছে। কিন্তু একজন ছাত্র জানালার দিকে দৌড়াচ্ছে। আরেকজন ছাত্র দরজার কাছে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে।

ছবিতে কোন কাজটি সবচেয়ে বিপজ্জনক? সঠিক জায়গায় ক্লিক করো এবং কেন সেটি বিপজ্জনক তা বলো।

সঠিক উত্তর: জানালার দিকে দৌড়ানো ছাত্রটিতে ক্লিক করতে হবে। কারণ জানালার কাচ ভেঙে আঘাত করতে পারে, এবং দৌড়ানো উচিত নয়।

প্রশ্ন ২২: সত্য না মিথ্যা বলো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে একজন ছাত্র দেখতে অসুবিধা হয় এমন বন্ধুকে সাহায্য করছে। সে বন্ধুর হাত ধরে আছে কিন্তু পথে কী আছে তা বলছে না।

"দেখতে অসুবিধা হয় এমন বন্ধুকে শুধু হাত ধরে নিয়ে গেলেই হয়, পথে কী আছে তা বলার দরকার নেই।"

সঠিক উত্তর: মিথ্যা (পথে কী আছে বলে দিতে হবে, যেমন সিঁড়ি আসছে, দরজা আসছে)

প্রশ্ন ২৩: টেনে আনো আর মেলাও

বাম পাশে চারটি বিবৃতি দেওয়া আছে–
১. দুর্যোগের সময় সবাই লাইন ধরে হাঁটবে
২. হুইলচেয়ার ব্যবহারকারী বন্ধুকে চারজন মিলে সাহায্য করবে

৩. মাঠে জড়ো হয়ে রোল কল দেবে
৪. দুর্যোগের সময় দৌড়াবে

ডান পাশে তিনটি বক্স দেওয়া আছে–"সঠিক নিয়ম", "ভুল নিয়ম", "সবাই মিলে সাহায্য"

কোন বিবৃতি কোন বক্সে যাবে? টেনে মেলাও।

সঠিক উত্তর: সঠিক নিয়ম→১, ৩; ভুল নিয়ম→৪; সবাই মিলে সাহায্য→২

প্রশ্ন ২৪: গল্পের ঘটনা শনাক্ত করো

গল্পের তিনটি প্যানেল তৈরি করে দেখানো হয়েছে–

প্যানেল ১: মিলি টেবিলের নিচে বসে এক হাতে মাথা ঢেকেছে, আরেক হাতে টেবিলের পা ধরেছে।

প্যানেল ২: মিলি ও তার বন্ধুরা লাইন ধরে সিঁড়ি দিয়ে নামছে। সামনে একজন শিক্ষক পথ দেখাচ্ছেন।

প্যানেল ৩: মিলি ও তার চার বন্ধু মিলে রানার হুইলচেয়ার নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামাচ্ছে।

কোন প্যানেলে 'দেখো, ঢাকো, ধরো', কোনটিতে লাইনে চলা আর কোনটিতে প্রতিবন্ধী বন্ধুকে সাহায্য করা দেখানো হয়েছে?

ক) প্যানেল ১-দেখো-ঢাকো-ধরো, প্যানেল ২-লাইনে চলা, প্যানেল ৩-প্রতিবন্ধী বন্ধুকে সাহায্য
খ) প্যানেল ১-লাইনে চলা, প্যানেল ২-দেখো-ঢাকো-ধরো, প্যানেল ৩-প্রতিবন্ধী বন্ধুকে সাহায্য
গ) প্যানেল ১-প্রতিবন্ধী বন্ধুকে সাহায্য, প্যানেল ২-দেখো-ঢাকো-ধরো, প্যানেল ৩-লাইনে চলা
ঘ) প্যানেল ১-দেখো-ঢাকো-ধরো, প্যানেল ২-প্রতিবন্ধী বন্ধুকে সাহায্য, প্যানেল ৩-লাইনে চলা

সঠিক উত্তর: ক) প্যানেল ১-দেখো-ঢাকো-ধরো, প্যানেল ২-লাইনে চলা, প্যানেল ৩-প্রতিবন্ধী বন্ধুকে সাহায্য

প্রশ্ন ২৫: খালি জায়গা পূরণ করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে মাঠে সবাই জড়ো হয়েছে। একজন ছাত্র রোল কল করছে। হঠাৎ দেখা গেল একজন অনুপস্থিত।

"মাঠে জড়ো হওয়ার পর _____ দিতে হবে। কেউ অনুপস্থিত থাকলে দ্রুত _____ করতে হবে।"

(ড্রপ করে বসানোর জন্য অপশন থাকবে: রোল কল-খোঁজ, খেলা-দৌড়, গান-চিৎকার, ছবি-ফোন)

সঠিক উত্তর: রোল কল-খোঁজ

প্রশ্ন ২৬: ক্রিটিকাল থিংকিং - বিশ্লেষণধর্মী

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে দুই বন্ধু কথা বলছে। একজন বলছে, "দুর্যোগের সময় আমাকে কারও জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। আমি আগে বের হয়ে যাব।"

বন্ধুটির কথায় কী ভুল আছে? সঠিক উত্তরটি বাছাই করো।

ক) বন্ধুর কথা ঠিক আছে, আগে বের হওয়াই ভালো
খ) সবাই মিলে সবাইকে নিয়ে বের হতে হবে। কোনো বন্ধু পেছনে পড়ে থাকবে না। প্রতিবন্ধী বন্ধুদের সাহায্য করা আমাদের দায়িত্ব।
গ) শুধু প্রতিবন্ধী বন্ধুদের জন্য অপেক্ষা করতে হবে
ঘ) দুর্যোগের সময় সবার আগে দৌড়াতে হবে

সঠিক উত্তর: খ) সবাই মিলে সবাইকে নিয়ে বের হতে হবে। কোনো বন্ধু পেছনে পড়ে থাকবে না। প্রতিবন্ধী বন্ধুদের সাহায্য করা আমাদের দায়িত্ব।

প্রশ্ন ২৭: পাজল সাজাও

চারটি টুকরো দেওয়া আছে। টুকরোগুলো হচ্ছে–"দেখতে অসুবিধা", "হয় এমন বন্ধুকে", "হাত ধরে", "সাহায্য করতে হবে"

টুকরোগুলো সঠিকভাবে সাজিয়ে একটি অর্থপূর্ণ বাক্য তৈরি করো।

সঠিক উত্তর: "দেখতে অসুবিধা হয় এমন বন্ধুকে হাত ধরে সাহায্য করতে হবে"

প্রশ্ন ২৮: ক্রিটিকাল থিংকিং - প্রয়োগমূলক

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে স্কুলের জরুরি বহির্গমন মহড়া চলছে। মিলি লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ সে দেখল, পেছনের ক্লাসের একজন ছোট ছাত্র পড়ে গেছে। লাইনের সবাই সামনে যাচ্ছে।

মিলির এখন কী করা উচিত?

ক) লাইনে দাঁড়িয়ে সামনে যাওয়া উচিত
খ) পড়ে যাওয়া ছাত্রটিকে তুলে দিয়ে তার সাথে ধীরে ধীরে বের হওয়া উচিত
গ) চিৎকার করে সবাইকে ডাকা উচিত
ঘ) দৌড়ে বের হয়ে যাওয়া উচিত

সঠিক উত্তর: খ) পড়ে যাওয়া ছাত্রটিকে তুলে দিয়ে তার সাথে ধীরে ধীরে বের হওয়া উচিত

প্রশ্ন ২৯: ঘটনা সাজাও

পাঁচটি ঘটনা এলোমেলোভাবে দেওয়া আছে–
ক) ভূমিকম্পের সময় 'দেখো, ঢাকো, ধরো' করা
খ) লাইনে দাঁড়ানো
গ) হুইলচেয়ার ব্যবহারকারী বন্ধুকে সাহায্য করা
ঘ) মাঠে জড়ো হওয়া
ঙ) রোল কল দেওয়া

জরুরি বহির্গমনের সঠিক ক্রম সাজাও (প্রতিবন্ধী বন্ধুকে সাহায্য সহ)।

সঠিক উত্তর: ক → খ → গ → ঘ → ঙ

প্রশ্ন ৩০: ক্রিটিকাল থিংকিং - যুক্তিভিত্তিক

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে মিলি তার ডায়েরিতে লিখছে: "আজ আমি শিখলাম, দুর্যোগের সময় ভয় পেলে চলবে না। পাঁচটা কথা মনে রাখতে হবে। আর সবচেয়ে বড় কথা–সবাই মিলে সবাইকে নিয়ে বের হতে হবে। কোনো বন্ধু পেছনে পড়ে থাকবে না।"

মিলি কেন 'সবাই মিলে সবাইকে নিয়ে বের হতে হবে' কথা বলেছে? সঠিক উত্তরটি বাছাই করো।

ক) কারণ সবাই মিলে বের হলে মজা হয়
খ) কারণ দুর্যোগের সময় প্রতিবন্ধী ও ছোট বন্ধুরা নিজেরা বের হতে পারে না। তাদের সাহায্য করা আমাদের দায়িত্ব। সবাই নিরাপদে বের হতে পারলেই আমরা সত্যিকারের নিরাপদ।
গ) কারণ শিক্ষক বলেছেন
ঘ) কারণ বন্ধুরা না এগোলে শাস্তি হয়

সঠিক উত্তর: খ) কারণ দুর্যোগের সময় প্রতিবন্ধী ও ছোট বন্ধুরা নিজেরা বের হতে পারে না। তাদের সাহায্য করা আমাদের দায়িত্ব। সবাই নিরাপদে বের হতে পারলেই আমরা সত্যিকারের নিরাপদ।

বিষয়: প্রাকৃতিক স্পঞ্জ হিসেবে বন

শিখনফল

১। শিক্ষার্থীরা বন কীভাবে বন্যা ও ভূমিধস প্রতিরোধে সাহায্য করে তা বর্ণনা করতে পারবে।
২। শিক্ষার্থীরা বন উজাড়ের ফলে কী কী সমস্যা হয় তা বিশ্লেষণ করতে পারবে।
৩। শিক্ষার্থীরা বন সংরক্ষণের গুরুত্ব ও উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবে।

সবুজপুর ও ফাঁকাপুরের গল্প

ছোট্ট রিয়া আর তার বাবা গ্রামে বেড়াতে গেছে। রিয়ার দাদু থাকে সবুজপুর গ্রামে। সবুজপুরের চারপাশে ঘন বন। বড় বড় গাছ, ঝোপঝাড়, লতা-পাতা। সকালে পাখি ডাকে, বিকেলে বাতাস আসে। রিয়া দাদুর সাথে বনে ঘুরতে ভালোবাসে।

একদিন রিয়া দাদুকে জিজ্ঞেস করল, "দাদু, আমাদের গ্রামের নাম কেন সবুজপুর?"

দাদু হাসলেন। "তুই কি বন দেখেছিস? এই বনই আমাদের গ্রামকে সবুজ রেখেছে। এই বন আমাদের অনেক কিছু দেয়।"

রিয়া বলল, "গাছ তো ফল দেয়, ছায়া দেয়। আর কী দেয়?"

দাদু বললেন, "চল, আজ আমি তোকে বনের গোপন কথা শেখাই।"

দাদু রিয়াকে নিয়ে গেলেন বনের ভেতরে। সেখানে একটা বটগাছের নিচে বসলেন। দাদু বললেন, "দেখ, এই মাটির নিচে গাছের শিকড় আছে। তুই যদি এই গাছটা টানার চেষ্টা করিস, টানতে পারবি?"

রিয়া গাছ ধরে টানার চেষ্টা করল। গাছ নড়লও না। রিয়া বলল, "পারলাম না দাদু।"

দাদু বললেন, "গাছের শিকড় মাটির অনেক গভীরে যায়। শিকড়গুলো মাটিকে আঠার মতো আটকে রাখে। বৃষ্টি এলে মাটি পিছলে যায় না। তাই আমাদের পাহাড়ে কখনো ভূমিধস হয় না।"

রিয়া অবাক হয়ে বলল, "গাছের এত শক্তি!"

দাদু বললেন, "আরও শোন। বর্ষা এলে বনে প্রচুর বৃষ্টি হয়। কিন্তু তুই কি কখনো সবুজপুরে বন্যা দেখেছিস?"

রিয়া ভাবল। সত্যিই তো, সে কখনো এখানে বন্যা দেখেনি।

দাদু বললেন, "গাছের পাতা ছাতার মতো কাজ করে। বৃষ্টির ফোঁটা সরাসরি মাটিতে পড়তে দেয় না। পাতায় আটকে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে ফোঁটা ফোঁটা করে মাটিতে পড়ে। আর মাটিতে মরা পাতা, ঝোপঝাড় থাকে। এগুলো স্পঞ্জের মতো পানি শুষে নেয়। গাছের শিকড়ও পানি ধরে রাখে। ফলে পানি দ্রুত বয়ে যায় না। আস্তে আস্তে নদীতে যায়। তাই বন্যা হয় না।"

দাদু একটা স্পঞ্জ বের করলেন। স্পঞ্জে পানি ঢেলে দেখালেন। "দেখ, স্পঞ্জ প্রথমে পানি শুষে নেয়, তারপর আস্তে আস্তে ছেড়ে দেয়। বনও ঠিক এভাবেই কাজ করে।"

রিয়া বলল, "বাহ! বন তো একটা বড় স্পঞ্জ!"

ঠিক তখন রিয়ার চাচা এলেন। তিনি বললেন, "আমি ফাঁকাপুর থেকে আসছি। ওখানে ভয়ানক বন্যা হয়েছে। পাহাড় ধসে অনেক বাড়ি ভেসে গেছে।"

দাদু মাথা নাড়লেন। "ফাঁকাপুরের মানুষ সব গাছ কেটে ফেলেছিল। বাড়ি বানিয়েছিল, জমি চাষ করেছিল। বন না থাকায় বৃষ্টির পানি ধরে রাখার কেউ ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে নদীতে চলে গেল। তাই বন্যা হয়েছে।"

রিয়া বলল, "আমরা কি ফাঁকাপুরের মানুষকে সাহায্য করতে পারি?"

দাদু বললেন, "পারবি। আমরা তাদের বোঝাব, কেন গাছ লাগাতে হবে।"

পরের দিন রিয়া, দাদু আর গ্রামের কয়েকজন ফাঁকাপুর গেল। ফাঁকাপুরের মানুষ মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। তাদের ঘরবাড়ি ভেঙে গেছে। চারপাশে কাদা। রিয়া তাদের বলল, "আমাদের সবুজপুরে বন আছে। বন থাকায় আমাদের কখনো বন্যা হয় না। আমরা গাছ লাগাব। বন বানাব। তাহলে আর বন্যা হবে না।"

ফাঁকাপুরের একজন বলল, "গাছ লাগিয়ে লাভ কী? বন্যা তো আসবেই।"

দাদু বললেন, "বন বৃষ্টির পানি ধরে রাখে। স্পঞ্জের মতো শুষে নেয়। ধীরে ধীরে নদীতে দেয়। গাছের শিকড় মাটি ধরে রাখে। তাই ভূমিধস হয় না। বন না থাকলে বন্যা হয়, ভূমিধস হয়, খরা হয়, মাটি ক্ষয় হয়। বন আমাদের বন্ধু।"

ফাঁকাপুরের মানুষগুলো দাদুর কথা শুনল। তারা গাছ লাগানোর সিদ্ধান্ত নিল। রিয়াও তাদের সাথে গাছ লাগাল। ফাঁকাপুরের নাম পাল্টে রাখা হলো নতুন সবুজপুর।

কয়েক বছর পর রিয়া আবার দাদুর বাড়ি এল। দেখল, ফাঁকাপুরেও এখন বন হয়েছে। ছোট ছোট গাছ বড় হয়েছে। আর বন্যা হয়নি। পাহাড় ধসেনি।

রিয়া দাদুকে বলল, "দাদু, আমি এখন জানি বন কত বড় বন্ধু। আমি সবাইকে গাছ লাগাতে বলব।"

দাদু বললেন, "ঠিক বলেছিস। বন বাঁচালে আমরাও বাঁচব।"

ছবির বর্ণনা

ছবি ১: গাছের শিকড় মাটি ধরে রাখা
ছবিতে একটি বড় গাছের নিচের অংশ দেখা যাচ্ছে। মাটির নিচে গাছের শিকড় বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে আছে। শিকড়গুলো মাটিকে আঁকড়ে ধরে আছে। একপাশে একজন ছাত্র গাছ টানার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না। ছবির নিচে লেখা: "গাছের শিকড় মাটিকে আঠার মতো আটকে রাখে।"

ছবি ২: সবুজপুর ও ফাঁকাপুরের তুলনা
ছবিটি দুই ভাগে ভাগ করা। বাম পাশে সবুজপুর: ঘন বন, সবুজ গাছ, পাহাড়ের গায়ে গাছ, পাহাড়ের নিচে ঘরবাড়ি, আকাশে হালকা মেঘ, গ্রামে শান্ত পরিবেশ। ডান পাশে ফাঁকাপুর: গাছ নেই, শুধু কাটা গুঁড়ি, পাহাড় ধসে পড়ছে, বন্যা হচ্ছে, ঘরবাড়ি ভেসে যাচ্ছে, মানুষ মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। ছবির নিচে লেখা: "বন থাকলে বন্যা নেই, বন না থাকলে বন্যা ও ভূমিধস।"

ছবি ৩: বন উজাড়ের সমস্যা (ছয়টি চিত্র)
ছবিতে ছয়টি ছোট ছবি আছে। প্রথম ছবিতে বন্যা (পানি ঘর ভাসিয়ে নিচ্ছে)। দ্বিতীয় ছবিতে ভূমিধস (পাহাড় ধসে পড়ছে)। তৃতীয় ছবিতে খরা (মাটি ফাটল, গাছ শুকিয়ে যাচ্ছে)। চতুর্থ ছবিতে মাটি ক্ষয় (বৃষ্টিতে মাটি ধুয়ে যাচ্ছে)। পঞ্চম ছবিতে প্রাণী সংকট (পশুপাখি ঘরহারা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে)। ষষ্ঠ ছবিতে বায়ু দূষণ (কারখানার ধোঁয়া, গাছ নেই)। প্রতিটি ছবির নিচে সমস্যার নাম লেখা।

তাত্ত্বিক অংশ

বনকে কেন প্রাকৃতিক স্পঞ্জ বলা হয়?

গল্পে রিয়ার দাদু বনকে স্পঞ্জের সাথে তুলনা করেছিলেন। স্পঞ্জ যেমন পানি শুষে নেয়, ধীরে ধীরে ছেড়ে দেয়, বনও ঠিক তেমন করে। আসুন দেখি, বন কীভাবে কাজ করে–

১. ছাতার মতো কাজ করে:
গাছের পাতা বৃষ্টির ফোঁটা সরাসরি মাটিতে পড়তে দেয় না। পাতায় আটকে রাখে। ধীরে ধীরে ফোঁটা ফোঁটা করে মাটিতে পড়ে। এতে মাটি হঠাৎ ভিজে যায় না।

২. স্পঞ্জের মতো শোষণ করে:
মাটিতে মরা পাতা, ঝোপঝাড়, ঘাস থাকে। এগুলো অনেকটা স্পঞ্জের মতো। বৃষ্টির পানি এগুলোতে শোষিত হয়। সরাসরি নদীতে চলে যায় না।

৩. জালের মতো বেঁধে রাখে:
গাছের শিকড় মাটির নিচে জালের মতো ছড়িয়ে থাকে। এই শিকড় পানি ধরে রাখে। পানি দ্রুত বয়ে যেতে পারে না। মাটিও ধরে রাখে।

৪. ধীরে ধীরে ছেড়ে দেয়:
বন যে পানি শোষণ করে, সেটা একবারে ছেড়ে দেয় না। আস্তে আস্তে ছেড়ে দেয়। ফলে হঠাৎ বন্যা হয় না। নদীতে ধীরে ধীরে পানি বাড়ে।

বন কীভাবে ভূমিধস প্রতিরোধ করে?

গল্পে দাদু রিয়াকে গাছ টানাতে দিয়েছিলেন। গাছ নড়েনি। কেন?

১. শিকড় মাটি আটকে রাখে:
গাছের শিকড় মাটির অনেক গভীরে যায়। শিকড় মাটিকে আঠার মতো আটকে রাখে। বৃষ্টি এলে মাটি পিছলে যেতে পারে না।

২. জালের মতো বাঁধে:
শিকড়গুলো মাটির নিচে জালের মতো ছড়িয়ে থাকে। পুরো মাটি একটা জালে বাঁধা থাকে। সহজে ভাঙে না।

৩. দেয়ালের মতো দাঁড়িয়ে থাকে:
পাহাড়ের ঢালে গাছগুলো দেয়ালের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। মাটি নিচে নামতে পারে না।

বন উজাড়ের ফলে কী কী সমস্যা হয়?

গল্পে ফাঁকাপুরের মানুষ গাছ কাটার কারণে বন্যা ও ভূমিধসের শিকার হয়েছিল। বন উজাড় করলে আরও অনেক সমস্যা হয়–

১. বন্যা:
বন পানি শোষণ করে না। বৃষ্টির পানি সরাসরি নদীতে চলে যায়। নদীর পানি দ্রুত বেড়ে যায়। বন্যা হয়।

২. ভূমিধস:
গাছের শিকড় মাটি ধরে রাখে না। বৃষ্টিতে মাটি পিছলে যায়। পাহাড় ধসে পড়ে।

৩. খরা:
বন পানি ধরে রাখে না। মাটি দ্রুত শুকিয়ে যায়। খরা হয়।

৪. মাটির ক্ষয়:
বৃষ্টিতে মাটি ধুয়ে চলে যায়। উর্বর মাটি নষ্ট হয়। ফসল ভালো হয় না।

৫. প্রাণী সংকট:
পশুপাখির বাসস্থান নষ্ট হয়। অনেক প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে যায়।

৬. বায়ু দূষণ:
গাছ অক্সিজেন দেয়, কার্বন ডাই অক্সাইড নেয়। গাছ না থাকলে বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইড বেড়ে যায়। বায়ু দূষণ হয়।

বন সংরক্ষণের গুরুত্ব ও উপায়

গল্পের শেষে রিয়া বনবন্ধু শপথ নিয়েছিল। আসুন আমরাও শিখি কীভাবে বন বাঁচাতে পারি–

বন সংরক্ষণের গুরুত্ব:

· বন বন্যা ও ভূমিধস প্রতিরোধ করে
· বন খরা প্রতিরোধ করে
· বন মাটি ক্ষয় রোধ করে
· বন প্রাণীদের বাসস্থান দেয়
· বন বায়ু পরিষ্কার রাখে
· বন আমাদের অক্সিজেন দেয়

বন সংরক্ষণের উপায়:

১. বেশি করে গাছ লাগানো
২. গাছ কাটতে না দেওয়া
৩. একটি গাছ কাটলে তিনটি গাছ লাগানো
৪. বনে আগুন না দেওয়া
৫. বনের প্রাণী শিকার না করা
৬. সবাইকে বন সংরক্ষণের গুরুত্ব বোঝানো

মনে রাখবে:
বন আমাদের বন্ধু। বন বাঁচালে আমরা বাঁচব। বন না থাকলে বন্যা, ভূমিধস, খরা–সব কিছু হবে। তাই আমরা সবাই মিলে বন বাঁচাব।

প্রশ্ন অংশ

সহজ প্রশ্ন (১০টি)

প্রশ্ন ১: ছবিতে ক্লিক করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে একটি বড় গাছ। মাটির নিচে গাছের শিকড় বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে আছে। শিকড়গুলো মাটিকে আঁকড়ে ধরে আছে।

ছবির কোন অংশ দেখে তুমি বুঝতে পারছ যে গাছ মাটি ধরে রাখে? সঠিক জায়গায় ক্লিক করো।

সঠিক উত্তর: মাটির নিচের শিকড়ের অংশে ক্লিক করতে হবে।

প্রশ্ন ২: সত্য না মিথ্যা বলো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে বনের ভেতর বৃষ্টি হচ্ছে। গাছের পাতা বৃষ্টির ফোঁটা আটকে রেখেছে।

"গাছের পাতা বৃষ্টির ফোঁটা সরাসরি মাটিতে পড়তে দেয় না।"

সঠিক উত্তর: সত্য

প্রশ্ন ৩: খালি জায়গা পূরণ করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে একটি স্পঞ্জে পানি দেওয়া হচ্ছে। স্পঞ্জ পানি শুষে নিচ্ছে। তারপর ধীরে ধীরে পানি বের হচ্ছে।

"বন ঠিক _____ এর মতো কাজ করে। এটি পানি শুষে নেয় এবং ধীরে ধীরে ছেড়ে দেয়।"

(ড্রপ করে বসানোর জন্য অপশন থাকবে: পাথর, স্পঞ্জ, কাঠ, লোহা)

সঠিক উত্তর: স্পঞ্জ

প্রশ্ন ৪: ছবিতে ক্লিক করো

পাশাপাশি দুইটি ছবি দেওয়া আছে। প্রথম ছবিতে সবুজপুর–ঘন বন, পাহাড়, বাড়ি। দ্বিতীয় ছবিতে ফাঁকাপুর–গাছ নেই, বন্যা, পাহাড় ধসে পড়েছে।

কোন গ্রামে বন আছে বলে বন্যা ও ভূমিধস হয়নি?

সঠিক উত্তর: প্রথম ছবিতে (সবুজপুর) ক্লিক করতে হবে।

প্রশ্ন ৫: টেনে আনো আর মেলাও

বাম পাশে তিনটি কাজ দেওয়া আছে–

১. গাছের শিকড়
২. গাছের পাতা
৩. মাটির মরা পাতা

ডান পাশে তিনটি বৈশিষ্ট্য দেওয়া আছে–
মাটি আটকে রাখে
ছাতার মতো কাজ করে
স্পঞ্জের মতো পানি শোষণ করে

কোনটির সাথে কোনটি মেলে? টেনে মেলাও।

সঠিক উত্তর: ১→মাটি আটকে রাখে, ২→ছাতার মতো কাজ করে, ৩→স্পঞ্জের মতো পানি শোষণ করে

প্রশ্ন ৬: ছবি দেখে খবর তৈরি করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে ফাঁকাপুরের দৃশ্য। পাহাড় ধসে পড়ছে, বন্যা হচ্ছে, মানুষ মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে।

ফাঁকাপুরে কেন বন্যা ও ভূমিধস হয়েছে?

ক) বেশি বৃষ্টি হয়েছে বলে
খ) মানুষ গাছ কেটে ফেলেছে বলে
গ) পাহাড় খাড়া ছিল বলে
ঘ) নদী বড় ছিল বলে

সঠিক উত্তর: খ) মানুষ গাছ কেটে ফেলেছে বলে

প্রশ্ন ৭: খালি জায়গা পূরণ করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে পাহাড়ের গায়ে গাছ নেই। মাটি গড়িয়ে পড়ছে।

"গাছের _____ মাটিকে ধরে রাখে। গাছ না থাকলে _____ হয়।"

(ড্রপ করে বসানোর জন্য অপশন থাকবে: শিকড়-ভূমিধস, পাতা-বন্যা, ডাল-খরা, ফল-দূষণ)

সঠিক উত্তর: শিকড়-ভূমিধস

প্রশ্ন ৮: সত্য না মিথ্যা বলো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে একজন লোক গাছ কাটছে। পেছনে পাহাড় ধসে পড়ছে।

"বন উজাড় করলে ভূমিধসের ঝুঁকি বেড়ে যায়।"

সঠিক উত্তর: সত্য

প্রশ্ন ৯: ঘটনা সাজাও

তিনটি ছবি এলোমেলোভাবে দেওয়া আছে–
ছবি ক: বনে বৃষ্টি হচ্ছে, গাছের পাতা পানি আটকে রাখছে
ছবি খ: বনের মাটি পানি শোষণ করছে
ছবি গ: ধীরে ধীরে পানি নদীতে যাচ্ছে

বন কীভাবে পানি ধরে রাখে–সঠিক ক্রম সাজাও।

সঠিক উত্তর: ক → খ → গ

প্রশ্ন ১০: টেনে আনো আর মেলাও

বাম পাশে তিনটি বন সংরক্ষণের উপায় দেওয়া আছে–
১. গাছ লাগানো
২. গাছ কাটতে না দেওয়া
৩. সবাইকে বোঝানো

ডান পাশে তিনটি ফলাফল দেওয়া আছে–
বন বাড়বে
বন থাকবে
সবাই বন বাঁচাবে

কোন উপায়ের সাথে কোন ফলাফল মেলে? টেনে মেলাও।

সঠিক উত্তর: ১→বন বাড়বে, ২→বন থাকবে, ৩→সবাই বন বাঁচাবে

মাঝারি প্রশ্ন (১০টি)

প্রশ্ন ১১: ছবিতে ক্লিক করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে ছয়টি ছোট ছবি–বন্যা, ভূমিধস, খরা, মাটি ক্ষয়, প্রাণী সংকট, বায়ু দূষণ।

বন উজাড়ের ফলে কোন কোন সমস্যা হয়? সঠিক ছবিগুলোতে ক্লিক করো (একাধিক জায়গায় ক্লিক করা যাবে)।

সঠিক উত্তর: সবগুলো ছবিতেই ক্লিক করতে হবে। কারণ বন উজাড়ের ফলে এই সব সমস্যা হয়।

প্রশ্ন ১২: খালি জায়গা পূরণ করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে বনের মাটির নিচের অংশ দেখা যাচ্ছে। শিকড়গুলো জালের মতো ছড়িয়ে আছে।

"গাছের শিকড় মাটির নিচে _____ মতো ছড়িয়ে থাকে। এটি মাটিকে _____ রাখে।"

(ড্রপ করে বসানোর জন্য অপশন থাকবে: জাল-বাঁধা, দড়ি-আলগা, সুতো-ভেজা, পাটি-শুকনো)

সঠিক উত্তর: জাল-বাঁধা

প্রশ্ন ১৩: সত্য না মিথ্যা বলো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে একজন বলছে, "গাছ না থাকলে বন্যা হয় না, বরং কম হয়।"

"গাছ না থাকলে বন্যা বেশি হয়, কারণ পানি ধরে রাখার কেউ থাকে না।"

সঠিক উত্তর: সত্য

প্রশ্ন ১৪: টেনে আনো আর মেলাও

বাম পাশে পাঁচটি সমস্যা দেওয়া আছে–
১. বন্যা
২. ভূমিধস
৩. খরা
৪. মাটি ক্ষয়
৫. প্রাণী সংকট

ডান পাশে পাঁচটি কারণ দেওয়া আছে–
পানি ধরে রাখার কেউ নেই
মাটি আটকে রাখার কেউ নেই
বন পানি ধরে রাখে না
গাছের শিকড় মাটি ধরে রাখে না
পশুপাখির বাসস্থান নষ্ট হয়

কোন সমস্যার সাথে কোন কারণ মেলে? টেনে মেলাও।

সঠিক উত্তর: ১→পানি ধরে রাখার কেউ নেই, ২→মাটি আটকে রাখার কেউ নেই, ৩→বন পানি ধরে রাখে না, ৪→গাছের শিকড় মাটি ধরে রাখে না, ৫→পশুপাখির বাসস্থান নষ্ট হয়

প্রশ্ন ১৫: ছবি দেখে খবর তৈরি করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে সবুজপুরের দৃশ্য। ঘন বন, পাহাড়, বাড়ি। বৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু বন্যা নেই।

বৃষ্টি হলেও সবুজপুরে কেন বন্যা হয় না?

ক) সবুজপুরে কম বৃষ্টি হয় বলে
খ) বন পানি ধরে রাখে, ধীরে ধীরে ছেড়ে দেয় বলে
গ) সবুজপুরের মানুষ বাঁধ বানিয়েছে বলে
ঘ) সবুজপুরে নদী নেই বলে

সঠিক উত্তর: খ) বন পানি ধরে রাখে, ধীরে ধীরে ছেড়ে দেয় বলে

প্রশ্ন ১৬: ঘটনা সাজাও

চারটি ঘটনা এলোমেলোভাবে দেওয়া আছে–
ক) মানুষ গাছ কাটল
খ) বন্যা হলো
গ) বৃষ্টি হলো
ঘ) পানি ধরে রাখার কেউ রইল না

বন উজাড়ের পর বন্যা হওয়ার সঠিক ক্রম সাজাও।

সঠিক উত্তর: ক → গ → ঘ → খ

প্রশ্ন ১৭: খালি জায়গা পূরণ করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে পাহাড়ের গায়ে গাছের শিকড় মাটি ধরে রেখেছে। পাশের ছবিতে গাছ নেই, মাটি গড়িয়ে পড়ছে।

"পাহাড়ের ঢালে গাছগুলো _____ মতো দাঁড়িয়ে থাকে। এতে মাটি _____ যেতে পারে না।"

(ড্রপ করে বসানোর জন্য অপশন থাকবে: দেয়াল-নিচে, দরজা-উপরে, জানালা-পাশে, ছাদ-সামনে)

সঠিক উত্তর: দেয়াল-নিচে

প্রশ্ন ১৮: সত্য না মিথ্যা বলো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে একজন বলছে, "আমি একটি গাছ কাটলাম, তার জায়গায় আমি তিনটি গাছ লাগাব।"

"একটি গাছ কাটলে তিনটি গাছ লাগানো বন সংরক্ষণের একটি ভালো উপায়।"

সঠিক উত্তর: সত্য

প্রশ্ন ১৯: টেনে আনো আর মেলাও

বাম পাশে চারটি বিবৃতি দেওয়া আছে–
১. বন পানি ধরে রাখে
২. বন না থাকলে বন্যা হয়
৩. গাছের শিকড় মাটি ধরে রাখে
৪. বন না থাকলে ভূমিধস হয়

ডান পাশে দুটি বক্স দেওয়া আছে–"বনের কাজ" ও "বন না থাকার ফল"

কোন বিবৃতি কোন বক্সে যাবে? টেনে মেলাও।

সঠিক উত্তর: বনের কাজ→১, ৩; বন না থাকার ফল→২, ৪

প্রশ্ন ২০: পাজল সাজাও

তিনটি টুকরো দেওয়া আছে। টুকরোগুলো হচ্ছে–"বন", "প্রাকৃতিক", "স্পঞ্জ"

টুকরোগুলো সঠিকভাবে সাজিয়ে একটি অর্থপূর্ণ বাক্য তৈরি করো।

সঠিক উত্তর: "বন প্রাকৃতিক স্পঞ্জ"

কঠিন প্রশ্ন (১০টি)

প্রশ্ন ২১: ছবিতে ক্লিক করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে একটি পাহাড়ের দুই পাশ। বাম পাশে গাছ আছে, মাটি শক্ত। ডান পাশে গাছ নেই, মাটি গড়িয়ে পড়ছে।

কোন পাশে ভূমিধসের ঝুঁকি বেশি? সঠিক জায়গায় ক্লিক করো এবং কেন তা ব্যাখ্যা করো।

সঠিক উত্তর: ডান পাশে ক্লিক করতে হবে। কারণ গাছ না থাকায় শিকড় মাটি ধরে রাখতে পারে না।

প্রশ্ন ২২: সত্য না মিথ্যা বলো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে একজন বলছে, "বন কাটলে জমি পাওয়া যায়। জমি পেয়ে আমরা চাষ করব। তাই বন কাটা ভালো।"

"বন কাটলে স্বল্পমেয়াদে জমি পাওয়া যায়, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে বন্যা, ভূমিধস, খরা–অনেক সমস্যা হয়। তাই বন কাটা ভালো নয়।"

সঠিক উত্তর: সত্য

প্রশ্ন ২৩: টেনে আনো আর মেলাও

বাম পাশে চারটি বিবৃতি দেওয়া আছে–
১. গাছের পাতা বৃষ্টির ফোঁটা আটকে রাখে
২. মাটির মরা পাতা পানি শোষণ করে
৩. গাছের শিকড় মাটি ধরে রাখে
৪. বন ধীরে ধীরে পানি ছেড়ে দেয়

ডান পাশে চারটি কাজ দেওয়া আছে–
বন্যা প্রতিরোধ করে
ভূমিধস প্রতিরোধ করে
ছাতার মতো কাজ করে
স্পঞ্জের মতো কাজ করে

কোন বিবৃতি কোন কাজের সাথে মেলে? টেনে মেলাও।

সঠিক উত্তর: ১→ছাতার মতো কাজ করে, ২→স্পঞ্জের মতো কাজ করে, ৩→ভূমিধস প্রতিরোধ করে, ৪→বন্যা প্রতিরোধ করে

প্রশ্ন ২৪: গল্পের ঘটনা শনাক্ত করো

গল্পের তিনটি প্যানেল তৈরি করে দেখানো হয়েছে–

প্যানেল ১: রিয়া গাছ টানার চেষ্টা করছে, পারছে না। দাদু বলছেন, "শিকড় মাটি ধরে রাখে।"

প্যানেল ২: দাদু স্পঞ্জ চেপে দেখাচ্ছেন। বলছেন, "বনও স্পঞ্জের মতো পানি ধরে রাখে।"

প্যানেল ৩: রিয়া ফাঁকাপুরের মানুষকে গাছ লাগাতে বলছে। তারা গাছ লাগাচ্ছে।

কোন প্যানেলে বনের ভূমিধস প্রতিরোধের কথা, কোনটিতে বন্যা প্রতিরোধের কথা আর কোনটিতে বন সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে?

ক) প্যানেল ১-ভূমিধস প্রতিরোধ, প্যানেল ২-বন্যা প্রতিরোধ, প্যানেল ৩-বন সংরক্ষণ
খ) প্যানেল ১-বন্যা প্রতিরোধ, প্যানেল ২-ভূমিধস প্রতিরোধ, প্যানেল ৩-বন সংরক্ষণ

গ) প্যানেল ১-বন সংরক্ষণ, প্যানেল ২-ভূমিধস প্রতিরোধ, প্যানেল ৩-বন্যা প্রতিরোধ
ঘ) প্যানেল ১-ভূমিধস প্রতিরোধ, প্যানেল ২-বন সংরক্ষণ, প্যানেল ৩-বন্যা প্রতিরোধ

সঠিক উত্তর: ক) প্যানেল ১-ভূমিধস প্রতিরোধ, প্যানেল ২-বন্যা প্রতিরোধ, প্যানেল ৩-বন সংরক্ষণ

প্রশ্ন ২৫: খালি জায়গা পূরণ করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে দুটি গ্রামের তুলনা। সবুজপুরে বন আছে, বন্যা নেই। ফাঁকাপুরে বন নেই, বন্যা আছে।

"সবুজপুরে _____ আছে বলে বন্যা হয় না। ফাঁকাপুরে _____ হয়েছে বলে বন্যা হয়।"

(ড্রপ করে বসানোর জন্য অপশন থাকবে: বন-বন উজাড়, নদী-বাঁধ, পাহাড়-ভূমিধস, মানুষ-শহর)

সঠিক উত্তর: বন-বন উজাড়

প্রশ্ন ২৬: ক্রিটিকাল থিংকিং - বিশ্লেষণধর্মী

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে দুই বন্ধু কথা বলছে। একজন বলছে, "আমাদের গ্রামের পাশের পাহাড়ে গাছ নেই। কিন্তু এখনো তো ভূমিধস হয়নি। তাই ভয়ের কিছু নেই।"

বন্ধুটির কথায় কী ভুল আছে? সঠিক উত্তরটি বাছাই করো।

ক) বন্ধুর কথা ঠিক আছে
খ) গাছ না থাকা মানে ঝুঁকি বেড়ে যায়। বৃষ্টি বা অন্য কোনো কারণে যে কোনো সময় ভূমিধস হতে পারে। তাই আগে থেকেই গাছ লাগাতে হবে।
গ) শুধু বৃষ্টি হলেই ভূমিধস হয়, গাছের দরকার নেই
ঘ) ভূমিধস হওয়ার আগে পর্যন্ত গাছ লাগানোর দরকার নেই

সঠিক উত্তর: খ) গাছ না থাকা মানে ঝুঁকি বেড়ে যায়। বৃষ্টি বা অন্য কোনো কারণে যে কোনো সময় ভূমিধস হতে পারে। তাই আগে থেকেই গাছ লাগাতে হবে।

প্রশ্ন ২৭: পাজল সাজাও

চারটি টুকরো দেওয়া আছে। টুকরোগুলো হচ্ছে–"বন উজাড়", "বন্যা", "ভূমিধস", "খরা", "সৃষ্টি করে"

টুকরোগুলো সঠিকভাবে সাজিয়ে একটি অর্থপূর্ণ বাক্য তৈরি করো।

সঠিক উত্তর: "বন উজাড় বন্যা, ভূমিধস ও খরা সৃষ্টি করে"

প্রশ্ন ২৮: ক্রিটিকাল থিংকিং - প্রয়োগমূলক

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে একটি গ্রাম। গ্রামের পাশে পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে কিছু গাছ আছে। গ্রামের মানুষ সম্প্রতি পাহাড়ের কিছু গাছ কেটে জমি তৈরি করেছে। পাহাড়ের গায়ে কোথাও কোথাও মাটি ফাটল দেখা যাচ্ছে।

এই গ্রামের মানুষজনদের কী পরামর্শ দেবে?

ক) সব ঠিক আছে, আরও গাছ কাটতে হবে
খ) আরও জমির জন্য আরও গাছ কাটতে হবে
গ) ফাটল দেখে ঝুঁকি আছে। নতুন করে গাছ লাগাতে হবে। আগের গাছগুলো আর না কাটতে হবে।
ঘ) শুধু বৃষ্টি এড়িয়ে চললেই হবে

সঠিক উত্তর: গ) ফাটল দেখে ঝুঁকি আছে। নতুন করে গাছ লাগাতে হবে। আগের গাছগুলো আর না কাটতে হবে।

প্রশ্ন ২৯: ঘটনা সাজাও

পাঁচটি ঘটনা এলোমেলোভাবে দেওয়া আছে–
ক) মানুষ গাছ কাটল
খ) বন্যা হলো
গ) পানি ধরে রাখার কেউ রইল না
ঘ) বৃষ্টি হলো
ঙ) নদীর পানি দ্রুত বেড়ে গেল

বন উজাড়ের পর বন্যা হওয়ার সঠিক ক্রম সাজাও।

সঠিক উত্তর: ক → গ → ঘ → ঙ → খ

প্রশ্ন ৩০: ক্রিটিকাল থিংকিং - যুক্তিভিত্তিক

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে রিয়া তার বন্ধুদের সাথে গাছ লাগাচ্ছে। তার হাতে একটা পোস্টার, যাতে লেখা: "বন বাঁচাও, জীবন বাঁচাও।"

রিয়া কেন এই পোস্টার লিখেছে? সঠিক উত্তরটি বাছাই করো।

ক) গাছ লাগালে ফল পাওয়া যায় বলে
খ) বন বাঁচালে বন্যা ও ভূমিধস কমে। মানুষ নিরাপদ থাকে। বায়ু পরিষ্কার থাকে। প্রাণীরা বাঁচে। তাই বন বাঁচানো মানে জীবন বাঁচানো।
গ) শিক্ষক বলেছেন বলে
ঘ) বন্ধুরা গাছ লাগাচ্ছে বলে

সঠিক উত্তর: খ) বন বাঁচালে বন্যা ও ভূমিধস কমে। মানুষ নিরাপদ থাকে। বায়ু পরিষ্কার থাকে। প্রাণীরা বাঁচে। তাই বন বাঁচানো মানে জীবন বাঁচানো।

বিষয়: ইকোসিস্টেম ও বায়োম

শিখনফল

১। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ইকোসিস্টেম ও বায়োমের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারবে।
২। শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের প্রধান ইকোসিস্টেমগুলোর নাম বলতে পারবে।
৩। শিক্ষার্থীরা ইকোসিস্টেমের উপর জলবায়ুর প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে।

পুকুর, মরুভূমি ও জলবায়ু জাদুকর

ছোট্ট সাদিয়া আর তার বড় ভাই অনীক গ্রামের বাড়ি বেড়াতে এসেছে। সাদিয়ার দাদু গ্রামের পাশের পুকুরে মাছ ধরতে ভালোবাসেন। সাদিয়াও দাদুর সাথে পুকুরের ধারে বসে থাকে।

একদিন বিকেলে পুকুরের ধারে বসে সাদিয়া দাদুকে জিজ্ঞেস করল, "দাদু, পুকুরে এত মাছ, কাছিম, আর গাছপালা। এরা সবাই কী করে এখানে থাকে?"

দাদু হাসলেন। "এটা একটা ছোটো পৃথিবী। পুকুরের মাছ বাঁচে পানিতে। পানি না থাকলে মাছ মরে যায়। আবার মাছ সাঁতার কাটলে পানি নড়ে, অক্সিজেন মেশে। মাছের বিষ্ঠা গাছের খাবার হয়। দেখো, মাছ আর পানি একে অপরকে ছাড়া বাঁচতে পারে না।"

সাদিয়া বলল, "তাহলে পুকুরের সবাই একে অপরের ওপর নির্ভর করে?"

দাদু বললেন, "ঠিক ধরেছিস। এই পুকুরের সব জীব আর জড় মিলে একটা ইকোসিস্টেম তৈরি করেছে।"

"ইকো...সিস...টেম?" সাদিয়া বলল।

"ইকোসিস্টেম। মানে হলো–একটা জায়গার সব জীব আর জড় একসাথে বাস করে, একে অপরের ওপর নির্ভর করে। একটা পুকুর ইকোসিস্টেম, একটা বন ইকোসিস্টেম।"

ঠিক তখন পুকুরের পানিতে একটা ছোট্ট আলো দেখা গেল। আলোটা ক্রমশ বড় হয়ে দাঁড়াল এক দিব্যি মেয়ে। তার পরনে নীল-সবুজ পোশাক, চুলে জলজ ফুল। হাতে একটা ছোট্ট জাদুর কাঠি।

সাদিয়া চমকে গেল। দাদু বললেন, "ভয় পেয়ো না। ইনি জলবায়ু জাদুকর।"

জলবায়ু জাদুকর বললেন, "তোমরা ইকোসিস্টেম নিয়ে কথা বলছ দেখলাম। চলো, আমি তোমাদের পৃথিবীর বিভিন্ন বায়োম ঘুরিয়ে আনব।"

"বায়োম মানে কী?" অনীক জিজ্ঞেস করল।

জাদুকর বললেন, "বায়োম হলো বড় ইকোসিস্টেম। যখন অনেক বড় এলাকা জুড়ে একই রকম জলবায়ু আর একই রকম গাছপালা-প্রাণী থাকে, তখন তাকে বায়োম বলে। চলো, প্রথমে যাই মরুভূমিতে।"

মরুভূমি বায়োম

জাদুর কাঠি ঘুরতেই চারপাশ বদলে গেল। এখন তারা এক বিশাল মরুভূমিতে। চারদিকে শুধু বালি। গরমে হাঁসফাঁস করছে সাদিয়া।

"এত গরম! এখানে কীভাবে কিছু বাঁচে?" সাদিয়া বলল।

জাদুকর বললেন, "দেখো, ওই দিকে একটা উট হাঁটছে। উটের কুঁজে খাবার সঞ্চয় থাকে। লম্বা পাপড়ি বালি থেকে চোখ বাঁচায়। এরা এই গরমে বাঁচতে পারে। এখানে ক্যাকটাস গাছ আছে, এরা পানি সঞ্চয় করে রাখে। এই মরুভূমিই একটা বায়োম।"

অরণ্য বায়োম

আবার জাদুর কাঠি ঘুরল। এবার তারা ঘন অরণ্যে। চারদিকে বড় বড় গাছ, লতা-পাতা। বানর ডালে দুলছে, পাখি গান করছে।

"এটা অরণ্য বায়োম। এখানে প্রচুর বৃষ্টি হয়। বড় বড় গাছ, বানর, হাতি, পাখি–সবাই এখানে থাকে।" জাদুকর বললেন।

তুন্দ্রা বায়োম

এরপর তারা গেল অনেক ঠান্ডা জায়গায়। চারদিকে বরফ। খুব ঠান্ডা। সাদিয়া কাঁপতে লাগল।

"এটা তুন্দ্রা বায়োম। এখানে খুব ঠান্ডা। ছোট ছোট গুল্ম হয়। মেরু ভালুক, শিয়াল এখানে থাকে।" জাদুকর বললেন।

তৃণভূমি বায়োম

শেষে তারা গেল বিশাল ঘাসের মাঠে। ঘাসের মাঠের শেষ নেই। দূরে জিরাফ আর সিংহ দেখা যাচ্ছে।

"এটা তৃণভূমি বায়োম। মাঝারি বৃষ্টি হয়। ঘাস হয় বেশি। জিরাফ, সিংহ, জেব্রা এখানে থাকে।" জাদুকর বললেন।

আবার তারা ফিরে এল পুকুরের ধারে। সাদিয়া বলল, "বাহ! পৃথিবীতে এত রকম জায়গা!"

জাদুকর বললেন, "আর এখন আমি তোমাদের বাংলাদেশের ইকোসিস্টেম দেখাব।"

সুন্দরবন

জাদুর কাঠি ঘুরতেই তারা চলে গেল বিশাল এক অরণ্যে। গাছের ডালে বানর লাফাচ্ছে। দূরে একটা হরিণ দৌড়াচ্ছে।

"এটা সুন্দরবন। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বন। এখানে গাছ লবণাক্ত পানিতে জন্মায়। আছে হরিণ, বানর, কুমির। আর আছে রাজকীয় বাঘ!" জাদুকর বললেন।

সাদিয়া বলল, "বাঘ! আমি তো দেখতে চাই!"

জাদুকর হাসলেন। "বাঘ লাজুক। আমাদের দেখলে পালিয়ে যাবে।"

হাওর-বাঁওড়

এরপর তারা চলে গেল এক বিশাল জলাভূমিতে। চারদিকে পানি, মাছ, পাখি।

"এটা হাওর। বর্ষায় পানি ডুবে যায়। শীতে হাজার হাজার পরিযায়ী পাখি আসে।" জাদুকর বললেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বন

শেষে তারা চলে গেল পাহাড়ি এলাকায়। গভীর বন, ঝিরি, পাহাড়।

"এটা পার্বত্য চট্টগ্রামের বন। এখানে আছে হাতি, বানর, অজগর।" জাদুকর বললেন।

সাদিয়া বলল, "বাংলাদেশের ইকোসিস্টেমগুলোও খুব সুন্দর!"

"কিন্তু জানো কি, জলবায়ু বদলে গেলে এই ইকোসিস্টেমগুলোর কী হয়?"

সাদিয়া বলল, "কী হয়?"

জাদুকর বললেন, "ধরো, তাপমাত্রা অনেক বেড়ে গেল। তোমাদের পুকুরের কী হবে?"

অনীক বলল, "পানি কমে যাবে। মাছ মরে যাবে। কাছিম চলে যাবে। গাছপালা শুকিয়ে যাবে।"

জাদুকর বললেন, "ঠিক বলেছ। আবার ধরো, মরুভূমিতে হঠাৎ বেশি বৃষ্টি হলো। কী হবে?"

সাদিয়া বলল, "উটের সমস্যা হবে। ক্যাকটাসের শিকড় পচে যেতে পারে। নতুন গাছ আসবে। পুরোনো বাসিন্দারা সমস্যায় পড়বে।"

জাদুকর বললেন, "আর অরণ্যে যদি মানুষ গাছ কাটে আর খরা হয়?"

অনীক বলল, "প্রাণীরা খাবার পাবে না। তারা গ্রামে চলে আসবে। মানুষ আর প্রাণীর সংঘাত হবে। বন কমে যাবে।"

জাদুকর বললেন, "তাই জলবায়ু বদলানো খুব বিপজ্জনক। ইকোসিস্টেম ভেঙে যায়। সবাই সমস্যায় পড়ে।"

সাদিয়া বলল, "আমরা কী করতে পারি?"

জাদুকর বললেন, "গাছ লাগাতে হবে। বন বাঁচাতে হবে। পানি নষ্ট করতে দেবে না। দূষণ কমাতে হবে। তাহলে জলবায়ু বদলাবে না। ইকোসিস্টেম টিকে থাকবে।"

জাদুকর চলে গেলেন। সাদিয়া দাদুকে বলল, "দাদু, আমি এখন বুঝেছি। পুকুরটাও একটা ইকোসিস্টেম। আমরা পুকুরটা নোংরা করব না। মাছ মারব না। গাছ লাগাব।"

দাদু হাসলেন। "ঠিক বলেছিস। ইকোসিস্টেম বাঁচালে আমরাও বাঁচব।"

ছবির বর্ণনা

ছবি ১: পুকুরের ইকোসিস্টেম
ছবিতে একটি পুকুর। পানিতে মাছ, কাছিম, জলজ গাছপালা। পুকুরের ধারে গাছ, ব্যাঙ, পাখি। মাটির নিচে শেওলা, ছোট পোকা। পানি, মাটি, সূর্যের আলো–জীব আর জড় সবাই আছে। ছবির নিচে লেখা: "পুকুরের সব জীব আর জড় মিলে একটা ইকোসিস্টেম।"

ছবি ২: বাংলাদেশের তিনটি ইকোসিস্টেম
ছবিটি তিনটি ভাগে ভাগ করা। প্রথম ভাগে সুন্দরবন–ম্যানগ্রোভ গাছ, হরিণ, বানর, কুমির, বাঘ। দ্বিতীয় ভাগে হাওর–পানি, নৌকা, পরিযায়ী পাখি, মাছ। তৃতীয় ভাগে পার্বত্য চট্টগ্রামের বন–পাহাড়, গভীর বন, হাতি, বানর, ঝিরি। ছবির নিচে লেখা: "বাংলাদেশের প্রধান ইকোসিস্টেম।"

ছবি ৩: জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব
ছবিটি চারটি ছোট ছবি। প্রথম ছবিতে পুকুর–পানি কমে গেছে, মাছ মরে গেছে, মাটি ফাটল। দ্বিতীয় ছবিতে মরুভূমি–বৃষ্টি হচ্ছে, ক্যাকটাস পচে যাচ্ছে, উট অস্থির। তৃতীয় ছবিতে অরণ্য–গাছ কাটা, খরা, প্রাণীরা গ্রামে চলে আসছে। চতুর্থ ছবিতে নদী–দূষণ, পানি কমে যাওয়া, মাছ মরে যাওয়া। ছবির নিচে লেখা: "জলবায়ু বদলে গেলে ইকোসিস্টেম ভেঙে যায়।"

তাত্ত্বিক অংশ

ইকোসিস্টেম কী?

গল্পে সাদিয়ার দাদু বলেছিলেন, পুকুরের সব জীব আর জড় মিলে একটা ইকোসিস্টেম তৈরি করে।

ইকোসিস্টেম হলো–একটি নির্দিষ্ট জায়গার সব জীব (গাছপালা, প্রাণী, পোকা, ব্যাকটেরিয়া) আর জড় (পানি, মাটি, পাথর, সূর্যের আলো) একসাথে বাস করে, একে অপরের ওপর নির্ভর করে। এদের মধ্যে খাদ্য, পানি, বাতাস–সব কিছুর সম্পর্ক থাকে।

ইকোসিস্টেমের উদাহরণ:

· পুকুর ইকোসিস্টেম
· বন ইকোসিস্টেম
· নদী ইকোসিস্টেম
· হাওর ইকোসিস্টেম

ইকোসিস্টেম কীভাবে কাজ করে?

গল্পে সাদিয়া দেখেছিল, পুকুরের মাছ বাঁচে পানিতে। মাছের বিষ্ঠা গাছের খাবার হয়। গাছ অক্সিজেন দেয়। এভাবে সবাই একে অপরের ওপর নির্ভর করে।

১. খাদ্য শৃঙ্খল:
গাছপালা সূর্যের আলো থেকে খাবার তৈরি করে। ছোট প্রাণী গাছপালা খায়। বড় প্রাণী ছোট প্রাণী খায়। মরে গেলে সবাই মাটির খাবার হয়।

২. পানি চক্র:
গাছপালা পানি শোষণ করে, বাষ্প হিসেবে ছেড়ে দেয়। সেটা মেঘ হয়ে বৃষ্টি হয়। বৃষ্টির পানি আবার মাটিতে যায়।

৩. অক্সিজেন-কার্বন ডাই অক্সাইড চক্র:
গাছপালা কার্বন ডাই অক্সাইড নিয়ে অক্সিজেন ছাড়ে। প্রাণীরা অক্সিজেন নিয়ে কার্বন ডাই অক্সাইড ছাড়ে।

বায়োম কী?

গল্পে জলবায়ু জাদুকর সাদিয়াকে পৃথিবীর বিভিন্ন বায়োম ঘুরিয়ে দেখিয়েছিলেন।

বায়োম হলো–বড় ইকোসিস্টেম। যখন অনেক বড় এলাকা জুড়ে একই রকম জলবায়ু আর একই রকম গাছপালা-প্রাণী থাকে, তখন তাকে বায়োম বলে।

পৃথিবীর প্রধান বায়োমগুলো:

বায়োম জলবায়ু গাছপালা প্রাণী
মরুভূমি খুব গরম, শুষ্ক ক্যাকটাস, খেজুর উট, টিকটিকি, সাপ
অরণ্য বেশি বৃষ্টি, উষ্ণ বড় গাছ, লতা-পাতা বানর, হাতি, পাখি
তৃণভূমি মাঝারি বৃষ্টি ঘাস, ছোট গাছ জিরাফ, সিংহ, জেব্রা
তুন্দ্রা খুব ঠান্ডা ছোট গুল্ম, শ্যাওলা মেরু ভালুক, শিয়াল
জলজ ভেজা শেওলা, জলজ গাছ মাছ, কাছিম, কুমির

বাংলাদেশের প্রধান ইকোসিস্টেমগুলো

গল্পে জলবায়ু জাদুকর সাদিয়াকে বাংলাদেশের তিনটি প্রধান ইকোসিস্টেম দেখিয়েছিলেন–

১. সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ বন:

· বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বন
· লবণাক্ত পানিতে গাছ জন্মায়
· আছে হরিণ, বানর, কুমির, রাজকীয় বাঘ
· দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত

২. হাওর-বাঁওড়:

· উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিশাল জলাভূমি
· বর্ষায় পানি ডুবে যায়
· শীতে হাজার হাজার পরিযায়ী পাখি আসে
· প্রচুর মাছ হয়

৩. পার্বত্য চট্টগ্রামের বন:

· পাহাড়ি এলাকায় গভীর বন
· আছে হাতি, বানর, অজগর
· বিভিন্ন প্রজাতির গাছপালা

ইকোসিস্টেমের উপর জলবায়ুর প্রভাব

গল্পের শেষে জলবায়ু জাদুকর দেখিয়েছিলেন, জলবায়ু বদলে গেলে ইকোসিস্টেমের কী হয়–

তাপমাত্রা বেড়ে গেলে:

· পানি কমে যাবে
· মাছ, কাছিম মরে যাবে
· গাছপালা শুকিয়ে যাবে
· প্রাণীরা খাবার পাবে না

বৃষ্টি কমে গেলে (খরা):

· মাটি শুকিয়ে যাবে
· গাছপালা মরে যাবে
· প্রাণীরা অন্য জায়গায় চলে যাবে
· খাদ্য সংকট হবে

বৃষ্টি বেড়ে গেলে (বন্যা):

· অনেক প্রাণী ডুবে মরবে
· গাছের শিকড় পচে যাবে
· বাসস্থান নষ্ট হবে

মানুষের কর্মকাণ্ড:

· বন উজাড় করলে প্রাণীরা ঘরহারা হয়
· নদী দূষণ করলে মাছ মরে
· পাহাড় কাটলে ভূমিধস হয়

ইকোসিস্টেম বাঁচানোর উপায়:

১. বেশি করে গাছ লাগানো
২. পানি নোংরা না করা
৩. বন উজাড় না করা
৪. নদী, পুকুর পরিষ্কার রাখা
৫. প্লাস্টিক ব্যবহার কমানো
৬. প্রাণী শিকার না করা
৭. সবাইকে ইকোসিস্টেমের গুরুত্ব বোঝানো

মনে রাখবে:
ইকোসিস্টেম বাঁচালে আমরা বাঁচব। পৃথিবীর সব ইকোসিস্টেম একে অপরের সাথে জড়িত। একটার ক্ষতি হলে অন্যটাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই আমরা সবাই মিলে প্রকৃতি বাঁচাব।

প্রশ্ন অংশ

সহজ প্রশ্ন (১০টি)

প্রশ্ন ১: ছবিতে ক্লিক করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে একটি পুকুর। পানিতে মাছ, কাছিম। পুকুরের ধারে গাছ, পাখি। পানি, মাটি, সূর্যের আলো।

ছবির কোন অংশগুলো ইকোসিস্টেমের জীব এবং কোন অংশগুলো জড়? সঠিক জায়গায় ক্লিক করো।

সঠিক উত্তর: মাছ, কাছিম, গাছ, পাখি–এগুলো জীব; পানি, মাটি, সূর্য–এগুলো জড়। শিক্ষার্থী যেকোনো একটি জীব ও একটি জড়ে ক্লিক করলেই হবে।

প্রশ্ন ২: সত্য না মিথ্যা বলো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে পুকুরের মাছ সাঁতার কাটছে। পাশে লেখা: "মাছ পানিতে বাঁচে।"

"পুকুরের মাছ আর পানি একে অপরের ওপর নির্ভর করে।"

সঠিক উত্তর: সত্য

প্রশ্ন ৩: খালি জায়গা পূরণ করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে একটি পুকুর। পুকুরের চারপাশে গাছ, মাছ, কাছিম, পানি, মাটি।

"পুকুরের সব জীব আর জড় মিলে একটা _____ তৈরি করে।"

(ড্রপ করে বসানোর জন্য অপশন থাকবে: ইকোসিস্টেম, বায়োম, জলবায়ু, আবহাওয়া)

সঠিক উত্তর: ইকোসিস্টেম

প্রশ্ন ৪: ছবিতে ক্লিক করো

পাশাপাশি চারটি ছবি দেওয়া আছে। প্রথম ছবিতে মরুভূমি (উট, বালি), দ্বিতীয় ছবিতে অরণ্য (গাছ, বানর), তৃতীয় ছবিতে তুন্দ্রা (বরফ, মেরু ভালুক), চতুর্থ ছবিতে তৃণভূমি (ঘাস, সিংহ)।

কোন ছবিটি মরুভূমি বায়োম দেখাচ্ছে? সঠিক ছবিতে ক্লিক করো।

সঠিক উত্তর: প্রথম ছবিতে ক্লিক করতে হবে।

প্রশ্ন ৫: টেনে আনো আর মেলাও

বাম পাশে চারটি বায়োমের নাম দেওয়া আছে–
১. মরুভূমি
২. অরণ্য
৩. তুন্দ্রা
৪. তৃণভূমি

ডান পাশে চারটি প্রাণী দেওয়া আছে–
উট
বানর
মেরু ভালুক
সিংহ

কোন বায়োমে কোন প্রাণী থাকে? টেনে মেলাও।

সঠিক উত্তর: ১→উট, ২→বানর, ৩→মেরু ভালুক, ৪→সিংহ

প্রশ্ন ৬: ছবি দেখে খবর তৈরি করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে সুন্দরবনের দৃশ্য। ম্যানগ্রোভ গাছ, হরিণ, বানর, দূরে বাঘের ছায়া।

ছবিটি বাংলাদেশের কোন ইকোসিস্টেম দেখাচ্ছে?

ক) হাওর
খ) পার্বত্য চট্টগ্রামের বন
গ) সুন্দরবন
ঘ) নদী

সঠিক উত্তর: গ) সুন্দরবন

প্রশ্ন ৭: খালি জায়গা পূরণ করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে উট মরুভূমিতে হাঁটছে। গরম সূর্য, বালি।

"উট _____ বায়োমে বাস করে।"

(ড্রপ করে বসানোর জন্য অপশন থাকবে: মরুভূমি, অরণ্য, তুন্দ্রা, তৃণভূমি)

সঠিক উত্তর: মরুভূমি

প্রশ্ন ৮: সত্য না মিথ্যা বলো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে তুন্দ্রা বায়োম–বরফ, মেরু ভালুক।

"তুন্দ্রা বায়োমে প্রচুর গরম পড়ে।"

সঠিক উত্তর: মিথ্যা (তুন্দ্রায় খুব ঠান্ডা পড়ে)

প্রশ্ন ৯: ঘটনা সাজাও

তিনটি ঘটনা এলোমেলোভাবে দেওয়া আছে–
ছবি ক: গাছপালা সূর্যের আলো পায়
ছবি খ: ছোট প্রাণী গাছপালা খায়
ছবি গ: বড় প্রাণী ছোট প্রাণী খায়

খাদ্য শৃঙ্খলের সঠিক ক্রম সাজাও।

সঠিক উত্তর: ক → খ → গ

প্রশ্ন ১০: টেনে আনো আর মেলাও

বাম পাশে তিনটি ইকোসিস্টেমের নাম দেওয়া আছে–
১. পুকুর
২. বন
৩. নদী

ডান পাশে তিনটি বৈশিষ্ট্য দেওয়া আছে–
মাছ, কাছিম, জলজ গাছ
বানর, হাতি, বড় গাছ
ইলিশ মাছ, নদীর পানি

কোন ইকোসিস্টেমের সাথে কোন বৈশিষ্ট্য মেলে? টেনে মেলাও।

সঠিক উত্তর: ১→মাছ, কাছিম, জলজ গাছ; ২→বানর, হাতি, বড় গাছ; ৩→ইলিশ মাছ, নদীর পানি

মাঝারি প্রশ্ন (১০টি)

প্রশ্ন ১১: ছবিতে ক্লিক করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে বাংলাদেশের তিনটি ইকোসিস্টেমের ছবি–সুন্দরবন, হাওর, পার্বত্য চট্টগ্রামের বন।

ছবির কোন ইকোসিস্টেমে রাজকীয় বাঘ থাকে? সঠিক জায়গায় ক্লিক করো।

সঠিক উত্তর: সুন্দরবনের ছবিতে ক্লিক করতে হবে।

প্রশ্ন ১২: খালি জায়গা পূরণ করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে হাওরের দৃশ্য। বর্ষায় পানি ডুবে গেছে, শীতে পরিযায়ী পাখি আসছে।

"হাওর _____ এ পানি ডুবে যায়। _____ এ পরিযায়ী পাখি আসে।"

(ড্রপ করে বসানোর জন্য অপশন থাকবে: বর্ষা-শীত, শীত-বর্ষা, গ্রীষ্ম-বর্ষা, বসন্ত-শরৎ)

সঠিক উত্তর: বর্ষা-শীত

প্রশ্ন ১৩: সত্য না মিথ্যা বলো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের বন–পাহাড়, হাতি, বানর।

"পার্বত্য চট্টগ্রামের বনে হাতি ও বানর দেখা যায়।"

সঠিক উত্তর: সত্য

প্রশ্ন ১৪: টেনে আনো আর মেলাও

বাম পাশে চারটি বায়োম ও চারটি জলবায়ুর বিবরণ দেওয়া আছে (এলোমেলো)—
১. মরুভূমি
২. অরণ্য
৩. তুন্দ্রা
৪. তৃণভূমি

ক. খুব ঠান্ডা
খ. মাঝারি বৃষ্টি
গ. খুব গরম, শুষ্ক
ঘ. বেশি বৃষ্টি

কোন বায়োমের সাথে কোন জলবায়ু মেলে? টেনে মেলাও।

সঠিক উত্তর: ১→গ, ২→ঘ, ৩→ক, ৪→খ

প্রশ্ন ১৫: ছবি দেখে খবর তৈরি করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে একটি পুকুর। পানি কমে গেছে, মাছ মরে যাচ্ছে, মাটি ফাটল ধরেছে।

ছবিতে কী দেখানো হচ্ছে?

ক) পুকুরে নতুন মাছ এসেছে
খ) পুকুরে পানি বেড়েছে
গ) তাপমাত্রা বেড়ে পানি কমে যাওয়ার প্রভাব
ঘ) পুকুর পরিষ্কার করা হচ্ছে

সঠিক উত্তর: গ) তাপমাত্রা বেড়ে পানি কমে যাওয়ার প্রভাব

প্রশ্ন ১৬: ঘটনা সাজাও

চারটি ঘটনা এলোমেলোভাবে দেওয়া আছে–
ক) তাপমাত্রা বেড়ে গেল
খ) পুকুরের পানি কমে গেল
গ) মাছ মরে গেল
ঘ) পুকুরের ইকোসিস্টেম ভেঙে গেল

তাপমাত্রা বেড়ে গেলে ইকোসিস্টেম ভাঙার সঠিক ক্রম সাজাও।

সঠিক উত্তর: ক → খ → গ → ঘ

প্রশ্ন ১৭: খালি জায়গা পূরণ করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে অরণ্যে খরা হচ্ছে। গাছ শুকিয়ে যাচ্ছে, প্রাণীরা অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছে।

"অরণ্যে _____ হলে প্রাণীরা খাবার পায় না। তারা _____ চলে যায়।"

(ড্রপ করে বসানোর জন্য অপশন থাকবে: খরা-গ্রামে, বন্যা-পাহাড়ে, আগুন-বনে, ঠান্ডা-মরুভূমিতে)

সঠিক উত্তর: খরা-গ্রামে

প্রশ্ন ১৮: সত্য না মিথ্যা বলো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে একজন বলছে, "আমরা পুকুরে আবর্জনা ফেলব। তাতে কিছুই হবে না।"

"পুকুরে আবর্জনা ফেললে পানি দূষিত হয়। মাছ মরে যায়। ইকোসিস্টেম নষ্ট হয়।"

সঠিক উত্তর: সত্য

প্রশ্ন ১৯: টেনে আনো আর মেলাও

বাম পাশে চারটি বিবৃতি দেওয়া আছে–
১. পুকুরের মাছ পানিতে বাঁচে
২. গাছপালা অক্সিজেন দেয়
৩. প্রাণীরা কার্বন ডাই অক্সাইড ছাড়ে
৪. মরা গাছ মাটির খাবার হয়

ডান পাশে দুটি বক্স দেওয়া আছে–"জীব একে অপরের ওপর নির্ভর করে" ও "ইকোসিস্টেমের অংশ"

কোন বিবৃতি কোন বক্সে যাবে? টেনে মেলাও।

সঠিক উত্তর: সবগুলো বিবৃতিই ইকোসিস্টেমের সম্পর্ক বোঝায়। শিক্ষার্থী সঠিকভাবে মেলালে হবে।

প্রশ্ন ২০: পাজল সাজাও

তিনটি টুকরো দেওয়া আছে। টুকরোগুলো হচ্ছে–"ইকোসিস্টেম", "বায়োম", "থেকে বড়"

টুকরোগুলো সঠিকভাবে সাজিয়ে একটি অর্থপূর্ণ বাক্য তৈরি করো।

সঠিক উত্তর: "বায়োম ইকোসিস্টেম থেকে বড়"

কঠিন প্রশ্ন (১০টি)

প্রশ্ন ২১: ছবিতে ক্লিক করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে পুকুরের ইকোসিস্টেমের বিভিন্ন অংশ দেখানো হয়েছে। একজন মানুষ পুকুরে ময়লা ফেলছে। অন্য একজন মাছ ধরছে। আরেকজন পুকুরের ধারে গাছ লাগাচ্ছে।

ছবিতে কোন কাজটি ইকোসিস্টেমের জন্য ক্ষতিকর? সঠিক জায়গায় ক্লিক করো এবং কেন সেটি ক্ষতিকর তা ব্যাখ্যা করো।

সঠিক উত্তর: পুকুরে ময়লা ফেলা ও মাছ ধরা–এই দুটি কাজ ক্ষতিকর। শিক্ষার্থী যেকোনো একটি বেছে নিয়ে ব্যাখ্যা করলেই হবে।

প্রশ্ন ২২: সত্য না মিথ্যা বলো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে একজন বলছে, "আমাদের এলাকার বন কেটে ফেললে জমি পাওয়া যাবে। তাতে কিছুই হবে না।"

"বন কেটে ফেললে প্রাণীরা ঘরহারা হয়। বায়ু দূষণ হয়। ভূমিধস ও বন্যার ঝুঁকি বেড়ে যায়। তাই বন কাটা ভালো নয়।"

সঠিক উত্তর: সত্য

প্রশ্ন ২৩: টেনে আনো আর মেলাও

বাম পাশে চারটি বিবৃতি দেওয়া আছে–
১. মরুভূমিতে বেশি বৃষ্টি হলে
২. অরণ্যে খরা হলে
৩. নদীতে দূষণ বাড়লে
৪. তাপমাত্রা বেড়ে গেলে

ডান পাশে চারটি ফলাফল দেওয়া আছে–
ক্যাকটাস পচে যাবে, উটের সমস্যা হবে
প্রাণীরা গ্রামে চলে আসবে
মাছ মরে যাবে
পানি কমে যাবে, প্রাণী মরবে

কোন কারণের সাথে কোন ফলাফল মেলে? টেনে মেলাও।

সঠিক উত্তর: ১→ক্যাকটাস পচে যাবে, উটের সমস্যা হবে; ২→প্রাণীরা গ্রামে চলে আসবে; ৩→মাছ মরে যাবে; ৪→পানি কমে যাবে, প্রাণী মরবে

প্রশ্ন ২৪: গল্পের ঘটনা শনাক্ত করো

গল্পের তিনটি প্যানেল তৈরি করে দেখানো হয়েছে–

প্যানেল ১: জলবায়ু জাদুকর সাদিয়াকে মরুভূমি, অরণ্য, তুন্দ্রা, তৃণভূমি ঘুরিয়ে দেখাচ্ছেন।

প্যানেল ২: জলবায়ু জাদুকর সাদিয়াকে সুন্দরবন, হাওর, পার্বত্য চট্টগ্রামের বন দেখাচ্ছেন।

প্যানেল ৩: জলবায়ু জাদুকর দেখাচ্ছেন তাপমাত্রা বাড়লে পুকুরের কী হয়–পানি কমে, মাছ মরে।

কোন প্যানেলে বায়োম, কোনটিতে বাংলাদেশের ইকোসিস্টেম আর কোনটিতে জলবায়ুর প্রভাব দেখানো হয়েছে?

ক) প্যানেল ১-বায়োম, প্যানেল ২-বাংলাদেশের ইকোসিস্টেম, প্যানেল ৩-জলবায়ুর প্রভাব
খ) প্যানেল ১-বাংলাদেশের ইকোসিস্টেম, প্যানেল ২-বায়োম, প্যানেল ৩-জলবায়ুর প্রভাব
গ) প্যানেল ১-জলবায়ুর প্রভাব, প্যানেল ২-বায়োম, প্যানেল ৩-বাংলাদেশের ইকোসিস্টেম
ঘ) প্যানেল ১-বায়োম, প্যানেল ২-জলবায়ুর প্রভাব, প্যানেল ৩-বাংলাদেশের ইকোসিস্টেম

সঠিক উত্তর: ক) প্যানেল ১-বায়োম, প্যানেল ২-বাংলাদেশের ইকোসিস্টেম, প্যানেল ৩-জলবায়ুর প্রভাব

প্রশ্ন ২৫: খালি জায়গা পূরণ করো

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে একটি অরণ্য। আগে অরণ্যে প্রচুর গাছ ও প্রাণী ছিল। এখন মানুষ গাছ কেটে ফেলেছে, প্রাণীরা চলে গেছে।

"অরণ্য উজাড় করলে _____ কমে যায়, _____ বেড়ে যায়। প্রাণীরা _____ হয়ে পড়ে।"

(ড্রপ করে বসানোর জন্য অপশন থাকবে: অক্সিজেন-কার্বন ডাই অক্সাইড-ঘরহারা, পানি-বায়ু-অসুস্থ, মাটি-পাথর-খুশি, গাছ-ঘাস-নিরাপদ)

সঠিক উত্তর: অক্সিজেন-কার্বন ডাই অক্সাইড-ঘরহারা

প্রশ্ন ২৬: ক্রিটিকাল থিংকিং - বিশ্লেষণধর্মী

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে দুই বন্ধু কথা বলছে। একজন বলছে, "আমাদের গ্রামের পুকুরে আগে অনেক মাছ ছিল। এখন মাছ নেই। পুকুরের পানি সবুজ হয়ে গেছে।"

পুকুরের মাছ কেন কমে গেছে বলে তুমি মনে করো? সঠিক উত্তরটি বাছাই করো।

ক) পুকুরে পানি বেশি হয়েছে বলে
খ) মানুষ পুকুরে ময়লা ফেলেছে, পানি দূষিত হয়েছে। এতে মাছ মরে গেছে। ইকোসিস্টেম ভেঙে গেছে।
গ) পুকুরে ব্যাঙ বেড়ে গেছে বলে
ঘ) পুকুরের ধারে গাছ কমে গেছে বলে

সঠিক উত্তর: খ) মানুষ পুকুরে ময়লা ফেলেছে, পানি দূষিত হয়েছে। এতে মাছ মরে গেছে। ইকোসিস্টেম ভেঙে গেছে।

প্রশ্ন ২৭: পাজল সাজাও

চারটি টুকরো দেওয়া আছে। টুকরোগুলো হচ্ছে–"জলবায়ু", "বদলে গেলে", "ইকোসিস্টেম", "ভেঙে যায়"

টুকরোগুলো সঠিকভাবে সাজিয়ে একটি অর্থপূর্ণ বাক্য তৈরি করো।

সঠিক উত্তর: "জলবায়ু বদলে গেলে ইকোসিস্টেম ভেঙে যায়"

প্রশ্ন ২৮: ক্রিটিকাল থিংকিং - প্রয়োগমূলক

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে একটি গ্রাম। গ্রামের পাশে পুকুর। পুকুরের ধারে গাছ আছে। কিন্তু সম্প্রতি গ্রামের মানুষ পুকুরে ময়লা ফেলছে, গাছ কাটছে। পুকুরের পানি সবুজ হয়ে গেছে, মাছ কমে গেছে।

এই গ্রামের মানুষজনদের কী পরামর্শ দেবে?

ক) পুকুরে আরও ময়লা ফেলতে হবে
খ) পুকুরের গাছ আরও কাটতে হবে
গ) পুকুর পরিষ্কার করতে হবে। গাছ লাগাতে হবে। পুকুরে ময়লা ফেলা বন্ধ করতে হবে। তাহলে ইকোসিস্টেম আবার ঠিক হবে।
ঘ) পুকুর ভরাট করে দিতে হবে

সঠিক উত্তর: গ) পুকুর পরিষ্কার করতে হবে। গাছ লাগাতে হবে। পুকুরে ময়লা ফেলা বন্ধ করতে হবে। তাহলে ইকোসিস্টেম আবার ঠিক হবে।

প্রশ্ন ২৯: ঘটনা সাজাও

পাঁচটি ঘটনা এলোমেলোভাবে দেওয়া আছে–
ক) মানুষ অরণ্যে গাছ কাটল
খ) প্রাণীরা খাবার পেল না
গ) অরণ্যের ইকোসিস্টেম ভেঙে গেল
ঘ) প্রাণীরা গ্রামে চলে আসল
ঙ) মানুষ ও প্রাণীর সংঘাত বেড়ে গেল

বন উজাড়ের পরের ঘটনাগুলোর সঠিক ক্রম সাজাও।

সঠিক উত্তর: ক → খ → গ → ঘ → ঙ

প্রশ্ন ৩০: ক্রিটিকাল থিংকিং - যুক্তিভিত্তিক

একটি ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে সাদিয়া তার খাতায় লিখছে: "পৃথিবীতে অনেক ইকোসিস্টেম আছে। সবাই মিলে একসাথে থাকে। জলবায়ু বদলে গেলে সবাই কষ্ট পায়। তাই আমি ইকোসিস্টেম বাঁচাব। গাছ লাগাব, পানি নোংরা করব না। আমি প্রকৃতির বন্ধু!"

সাদিয়া কেন প্রকৃতির বন্ধু হতে চায়? সঠিক উত্তরটি বাছাই করো।

ক) প্রকৃতির বন্ধু হলে সুন্দর নাম হয় বলে
খ) ইকোসিস্টেম বাঁচালে প্রকৃতি ঠিক থাকে। বন্যা, ভূমিধস, খরা কমে। মানুষ, প্রাণী, গাছপালা–সবাই নিরাপদ থাকে। তাই ইকোসিস্টেম বাঁচানো মানে সবাইকে বাঁচানো।
গ) শিক্ষক বলেছেন বলে
ঘ) দাদু বলেছেন বলে

সঠিক উত্তর: খ) ইকোসিস্টেম বাঁচালে প্রকৃতি ঠিক থাকে। বন্যা, ভূমিধস, খরা কমে। মানুষ, প্রাণী, গাছপালা–সবাই নিরাপদ থাকে। তাই ইকোসিস্টেম বাঁচানো মানে সবাইকে বাঁচানো।